বাংলাপিডিএফ.নেট

মাসুদ রানা

কালপ্রিট

দুইখন্ড একত্রে

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

শুভম

মাসুদ
শুভম

বাংলাপিডিএফ.নেট

মাসুদ রানা

কালপ্রিট

[দুইখন্ড একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন

সয়্যার এয়ার ফোর্স বেস।
অজানা এক রোগে হঠাৎ কিছু লোক মারা গেল।
তারপরই দাবানলের মত দ্রুত চারদিকে
ছড়িয়ে পড়ল রোগটা
মহামারীর ভয়াবহ চেহারা নিয়ে।
যাকে ধরছে, তার আর রক্ষে নেই—
কোনভাবেই বাঁচানো যাচ্ছে না তাকে।
রানাকে ডাকা হলো
ব্যাপারটা তদন্ত করে দেখার জন্যে।
কেন?
কারণ কয়েকজন প্রভাব ও প্রতাপশালী কর্মকর্তা
দু'চোখে দেখতে পারে না ওকে। আসলে
পাঠানো হলো ওকে অবধারিত মৃত্যুর মুখে।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

শুভম

মাসুদ রানা

কালপ্রিট

(দুইখণ্ড একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন

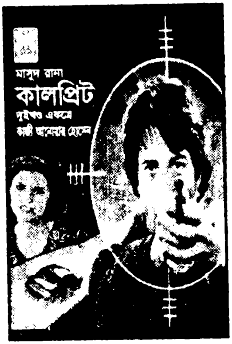

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7154-9

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৮

রচনা: বিদেশী কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশী ছবি অবলম্বনে
রনবীর আহমেদ বিপ্লব

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail. alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

আটাত্তর টাকা

Masud Rana
CULPRIT
Part I & II
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
শুভম ক্রিয়েশন
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don’t Remove This Page!
বাংলাপিডিএফ.নেট এক্সক্লুসিভ
শু ভ ম
স্ক্যানিং
এডিটিং
শুভম
B
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don’t Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

কালপ্রিট-১ ৫-১১৬
কালপ্রিট-২ ১১৭-২৩২

মাসুদ রানার ভলিউম

১-২-৩	ধ্বংস পাহাড়+ভারতনাট্যম+স্বর্ণমৃগ	৬৪/-
৪-৫-৬	দুঃসাহসিক+মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা+দুর্গম দুর্গ	৬৭/-
৭-৩৭২	শত্রু ভয়ঙ্কর+অরক্ষিত জলসীমা	৫৯/-
৮-৯	সাগর সঙ্গম-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১০-১১	রানা! সাবধান!!+বিস্মরণ	৫৯/-
১২-৫৫	রত্নদ্বীপ+কুউউ	৪৯/-
১৩-১৪	নীল আতঙ্ক-১,২ (একত্রে)	৫৩/-
১৫-১৬	কায়রো+মৃত্যু প্রহর	৫৮/-
১৭-১৮	গুপ্তচক্র+মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র	৩৭/-
১৯-২০	রাত্রি অন্ধকার+জাল	৪৬/-
২১-২২	অটল সিংহাসন+মৃত্যুর ঠিকানা	৩৪/-
২৩-২৪	ক্ষ্যাপা নর্তক+শয়তানের দূত	৬৬/-
২৫-২৬	এখনও ষড়যন্ত্র+প্রমাণ কই	৫১/-
২৭-২৮	বিপদজনক-১,২ (একত্রে)	৪৯/-
২৯-৩০	রক্তের রঙ-১,২ (একত্রে)	৩১/-
৩১-৩২	অদৃশ্য শত্রু+পিশাচ দ্বীপ (একত্রে)	৫৯/-
৩৩-৩৪	বিদেশী গুপ্তচর-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
৩৫-৩৬	ব্ল্যাক স্পাইডার-১,২ (একত্রে)	৫১/-
৩৭-৩৮	গুপ্তহত্যা+তিনশত্রু	৬৫/-
৩৯-৪০	অকস্মাৎ সীমান্ত-১,২ (একত্রে)	৫১/-
৪১-৪৬	সতর্ক শয়তান+পাগল বৈজ্ঞানিক	৪৬/-
৪২-৪৩	নীল ছবি-১,২ (একত্রে)	৬২/-
৪৪-৪৫	প্রবেশ নিষেধ-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
৪৭-৪৮	এসপিওনাজ-১,২ (একত্রে)	৪৯/-
৪৯-৫০	লাল পাহাড়+হৃৎকম্পন	৫২/-
৫১-৫২	প্রতিহিংসা-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৫৩-৫৪	হংকং সম্রাট-১,২ (একত্রে)	৪৮/-
৫৬-৫৭-৫৮	বিদায়, রানা-১,২,৩ (একত্রে)	৮২/-
৫৯-৬০	প্রতিদ্বন্দ্বী-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
৬১-৬২	আক্রমণ ১,২ (একত্রে)	৬৬/-
৬৩-৬৪	গ্রাস-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
৬৫-৬৬	স্বর্ণতরী-১,২ (একত্রে)	৬৫/-
৬৭-১৬১	পপি+বুমেরাং	৬০/-
৬৮-৬৯	জিপসী-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
৭০-৭১	আমিই রানা-১,২ (একত্রে)	৬৮/-
৭২-৭৩	সেই উ সেন-১,২ (একত্রে)	৬৮/-
৭৪-৭৫	হ্যালো, সোহানা ১.২ (একত্রে)	৫৭/-
৭৬-৭৭	হাইজ্যাক-১,২ (একত্রে)	৬৫/-
৭৮-৭৯-৮০	আই লাভ ইউ, ম্যান (তিনখণ্ড একত্রে)	১০৮/-
৮১-৮২	সাগর কন্যা-১,২ (একত্রে)	৬৩/-
৮৩-৮৪	পালাবে কোথায়-১,২ (একত্রে)	৬৬/-
৮৫-৮৬	টার্গেট নাইন-১,২ (একত্রে)	৪৬/-
৮৭-৮৮	বিষ নিঃশ্বাস-১,২ (একত্রে)	৫৯/-
৮৯-৯০	প্রেতাত্মা-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
৯১-৯২	বন্দী গগল+জিম্মি	৪২/-
৯৩-৯৪	তুষার যাত্রা-১,২ (একত্রে)	৪১/-
৯৫-৯৬	স্বর্ণ সংকট-১,২ (একত্রে)	৫৯/-
৯৭-৯৮	সন্ন্যাসিনী+পাশের কামরা	৭৬/-
৯৯-১০০	নিরাপদ কারাগার-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১০১-১০২	স্বর্গরাজ্য-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১০৩-১০৪	উদ্ধার-১,২ (একত্রে)	৬৩/-
১০৫-১০৬	হামলা-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
১০৭-১০৮	প্রতিশোধ-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১০৯-১১০	মেজর রাহাত-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১১১-১১২	লেনিনগ্রাদ-১,২ (একত্রে)	৫৯/-
১১৩-১১৪	অ্যামবুশ-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১১৫-১১৬	আরেক বারমুডা-১,২ (একত্রে)	৭২/-
১১৭-১১৮	বেনামী বন্দর-১,২ (একত্রে)	৫৯/-
১১৯-১২০	নকল রানা-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১২১-১২২	রিপোর্টার-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১২৩-১২৪	মরুযাত্রা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১২৫-১৩১	বন্ধু+চ্যালেঞ্জ	৮২/-
১২৬-১২৭-১২৮	সংকেত-১,২,৩ (একত্রে)	৮৮/-
১২৯-১৩০	স্পর্ধা-১,২ (একত্রে)	৭২/-
১৩২-১৫৩	শত্রুপক্ষ+ছদ্মবেশী	৯০/-
১৩৩-১৩৪	চারিদিকে শত্রু-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
১৩৫-১৩৬	অগ্নিপুরুষ-১,২ (একত্রে)	৮০/-
১৩৭-১৩৮	অন্ধকারে চিতা-১,২ (একত্রে)	৬৭/-
১৩৯-১৪০	মরণকামড়-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১৪১-১৪২	মরণখেলা-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১৪৩-১৪৪	অপহরণ-১,২ (একত্রে)	৭৩/-
১৪৫-১৪৬	আবার সেই দুঃস্বপ্ন-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১৪৭-১৪৮	বিপর্যয়-১,২ (একত্রে)	৮৪/-
১৪৯-১৫০	শান্তিদূত-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৫১-১৫২	শ্বেত সন্ত্রাস-১,২ (একত্রে)	৭৫/-
১৫৪-১৫৫	কালপ্রিট-১,২ (একত্রে)	৭৮/-
১৫৬-১৫৭	মৃত্যু আলিঙ্গন-১,২ (একত্রে)	৫২/-
১৫৮-১৬২	সময়সীমা মধ্যরাত+মাফিয়া	৫৯/-
১৫৯-১৬০	আবার উ সেন-১,২ (একত্রে)	৪৭/-
১৬২-১৬৫	কে কেন কিভাবে+কুচক্র	৭৯/-
১৬৩-১৬৪	মুক্ত বিহঙ্গ-১,২ (একত্রে)	৯০/-
১৬৬-১৬৭	চাই সাম্রাজ্য-১,২ (একত্রে)	৮৫/-
১৬৮-১৬৯	অনুপ্রবেশ-১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৭০-১৭১	যাত্রা অশুভ-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৭২-১৭৩	জুয়াড়ী ১,২ (একত্রে)	৬৮/-
১৭৪-১৭৫	কালো টাকা ১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৭৬-১৭৭	কোকেন সম্রাট ১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৭৮-১৭৯	বিষকন্যা ১,২ (একত্রে)	৭০/-
১৮০-১৮১	সত্যবাবা-১,২ (একত্রে)	৬১/-
১৮২-১৮৩	যাত্রীরা হুশিয়ার+অপারেশন চিতা	৪৩/-

Rana- 154, 155

কালপ্রিট

কাজী আনোয়ার হোসেন

Scan & Edited By:

SUVOM

Website:

www.Banglapdf.net

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Banglapdf.net/

১৮৪-১৮৫ আক্রমণ '৮৯-১,২ (একত্রে) ৭২/-
১৮৬-১৮৭ অশান্ত সাগর-১,২ (একত্রে) ৪২/-
১৮৮-১৮৯-১৯০ শ্বাপদ সংকুল-১,২,৩ (একত্রে) ৬৫/-
১৯১-১৯২ দংশন-১,২ (একত্রে) ৬৭/-
১৯৩-১৯৪ প্রলয়সংকেত-১,২ (একত্রে) ৬৫/-
১৯৫-১৯৬ ব্ল্যাক ম্যাজিক-১,২ (একত্রে) ৪৫/-
১৯৭-১৯৮ তিক্ত অবকাশ-১.২ (একত্রে) ৩৭/-
১৯৯-২০০ ডাবল এজেন্ট-১,২ (একত্রে) ৭৬/-
২০১-২০২ আমি সোহানা-১,২ (একত্রে) ৫৮/-
২০৩-২০৪ অগ্নিশপথ-১,২ (একত্রে) ৫৯/-
২০৫-২০৬-২০৭ জাপানী ফ্যানাটিক-১,২,৩ (একত্রে) ৭৫/-
২০৮-২০৯ সাক্ষাৎ শয়তান-১,২ (একত্রে) ৩৮/-
২১০-২১১ গুপ্তঘাতক-১,২ (একত্রে) ৩৯/-
২১২-২১৩-২১৪ নরপিশাচ-১,২,৩ (একত্রে) ৬৭/-
২১৫-২১৬ শত্রু বিভীষণ-১,২ (একত্রে) ৭৬/-
২১৭-২১৮ অন্ধশিকারী-১,২ (একত্রে) ৭০/-
২১৯-২২০ দুই নম্বর-১,২ (একত্রে) ৩৬/-
২২১-২২২ কৃষ্ণপক্ষ-১,২ (একত্রে) ৬৬/-
২২৩-২২৪ কালোছায়া-১,২ (একত্রে) ৩৯/-
২২৫-২২৬ নকল বিজ্ঞানী-১,২ (একত্রে) ৩৪/-
২২৭-২২৮ বড় ক্ষুধা-১,২ (একত্রে) ৩৮/-
২২৯-২৩০ স্বর্ণদ্বীপ-১,২ (একত্রে) ৭০/-
২৩১-২৩২-২৩৩ রক্তপিপাসা-১,২,৩ (একত্রে) ৬০/-
২৩৪-২৩৫ অপচ্ছায়া-১,২ (একত্রে) ৫৮/-
২৩৬-২৩৭ ব্যর্থ মিশন-১,২ (একত্রে) ৫১/-
২৩৮-২৩৯ নীল দংশন-১,২ (একত্রে) ৬৬/-
২৪০-২৪১ সাউদিয়া ১০৩-১,২ (একত্রে) ৩৬/-
২৪২-২৪৩-২৪৪ কালপুরুষ-১,২,৩ (একত্রে) ৫৫/-
২৪৫-২৪৬ নীল বজ্র ১,২ (একত্রে) ৩২/-
২৪৯-২৫০-২৫১ কালকূট-১,২,৩ (একত্রে) ৫০/-
২৫৪-২৫৫ সবাই চলে গেছে ১,২ (একত্রে) ৩৮/-
২৫৬-২৫৭ অনন্ত যাত্রা ১,২ (একত্রে) ৩৯/-
২৬৩-২৬৪ হীরক সম্রাট ১,২ (একত্রে) ৪২/-
২৫৮-২৬৫ রক্তচোষা+সাত রাজার ধন ৭৬/-
২৫৯-২৬০-২৬১ কালো ফাইল ১,২,৩ (একত্রে) ৬৩/-
২৬৬-২৬৭-২৬৮ শেষ চাল ১,২,৩ (একত্রে) ৫৬/-
২৬৯-২৮৫ কিংব্যাঙ্ক+মাদকচক্র ৪৩/-
২৭০-২৭১ অপারেশন বসনিয়া+টার্গেট বাংলাদেশ ৩৮/-
২৭২-২৭৩ মহাপ্রলয়+যুদ্ধবাজ ৮০/-
২৭৪-২৭৫ প্রিন্সেস হিয়া ১,২ (একত্রে) ৫২/-
২৭৬-২৯১ মৃত্যু ফাঁদ+সীমালঙ্ঘন ৪৭/-
২৭৭-২৮১ শয়তানের ঘাঁটি+আক্রান্ত দূতাবাস ৮২/-
২৭৯-২৮২ যামান ট্রেজার+জন্মভূমি ৫১/-
২৮০-২৮৯ ঝড়ের পূর্বাভাস+কালসাপ ৬৫/-
২৮৩-২৮৮ দুর্গম গিরি+তুরুপের তাস ৭৪/-
২৮৪-৩১২ মরণযাত্রা+সিক্রেট এজেন্ট ৪২/-
২৮৬-২৮৭ শকুনের ছায়া ১,২ (একত্রে) ৪১/-
২৯০-২৯৩ গুডবাই, রানা+কান্তার মরু ৭২/-
২৯২-২৯৮ রুদ্রঝড়+অগ্নিবাণ ৬৪/-
২৯৪-৩০৪ কর্কটের বিষ+সার্বিয়া চক্রান্ত ৪২/-
২৯৫-২৯৭ বোস্টন জ্বলছে+নরকের ঠিকানা ৩৩/-
২৯৬-৩০৬ শয়তানের দোসর+কিলার কোবরা ৭৪/-

২৯৯-২৭৮ কুহেলি রাত+ধ্বংসের নকশা ৪৩/-
৩০০-৩০২ বিষাক্ত থাবা+মৃত্যুর হাতছানি ৪০/-
৩০১-৩৪৪ জনশত্রু+ক্রাইম বস ৪১/-
৩০৩-৩১৩ সেই পাগল বৈজ্ঞানিক+ভাইরাস X-99 ৬৪/-
৩০৫-৩০৭ দুরভিসন্ধি+মৃত্যুপথের যাত্রী ৪৭/-
৩০৮-৩৪২ পালাও, রানা+অন্ধপ্রেম ৬৯/-
৩০৯-৩১০ দেশপ্রেম+রক্তলালসা
৩১১-৩১৪ বাঘের খাঁচা+মুক্তিপণ ৪৭/-
৩১৫-৩১৬ চীনে সঙ্কট+গোপন শত্রু ৪৯/-
৩১৭-৩১৯ মোসাদ চক্রান্ত+বিপদসীমা ৪০/-
৩১৮-৩৪৭ চরদ্বীপ+ইশকাপনের টেক্কা ৫০/-
৩২০-৩২১ মৃত্যুবীজ+জাতগোক্ষুর ৫৫/-
৩২২-৩৩৬ আবার ষড়যন্ত্র+অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা ৫৪/-
৩২৩-৩৫২ অন্ধ আক্রোশ+মরুকন্যা ৬২/-
৩২৪-৩২৮ অশুভ প্রহর+অপারেশন ইজরাইল ৭৬/-
৩২৫-৩৫১ কনকতরী+দূর্গে অন্তরীণ ৪৪/-
৩২৬-৩২৭ স্বর্ণখনি ১,২ (একত্রে) ৭৬/-
৩২৯-৩৩০ শয়তানের উপাসক+হারানো মিগ ৪৬/-
৩৩১-৩৪১ ব্রাইডু মিশন+আরেক গডফাদার ৬১/-
৩৩২-৩৩৩ টপ সিক্রেট ১,২ (একত্রে) ৩৯/-
৩৩৪-৩৩৫ মহাবিপদ সংকেত+সবুজ সংকেত ৫০/-
৩৩৭-৩৩৮ গহীন অরণ্য+প্রজেক্ট X-15 ৫৯/-
৩৩৯-৩৫৩ অন্ধকারের বন্ধু+রেড ড্রাগন ৫৪/-
৩৪০-৩৪৩ আবার সোহানা+মিশন তেল আবিব ৪৮/-
৩৪৫-৩৪৬ সুমেরুর ডাক-১,২ (একত্রে) ৫৫/-
৩৪৮-৩৪৯ কালো নকশা+কালনাগিনী ৬৬/-
৩৫০-৩৫৬ বেঈমান+মাফিয়া ডন ৪৮/-
৩৫৪-৩৫৯ বিষচক্র+মৃত্যুবাণ ৭৩/-
৩৫৫-৩৩১ শয়তানের দ্বীপ+বেদুঈন কন্যা ৭১/-
৩৫৭-৩৫৮ হারানো আটলান্টিস-১,২ (একত্রে) ৬২/-
৩৬০-৩৬৭ কমান্ডো মিশন+সহযোদ্ধা ৬৬/-
৩৬১-৩৬২ শেষ হাসি-১,২ (একত্রে) ৭৪/-
৩৬৩-৩৬৪ স্মাগলার+বন্দি রানা ৫৯/-
৩৬৫-৩৬৬ নাটের গুরু+আসছে সাইক্লোন ৫৫/-
৩৬৮-৩৬৯ গুপ্ত সংকেত-১,২ (একত্রে) ৬৮/-
৩৭০-৩৭৬ ক্রিমিনাল+অমানুষ ৭৯/-
৩৭৩-৩৭৪ দুরন্ত ঈগল-১,২ (একত্রে) ৫৪/-
৩৭৫-৩৭৭ সর্পলতা+অখণ্ড অবসর ১০০/-
৩৭৮-৩৭৯ স্নাইপার ১,২ (একত্রে) ৬৮/-
৩৮০-৩৮১ ক্যাসিনো আন্দামান+জলরাক্ষস ৮৯/-
৩৮৪-৩৮৮ স্বপ্নের ভালবাসা+নিখোঁজ ৮১/-
৩৮৫-৩৮৬ হ্যাকার ১,২ (একত্রে) ৮৬/-
৩৮৭-৩৮৯ খুনে মাফিয়া+বুশ পাইলট ৬৭/-
৩৯০-৩৯১ অচেনা বন্দর ১,২ (একত্রে) ৮৪/-
৩৯২-৩৯৯ ব্ল্যাকমেইলার+বিপদে সোহানা ৬৪/-
৩৯৩-৩৯৪ অন্তর্ধান ১,২ (একত্রে) ৭০/-
৩৯৫-৩৯৬ ড্রাগ লর্ড+দ্বীপান্তর ৬৮/-
৩৯৭-৩৯৮ গুপ্ত আততায়ী ১,২ (একত্রে ৮৪/-
৪০০-৪০১ চাই ঐশ্বর্য ১,২ (একত্রে) ৯৪/-
৪০২-৪০৩ সূর্য বিপর্যয় ১,২ (একত্রে) ৭১/-
৪০৪-৪০৫ কিল-মাস্টার+মৃত্যুর টিকেট ৭৪/-
৪০৬-৪০৭ কুরুক্ষেত্র ১,২ (একত্রে) ৮৭/-

কালপ্রিট-১

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৮

এক

বিশে মার্চ, উনিশশো নিরানব্বুই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

আকাশ থেকে দেখলে মনে হবে দুধ সাদা সমুদ্রের মাঝখানে সয়্যার এয়ারফোর্স বেস যেন বহু রঙা একটা দ্বীপ। মিশিগান উপদ্বীপের উঁচু বনভূমি বরফে ঢাকা পড়ে আছে, তিনশো চৌত্রিশ মাইল দীর্ঘ বনভূমিকে ঘিরে আছে তিনটে বিশাল লেক, পাহাড়-সমান উঁচু তুষারের স্তর মন্থরবেগে ধসে পড়ছে পাড় থেকে। বিশাল ভূখণ্ডের মাঝখানে একমাত্র সয়্যারে কোন বরফ জমতে দেয়া হয়নি। ঘাঁটির বাইরে মেইন রোডের বরফ পরে পরিষ্কার করা হবে, রাজ্য সরকার যদি স্নোপ্লাউ কেনার জন্যে যথেষ্ট টাকা যোগান দিতে পারে। তা না হলে বসন্তের আগে পর্যন্ত গোটা এলাকা বরফে ঢাকা থাকবে। এবং বসন্ত আসতে এখনও দেরি আছে।

মারকুয়েটি থেকে প্রায় বিশ মাইল দূরে সয়্যার একটা স্ট্রাটেজিক এয়ার কমান্ড বেস, অফিশিয়ালি কাজ শুরু করেছে উনিশশো অষ্টাশি সালে, যুক্তরাষ্ট্রে বা যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে এটাই এ-ধরনের শেষ সামরিক স্থাপনা। মধ্যপ্রাচ্যের তেলের মজুদ দ্রুত ফুরিয়ে আসায় (সত্তর দশকে মজুদ তেলের পরিমাণ সম্পর্কে ভুল হিসেব দেয়া হয়েছিল), এবং অন্যান্য উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হওয়ায়, সব ধরনের এনার্জির ওপর রেশন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এক গ্যালন গ্যাসোলিনের দাম পড়ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বারো ডলার, ইউরোপে প্রায় দ্বিগুণ।

ষাট আর সত্তর দশকে স্ট্রাটেজিক এয়ার কমান্ডের প্রায় অর্ধেক প্লেন সবসময় আকাশে থাকত, এখন ফাইটার-বম্বার সবগুলো মাটিতে থাকে। অনুশীলন মহড়ার সময় এই অভাবের যুগেও আগের মত সমস্ত ক্রু আর সহকারীদের ডাকা হয়, কিন্তু সবাই এবং সব কিছু স্থির হয়ে তাকে ফ্লাইট লাইনে। রক্ষণাবেক্ষণে কোন ক্রটি না থাকলেও, ফুয়েল বাঁচানোর জন্যে প্লেনগুলোকে আকাশে তোলা হয় না।

রূপালী ডানার চিলের মত প্লেনগুলো, ভীতিকর অথচ মসৃণ সৌন্দর্যের প্রতীক, সার সার দাঁড়িয়ে আছে ট্যাক্সিওয়েতে। ওগুলো এফ-বি/একশো উনিশ, একশো বিশ আর একশো উনত্রিশ, খানিক আগে টেনে পজিশনে নিয়ে এসেছে মাঠ কর্মীরা। ককপিটে পাইলট আর নেভিগেটররা বসে আছে। কালেভদ্রে কোন দিন যদি প্লেন নিয়ে আকাশে ওঠার সুযোগ ঘটে, ওদের জন্যে উৎসব হয়ে ওঠে দিনটা, জন্মদিন বা বিবাহবার্ষিকীর মত।

কোদাল, শাবল, আর স্নোপ্লাউ দিয়ে সারাক্ষণ রানওয়ে পরিষ্কার করা হচ্ছে।

হুংকার ছাড়ছে ননকমিশনড অফিসাররা। অনুশীলন মহড়ার শুরুতে দুটো স্নোপ্লাউয়ের একটা ভেঙে গেছে, ফলে রানওয়ে পরিষ্কার করতে দেরি হচ্ছে। টেক-অফের নির্দিষ্ট সময় পিছিয়ে দিতে হবে।

পারকা পরা আটজনের একটা দলের দিকে মারমুখো হয়ে ছুটে এল একজন স্টাফ সার্জেন্ট। 'হাত দিয়ে সরাবে নাকি পাছা দিয়ে, আমি জানি না–আধ ঘণ্টার মধ্যে রানওয়ে সাফ হওয়া চাই!' এয়ারম্যানদের একজন শিরদাঁড়া খাড়া করে দাঁড়িয়ে ছিল, সার্জেন্টকে দেখে শাবলের ওপর ভর দিয়ে সামনের দিকে ঝুঁকল সে, ঘন ঘন ঝাঁকাতে শুরু করল মাথাটা।

রেগেমেগে তার দিকে ছুটে এল সার্জেন্ট। 'এই যে, তুমি! বাতাসে গুঁতো মারার আর সময় পেলে না!'

এয়ারম্যান লিটারের মুখের চেহারা লালচে হয়ে আছে, এই প্রচণ্ড শীতের মধ্যেও ঘামছে সে। নিশ্বাস ফেলতে কষ্ট হচ্ছে তার, চোখ পিট পিট করে সার্জেন্টের দিকে তাকাল। 'সার্জেন্ট,' জড়ানো গলায় বলল সে, 'আমার খারাপ লাগছে···'

'হ্যাঁ, আমিও অসুস্থ···আমার মাথা আর বুক ব্যথা করছে,' সার্জেন্টের পাশ থেকে আরেকজন এয়ারম্যান বলল, কোদালের হাতলটা বুকের কাছে ধরে আছে সে, টলছে।

'ই.এম. ক্লাবে কাল রাতে বুঝি খুব গিলেছ?' খেপে গিয়ে জিজ্ঞেস করল সার্জেন্ট।

দলের সবাই কাজ বন্ধ করে ওদের কথা শুনছে। প্রশ্নের উত্তরে এয়ারম্যান দু'জন মাথা নাড়ল। মদ খায়নি।

'তাহলে? কি হয়েছে তোমাদের?'

জবাব না দিয়ে আবার শুধু মাথা নাড়ল ওরা দু'জন।

'অ্যাই, তোমরা কাজ করো। আমি দেখছি কি হয়েছে এদের।' হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলাল সার্জেন্ট। 'বেস কমান্ডার আমার ছাল তুলবে! শালার স্নোপ্লাউ আর ভাঙার সময় পেল না!' এয়ারম্যান দু'জনের দিকে আবার ফিরল সে। 'হ্যাঁ, বলো, কি হয়েছে তোমাদের?'

'বুকে ব্যথা, সার্জেন্ট। শ্বাস নিতে পারছি না। চোখে ঝাপসা দেখছি।'

দ্বিতীয় লোকটা বলল, 'মাথা ঘুরছে···'

'বোঝাই যাচ্ছে, সুস্থ নও,' মেনে নিল সার্জেন্ট। 'কাজের সময়, সুস্থ থাকবে কেন! যাও হাসপাতালে গিয়ে বলো···।' প্রথম এয়ারম্যান হঠাৎ গুঙিয়ে ওঠায় মাঝপথে থেমে গেল সে। যুবকের চোখ উল্টে গেল, কেউ ছুটে এসে ধরে ফেলার আগেই সটান আছাড় খেয়ে বরফের ওপর পড়ল সে। টলতে টলতে সঙ্গীর দিকে এগোল দ্বিতীয় এয়ারম্যান, তার পাশে হাঁটু ভাঁজ করে বসতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সে-ও, যেন শরীরে কোন হাড় নেই।

'গ্রাফটন, শিগ্গির!' দলের একজনের নাম ধরে ডাকল সার্জেন্ট। 'টাওয়ারে গিয়ে হাসপাতালে ফোন করো, জলদি! লিটারের জন্যে অ্যাম্বুলেন্স দরকার!' দ্বিতীয় এয়ারম্যানের দিকে তাকাল সে। লোকটা হাঁপাচ্ছে, তারও চোখ উল্টে গেছে।

'দু'জনের জন্যেই!'

টাওয়ারের দিকে দৌড় দিল গ্রাফটন।

হঠাৎ খেয়াল করল সার্জেন্ট, বরফ ভাঙার আওয়াজ হচ্ছে না। ঝট্ করে ঘাড় ফিরিয়ে দলটার দিকে তাকাল সে। 'কি হলো, তোমরাও অসুস্থ হতে চাও?'

উত্তরে পাঁচজনের ছোট্ট দলটা থেকে আরেকজন এয়ারম্যান দড়াম করে আছাড় খেলো ভিজে রানওয়ের ওপর।

'ফর গডস সেক, তোমরা আমার সাথে ঠাট্টা করছ নাকি!'

অ্যাম্বুলেন্স যখন পৌঁছুল, তিনজনের কারও জ্ঞান নেই। গাড়িটার পিছন থেকে স্ট্রেচার নিয়ে দু'জন হাসপাতাল কর্মী নামল, প্রথমে লিটারকে অ্যাম্বুলেন্সে তুলল তারা। পাঁচজন এয়ারম্যানকে আবার কাজে হাত দেয়ার তাগাদা দিয়ে অ্যাম্বুলেন্সের সামনের দিকে চলে এল সার্জেন্ট। 'এর কোন মানে হয়, বলো?' তিক্ত কণ্ঠে ড্রাইভারকে বলল সে। 'মহড়ার সময় এক সাথে তিনজন অসুস্থ হয়ে পড়ল!'

আঙুলের ডগা দিয়ে নাক খুঁটছিল ড্রাইভার, সার্জেন্টের দিকে ফিরে মাথা নাড়ল সে। 'এরাই শুধু নয়, সার্জেন্ট, আরও আছে,' নাকি সুরে বলল সে। নাক খুঁটতে খুঁটতে দূরে তাকাল, চিন্তিত।

'কি বললে?'

'লাইনের উল্টো দিকে তিনজন, টাওয়ারে একজন,' বলল ড্রাইভার। 'ওহ-হো, ভুলেই গেছি, অফিসার্স কোয়ার্টার থেকেও তিনজনকে হাসপাতালে আনা হয়েছে।'

ভুরু কুঁচকে ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে থাকল সার্জেন্ট। দু'দিকের গাল ফুলিয়ে বাতাস ছাড়ল সে, সাথে সাথে বাষ্প হয়ে উড়ে গেল বাতাস। 'এ-সব কি আজই ঘটেছে?'

নাক থেকে আঙুল বের করে মাথা ঝাঁকাল ড্রাইভার। 'হ্যাঁ। তিন ঘণ্টা আগে থেকে শুরু হয়েছে, মাছির মত পটাপট খসে পড়ছে লোকজন। দেখেননি, অ্যাম্বুলেন্সগুলো কেমন ছোটাছুটি করছে!'

অ্যাম্বুলেন্সের পিছনের দরজা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল, পিছিয়ে এল সার্জেন্ট।

'আবার দেখা হবে, সার্জেন্ট,' অ্যাম্বুলেন্স ছেড়ে দিয়ে বলল ড্রাইভার। 'সাবধানে থাকবেন!'

হাঁ করে তাকিয়ে আছে এয়ারম্যানরা, তাদের দিকে ফিরে সার্জেন্ট বলল, 'কি শুরু হয়েছে বলো তো?'

সেদিনই পরে একসময় হাসপাতাল বিল্ডিং থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে সয়্যার হেডকোয়ার্টারের দিকে ছুটল একজন ফার্স্ট লেফটেন্যান্ট। ভেতরে ঢুকে এক এক লাফে তিনটে করে সিঁড়ির ধাপ টপকাল, তিনতলার করিডরে পৌঁছে আরও বেড়ে গেল তার গতি। করিডরের শেষ মাথায়, ডান দিকের শেষ দরজায় নক করল সে, কর্নেল বাচ কেলভিন ওয়াকি লেখা নেমপ্লেটের ঠিক নিচে।

'কাম ইন,' সংক্ষিপ্ত, ভোঁতা একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল দরজার ভেতর থেকে।

নিজেকে শান্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা করে ভেতরে ঢুকল লেফটেন্যান্ট। কামরার আরেক প্রান্তে ডেস্কটা, সেদিকে হন হন করে এগোল সে। ডেস্কের পিছনে বসা চৌকো আকৃতির কর্নেলকে স্যালুট করল। কর্নেলের মাথায় খুব ঘন চুল, কাঁচাপাকা, তবে মাথার শুধু অর্ধেকটা তাতে ঢাকা পড়েছে, সামনের অংশটা কপালের মত তেল চকচকে।

'কর্নেল ওয়াকি,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল লেফটেন্যান্ট, 'স্যার! এইমাত্র হাসপাতাল থেকে এলাম। রোগটা এখনও ছড়াচ্ছে, কোন বেড খালি নেই···'

'কেমন আছে রোগীরা?' জিজ্ঞেস করলেন কর্নেল, জুনিয়র অফিসারের দিকে ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে থাকলেন, উদ্বেগ বা উত্তেজনা তাঁকে স্পর্শ করছে না।

'আরও ভয়ঙ্কর সব লক্ষণ দেখা দিচ্ছে, স্যার! দু'বার বমি করেছি আমি···, ইতস্তত করতে লাগল লেফটেন্যান্ট।

'বলে যাও,' শান্তভাবে নির্দেশ দিলেন কর্নেল, একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন।

'মানে, স্যার, সিমটমগুলো–সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে···'

'আজ সকালের পাঁচটা কেসের চেয়েও মারাত্মক?'

মুখ দিয়ে বাতাস টানল লেফটেন্যান্ট। দ্রুত, ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাল। 'অনেক বেশি মারাত্মক, স্যার। জেনারেল বিগবান ঘাবড়ে গেছেন···'

'হুম,' মৃদু আওয়াজ করলেন কর্নেল, লেফটেন্যান্টের চোখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে সিগারেট ধরালেন অলস ভঙ্গিতে। 'ধন্যবাদ, লেফটেন্যান্ট। হাসপাতালে ফিরে গিয়ে জেনারেল বিগবানকে বলো, আমার জরুরী পরামর্শ হলো, এই মুহূর্তে তিনি যেন কন্ডিশন রেড মেডিক্যাল অ্যালার্ট ঘোষণা করেন, গোটা ঘাঁটি সীল করে দিতে হবে।'

দরজা বন্ধ হতেই ডেস্কের ওপর ঝুঁকে ইন্টারকমের একটা বোতামে চাপ দিলেন কর্নেল ওয়াকি।

'ইয়েস, স্যার!' ব্যগ্র একটা কণ্ঠ ভেসে এল স্পীকার থেকে।

শান্ত, দৃঢ় কণ্ঠে নির্দেশ দিলেন কর্নেল, 'ফোনে ওয়াশিংটনের সাথে যোগাযোগ করো। ডিপার্টমেন্ট অভ হেলথ, এডুকেশন, অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার। ওদের বলো, ড. পিটার ওয়ান চু-র সাথে কথা বলতে চাই আমি। কোন অজুহাত শুনবে না।'

সেট অফ করে দিয়ে রিভলভিং চেয়ারে হেলান দিলেন কর্নেল, পায়ের ধাক্কায় সেটা ঘুরে গেল জানালার দিকে। বাইরে অন্ধকার নামছে। সেদিকে তাকিয়ে থেকে চেয়ারে বসে দোল খেতে লাগলেন তিনি।

'কৃত্রিম হাসি, ঘামে ভেজা করমর্দন, মৌখিক শুভ কামনা, আর কুমীরের কান্না,' হোয়াইট হাউসের ওয়েস্ট উইং-এর একটা বাথরুমে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করছে জর্জ বুকান, প্রচণ্ড রাগে কাঁপছে সে, বিড়বিড় করছে আপনমনে। 'সবাই আমার জন্যে সব কিছু করতে তৈরি আছে, কিন্তু চাকরিটা কেন হারালাম কেউ তা বলতে রাজি নয়।' প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা হিসেবে পাওয়া আইডেনটিটি কার্ড আর পাস, দুটোই ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করল সে, টয়লেটে ফেলে ফ্লাশ টেনে দিল।

প্যান্টের চেইন তুলল সে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে খুঁটিয়ে দেখল নিজেকে। বয়স পঞ্চাশ, কিন্তু দেখে পঁয়ত্রিশের বেশি মনে হয় না। লম্বাটে, মেদহীন সরু মুখ। মাথা ভর্তি চুল এখনও কাঁচা। উজ্জ্বল নীল চোখ, বুদ্ধিদীপ্ত। মুখের রেখা আর ভাজ দেখে আন্দাজ করা যায়, মানুষটা বড় একটা হাসে না। আবার বিড়বিড় করল সে, 'সত্যি কত দিন আমি হাসি না!' আয়নায় নিজেকে দেখতে দেখতে তার মনে হলো, এ মুখ ব্যর্থ একজন মানুষের। তারপর সে ভাবল, হায়, প্রথমে পুরুষত্ব হারালাম, তারপর এই চাকরি–কে আমাকে উদ্ধার করবে! চুল ব্রাশ করার সময় নিজেকে ভেঙচাল সে।

দীর্ঘদেহী জর্জ বুকানের মধ্যে পাণ্ডিত্য এবং চিত্তচাঞ্চল্যের দুর্লভ সহাবস্থান লক্ষ্য করার মত। আর্থার ফেলোজ বুকানের একমাত্র সন্তান সে, তিনি একটানা দুই দশক ধরে ক্যাপিটল হিলে সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন। বাবার বুদ্ধি এবং প্রাণচাঞ্চল্য .দুটোই পেয়েছে বুকান, তবে বাবার রাজনৈতিক যোগাযোগগুলো একটাও কাজে লাগাতে পারেনি। হোয়াইট হাউসে নিজের চেষ্টায়, কঠোর পরিশ্রম করে ঢুকতে হয়েছে তাকে। বাবা ছিলেন রক্ষণশীল রাজনীতিতে বিশ্বাসী, ছেলে ধরেছে তার ঠিক উল্টো পথ। ভিয়েৎনাম যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে তেরো বছর বয়সেই গ্রেফতার হয় বুকান। সত্তর সালে হার্ভার্ড ল স্কুল থেকে পাস করে বেরোয়, সেই বছরেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে কংগ্রেসের নিন্দনীয় ভূমিকার বিরুদ্ধে অনশন ধর্মঘট করে। কনজিউমার মুভমেন্টে নেতৃত্ব দেয় সে, নিগ্রো বেকারদের সংগঠিত করে একটা আন্দোলনের জন্ম দেয়, পারমাণবিক যুদ্ধবিরোধী প্রবন্ধ লিখে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে নিজেকে। সাতাত্তর সালে বুকান আইন-প্রণেতাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, মার্কিন নাগরিকরা সবাই সমান অধিকার ভোগ করছে না। শাসনতন্ত্রে ত্রুটি আছে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে নিয়ে গোটা যুক্তরাষ্ট্রে মহা হৈ-চৈ পড়ে যায়। কয়েক বছর পর বড় ধরনের একটা তেল কেলেংকারির রহস্য উদ্ঘাটন করে আবার মার্কিন কাগজে আলোচনার বিষয় হয়ে পড়ে সে।

বাবার মৃত্যুর পর কংগ্রেসের খালি আসনটা পাবার জন্যে সব কিছু করে বুকান। কিন্তু ভার্জিনিয়ার ভোটাররা ছেলের চেয়ে বাবার রাজনীতিরই বেশি ভক্ত ছিল। পর পর দু'বার নির্বাচনে হেরে গিয়ে বোধোদয় হলো বুকানের, বুঝল অন্য কোথাও ঠাঁই নিতে হবে তাকে। ফিরে এল ওয়াশিংটনে, বিভিন্ন প্রগতিশীল আন্দোলনের সাথে একাত্ম হয়ে জড়িয়ে পড়ল। অল্প সময়ের মধ্যে হোয়াইট হাউস, সিনেট, আর কংগ্রেসের বাইরে সে-ই হয়ে উঠল সবচেয়ে তুখোড় প্রতিবাদী সমালোচক।

উনিশশো পঁচানব্বুই তার ক্যারিয়ারের জন্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বছর। সেটা ছিল বর্তমান সংকট দেখা দেয়ার পর দ্বিতীয় বছর। ডানকান ডক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নব নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট, প্রেসিডেনশিয়াল অ্যাডভাইজার হবার প্রস্তাব দিলেন তাকে। সম্মানজনক পদ, লোভটা সামলাতে পারল না বুকান। ভাবল প্রেসিডেন্টের কান যদি খালি পাওয়া যায় তাহলে কিছু সৎ পরামর্শ দেয়ার এই সুযোগ।

ডানকান ডক নর্থ ক্যারোলিনা থেকে নির্বাচিত কংগ্রেস সদস্য ছিলেন। জনপ্রিয় সংস্কারক হিসেবে তাঁর খ্যাতি আকাশচুম্বি হয়ে ওঠে। তাঁর প্রিয় স্লোগান–যুক্তরাষ্ট্র বাঁচলে দুনিয়া বাঁচবে। অত্যন্ত ধর্মভীরু প্রকৃতির মানুষ তিনি, কোন অন্যায় কাজ তাঁকে দিয়ে করানো সম্ভব বলে মনে হয় না। দুনিয়া জোড়া দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়ার শুরুতে তিনি ঘোষণা করেন, প্রয়োজনে আমেরিকানরা একবেলা খাবে, তবু তৃতীয় বিশ্বের একজন মানুষকেও না খেতে পেয়ে মরতে দেয়া হবে না।

হোয়াইট হাউসে ঢুকল জর্জ বুকান, সেই সাথে তার অস্বস্তিতে ভোগাও শুরু হলো। প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা সে একা নয়, আরও অনেক আছে। তারা বিপুল জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে, বেশিরভাগই কট্টর রক্ষণশীল, বর্তমান সংকট থেকে শুধু আমেরিকাকে বাঁচানোর ব্যাপারে আগ্রহী। গোটা দুনিয়া রসাতলে গেলেও তাদের কিছু আসে যায় না। দিনে দিনে বুকান উপলব্ধি করল, গোটা আমেরিকাকেও নয়, তাদের কেউ কেউ শুধু ভাগ্যবান পুঁজিপতি আমেরিকানদের স্বার্থ রক্ষা করছে। তবু সে হাল ছাড়ল না, আশায় আশায় থাকল প্রেসিডেন্টকে কিছু সৎ পরামর্শ দিতে পারা যাবে। চোখের সামনে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সভ্যতা, এখনই তো সময় ভাল মানুষদের একত্রিত হয়ে কিছু একটা করার।

প্রেসিডেন্ট শপথ নিয়েছেন দেড় বছর হলো, এতদিনে বুকান বুঝতে পারল তার পরামর্শ তেমন গ্রাহ্য করে না হোয়াইট হাউস। উপদেষ্টা, মন্ত্রী, এবং কর্মকর্তারা বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে, নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি লেগেই আছে। হোয়াইট হাউসে গ্রুপ পলিটিক্সের জয়জয়কার। কিন্তু তার গ্রুপে সে শুধু একা। তার শুভানুধ্যায়ীর সংখ্যা কম নয়, কিন্তু তারাও নিজেদের নিয়ে বড় বেশি ব্যস্ত। তৃতীয় বছরের প্রথম দিকে তার শত্রুরা তাকে প্রেসিডেন্টের ইনার সার্কেল থেকে কৌশলে বের করে দিল। গালভরা পদটা শুধু নামে মাত্র থাকল, একান্ত গোপনীয় সিদ্ধান্তগুলো যখন নেয়া হয় প্রেসিডেন্টের পাশে তখন তাকে দেখা যায় না। শত্রুরা তার দুর্বলতা জেনে ফেলেছে, পুঁজিপতিরা কেউ তার সমর্থক নয়, এরপর প্রকাশ্যে তার সমালোচনা শুরু হলো। শুভানুধ্যায়ীরা পর্যন্ত চোখ উল্টে নিল, চেষ্টা করতে লাগল হোয়াইট হাউস থেকে কিভাবে তাকে সরানো যায়। সেই থেকে হাসতে ভুলে গেল জর্জ বুকান। এবং পুরুষত্ব হারাল।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল সে, সিদ্ধান্ত নিয়েছে হোয়াইট হাউসে তার শেষ কর্মটি এখনই সম্পন্ন করবে। মদ খেয়ে মাতাল হবে, কিন্তু কারও সাথে খারাপ ব্যবহার করবে না।

'এই যে, এতক্ষণে পাওয়া গেল তোমাকে,' তাকে পার্টিতে ফিরে আসতে দেখে কেউ একজন দরাজ গলায় বলল। হাসছে, যেন বরফের মুখোশ পরা একটা মুখ। লোকটা আয়ান ক্যামেরন, তার বন্ধু, এবং প্রেসিডেনশিয়াল উপদেষ্টা ও মন্ত্রীসভার মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি।

'হাই, আয়ান,' ভঙ্গুর হেসে বলল জর্জ বুকান। 'নিন্দিত লোকটার সাথে দু'ঢোক খাবে নাকি?'

'খুব খারাপ,' আয়ান ক্যামেরন কঠিন সুরে বলল। 'কোন রকম

আত্মসমালোচনা নয়, মনে আছে? তুমিই না সব সময় কথাটা মনে করিয়ে দাও আমাকে?'

ম্রিয়মান চেহারা নিয়ে দুটো গ্লাসে হুইস্কি ভরল বুকান, ক্যামেরনের গ্লাসে এক আউন্স, নিজেরটায় দু'আউন্সেরও বেশি। ব্যাপারটা লক্ষ্য করে মাথা নাড়ল ক্যামেরন, ফিসফিস করে বলল, 'নিয়ন্ত্রণ হারিয়ো না, প্লিজ।'

বিষণ্ন চোখ মেলে তাকিয়ে থেকে অস্ফুটে জিজ্ঞেস করল বুকান, 'কিন্তু কেন, আয়ান? কেন?' আয়ান কিছু বলতে যাচ্ছে দেখে বাধা দিল সে, 'এখন আর অবশ্য কিছু আসে যায় না।' ঢকঢক করে হুইস্কিটুকু একবারে খেয়ে ফেলল সে।

আরও কাছে সরে এসে ধরার জন্যে নিজের হাতটা বাড়িয়ে দিল আয়ান ক্যামেরন। 'আমরা কয়েকজন এখনও ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিই,' কোমল স্বরে বলল সে। 'তুমি যা চাও, আমরা কয়েকজনও ঠিক তাই চাই। তুমি তা জানো, জর্জ।'

বন্ধুর সাথে হ্যান্ডশেক করল জর্জ বুকান। 'হ্যাঁ, আমি জানি,' গম্ভীর সুরে বলল সে। আয়ান ক্যামেরনের হাসির উত্তরে সে-ও মৃদু হাসল। তারপর হঠাৎ, অপ্রতিভ ভঙ্গিতে, অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে আবার হুইস্কি ঢালল গ্লাসে।

'এমন তো নয় যে প্রেসিডেন্ট আমাদের কথা শোনেন না, জর্জ। ভেবো না সব কিছু শেষ হয়ে গেছে।'

'আশা করি তা যায়নি। কিন্তু দুনিয়ার চেহারাটা দেখছ তো, শেষ রক্ষা করতে হলে আর দেরি করা চলে না। দুনিয়ার ষাট ভাগ রিসোর্স আমরা একা ভোগ করব, এটা কোন যুক্তি হতে পারে না। নয়শো কোটি মানুষ দুর্ভিক্ষের শিকার, তাদের দিকে পিছন ফিরে থাকা মানবিকতা নয়।'

'কিন্তু প্রেসিডেন্ট তো বলেছেন দরকার হলে আমেরিকানরা এক বেলা খাবে…'

'মার্কিন গমবাহী জাহাজ মাঝ সাগরে ডুবিয়ে দেয়া হচ্ছে, সে খবর রাখো তুমি?' চাপা, কিন্তু তীব্র ঝাঁঝের সাথে প্রশ্ন করল জর্জ বুকান। 'আমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা চাইছে এই সুযোগে গরীব দেশগুলোর কয়েকশো কোটি মানুষ না খেতে পেয়ে মরে যাক, অস্বীকার করতে পারো?'

'তেমন যদি কেউ থাকে, তোমাকে কথা দিচ্ছি, আমরা তাকে অবশ্যই কোণঠাসা করব। হ্যাঁ, চারদিকে অবস্থা খুবই খারাপ। কাল মে ব্রিট কি বলল জানো? মে ব্রিট, ওয়ার্ল্ড হেলথে ছিল—বলল, বোম্বে শহর কুকুরশূন্য হয়ে পড়েছে। কুকুর দেখলেই মেরে খেয়ে ফেলছে মানুষ।'

'শুধু কুকুর? চীনে তো শুনছি মানুষ মানুষকে খাচ্ছে! তাই বলছিলাম…', বিবেকের দংশন অনুভব করে হঠাৎ থেমে গেল জর্জ বুকান। এই দ্বন্দ্বটা তার চরিত্রে থেকেই গেল—জর্জ বুকান, নির্যাতিত জনতার শুভানুধ্যায়ী, গরীব মানুষের কণ্ঠস্বর, নিজে একজন ধনী মানুষ। দুনিয়ার বেশিরভাগ মৌলিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে সম্পদের সুষম বণ্টন সম্ভব হয়নি বলে, কার্ল মার্কসের মত কথাটা জর্জ বুকানেরও জানা আছে। মার্কস অবশ্য অভাবের মুখ দেখেছেন, জর্জ বুকানের জানা নেই সত্যিকার অভাব কাকে বলে।

'মি. বুকান, মি. বুকান!' জর্জ বুকানের ত্রাণকর্তা হয়ে হাজির হলো যুবক এক সেক্রেটারি। 'আপনার ফোন, স্যার। ইচ্ছে হলে পাশের কামরায় গিয়ে ধরতে পারেন, মি. বুকান।'

'আশপাশে থেকো, আয়ান,' বলে পাশের কামরার দিকে পা বাড়াল জর্জ বুকান।

'বুকান বলছি,' রিসিভার তুলে জানাল সে। মনটা তার খুশি হয়ে উঠল, ফোন করেছে জক বালডামাস। সাত বছর আগে বুকান যখন মিনোমিনী ট্রাইবের নাগরিক অধিকার নিয়ে আন্দোলন করছে, জক বালডামাস তখন ইন্ডিয়ান অ্যাফেয়ার্স-এর ডিরেক্টর ছিল। মিশিগানের আপার পেনিনসুলায় হাজার বছর ধরে বসবাস করছিল মিনোমিনীরা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাদেরকে সেখান থেকে উচ্ছেদ করার নোটিস দেয়। ইন্ডিয়ান আদিবাসীরা হাতে অস্ত্র তুলে নেয়, বন্দুকের নলের মুখে বাধা দিয়ে দু'জন ফেডারেল এজেন্টকে জিম্মি রাখে তারা। বুড়ো হেনরি কেনার্ডকে সাথে নিয়ে সেখানে গিয়েছিল জর্জ বুকান।

বুকানের সন্দেহ হয়, সরকারের সাথে জেনারেল মাইনিং করপোরেশন গোপন চুক্তি করেছে, তাদের প্ররোচনাতেই আদিবাসীদের উচ্ছেদ করতে চাইছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। ইন্ডিয়ান অ্যাফেয়ার্সের ডিরেক্টর জক বালডামাসের সাথে দেখা করে বুকান, বিস্ময়ের সাথে উপলব্ধি করে এই লোককে কেনা সম্ভব নয়। ইন্ডিয়ানদের পক্ষে একসাথে কাজ করে ওরা, শেষ পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্ট আদিবাসীদের অনুকূলে রায় দেয়। সেই থেকে দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। আজ জক বালডামাস সেক্রেটারি অভ ইন্টেরিয়র।

'জক, আছ কেমন হে?' সহাস্যে জিজ্ঞেস করল বুকান।

'আমি ভাল, জর্জ, খুব ভাল। এই মাত্র শুনলাম তুমি রিটায়ার করেছ। ভাবলাম শুভেচ্ছা জানাই। ওরা তোমাকে ঠেলে সরিয়ে দিল নাকি?'

'সরতে আমাকে হতই, জক, দু'দিন আগে বা পরে,' ম্লান কণ্ঠে বলল জর্জ বুকান। 'খবরের কাগজে আগেই জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়েছিল, দেখোনি?–উদারপন্থীদের বাদ দেয়া হবে। তাছাড়া, রাজনৈতিক কোন্দলে যারা অংশ নিতে পারে না তারা তো কোণঠাসা হবেই।'

'হ্যাঁ, সবই বুঝি। তা কি করবে কিছু ভেবেছ? আবার কনসালটিং ফার্ম খুলবে নাকি?'

'পারব না। কেন, তুমি শোনোনি? কারও বয়স পঞ্চাশ হলে সে আর নতুন করে কোন ব্যবসায় হাত দিতে পারবে না। এধরনের একটা আইন পাস করতে যাচ্ছে কংগ্রেস। ভেবে দেখো ইদানীং কে পঞ্চাশে পা দিল।'

'এ অসম্ভব! কি ভেবেছে কি ওরা!'

'বাদ দাও। সময় হলে চ্যালেঞ্জ করার লোক বেরিয়ে পড়বে। তোমার কি খবর তাই বলো।'

'নির্ভর করছে ডানকান ডক নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে পারে কিনা তার ওপর,' বলল জক বারডামাস। 'প্রতিপক্ষ আমাকে রাখবে না। প্রেসিডেন্ট জিতলে আরও ছ'বছরের জন্যে থেকে যাব।' দুনিয়া জোড়া সংকট দেখা দিয়েছে, এই

অজুহাতে প্রেসিডেন্টের চাকরির মেয়াদ চার থেকে বাড়িয়ে ছয় বছর করা হয়েছে এইমাত্র কিছুদিন আগে। 'প্রেসিডেন্টের জেতার সম্ভাবনা কতটুকু?'

'ফিফটি ফিফটি চান্স, জক। আমার ধারণা এবার সমানে সমানে লড়াই হবে। কিভাবে ভিডিস্ক্রীন কাজে লাগাতে হয় মাইকেল নেভিনসন তা ভালই জানে।'

'ওহ্ হো, জর্জ, শুনেছ নাকি ফ্লু-তে মানুষ মারা যাচ্ছে—সয়্যার আর মারকুয়েটি-তে—মারকুয়েটি, আদিবাসী মিনোমিনীদের এলাকা।'

'হ্যাঁ, শুনেছি,' বলল জর্জ বুকান, মনে পড়ে গেল তার জ্যাকেটের পকেটে একটা এনভেলাপ আছে।

'কি মনে হয় তোমার?'

'প্রথমে তেমন মাথা ঘামাইনি। কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে এখানে তুমুল আলোচনা শুরু হয়েছে। এখন সন্দেহ করছি, ডানকান ডকের কিছু লোক ব্যাপারটাকে নির্বাচনে জেতার একটা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। নব্বুই সালে ভিক্টোরিয়া ফ্লু-কে যেমন ব্যবহার করা হয়েছিল, মনে আছে?'

'কি মনে হয়, তাতে কি তার নির্বাচনে জেতার সম্ভাবনা বাড়বে?'

'কথা হচ্ছে ইস্যুটাকে কিভাবে ব্যবহার করবে সে। তবে বেশি বাড়াবাড়ি করলে পচা ডিম পড়বে মুখে, তুমি দেখো। আমার পকেটে একটা চিঠি রয়েছে, ওয়াশিংটন পোস্টে পাঠাব।'

'সই করেছ?'

'অবশ্যই!' জোর গলায় বলল জর্জ বুকান। 'অবসর পাওয়া আমার মত একজন লোকের কি করতে পারে ওরা?'

'অন্তত এ-কথা বলতে পারবে বাদ দেয়ায় তুমি খেপে গেছ, খেপে গিয়ে কাদা ছুঁড়ছ।'

'জানি,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল জর্জ বুকান। 'কিন্তু তারপরও পাবলিককে একটা বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা দিতে হবে ওদের। আর ব্যর্থতা যেভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক, মানুষ ক্ষমা করে না।'

তিন ঘণ্টা পর পেনসিলভানিয়া এভিনিউয়ের বাস স্ট্যান্ডে দেখা গেল জর্জ বুকানকে। টলতে টলতে হেঁটে এল সে, চিঠিটা ডাকবাক্সে ফেলার পর থেকে নিজেকে আরও বেশি মাতাল আর উদ্দেশ্যহীন মনে হচ্ছে। আজকাল প্রায় প্রতিটি আমেরিকান গণ পরিবহনের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে; শুধু উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা, করপোরেট একজিকিউটিভ আর অসম্ভব ধনী লোকেরা প্রাইভেট গাড়ি রাখতে পারে। জর্জ বুকানের একটা মার্সিডিজ-বেঞ্জ আছে, বছর দশেক আগে তৈরি কোম্পানীর শেষ মডেল ওটা, বেশিরভাগ সময় গ্যারেজেই পড়ে থাকে। গাড়িটা নিয়ে বেরুতে লজ্জা লাগে তার। কখন কি পরিস্থিতি দেখা দেয় বলা যায় না, তাই ট্যাংকে সব সময় গ্যাস ভরে রাখে সে।

গোধূলির ম্লান আলোও ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হয়ে আসছে। ঠাণ্ডায় হি হি করতে করতে বেঞ্চটার এক কোণে বসল সে। ওভারকোটের সামনের অংশটা ভেজা ভেজা, বোতল থেকে সরাসরি স্কচ খাবার সময় চিবুক থেকে গড়িয়ে পড়েছিল।

হঠাৎ করে বিদ্যুৎ ঝিক করে উঠল রাস্তার মোড়ে একটা স্ট্রীটলাইটের মার্কারি স্টার্টারে। গোটা এভিনিউয়ের সব ক'টা আলো নিভু নিভু হলো, তারপর নিভে গেল।

এবারের শীতে বৈদ্যুতিক গোলযোগ সর্বকালের রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে। এমন কোন দিন নেই যেদিন ঘণ্টা কয়েকের জন্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ না থাকে। আশির দশকে বলা হয়েছিল, নিউক্লিয়ার প্ল্যান্ট বসিয়ে গোটা আমেরিকার বিদ্যুতের চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে, কিন্তু আজও সেটা স্বপ্নই থেকে গেছে। কিছু কিছু প্ল্যান্টে কাজ শুরু হয়েছে বটে, কিন্তু তাড়াহুড়ো করে তৈরি করায় যান্ত্রিক গোলযোগ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। উদাহরণ হিসেবে পটোম্যাকের ওপর সদ্য তৈরি প্ল্যান্টটার কথা বলা যায়, ওটার দায়িত্ব কলাম্বিয়া ডিস্ট্রিক্টের বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানো। রাতে আলো জ্বালার ব্যবস্থা পর্যন্ত করতে পারে না, অন্যান্য চাহিদা মেটানো তো দূরের কথা। বলা হচ্ছে প্ল্যান্ট তৈরির সিস্টেমে তো গলদ ছিলই, ঠিকাদাররাও নাকি পুকুরচুরি করে বারোটা বাজিয়েছে।

অবশ্য নিউক্লিয়ার ট্রেনগুলো বেশ ভালই সার্ভিস দিচ্ছে। আমেরিকার এক উপকূল থেকে আরেক উপকূলে পৌঁছুতে আটচল্লিশ ঘণ্টাও লাগে না। ইউ.এস. নেভীর বিশালকায় ট্রাইডেন্ট সাবমেরিনগুলো পারমাণবিক শক্তিচালিত, আমেরিকার গণতন্ত্রকে রক্ষার জন্যে পাহারা দিচ্ছে সাগরে। তবে এ-ধরনের দু'একটা দৃষ্টান্ত ছাড়া নিউক্লিয়ার ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম রসাতলে গেছে। ব্যর্থতার আরেকটা কারণ, পারমাণবিক দুর্ঘটনা। চেরনোবিলের পর আজ পর্যন্ত আরও বারোটা দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে মানুষ, বিভিন্ন দেশে, সাবধানতা সত্ত্বেও।

গোধূলির ক্ষীণ আলোয় রাস্তার দু'দিকে যত দূর দৃষ্টি যায় তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল জর্জ বুকান। ছোকরা ছিনতাইকারীদের খুঁজছে সে। গোটা আমেরিকা জুড়ে ওদের এখন দোর্দণ্ড প্রতাপ। ওভারকোটের পকেট থেকে স্কচের বোতলটা বের করল সে, গলায় ঢালার সময় চিবুক গড়িয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় হুইস্কি পড়ল ওভারকোটে। 'আফ্রিকায় না খেতে পেয়ে মানুষ মরছে, আর আমি দামী হুইস্কি খাচ্ছি। এশিয়ার মানুষ পাতা খেয়ে ন্যাড়া করে ফেলছে সমস্ত গাছ, আর আমি বাড়ি ফিরে চপ-কাটলেট খাব।'

'আমাকে কিছু বললেন?'

ঢুলু ঢুলু চোখ মেলে তাকাল জর্জ বুকান। খেয়ালই করেনি বেঞ্চের আরেক প্রান্তে আরেকজন লোক এসে বসেছে। 'না,' মৃদু কণ্ঠে বলল সে, হাতের বোতলটা বাড়িয়ে দিল আগন্তুকের দিকে। 'চলবে নাকি?'

'না,' কঠিন সুরে বলল লোকটা। 'ধন্যবাদ।'

'ক'টা বাজে বলতে পারেন?' জিজ্ঞেস করল জর্জ বুকান, লোকটার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্যই করেনি সে।

ঘড়িহীন কব্জি দুটো উঁচু করে দেখাল লোকটা। 'ফেডারেল বিল্ডিঙে মুখ ধোয়ার জন্যে টয়লেটে ঢুকেছি, কোন্ শালা আমার ঘড়িটা নিয়ে পালিয়েছে। কাল কি চুরি গেছে জানেন? রুমালটা। গজব নেমে এসেছে, ভাই, গজব। পাপের শাস্তি।'

চমকে উঠল জর্জ বুকান, নেশা প্রায় ছুটে যাবার অবস্থা। 'কিসের পাপ?'

হাত তুলে নিঃশব্দে রাস্তার ওপারটা দেখাল আগন্তুক। রাস্তার ওপারে সার সার নাইট ক্লাব, কাফে আর রেস্তোরাঁ। প্রতিটির সামনে ছোট ছোট নিওন সাইন জ্বলছে আর নিভছে। নিওন সাইনের নিচে বোর্ডের ওপর আঁকা রয়েছে নগ্ন নারীমূর্তি।

জর্জ বুকান জানে। শুধু ক্লাব বা রেস্তোরাঁ নয়, গোটা সমাজটাই টপলেস থেকে বটমলেস হয়ে পড়েছে। সবখানে চলছে যৌনতার অশ্লীল চর্চা।

কিন্তু তারপরই জানা গেল, কেউ যদি অশ্লীলতার বিরোধী হয়, সে মানবিকতার সমর্থক নাও হতে পারে। লোকটা ঝাঁঝের সাথে বলল, 'ঈশ্বর আমেরিকাকে দু'হাতে ঢেলে দিয়েছিলেন–কোন অভাব রাখেননি। সেই সাথে কিছু দায়িত্বও দিয়েছিলেন তিনি। আজেবাজে অজুহাতে দেখিয়ে সে-সব দায়িত্ব আমরা এড়িয়ে গেছি। এখন তার ফল ভোগ করতে হচ্ছে।'

'যেমন?' কৌতূহলী হলো জর্জ বুকান।

'দুনিয়ায় এখন অবিশ্বাসীর সংখ্যা পাঁচশো কোটির মত, তারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। সংখ্যায় যখন নগণ্য ছিল তখনই ওদের খতম করা উচিত ছিল আমাদের। উচিত ছিল তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে দিয়ে অবিশ্বাসীদের সংখ্যা কমিয়ে ফেলা। ঈশ্বর আমাদের ওপর বেজার হবার এটাও একটা বড় কারণ।'

রাগে অস্থির হলো না জর্জ বুকান, তার জানা আছে আজকাল অনেক আমেরিকানই এ-ধরনের চিন্তা-ভাবনা করে। এমনকি প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টারাও অনেকে এই মতবাদে বিশ্বাসী, যুদ্ধ-টুদ্ধ বাধিয়ে দিয়ে যদি কম্যুনিস্ট দেশগুলোকে ধ্বংস করে দেয়া যায়, অতিরিক্ত জনসংখ্যার চাপ থেকে বেঁচে যাবে দুনিয়া, আমেরিকার অস্তিত্ব রক্ষা সহজ হবে। কৌতুক করে সে বলল, 'কিন্তু যে আপনার ঘড়ি চুরি করেছে সে তো আর কমিউনিস্ট নয়। সে ঈশ্বরে বিশ্বাসী, কিন্তু অপরাধী। তাকে আপনি কি শাস্তি দিতে চান?'

'চিনতে পারলে তাকে আমি গুলি করে মারব…'

'বেশ, বেশ, ভাল বলেছেন। কিন্তু তাহলে যে বেশিরভাগ আমেরিকানকে গুলি করে মেরে ফেলতে হয়, তার কি?'

লোকটা হঠাৎ হতাশায় কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল, চলে গেল অন্য প্রসঙ্গে, 'ট্রলিটা যে কেন আসছে না!'

'কোন ট্রলিতে উঠবেন আপনি?' জিজ্ঞেস করল জর্জ বুকান।

'একটায় উঠলেই হয়,' তিক্ত কণ্ঠে বলল লোকটা। 'শহর থেকে বেরুনো নিয়ে কথা। এখনও যে কাপড়চোপড় ছিনতাই হয়নি, এটাই তো আশ্চর্য!'

'যা বলেছেন! কিন্তু কারেন্টই তো নেই, ট্রলি আসবে কি করে!'

'দশটার আগে ডালেস এয়ারপোর্টে পৌঁছুতে হবে,' বলল লোকটা। 'বিদেশ থেকে আমার মেয়ে আসছে।'

মৃদু শব্দে শিস দিল জর্জ বুকান। 'বলেন কি! প্লেনে চড়ে ফিরে আসছে! আপনি কে ভাই, শিল্পপতি?'

'আরে না,' হেসে উঠে বলল লোকটা। 'আমার মেয়ে জাতিসংঘে কাজ করে।

একটা কনফারেন্সে যোগ দিতে ইসরায়েলে গিয়েছিল। ওখানে আমাদের অ্যামব্যাসাডর খুন হবার সময় আমার মেয়েও আহত হয়, গত মাসে।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। 'তবে ভাল আছে, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। শুধু পায়ে লেগেছিল গুলি।'

একটু পর বিদ্যুৎ ফিরে এল, ট্রলি এল আরও পনেরো মিনিট পর। লোকটার পিছু পিছু উঠল জর্জ বুকান, সিট খালি না থাকায় দাঁড়িয়ে থাকতে হলো তাকে। আবার রওনা হয়ে দুশো গজও এগোয়নি ট্রলি, হঠাৎ তীব্র একটা ঝাঁকি খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, জর্জ বুকান ছিটকে গিয়ে পড়ল দু'জন কিশোরী মেয়ের কোলে। তাড়াতাড়ি নিজের পায়ে আবার দাঁড়াল বটে, লজ্জায় আর অপমানে চেহারা লাল হয়ে উঠল মেয়ে দুটোর হাসি আর মন্তব্য শুনে। একটু পরই ফিরে এল বিদ্যুৎ, লোকজনকে ঠেলে দোতলায় পালিয়ে এল জর্জ বুকান। দোতলায় মেয়ে আরোহীর সংখ্যা বেশি, তারা মদের গন্ধ পেয়ে নাক আর ভুরু কুঁচকে বার বার তার দিকে তাকাতে লাগল। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ওভারকোটের পকেট থেকে স্কচের বোতলটা আবার বের করল সে। সুস্থ থাকার কোন মানে হয় না, তাকে মাতাল হতে হবে। তার ক্যারিয়ার শেষ হয়ে গেছে, পনেরো বছরের কচি মেয়েটা গত মাসে দ্বিতীয়বারের মত গর্ভপাত করল, সুন্দরী বউটা সুযোগ পলেই যার তার সাথে বিছানায় যাচ্ছে, আর আসল জিনিসটা কিভাবে যেন হারিয়ে ফেলেছে সে—কেন সে সুস্থ থাকার চেষ্টা করবে?

বিবেক আমাদের সবাইকে কাপুরুষ বানিয়ে ছাড়ে, ভাবল জর্জ বুকান, বিশেষ করে বিছানায়। একটা সন্দেহ খেলে গেল মাথায়, উইলিয়াম শেকসপীয়ার কখনও অক্ষম ছিলেন কিনা। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে বোতল থেকে হুইস্কি খেলো সে। তার মাতাল হওয়া চাই।

দুই

দু'দিন পরের ঘটনা, ওয়াশিংটনের কাছাকাছি নিরিবিলি শহরতলীর একটা বাড়ির লিভিংরুমে দু'জন লোক নিঃশব্দে বসে আছে। ওদের দলের কাছে এটা এক নম্বর আস্তানা হিসেবে পরিচিত, ভাড়া নেয়া হয়েছে ভুয়া এক লোকের নামে। আশপাশে বাড়ি ঘর থাকলেও অনেক দূরে দূরে, গোপন বৈঠকের জন্যে আস্তানাটা আদর্শ। প্রয়োজন দেখা দিলে দলের লোকজন এখানে আত্মগোপনও করতে পারবে।

ধৈর্য ও সমীহের সাথে অপেক্ষা করছে একজন, অপরজন একটা ডোশিয়ে পড়ছে। অপেক্ষারত লোকটাই বর্তমানে সি.আই.এ.-র ডিরেক্টর। দলের লোকদের কাছে টারজান হিসেবে পরিচিত সে। তার সামনে সোফায় বসা অপর লোকটারও ছদ্মনাম আছে—সুপারম্যান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সাথে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তার, একসাথে কাজ করে। এখনকার এই বৈঠকের সময় এবং স্থান ঠিক করা হয়েছে আজ সকালে, এ-সম্পর্কে ওয়াশিংটনের আর কারও কিছু জানা নেই।

সুপারম্যান আই.আই.ইউ-এর কয়েকজন এজেন্টের ডোশিয়ে পড়ছে। আই.আই.ইউ. হলো জাতিসংঘের ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড ইনভেস্টিগেশন ইউনিট। জাতিসংঘকে কার্যকর ভূমিকা রাখতে হলে তার একটা ইন্টেলিজেন্স নেটওয়ার্ক থাকা দরকার, আশির দশকে এটার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হলেও সদস্যদের সম্মতি নিয়ে ইউনিটটাকে গড়ে তুলতে প্রচুর সময় লেগে যায়। মাত্র গত বছর কাজ শুরু করেছে আই.আই.ইউ.। গঠনতন্ত্রে বলা হয়েছে যে-কোন সদস্য রাষ্ট্রের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ আই.আই. ইউনিটের সাহায্য নিতে পারবে, তবে সংশ্লিষ্ট জাতিসংঘ এজেন্ট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে শুধু ইউনিট প্রধানের কাছে। নানাভাবে পরীক্ষা করে এজেন্ট বাছাই করা হয়েছে, অন্যায় চাপের মুখে নতি স্বীকার করার পাত্র নয় তারা। এদের কাউকে কেনাও সম্ভব নয়।

পাঁচটা ডোশিয়ে পড়া শেষ করল সুপারম্যান, আর একটা বাকি। শেষ ডোশিয়েটা টেবিল থেকে তুলে নিল সে, সামনের সোফা থেকে টারজান বলল, 'এর কথাই বলছিলাম। ছ'জনের মধ্যে একেই আমার পছন্দ।'

কথা না বলে শেষ ডোশিয়েটা পড়তে শুরু করল সুপারম্যান। দশ মিনিট পর মুখ তুলল সে, ফোল্ডারটা ভাঁজ করে রেখে দিল টেবিলে। 'সবাইকে বাদ দিয়ে একেই আপনি কাজটা দিতে চাইছেন, কারণটা কি, মি. টারজান?' একটু যেন কৌতুকের সাথে জানতে চাইল সুপারম্যান। 'তাছাড়া, এফ.বি.আই. বা ডি.আই.এ.-র কোন এজেন্ট নয় কেন? আই.আই.ইউ.-এর কোন এজেন্টকে দায়িত্ব দেয়াটা কি ঝুঁকি হয়ে যায় না?'

সি.আই.এ. চীফ অর্থাৎ টারজান ধীরেসুস্থে পাইপে অগ্নিসংযোগ করল, তারপর নীলচে খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে ভরাট গলায় বলল, 'এফ.বি.আইকে এড়িয়ে যেতে চাইছি দুটো কারণে। সারা দেশে দুর্নীতি আর গোলযোগ এত বেশি, হিমশিম খেয়ে-যাচ্ছে ওরা, সব ক'জন এজেন্টের ছুটি বাতিল করে দিয়েও পরিস্থিতি সামলাতে পারছে না। আমাদের এই কাজে যোগ্য লোক ওদের কাছ থেকে আশা করা বৃথা।'

'দ্বিতীয় কারণটা কি?' একটু ঝুঁকে শেষ ফোল্ডারটা আবার তুলে নিল সুপারম্যান। ভাঁজ খুলে আবার চোখ বুলাতে শুরু করল।

'এফ.বি.আই. চীফের রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণার সাথে আমাদের রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা মেলে না,' এইটুকু বলেই থেমে গেল টারজান, যেন আর বেশি কিছু বলার দরকার নেই

'তার কোন এজেন্টকে কাজটা দিলে, আপনি বলতে চাইছেন, সে নিজেও আগ্রহী হয়ে উঠবে? এবং তখন ইঁদুরের গর্ত থেকে বেরিয়ে পড়তে পারে সাপ?'

'পারে না?' পাল্টা প্রশ্ন করে তাকিয়ে থাকল টারজান, ক্ষীণ হাসি লেগে রয়েছে পাইপ ধরা ঠোঁটে।

'এফ.বি.আই. বাদ। কিন্তু ডোমেস্টিক ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি?'

'ডি.আই.এ. চীফ একটা ভাঁড়, এবং অকর্মা। প্রতিষ্ঠানটা নিয়ন্ত্রণ করে ডেপুটি ডিরেক্টর। তাকে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। সে আমাদের দলে। কিন্তু সব শোনার পর সঙ্গতভাবেই নিজের কোন এজেন্টকে দায়িত্ব দিতে অসম্মতি প্রকাশ

করছে সে। এজেন্টের কি কাজ হবে আপনিও জানেন, তার শেষ পরিণতি কি হবে তাও অজানা নয়।'

'সে তার এজেন্টদের ভালবাসে, কাজেই তাদের কাউকে হারাতে চায় না, এই তো?'

'হ্যাঁ।'

আবার ডোশিয়েতে চোখ রাখল সুপারম্যান। 'তাহলে ডি.আই.এ. ও বাদ। আর সি.আই.এ. তো অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে প্রকাশ্যে নাক গলাতে পারবে না। বাকি থাকল ইন্টারপোল আর আই.আই.ইউ.।'

'ইন্টারপোল তো ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের যোগ্য লোক নেই বললেই চলে। খোঁজ করে দেখলে সেকেন্ড গ্রেড দু'একজনকে হয়তো পাওয়া যাবে, কিন্তু অন্য দিকে অসুবিধে আছে। ইন্টোরপোলকে ডাকলে তারা গোটা ব্যাপারটা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করবে, ওদের ওপর আমাদের কোন নিয়ন্ত্রণ থাকবে না।'

'আপনার ধারণা আই.আই.ইউ.-কে ডাকলে তাদের ওপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ থাকবে?'

'ওদের ডাকব আমরা ডি.আই.এ-র মাধ্যমে। আই. আই. ইউ. এজেন্ট ডি.আই.এ-র ডেপুটি ডিরেক্টরের নির্দেশে কাজ করবে। ব্যাপারটাকে এভাবে সাজাতে চাই আমি।'

'বেশ। এবার বলুন,' হাতে ধরা ফোল্ডারটা নাড়ল সুপারম্যান, 'শুধু একেই কেন আপনার পছন্দ হলো?'

'আমার একার নয়, ডি.আই.এ-র ডেপুটি ডিরেক্টরেরও ওকে পছন্দ। কারণটা আর কিছুই নয়, আক্রোশ, মি. সুপারম্যান।'

সুপারম্যানের কালো প্রজাপতি আকৃতির এক দিকের ভুরু একটু উঁচু হলো। 'আক্রোশ?'

'হ্যাঁ। ছোকরার বিরুদ্ধে কি কি অভিযোগ আছে শুনুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন। আহাম্মকটা মানবদরদীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে, মি. সুপারম্যান। নামে মুসলমান, আসলে নাস্তিক। বেশ ক'বার আমেরিকার কাজ করেছে, কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজেদের স্বার্থে।'

'নিজেদের?'

'স্বদেশের।'

'বলে যান।'

'গভীর জলের মাছ, কে.জি.বি-র গুড বুকে থাকার জন্যে আমেরিকার ক্ষতিও করেছে বিস্তর।'

সুপারম্যানের চেহারায় অসহিষ্ণু ভাব ফুটে উঠল। 'আপনি ঢালাও মন্তব্য করছেন, মি. টারজান। নিরেট কোন ঘটনার কথা জানা থাকলে বলুন। প্রমাণ করুন লোকটা যোগ্য এবং আমেরিকার শত্রু।'

'কমপক্ষে বিশটা ঘটনার কথা বলতে পারি, প্রতিটি ক্ষেত্রে আমেরিকার সাথে বেঈমানী করেছে সে,' বলল টারজান, পাইপে টান দিয়ে দেখল সেটা নিভে

গেছে। 'সি.আই.এ-র সহায়তায় মোসাড একবার রাশিয়ার একটা প্লেন চুরির প্ল্যান করে, লোকটা আগেভাগে টের পেয়ে নিজেই ছদ্মবেশে মস্কোয় চলে যায়, প্লেন নিয়ে ঢাকায় ল্যান্ড করে। এবং জানেন, ব্যাটা আমাদেরকে না দিয়ে রাশিয়াকেই ফিরিয়ে দেয় ওটা! কি সাংঘাতিক স্পর্ধা!'

'ঘটনাটা আবছামত মনে আছে আমার,' বলল সুপারম্যান। 'এই লোকটাই তাহলে সেই ভিলেন! বেশ, প্রমাণিত হলো সে যোগ্য এবং আমেরিকার শত্রু। তাহলে প্রশ্ন করতে পারি, এতদিনেও তার একটা ব্যবস্থা করা হয়নি কেন?'

'টেকনিক্যাল কিছু অসুবিধে ছিল,' বলল টারজান। 'দুঃখজনক হলেও সত্যি, কিছু প্রভাবশালী আমেরিকান তার শুভানুধ্যায়ী। কংগ্রেস এবং সিনেটে তার পক্ষে তদ্বির করার লোকের অভাব নেই। তাছাড়া, তার নিজস্ব একটা ইনভেস্টিগেটিং ফার্ম আছে, যথেষ্ট শক্তিশালী। সত্যি কথা বলতে কি, সি.আই.এ-তে আমি আসার পর সুযোগের অপেক্ষায় আছি, কিভাবে লোকটাকে ফাঁদে ফেলে সরানো যায়। সুযোগ যখন হাতে একটা এসেছে...'

ভুরু কুঁচকে কিছুক্ষণ চিন্তা করল সুপারম্যান। তারপর বলল, 'কিন্তু লোকটাকে আমার অতিরিক্ত যোগ্য বলে মনে হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা বুমেরাং হয়ে দেখা দেবে না তো? বলছেন কংগ্রেসে তার বন্ধু আছে, তারা যদি ওকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে...'

'আমাদের গোটা প্ল্যানটার কথা স্মরণ করুন,' মুচকি হেসে বলল টারজান। 'তাকে দিয়ে যে কাজটা কৌশলে আমরা করাব, প্রতিটি আমেরিকান তার রক্ত পান করার জন্যে খেপে উঠবে না? তার পক্ষ নিয়ে কথা বলার সাহস হবে কারও?'

আকর্ণ বিস্তৃত হাসি নিয়ে সুপারম্যান বলল, 'ঠিক, আমি আপনার সাথে একমত। শয়তানও তার কাছ থেকে দূরে সরে থাকবে।'

'তাহলে...'

'আর কথা কি! নিজের কবর খোড়ার জন্যে ফার্স্ট চয়েজ মাসুদ রানাকেই ডাকুন তাহলে।'

সন্তুষ্টচিত্তে ফোনের দিকে হাত বাড়াল টারজান।

দারিদ্র্যক্লিষ্ট বর্তমান দুনিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থা মন্দের ভাল। অবিশ্বাস্য একটা ব্যাপার, বাংলাদেশে এখন দুর্নীতিপরায়ণ লোকের সংখ্যা নেহাতই নগণ্য। দেশটার বিশ কোটি মানুষ সমস্ত মতভেদ ভুলে গিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে লড়ে যাচ্ছে। বিদ্যুৎ, জ্বালানী, মেশিন-পত্র, কারিগরি জ্ঞান, আধুনিক প্রযুক্তি, দক্ষ শ্রমিক, ইত্যাদির অভাব এখনও প্রকট, শুধু কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন আগের সমস্ত রেকর্ডকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ভারত আর নেপালের সাথে যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশ গঙ্গার পানি বণ্টনে সুষ্ঠু এবং ন্যায্য একটা সমঝোতায় আসতে পেরেছে, ফলে দেশটার কোথাও পানির কোন অভাব নেই, সেচ ব্যবস্থায় কৃষকরা সবাই সন্তুষ্ট। প্রকৃতিও দেশটার প্রতি সদয়, ফলে দেড় গুণ বেড়ে গেছে তার আয়তন। বঙ্গোপসাগরে বিশাল একটা চর পানি থেকে মাথাচাড়া দিয়েছে, ফসলের উৎপাদন তিন গুণ বেড়ে যাওয়ার সেটাও

বড় একটা কারণ। শিক্ষাক্ষেত্রের প্রতিটি স্তরে কৃষি-বিদ্যা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। শিক্ষা পর্ব শেষে যুবকরা এখন উৎপাদনে অবদান রাখতে আগ্রহী। মৌসুমী ফল এখন সহজলভ্য, সবার ক্রয়-ক্ষমতার ভেতর। গবাদি পশুর কোন অভাব নেই। আর বেড়েছে সামরিক শক্তি, প্রতিবেশীরা বড় ভাইসুলভ আচরণ করতে এখন আর সাহস পায় না।

বিশ্ব সমাজেও বাংলাদেশ এখন মোটামুটি সম্মানজনক একটা আসন অর্জন করেছে। জাতিসংঘের মহাসচিবের পদটি এখন অলংকৃত করছে বাংলাদেশ। বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়ান একজন বাংলাদেশী। বিদেশী মুদ্রা আয়ের পথও আগের চেয়ে কয়েক গুণ প্রশস্ত হয়েছে। বিভিন্ন দেশের তৈরি-পোশাক শিল্প অভ্যন্তরীণ বিশৃংখলার কারণে ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় ইউরোপ আর আমেরিকার চাহিদা বাংলাদেশ বলতে গেলে একাই পূরণ করছে। আয় বেড়েছে কৃষি দ্রব্য ও সফটওয়্যার রফতানী খাতে। প্রকাশযোগ্য নয় এমন কিছু খাত তৈরি হয়েছে, সেখান থেকেও ভাল আয় করছে বাংলাদেশ। তার মধ্যে একটা হলো, এসপিওনাজে সহায়তা দান।

এক্ষেত্রে বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স একক কৃতিত্বের দাবিদার।

বি.সি.আই-এর দায়িত্ব আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে, কারণ তার শত্রুর সংখ্যাও আগের চেয়ে এখন অনেক বেশি। চলতি সংকটে সবার অবস্থাই যখন খারাপের দিকে, বাংলাদেশ তখন সচ্ছলতা বজায় রেখে চলছে, এটা লক্ষ্য করে অনেকেই অসন্তুষ্ট ও ঈর্ষান্বিত। মুশকিল হলো, বন্ধুবেশে শত্রুর সংখ্যাই বেশি, কাজেই দেশের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করার পিছনেই সমস্ত শক্তি ব্যয় করতে হয় বি.সি.আই-কে। যোগ্য এজেন্টের কোন অভাব নেই, তারা নিষ্ঠা আর দক্ষতার সাথেই দেশটার নিরাপত্তা ও স্বার্থ রক্ষা করে চলেছে।

অন্যান্য দেশ ও বিদেশী প্রতিষ্ঠানসমূহকে এসপিওনাজ সহায়তা দান করছে রানা ইনভেস্টিগেটিং এজেন্সি। খুব কম লোকেই জানে, রানা এজেন্সি বি.সি.আই-এরই একটা কাভার মাত্র। বি.সি.আই. এজেন্ট এম.আর. নাইন অর্থাৎ মাসুদ রানা এই এজেন্সির প্রতিষ্ঠাতা ডিরেক্টর। আরও পাঁচজন ডিরেক্টর আছে, রানা আই.আই.ইউ-এর সাথে জড়িয়ে পড়ায় বর্তমানে তারাই চালাচ্ছে এজেন্সির কাজ। উন্নত, অনুন্নত, কমিউনিস্ট, অকমিউনিস্ট, সব দেশকেই অনুরোধে সাহায্য করে রানা এজেন্সি। এই সংকটের সময় ভালই রোজগার করছে ওরা।

আই.আই.ইউ-এর হেডকোয়ার্টার নিউ ইয়র্কে হলেও, পুরনো যোগাযোগগুলো ঝালাই করার জন্য ক'দিন হলো ওয়াশিংটনে রয়েছে রানা। সেদিন রাতে টারজান আর সুপারম্যান যখন সিদ্ধান্ত নিল যে রানাকেই তাদের দরকার, ও তখন হানি হাসলারের পার্টিতে যাবার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে।

ওয়াশিংটনে এলে বরাবর স্যাভয় হোটেলেই ওঠে রানা। শাওয়ার সেরে কাপড় পরছে, টেলিফোন বেজে উঠল। কেমন যেন করে উঠল বুকের ভেতরটা, অনিশ্চিত ভঙ্গিতে রিসিভারের দিকে তাকিয়ে থাকল ও। অসময়ে অপ্রত্যাশিত টেলিফোন, অভিজ্ঞতা থেকে জানে, জরুরী না হয়ে যায় না। মনটা রোমাঞ্চিত হয়ে

চাইতে চাইলেও লাগাম টেনে ধরল ও। কোন অ্যাসাইনমেন্ট নাও হতে পারে।

রিসিভার তুলতেই অপরপ্রান্ত থেকে আই.আই.ইউ. প্রধান নিজের পরিচয় দিয়ে রানার কোড জানতে চাইলেন। তারপর শুরু হলো ব্রিফিং।

মার্কিন স্বরাষ্ট্র দফতর থেকে অনুরোধ করা হয়েছে, ওদের ডোমেস্টিক ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিকে সাহায্য করতে হবে। ভালই হয়েছে ওয়াশিংটনে রয়েছে রানা, কারণ ওরা ব্যক্তিগতভাবে ওকেই চেয়েছে। তথ্য মাত্র এইটুকুই, প্রশ্ন করেও বেশি কিছু জানা গেল না। কি সাহায্য দরকার? ওরা বলেনি। কাজটা কোথায়? জানায়নি। কাজে কখন হাত দিতে হবে? আলোচনা হয়নি। মনে মনে রেগে গেল রানা, ও কি তাহলে এখন হোটেল কামরায় বসে আঙুল চুষবে?

ওকে জানানো হলো, ডি.আই.এ. ওর ঠিকানা জানে, সময় হলে তারা যোগাযোগ করবে। আই.আই.ইউ. প্রধান ওকে নির্দেশ দিলেন, নীতিগত কোন অসুবিধে না থাকলে কাজটা করে দিতে হবে। কাজটা কি জানার পর ইচ্ছে করলে তাঁর সাথে যোগাযোগ করতে পারে রানা, অথবা প্রতি তিন দিন পর পর রিপোর্ট করলেও চলবে।

রিসিভার নামিয়ে রেখে ডি.আই.এ-কে গাল দিল রানা, শালারা ঝেড়ে কাশতে জানে না। কাপড় পরা শেষ করল ও, পার্টিতে যাবার সিদ্ধান্তটা পাল্টায়নি, তবে মনটা খুঁত খুঁত করছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে ফোনের কাছাকাছি বসল ও, চোখ বুজে চিন্তা করছে ডি.আই.এ-র কার সাথে ওর ঘনিষ্ঠতা আছে, কাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায়।

তিন চারটে নাম মনে পড়ল, তবে শুধু একটা নাম শিরশিরে ভাব এনে দিল শরীরে। সিলভিয়া পিকঅল। রানা ডাকে সিলি। একহারা গড়ন, সাড়ে পাঁচ ফিট লম্বা। কালো চুল, কালো চোখ। ডি.আই.এ-র চাকরি ছেড়ে দিয়ে রানা এজেন্সিতে ঢুকতে চায় মেয়েটা, রানাকে বস্ হিসেবে পেতে খুব ইচ্ছে।

দেরাজ থেকে নোটবুক বের করে ফোনের ডায়াল ঘোরাল রানা। সঙ্গিনীর অভাব, হানি হাসলারের পার্টিতে একাই যেতে হচ্ছিল। সিলিকে এখন পাওয়া গেলে হয়। হানি হয়তো একটু ঈর্ষাবোধ করবে, কারণ সে-ও অপরূপ সুন্দরী, তবে অসন্তুষ্ট হবে না।

ডায়াল করছে রানা, আর চিন্তা করছে। ডি.আই.এ-র ডিরেক্টরের সাথে ওর একবার পরিচয় হয়েছিল বটে, কিন্তু ভদ্রলোককে ওর ঠিক পছন্দ হয়নি। তার সম্পর্কে শুনেছে রানা, বই-পুস্তক আর গবেষণা কর্ম নিয়ে বেশিরভাগ সময় ব্যস্ত থাকেন। ডি.আই.এ-কে নিয়ন্ত্রণ করে ডেপুটি ডিরেক্টর···কি যেন নাম লোকটার? জোসেফ ফালকেন। আই.আই.ইউ. এজেন্ট হিসেবে আগেও লোকটার সাথে কাজ করেছে রানা একবার, ভাল লাগেনি। নাটকীয় চরিত্র, বেশি কথা বলে। সবাইকে ব্যঙ্গ করার অদ্ভুত একটা মানসিকতা আছে তার।

ভাগ্যটা ভাল, বাড়িতেই পাওয়া গেল সিলভিয়াকে। 'যাবে আমার সাথে?' কোন ভূমিকা না করে জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ।'

হেসে ফেলল রানা। 'ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে, আর তুমিও রাজি হয়ে গেলে?

কোথায় জানতে চাও না?'

'তোমার সাথে তো? ব্যস, আর কিছু জানার দরকার নেই।'

'সাবধান, এতটা লিফ্‌ট দিয়ো না, আমি কিন্তু হাত বাড়াব...'

'এই যে নোটিস দিলে, এইজন্যেই তোমাকে এত ভাল লাগে,' বলল সিলভিয়া। 'তুমি একটা পারফেক্ট ভদ্রলোক।'

'দশ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে নাও, আমি তোমাকে গেট থেকে গাড়িতে তুলে নেব...'

বাধা দিল সিলভিয়া। 'উঁহুঁ, গেট থেকে নয়, অ্যাপার্টমেন্ট থেকে। আমি তোমাকে চুমো খেতে চাই।'

'বেশ তো, গেটেই...'

'না। কারণ পাড়ার যুবকরা সবাই আমাকে ভালবাসে। আমি চাই না ওরা তোমার শত্রু হয়ে দাঁড়াক।'

সাড়ে আটটায় পার্টিতে পৌঁছুল ওরা।

হানি হাসলার দুর্লভ প্রজাতির এক ছটফটে প্রজাপতি। একজন কংগ্রেস সদস্যের প্রাক্তন স্ত্রী, সেই সূত্রে ক্যাপিটল হিলের রাঘব-বোয়ালদের সাথে তার ভারি দরহরম-মহরম। স্বাধীনচেতা মেয়ে, কোন বাঁধনে নিজেকে জড়ায় না, কিন্তু সবাইকে বেঁধে রাখতে খুব দক্ষ। তার পার্টিতে যে রাজধানীর নামকরা লোকজন আসবে তাতে আর আশ্চর্য কি।

আরেকটু হলে রানাকে নিয়ে মেয়ে দুটো ডুয়েল লড়াইয়ে নেমে পড়ত। সিলভিয়াকে নিয়ে পার্টিতে ঢোকার সময় রানা ভেবেছিল, বেশিক্ষণ থাকবে না, কোন একটা অজুহাত দেখিয়ে কেটে পড়বে। কিন্তু পালাবার আগেই হামলা চালাল হানি হাসলার, সিলভিয়ার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল ওকে। দূরে দাঁড়িয়ে কাল নাগিনীর মত ফোঁস ফোঁস করতে লাগল সিলভিয়া, রানার দিকে তাকিয়ে থাকল শ্যেন দৃষ্টিতে।

'আজ রাতে, মানে গভীর রাতে, তোমার কাজ কি, সুগার?' জিজ্ঞেস করল হানি হাসলার, রানার একটা হাত বগলদাবা করে ভিড়ের মধ্যে হাঁটছে। গা ছেড়ে দিলে মাখনের মত নরম সে, পেশীতে টান পড়লে ইস্পাতের মত শক্ত। চোখ দুটো এত কালো, বৃষ্টি ভেজা বনভূমির কথা মনে করিয়ে দেয়। আর হাসি বিদ্যুৎচমকের মতই উজ্জ্বল।

'রাতে?' নিজের অজান্তেই ইতস্তত করল রানা, ঘাড় ফিরিয়ে হলঘরের আরেক প্রান্তে তাকাল। 'ঘুমোবার প্রোগ্রামটাই ঠিক রাখব ভাবছি, যে-কোন মুহূর্তে কর্তব্যের ডাকে সাড়া দিতে হতে পারে।'

'কিন্তু আমার জানা মতে, তুমি তো ভাই কর্তব্য আর ফুর্তি একসাথে চালাও! ঘুমাবে?' মধুর কণ্ঠে হাসল হানি হাসলার। 'বেশ, বেশ—ভাল ঘুমের জন্যে ভাল ওষুধই বেছে বের করেছ। আমার বন্ধুর রুচি আছে, এইটুকুই আমার সান্ত্বনা।'

'কি বলছ? কিছুই তো বুঝতে পারছি না!' রানার আকাশ থেকে পড়াটা নিখুঁত হলো।

'অস্বীকার করতে পারবে, পিঠে ওর দৃষ্টি অনুভব করছ না? কে মেয়েটা?'

খুক্ করে কেশে গলা পরিষ্কার করল রানা। 'ও, ওর কথা বলছ! আরে না, যা ভাবছ তা নয়—আমরা একই পেশায় আছি।'

হানি হাসলারের চোখে দুষ্টামির ঝিলিক খেলে গেল। 'প্রশ্ন হলো একই খেলায় আছ কিনা।'

'পাশে তুমি থাকতে আর কারও সাথে খেলতে যাব কোন্ দুঃখে?' পাশ দিয়ে একজন ওয়েটার যাচ্ছিল, তাকে দাঁড় করিয়ে হুইস্কির গ্লাস নিল রানা, গলা ভিজিয়ে সরাসরি তাকাল হানি-র চোখে। 'দু'জন কংগ্রেস সদস্যের সাথে কি যেন কাজ আছে ওর, আমাকে বলল এখানে পৌঁছে দিতে...'

'জানো, আমি কিন্তু রাগ করে তোমার দিকে পিছন ফিরতে পারি। সোজা হেঁটে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারি তোমার বান্ধবীকে।' হাসছে হানি, ঘাড় ফিরিয়ে সিলভিয়ার দিকে তাকাল একবার।

'তাতে পিছন থেকে তোমার হাঁটাটা দেখার সুযোগ পাব।'

উজ্জ্বল বিদ্যুৎচমক উপহার দিয়ে হানি বলল, 'দ্যাটস আ সেক্সি রিমার্ক।'

'উঁহুঁ,' জবাব দিল রানা। 'তুমি যখন হাঁটো, ভঙ্গিটার মধ্যে উত্তাল সাগরের আভিজাত্য আর গরিমা থাকে।'

চোখ কপালে তুলে অসহায় একটা ভঙ্গি করল হানি।

'তুমি যখন হাঁটো, সুদূর আফ্রিকার ড্রাম শুনতে পাই আমি,' আবার বলল রানা। 'আরও শুনতে পাই রবিশংকরের সেতার, বেটোফোনের সিম্ফনি...'

'আর যখন কোন পুরুষমানুষ হাঁটে?'

হাসতে হলো রানাকে। 'বলতে পারি, পুরুষালি ভঙ্গিটা উপভোগ করি, কিন্তু মিউজিক শুনি না।'

'ঠিক আছে, মিউজিক ম্যান,' রানাকে ছেড়ে দিয়ে হাঁটতে শুরু করে বলল হানি হাসলার, 'আগামী হপ্তার মাঝামাঝি আমার খোঁজ নিয়ো, দু'জন মিলে ভাল দেখে একটা সুর ভাঁজা যাবে।'

হাতে গ্লাস নিয়ে সিলভিয়ার কাছে ফিরে এল রানা।

'জানা ছিল না হানি হাসলারের সাথে তোমার পরিচয় আছে,' ঠাণ্ডা গলায় বলল সিলভিয়া।

'আসলে,' মিথ্যে বলল রানা, 'কাজের সূত্রে পরিচয়।'

'তোমার কাজের সংজ্ঞা আমার জানা আছে।'

'আরে না, যা ভাবছ তা নয়,' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'ওর এক্স হাসব্যান্ডের সাথে খাতির ছিল, সেই সূত্রে...' ব্যাপারটার কোন গুরুত্ব নেই বোঝাতে গিয়ে বাঁ হাত নাড়ল ও, আর যায় কোথায়, একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। স্বর্ণকেশী, নিখুঁত দেহ-সৌষ্ঠব, রানার আঙুলের গিঁটগুলো সজোরে বাড়ি খেলো তার কোমল গায়ে, সুন্দরী সশব্দে আঁতকে উঠল। ক্ষিপ্র বেগে ঘাড় ফেরাতেই দেখল রানা, হাত থেকে ছুটে যাওয়া হুইস্কির গ্লাসটার গায়ে পাখা গজিয়েছে, পিকাসোর এচিঙের দিকে উড়ে গেল সেটা, তিন ইঞ্চি দূরে দেয়ালে চুরমার হলো। 'সত্যি আমি দুঃখিত,' আন্তরিক ক্ষমা প্রার্থনা করল ও। নিখুঁত দেহ-সৌষ্ঠব ধনুকের মত বাঁকা করে

অগ্নিদৃষ্টি হানল মেয়েটা, এক হাতে কাপড় থেকে হুইস্কির দাগ মুছছে। 'কোথাও লাগেনি তো, ম্যাডাম?' জিজ্ঞেস করল ও, আশপাশ থেকে বিড়বিড় করে অনেকেই অসন্তোষ প্রকাশ করছে।

পলকের জন্যে মনে হলো, এক চুল বড় হলো মেয়েটার চোখ, যেন চিনতে পেরেছে। 'আজই মাত্র কিনেছি ড্রেসটা,' কঠিন সুরে বলল সে। 'দিলেন তো নষ্ট করে!'

'প্লিজ,' প্রস্তাব করল রানা, 'অনুমতি দিন, আমি ক্ষতিপূরণ...'

'আস্তিনে যে ব্রোকেড আছে, তার দাম দেয়ার সামর্থ্যও আপনার নেই,' রানাকে থামিয়ে দিয়ে তাচ্ছিল্যের সাথে বলল মেয়েটা। 'ওয়াশিংটনে আজকাল এত বাঁদর! আপনার তো খাঁচায় থাকা উচিত।'

'ভুল তো মানুষের হতেই পারে!' মেয়েটাকে ঝড়ের বেগে চলে যেতে দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা, সিলভিয়াকে বলল, 'সম্ভবত ঝাড়ু আনতে গেল, ওটায় চড়ে বাড়ি ফিরবে। কে বলো তো মেয়েটা, চেনো?'

'জিনিয়া মেইন,' ঠোঁট টিপে হাসছে সিলভিয়া।

'জিনিয়া মেইন? এত সুন্দর অথচ এত কুৎসিত কেন?'

'ওর কথা বাদ দাও, তোমার উচিত আমাকে নিয়ে মাথা ঘামানো,' বলল সিলভিয়া, এখনও রানার ওপর রাগ দেখাতে চাইছে সে।

'তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব,' খালি একটা সোফায় নিজে বসে সিলভিয়াকেও টেনে বসাল রানা। 'আশা করি ঠিক ঠিক উত্তর দেবে। ডি.আই.এ-র বর্তমান মাথাব্যথা কি নিয়ে, জানো?'

'না, জানি না,' বলল সিলভিয়া। 'তবে তুমি যখন পার্টির প্রাণ হিসেবে অভিনয় করছিলে, আমাদের হেডকোয়ার্টার থেকে ফোন করা হয়। আমি যে তোমার সাথে আছি ওরা জানে। আমাদের ডেপুটি ডিরেক্টর তোমার সাথে দেখা করতে চান তাঁর অফিসে। এখনই।'

'এখুনি? কেন বলো তো? সত্যি তুমি কিছু জানো না?'

'আমিও যখন জানি না, নিশ্চয়ই টপ সিক্রেট ব্যাপার।' হাসল সিলভিয়া। 'তবে জানতাম, তোমাকে পাবার জন্যে আই. আই.ইউ-এর সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে।'

'মি. প্রেসিডেন্ট, সেই ভদ্রলোক আবার এসেছেন–ড. পিটার ওয়ান চু,' কথাটা বলে স্যাম ফোলি প্রেসিডেন্ট ডানকান ডকের চীফ এইড, অসহায় একটা ভঙ্গি করল। 'জোর দিয়ে বলছেন, খুব নাকি আর্জেন্ট ব্যাপার। শুধু আপনাকেই বলা যাবে।'

বিশাল মেহগনি ডেস্কটা কেনেডি আমলের। ডেস্কটার পিছনে আজ যিনি বসে আছেন তিনি শুধু আকারে-আয়তনে বিশাল নন, বৃষস্কন্ধে গুরু দায়িত্ব নেয়ার সাহসও তাঁর বিপুল। সরকারী নথিপত্রে চোখ বুলাচ্ছেন ডানকান ডক, কথা বলার সময় মুখ তুললেন না। 'এখন সম্ভব নয়, ফোলি। একেবারেই সময় নেই।' ভরাট কণ্ঠস্বর, উত্তর ক্যারোলিনা-র বাচনভঙ্গি পরিষ্কার টের পাওয়া যায়।

'ভদ্রলোক চরম অস্থিরতা প্রকাশ করছেন, স্যার। দেখে সুস্থ মনে হলো না।'

'সত্যি দুঃখ পেলাম, সান,' নরম সুরে বললেন প্রেসিডেন্ট। 'তাঁকে আমার মনোবেদনার কথা জানাও, আর বলো নিউ ইয়র্ক থেকে ফেরার পর যাদের সাথে প্রথম দেখা করব তাঁদের মধ্যে তিনিও থাকবেন।'

কিছু বলতে যাচ্ছিল স্যাম ফোলি, বাইরে থেকে হেলিকপ্টারের আওয়াজ ভেসে এল।

'ওই শোনো,' বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন প্রেসিডেন্ট, নথিপত্রগুলো ফাইলে ঢুকিয়ে রেখে দিলেন দেরাজে। 'যাবার সময় হলো। কোন রকমে গ্লেনডা আর কুকুরটাকে শুভেচ্ছা জানাবার সুযোগ পাব।' একটু ঝুঁকে ডেস্ক থেকে বাইবেলটা তুলে নিলেন তিনি। ছ'ফিট পাঁচ ইঞ্চি ডানকান ডক আরেকবার ঝুঁকলেন, করমর্দন করলেন স্যাম ফোলির সাথে। কৌতুক করে প্রায়ই তিনি ভাষণে বলে থাকেন, 'লিংকন আর রুজভেল্টের চেয়ারে বসতে হলে আমার মত লম্বা লোকই দরকার। আপনারা আমাকে প্রেসিডেন্ট না বানালে বাস্কেট বল খেলতাম।' ডেস্ক থেকে আরেকটা ফাইল তুলে স্যাম ফোলির হাতে ধরিয়ে দিলেন তিনি। 'ক্যারিকে ডাকো, আমার সাথে নিচে দেখা করবে সে।'

'রাইট, স্যার,' জবাব দিল স্যাম ফোলি, প্রেসিডেন্টের সাথেই ওভাল অফিস ত্যাগ করল। প্রথমে সেক্রেটারি অভ স্টেটস লিয়ন ক্যারিকে খবর দিল সে, তারপর নিজের টেবিলে ফাইলটা রেখে লনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেখার জন্যে বেরিয়ে এল হোয়াইট হাউস থেকে।

অনেকগুলো স্পটলাইটের কোমল আলোর মাঝখানে ঘাসের ওপর বড় একটা এয়ার ফোর্স হেলিকপ্টার দাঁড়িয়ে রয়েছে। এখনও ঘুরছে ব্লেডগুলো, ওয়াকি-টকিতে নির্দেশ শুনছে পাইলট। গোটা লনে পোকার মত চরছে সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টরা। একটা গেটের বাইরে পেনসিলভ্যানিয়া এভিনিউ, আলোর বন্যার কিনারায় বরাবরের মত অ্যাটেনশন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে মেরিন প্লাটুনের একটা সুসজ্জিত দল।

'কোবরা ওয়ান টু কোবরা ফোর,' লনে নেমে শুনতে পেল স্যাম ফোলি, সিক্রেট সার্ভিস ডিটেইলস-এর চীফ ওয়াকি-টকিতে বলছে। 'এই মুহূর্তে সিকিউরিটি স্ট্যাটাস কি বলো।'

ওয়াকি-টকির স্পীকার থেকে যান্ত্রিক ধ্বনি ঘড় ঘড় করে উঠল, 'এ-ওকে, কোবরা ওয়ান। পশ্চিম লনের একটা আলো নিভে গেছে, তবে ইনফ্রা-রেড দিয়ে পুষিয়ে নিচ্ছি আমরা। বাকি সব ঠিক আছে।'

'চেক। সবগুলো সেকটরকে তৈরি রাখো। চিতা যে-কোন মুহূর্তে হাজির হবেন।' প্রেসিডেন্টের কোডনেম চিতা, শুধু সিক্রেট সার্ভিস ব্যবহার করে।

'সব ঠিক আছে তো, রব?' উদ্বেগের সাথে জিজ্ঞেস করল স্যাম ফোলি। প্রেসিডেন্টের নিউ ইয়র্ক ভ্রমণ নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছে সে। গত পাঁচ বছরে এত বেশি রাষ্ট্রপ্রধান নিহত হয়েছেন ওখানে!

'ইয়েস, স্যার। সব ঠিক আছে।'

'প্রেস?'

'আপনি যেমন বলেছিলেন, সবাইকে গেটের বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছি।'

তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে হোয়াইট হাউসের গেটের দিকে সরে এল স্যাম ফোলি। ভিড়ের মধ্যে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে কাকে যেন খুঁজছে। বৃদ্ধ ড. ওয়ান চুকে একধারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল সে। 'ড. ওয়ান চু,' বিজ্ঞানী ভদ্রলোককে কাছ ডেকে ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বলল সে, 'সত্যি আমি দুঃখিত।' গেটের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি, লোহার বারের সাথে বুলেট প্রুফ কাঁচ-ও লাগানো রয়েছে গেটে। 'প্রেসিডেন্ট যেদিন ফিরবেন সেদিন সকালে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা সম্ভব। আজ কোনমতেই সম্ভব নয়।'

হতাশায় যেন একেবারে মুষড়ে পড়লেন ড. পিটার ওয়ান চু, তাঁর ছোটোখাট শরীরটা আক্ষরিক অর্থেই আরও একটু কুঁজো হয়ে গেল। 'ও, আচ্ছা,' ক্লান্ত কণ্ঠে বিড়বিড় করে উঠলেন তিনি, 'দেখা হবে না! বেশ, তাহলে হোটেলে অপেক্ষা করি, মি. স্যাম ফোলি। আগেই আপনাকে নম্বর দিয়েছি, ফোনে যোগাযোগ করবেন, প্লিজ।'

প্রেসিডেন্টকে দেখামাত্র আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠল লোকজন। হোয়াইট হাউস থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি, একদল সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট তাঁকে ঘিরে রেখেছে। দীর্ঘ পদক্ষেপে অপেক্ষারত হেলিকপ্টারের দিকে এগোলেন তিনি।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে হেলিকপ্টার আকাশে উঠল। ভিড়ের মধ্যে থেকে এখনও উল্লাস ধ্বনি বেরুচ্ছে, তবে স্যাম ফোলির মনে হলো, আওয়াজটা দিনে দিনে যেন ভোঁতা হয়ে আসছে। দু'একটা কুকুর-বিড়ালের ডাকও শোনা গেল, গত বছর যা শোনা যায়নি।

যতক্ষণ পারা যায় হেলিকপ্টারের চক্কর খাওয়াটা দেখলেন ড. ওয়ান চু, তারপর রাতের অন্ধকারে হারিয়ে গেল সেটা। আবার যখন চোখ নামালেন, স্যাম ফোলি সেখানে নেই। বিষণ্ণ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে নাড়তে পেনসিলভ্যানিয়া এভিনিউ ধরে হাঁটতে শুরু করলেন তিনি, লোকজনের হৈ-চৈ শুনতে পাচ্ছেন না, মেরিন প্লাটুনের চকচকে রাইফেল ব্যারেলও তাঁর দৃষ্টি কাড়তে পারল না।

তিন

জাতিসংঘের অধীনে চাকরি, তাই অফিস থেকে ব্যবহারের জন্যে একটা গাড়ি পেয়েছে রানা। রাত বেশি হয়নি, সাড়ে দশটার মত, মনে হলো ওরটাই একমাত্র গাড়ি রাস্তায়। মেইন রাস্তায় উঠে আসার পর অবশ্য কয়েকটা ট্রাক আর দু'একটা প্রাইভেট কার দেখা গেল, বেশিরভাগই সরকারী নাম্বার প্লেট লাগানো। আমেরিকায় আজকাল বিপুল হারে সাইকেল ব্যবহার করা হয়, তবে এই মুহূর্তে রাস্তায় সেগুলোকে খুব কমই দেখা যাচ্ছে; রাতের বেলা এমনকি সাইকেল নিয়ে বেরুনোও নিরাপদ নয়। ডি.আই.এ. হেডকোয়ার্টারে পৌঁছুতে বিশ মিনিট লাগল, ইতিমধ্যে তিনবার যাই যাই করে চারবারের বার লাইটপোস্টের আলো চলেই গেল, জনশূন্য চৌমাথা আর ফাঁকা রাস্তাগুলোকে সুরিয়ালিস্টিক পেইন্টিঙের মত

লাগল দেখতে।
গার্ডকে পাস দেখিয়ে ডি.আই.এ. হেডকোয়ার্টারে ঢুকল রানা, সাদা পোশাক পরা একজন লোক ডেপুটি ডিরেক্টরের কামরায় নিয়ে এল ওকে। নাকের ডগায় চশমা নিয়ে একটা ফাইল দেখছিল জোসেফ ফালকেন, রানাকে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, হাতটা বাড়িয়ে দিল করমর্দনের জন্যে। হাসছে বটে, কিন্তু মনে মনে গাইছে, শালা তোমাকে এবার দেখে নেব! 'বসুন, মি. মাসুদ রানা, প্লিজ!' খাতির করে রানাকে বসাল সে। চেয়ারে হেলান দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বলুন, গরম না ঠাণ্ডা?'
কথা না বলে রানা শুধু মাথা নাড়ল।
দ্বিতীয়বার সাধল না ডেপুটি ডিরেক্টর, কোন ভূমিকা না করে সরাসরি কাজের কথা তুলল, 'কাজটা টপ সিক্রেট কিনা জানি না, তবে টপ প্রায়োরিটি—সরাসরি হোয়াইট হাউস থেকে আপনার ওপর চাপানো হয়েছে।' লক্ষ করল, একটু কুঁচকে উঠল রানার ভুরু। 'মারকুয়েটির ঘটনাটা শুনেছেন নিশ্চয়ই? মহামারী। এক ধরনের ফ্লু আর কি!'
ভুরু আরও একটু কোঁচকাল রানা, এবারও কোন কথা বলল না। রোগ-ব্যাধি তো স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মাথাব্যথা, এখন জানা গেল আমেরিকানদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার, মার্কিন প্রশাসন তা হলে আই. আই. ইউ-এর সাহায্য নিতে চাইছে কেন?
'সিমটমগুলো অস্বাভাবিক,' বলে চলেছে ডেপুটি ডিরেক্টর জোসেফ ফালকেন। 'এ-ধরনের কিছু আগে কখনও কেউ দেখিনি। এরই মধ্যে বেশ ক'জন লোক মারা গেছে।' খোলা ফাইলের ওপর দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিল সে। 'আপনাকে জানতে হবে রোগটা ছড়াচ্ছে কিভাবে। বিশেষ করে, রোগজীবাণু বাইরে কোথাও থেকে এসেছে কিনা। বিদেশী নাগরিক, বিদেশে তৈরি পণ্য, খাবারদাবার, গ্রেট লেকস শিপিং ' ফাইলটা বন্ধ করে রানার দিকে বাড়িয়ে দিল সে। সূত্র কিছুই নেই, দু'একটা তথ্য যা পাওয়া গেছে সব এর মধ্যে পাবেন। আমি আশা করব সোমবার সন্ধ্যার মধ্যেই রওনা হয়ে যাবেন আপনি।'
সঙ্গত কারণেই মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল রানার। 'যাব কিনা সেটা পরের কথা। এখনও কাজটা আমি নিইনি। মনে হচ্ছে ব্যাপারটা সামান্য, আপনারা আই.আই.ইউ.-কে ডাকলেন কেন?' শান্ত কৌতূহল প্রকাশ করল রানা।
'আপনার কাছে সামান্য মনে হচ্ছে, কিন্তু আসলে সামান্য নয়,' ডেপুটি ডিরেক্টর বলল, গম্ভীর। 'আমরা সন্দেহ করছি, আমেরিকাকে কাবু করার জন্যে শত্রুদের কেউ রোগটা চালান করেছে—কাজেই ব্যাপারটা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র হতে পারে। আই.আই.ইউ-এর সাহায্য চাওয়ার জন্যে এই একটা কারণই কি যথেষ্ট নয়, মি. মাসুদ রানা?'
'আপনারা কি করছেন? এফ. বি. আই., ডি.আই.এ, সি.আই.এ—সবগুলো অচল হয়ে গেছে নাকি?'
অপমানে নাকি রাগে বোঝা গেল না, ডেপুটি ডিরেক্টরের চেহারা লালচে হয়ে উঠল। 'সংশ্লিষ্ট সব প্রতিষ্ঠান যে-যার দায়িত্ব পালন করছে, মি. মাসুদ রানা। তবু আমরা আই.আই.ইউ-কে জড়াতে চাইছি এইজন্যে যে শত্রুকে চিহ্নিত করার পর

যখন পাল্টা আঘাত হানব কেউ যাতে বলতে না পারে আমরা অন্যায় করেছি।'

'তারমানে আই.আই.ইউ-কে সাক্ষী হিসেবে চাইছেন আপনারা?'

'এক অর্থে, ইয়েস।'

'আপনি জানেন, মি. ফালকেন, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা না থাকলে আমি কাজ করি না?'

রানার মনে হলো, লোকটা হাসি চাপল। 'জানি,' বলল জোসেফ ফালকেন। 'আরও জানি, তদন্তের রিপোর্ট। আপনি সরাসরি আই. আই.ইউ. চীফের কাছে পাঠাবেন। তবে,' একটু থেমে মুচকি হাসল সে, 'এখানে সম্ভবত মার্কিন প্রেসিডেন্টের একটা ছোট্ট ভূমিকা থাকতে পারে।'

'যেমন?'

'তিনি হয়তো ব্যক্তিগতভাবে আপনার তদন্তের ব্যাপারে জানতে আগ্রহী হবেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ মহল যদি অনুরোধ করেন, প্রেসিডেন্টকে রিপোর্টের একটা কপি না দিয়ে পারবেন আপনি, মি. মাসুদ রানা?'

গোটা ব্যাপারটা রানা মেলাতে পারছে না, কোথায় কি যেন একটা ঘাপলা আছে বলে মনে হতে লাগল। প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করে আই. আই.ইউ. চীফকে জানাতে পারে ও, ওর মনে হয়েছে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ নয় তাই কাজটা নেয়নি। কিন্তু তাহলে আর কাউকে দেয়া হবে কাজটা। তারচেয়ে নিজের হাতেই রাখা ভাল, কোন ঘাপলা সত্যি যদি থাকে, জানা যাবে।

'ঠিক আছে,' বলল রানা, খুঁতখুঁতে ভাব নিয়ে চেয়ার ছাড়ল।

'ও, হ্যাঁ, আরেকটা কথা, মি. মাসুদ রানা,' রানা দরজার দিকে হাঁটা দিয়েছে দেখে পিছন থেকে দ্রুত বলল ডেপুটি ডিরেক্টর। 'শহর ছাড়ার আগে পেপার কাটিংটার ব্যাপারে একটু খোঁজ নেবেন, প্লিজ–ফাইলেই আছে। ওয়াশিংটন পোস্টে পাঠানো একটা চিঠি ওটা। বুকান নামে এক লোক পাঠিয়েছে, সদ্য অবসর পাওয়া একজন প্রেসিডেনশিয়াল উপদেষ্টা। ইতিমধ্যে আমরা পোস্টকে নির্দেশ দিয়েছি, মহামারী সংক্রান্ত আর কোন চিঠি তারা ছাপাতে পারবে না। এই বুকান লোকটা আনাড়ী আর একটু বোধহয় পাগলাটে। তার এক ছেলে আবার নাকি মেরিন বায়োলজিস্ট, ড. উইলিয়াম শেফার্স নামে একজন বায়োলজিস্টের সাথে কাজ করে–আরেক পাগলাটে লোক। মহামারীর সাথে এদের কোন সম্পর্ক আছে কি নেই আমি জানি না। গোটা ব্যাপারটাই বোধহয় আঙুর ফল টক জাতীয় ঘটনা। তবু চেক করে দেখলে ভাল হয়।'

ঠাণ্ডা চোখে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল রানা, বেরিয়ে এল ডেপুটি ডিরেক্টরের কামরা থেকে। মারকুয়েটি, মিশিগান···চিন্তা করছে ও।···ফ্লু, নিশ্চয়ই ছোঁয়াচে, গেলে আমাকেও না ধরে ফেলে···

হঠাৎ আপনমনে হাসতে লাগল রানা। রোগ একটা এরইমধ্যে ধরেছে ওকে, সেটার নাম রোমাঞ্চ আর কৌতূহল।

মস্কো, প্রাভদা: রুশ প্রিমিয়ার তাঁর আসন্ন সৌদি আরব সফর বাতিল করেছেন। মি. বুকানিন সেই সাথে আরব পেট্রোললিয়াম জোটেরও তীব্র নিন্দা করে অভিযোগ

এনেছেন, জোট উদ্দেশ্যমূলকভাবে রাশিয়ায় তেল সরবরাহ আশংকাজনক হারে কমিয়ে দিয়েছে।

ডেনভার, কলোরাডো, ইউনাইটেড স্টেটস অভ আমেরিকা, রয়টার: রক মাউন্টেইন হত্যাযজ্ঞ মামলার রায়ে ইউ.এস. ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট জাজ টেরি লেস্টার আজ উনিশজনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। গত দু'বছর ধরে ওই এলাকায় কিশোরদের যে দলটা ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল এই উনিশজন সেই দলেরই সদস্য, তাদের সবার বয়স তেরো থেকে আঠারোর মধ্যে...।

হতাশায় মাথা নাড়তে নাড়তে ভিডিস্ক্রীন রূম থেকে বেরিয়ে এল এলভিরা বুকান, গোটা দেয়াল জোড়া আকৃতি নিয়ে সংবাদপাঠক বকবক করতে থাকল, কামরায় কোন দর্শক নেই। আজকাল খবর শোনা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে, ভাল কিছু আশা করা বাতুলতা মাত্র।

বিয়াল্লিশটা বসন্ত পেরিয়ে এসে এখনও এলভিরা বুকান সুন্দরী এবং আকর্ষণীয়, খারাপ যা কিছুই ঘটুক আনন্দ-ফুর্তিতে থাকতে হবে এই বোধ তার দেহ-মনে এখনও তারুণ্য ধরে রেখেছে। স্বামীর পুরুষত্ব হারানোর ব্যাপারটা নিয়ে মোটেও দুশ্চিন্তা করে না সে। জর্জ বুকান ভয়ানক মুষড়ে পড়েছে, সেখানেই তার দুঃখ।

এলভিরা জানে, স্বামীর স্বপ্নের জগৎ তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়েছে। স্বামীকে সে বুঝতে চায়, সহানুভূতি জানাতে চায়, কিন্তু লোকটা এমন যে নিজের স্ত্রীকেও সব কথা খুলে বলে না। মনের দুঃখে তাই অন্য কোথাও আনন্দ খুঁজে বেড়ায় এলভিরা, এবং পায়ও যথেষ্ট পরিমাণে। তার দৃঢ় বিশ্বাস, জর্জ বুকানের শারীরিক সমস্যাটা সাময়িক, ক্যারিয়ার নিয়ে দুর্ভাবনা বাদ দিলেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। পাগলাটে লোকটাকে বোঝাবার সাধ্য তার নেই, জানে এক সময় নিজেই সব বুঝতে পারবে। কাজেই স্বামী নয়, তার দুশ্চিন্তা মেয়েটাকে নিয়ে।

লুসি বুকানের বয়স পনেরো, একা এবং অসুখী একটা মেয়ে। কিশোরীর মনটা এখনও কাঁচ, কিন্তু পেয়ে গেছে যুবতীর একটা শরীর, এমন একটা শরীর যেটাকে সে বুঝতে পারে না। দৃঢ়চেতা মায়ের ছায়া আর খবরদারি সব সময় তাকে তাড়া করে ফিরছে, আর যুদ্ধংদেহী স্বভাবের অন্যমনস্ক বাবা তার নার্ভের ওপর সারাক্ষণ চাপ সৃষ্টি করে রেখেছে। সদ্য পাওয়া যৌবনকে ভালবাসে লুসি, মা-বাবার কাছ থেকে পালাবার জন্যে সেটাকেই ব্যবহারে মেতে ওঠে।

মেয়ের মন-মানসিকতা এলভিরা বুঝতে পারে, এবং সেজন্যে তার অপরাধবোধও কম নয়। গত দু'বছর ধরে পরিবারের প্রতি উদাসীন হয়ে উঠেছে জর্জ বুকান, সেই থেকে এলভিরাও একটু একটু করে বাইরের লোভ-লালসার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। বিস্ময়ের কিছু নেই, মায়ের দেখাদেখি মেয়েও বার মুখো হয়ে পড়েছে। চোদ্দ বছর বয়সে প্রথম গর্ভপাত ঘটায় সে। অথচ জন্মনিয়ন্ত্রণের শিক্ষা তাকে আগেই দিয়েছিল এলভিরা, তেরোতে পা দিতেই একটা 'নেট'-ও ফিট করিয়েছিল। কিন্তু আজকালকের অন্যান্য ছেলেমেয়েদের মত লুসিও নিজের ভাল বোঝে না, দৈহিকমিলনের ষোলোআনা আনন্দের সবটুকু

উপভোগ করতে চায়। এদের নিয়ে কি যে যন্ত্রণা! তবু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে শেষ পর্যন্ত লুসিকে আই.ইউ.ডি. নিতে রাজি করানো গেছে।

সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছে এলভিরা ডাকল, 'লুসি, তোর বাপ কোথায়?'

'কি বলছ, মামী?' লিভিং রুমে রয়েছে লুসি, কার্পেটের ওপর শোয়া, পা দুটো সোফার ওপর। চোখ বুজে অক্টাফোনিক স্টেরিয়োলেযার শুনছে সে। সুন্দর, কচি চেহারায় গভীর ধ্যানমগ্ন ভাব।

কামরায় ঢুকল এলভিরা, শব্দের আক্রমণে বিকৃত করল চেহারা।

'ওহ্, নো, মামী!' নব ঘুরিয়ে স্টেরিয়োর আওয়াজ কমাল এলভিরা, লুসি তীব্র প্রতিবাদ জানাল। 'ভাল অংশটা মাত্র শুরু হয়েছে, আর তুমি কিনা...'

'না, ডিয়ার,' শান্তভাবে জবাব দিল মা। 'ভাল অংশটা শুরু হবে ওটা বন্ধ করলে। তোর বাপ কোথায়?'

'কোথায় আবার! দেখো গিয়ে বেসমেন্টে।'

এলভিরার শান্ত হাসি অদৃশ্য হলো। 'ভেঙে পড়ছে, তবু জর্জটাউনে আমাদেরটাই সবচেয়ে সুন্দর বাড়ি। এরকম একটা সুন্দর বাড়ি থাকতে, তোর বাপ বেসমেন্টে থাকে কেন বলতে পারিস?'

'কেন, তুমি জানো না, চাকরি কেড়ে নেয়ায় ড্যাডির মন খারাপ?'

'চাকরি কেড়ে নেয়নি, তোর বাবা অবসর নিয়েছে,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ভুলটা ধরল এলভিরা। 'কিন্তু তাতে মন খারাপের কি আছে বুঝি না। মাথার ওপর কোন দায়িত্ব থাকল না, জীবনটা উপভোগ করার সুযোগ হলো, ওর তো রোমাঞ্চিত হওয়া দরকার!'

'বেসমেন্টে ড্যাডি সে-চেষ্টাই করছে,' বলে কার্পেটের ওপর সিধে হয়ে বসল লুসি। 'তবে ভাল হত ড্যাডি যদি আমাদেরকেও সাথে নিয়ে যা খুশি এখানে বসে করত।'

মেয়ের কাঁধে নরম একটা হাত রাখল এলভিরা। 'ধরনটা হয়তো আলাদা, ডিয়ার, কিন্তু আমাদের সে ভালবাসে। তুমিও তা জানো, তাই না?'

'বোধহয়, হয়তো,' চেহারায় অনিশ্চিত ভাব নিয়ে বলল লুসি। 'ভাল হত যদি দু'একটা নমুনা দেখতে পেতাম।'

'তা হত,' দীর্ঘশ্বাস চাপল, এলভিরা।

'ড্যাডি বোধহয় বোটটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে,' বলল লুসি। 'তুমি তাকে সাহায্য করতে পারো।'

'কেন, তুই পারিস না? জানিসই তো, গোটা ব্যাপারটাই আমার পছন্দ নয়।'

'আসল কথা ড্যাডিকে তুমি আর সহ্য করতে পারো না,' সরাসরি অভিযোগ করল লুসি, ওদের যুগের ধরনই এই। 'ড্যাডি যা বলছে, আমরা শুনলেই তো পারি। বোট নিয়ে একবার যদি বেরুনো যায়, আবার এক হতে পারে পরিবারটা।'

'বোট নিয়ে আনন্দভ্রমণে বেরুলেই সব বুঝি ঠিক হয়ে যাবে?' তিক্ত কণ্ঠে কথা ক'টা বলে কামরা থেকে বেরিয়ে এল এলভিরা। বেসমেন্টের সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছে স্বামীকে ডাকল, 'জর্জ? নিচে আছ নাকি, জর্জ?'

'না।'

'উঠে এসো, সাপার খাবে না?' সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে অনুরোধ করল এলভিরা। 'সব তৈরি, টেবিলে দিলেই হয়।' নিচে নেমে এসে চোখ পিট পিট করল সে, জর্জ বুকানের টেবিল ল্যাম্প থেকে চোখ ধাঁধানো আলো বেরুচ্ছে। টেবিলের দিকে তাকিয়ে চেহারা কালো হয়ে গেল তার। গোটা টেবিলে ছড়িয়ে রয়েছে নেভিগেশনাল চার্ট, ম্যাপ, অ্যাটলাস, রেফারেন্স বুক ইত্যাদি।

'আমার ওভারকোটটা কোথায় জানো?' কাজ থেকে মুখ না তুলেই জিজ্ঞেস করল জর্জ বুকান।

'ওপরতলার ক্লজিটে।'

'ওখানে সেটা কি করছে?'

'আর দরকার কি। শীত তো শেষ।'

'দরকার আছে। শীত শীত ভাব এখনও যায়নি। তাছাড়া, ওটা গায়ে দিলে মশা কামড়ায় না।'

'ঠিক আছে, দিয়ো গায়ে, কিন্তু তার আগে ওটা আমি সেলাই করব।'

'খবরদার! সেলাই করলে ওটার অরিজিনালিটি নষ্ট হবে।'

'চলো, সাপার খাবে চলো।'

মুখ তুলে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ভেঙচাল জর্জ বুকান। 'কি দেবে টেবিলে? পেন্সিল আকৃতির টিনের মাংস, সেদ্ধ করা সীউইড, আর সিনথেটিক শাক-সব্জি, তাই না?'

'নিউট্রাগেটি আর কেল্প সালাদ আছে।'

'আমারটা কুকুরকে দিয়ে দাও। না, কুকরকে নয়–এমন কোন অপরাধ করেনি সে। যে-কোন একজন শত্রুকে দাও।'

শেষ মন্তব্যটা গ্রাহ্য না করে এলভিরা জিজ্ঞেস করল, 'এখানে তুমি থাকো কি করে। বাতাস নেই, দিনের আলো নেই…'

'ভাল একটা দিকও আছে–তোমরাও নেই।'

মনে মনে ঠিক করল এলভিরা রাগবে না সে। 'কি করছ তুমি?'

'তোমার ভাষায় বোকার মত আনন্দভ্রমণের আয়োজন করছি। আর পড়াশোনা করছি। এরকম নির্জনতা গোটা আমেরিকায় কোথাও তুমি পাবে না।'

'আসল কথাটা তুমি লুকাচ্ছ,' মৃদু কণ্ঠে বলল এলভিরা। 'এখানে তুমি পালিয়ে থাকছ।'

'হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট,' গম্ভীর সুরে বলল জর্জ বুকান। 'অন্যায়, অবিচার, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, গোষ্ঠীস্বার্থ, স্বার্থপরতা, হীনম্মন্যতা, নেশা, পাণ্ডামি, ছিনতাই, অশ্লীলতা, শব্দ-কোলাহল ইত্যাদি থেকে পালাবার কথা ভাবছি আমি। কিন্তু উপায় দেখছি না। কোথাও কোন প্রাইভেসি নেই। শালারা আমাদের মাথার ভেতর জায়গা করে নিয়েছে।'

'শালারা?'

নীল, খোলা ক্যারিবিয়ানের চার্টের দিকে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল জর্জ বুকান। 'আমরা, ডিয়ার এলভিরা। শত্রুর পরিচয় জানা গেছে, সে আমরা।' হঠাৎ এক পা সামনে এগিয়ে স্ত্রীর হাত ধরল সে। 'চলো আমার সাথে, এলভি,' কোমল

সুরে বলল। 'তুমি সাহায্য করলে নতুন করে শুরু করতে পারি আমরা।'

স্বামীর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল এলভিরা। 'ব্যাপারটা নিয়ে ভাবব আমি,' বলল সে। 'এখন চলো তো দেখি। পার্টির জন্যে তোমাকে তৈরি হতে হবে।'

অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল জর্জ বুকান। 'হুঁ,' জোর করে আওয়াজ বের করল গলা থেকে। 'আর দু'এক মিনিট।'

বেসমেন্ট থেকে স্ত্রী বিদায় নিতে দেয়ালের শেষ প্রান্তে হেঁটে এসে একটা সেফের সামনে দাঁড়াল জর্জ বুকান, কমবিনেশন নিয়ে কয়েক মিনিট গলদঘর্ম হলো, ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে দরজা খুলে যেতে ভেতর থেকে বের করল জনি ওয়াকারের পুরানো একটা বোতল। ঢক ঢক করে খানিকটা হুইস্কি খেয়ে শার্টের আস্তিন দিয়ে মুখ মুছল সে, বিড়বিড় করে স্বগতোক্তি করল, 'এখন ওপরে যাবার সাহস পাচ্ছি...'

ওয়াশিংটন হোটেলে নিজের কামরায় পায়চারি করছেন ড. ওয়ান চু, চেহারায় মানসিক যন্ত্রণার ছাপ। মাঝারি আকৃতির মানুষটা বেশ শক্ত-সমর্থ আছেন এখনও। বয়স যদিও আশি ছুঁই ছুঁই করছে, নিয়মিত জগিং করেন। তাঁর পরনে গাঢ় রঙের দামী সুট আর সাদা শার্ট, পায়ে কালো জুতো, গলায় কনজারভেটিভ টাই।

দরজায় আওয়াজ শুনে থামলেন তিনি, হাতে ব্রেকফাস্টের ট্রে নিয়ে ভেতরে ঢুকল একজন বেলবয়। বকশিশ দিয়ে বেলবয়কে বিদায় করলেন ড. ওয়ান চু, তারপর খেতে বসলেন। খাওয়ার আগে কোটের পকেট থেকে রূপালী একটা ছোট্ট বাক্স বের করলেন তিনি, একটা মালটিভিট আর একটা ট্র্যাংকুইলাইজার ট্যাবলেট ফেললেন অরেঞ্জজুসের গ্লাসে। পোচ করা ডিম আর গমের আটা দিয়ে তৈরি টোস্ট সামান্য একটু মুখে দিয়ে সরিয়ে রাখলেন প্লেটগুলো, ধূমায়িত কফির কাপে চুমুক দিলেন। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে তাঁর চেহারা আরও ম্লান হয়ে উঠল। ক্যালিফোর্নিয়ার এইচ.ই.ডব্লিউ. রিসার্চ সেন্টারে ফিরে যাবার জন্যে অস্থির হয়ে আছেন ভদ্রলোক। কাজে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কিছু করার নেই তাঁর এখানে।

ছ'বছর আগে একটা এইচ.ই.ডব্লিউ.টীম নিয়ে টার্কি পয়েন্ট, ফ্লোরিডায় গিয়েছিলেন ড. ওয়ান চু, ওখানে যে পারমাণবিক শক্তি কেন্দ্র আছে সেটার উপস্থিতি স্থানীয় পারিপার্শ্বিক পরিবেশ এবং বন্যপ্রাণীর ওপর কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে কিনা তদন্ত করে দেখার জন্যে। অবসর সময়ে বেড়ানোও হবে মনে করে স্ত্রী এবং যুবতী মেয়েটাকেও সাথে নিয়েছিলেন তিনি।

ওখানে পৌঁছুবার পর দ্বিতীয় হপ্তায় মারাত্মক একটা দুর্ঘটনা ঘটে, টার্কি পয়েন্টের হোল্ডিং ট্যাংক বিস্ফোরিত হয়, কয়েক মিলিয়ন টন রেডিওঅ্যাকটিভ সাগরজল ফ্লোরিডা বে-তে মিশে যায়। সে-সময় ড. ওয়ান চু-র স্ত্রী এবং মেয়ে কাছাকাছি সৈকতে গোসল করছিল। তাদের কষ্টদায়ক, দীর্ঘায়িত মৃত্যু চাক্ষুষ করেন তিনি।

বর্তমানে নিঃসঙ্গ জীবন কাটাচ্ছেন ড. ওয়ান চু, যতটা সম্ভব নিরুপদ্রব

থাকতে চান। নিজের কাজকেই তিনি এখন সারবস্তু জ্ঞান করেন, বাকি সব কিছু তাৎপর্য হারিয়ে ফেলেছে।

চেয়ারে স্থির হয়ে বসতে পারছেন না ড. ওয়ান চু, অসহায় এবং অসুস্থবোধ করছেন তিনি। কাপে দ্বিতীয়বার কফি ঢালার সময় টেবিল ক্লথটা ভিজিয়ে ফেললেন। তাঁর কাজ ক্যালিফোর্নিয়ায়, অথচ আটকে রয়েছেন ওয়াশিংটনে, অপেক্ষা করছেন কখন লোকজন তাঁকে সাক্ষাৎ দান করবে, যারা এমনকি তার মিশনের গুরুত্ব কিছুই বোঝে না। চেয়ার ছেড়ে আবার পায়চারি শুরু করলেন তিনি।

মিনিট দুয়েক পর আবার হাতঘড়ি দেখলেন ড. ওয়ান চু। প্রবল বেগে মাথা ঝাঁকিয়ে মারমুখো ভঙ্গিতে ফোনের দিকে এগোলেন তিনি, রিসিভার তুললেন এক ঝটকায়।

'ইয়েস?' হোটেল সুইচবোর্ড থেকে অপারেটর জানতে চাইল।

'আমি ড. ওয়ান চু, তিনশো বিশ থেকে। সয়্যার এয়ার ফোর্স বেসে একটা পারসন-টু-পারসন কল করতে চাই আমি।' ফোনের নম্বর জানালেন তিনি, ঘামতে শুরু করলেন। 'কথা বলব কর্নেল বাচ কেলভিন ওয়াকির সাথে। ধন্যবাদ।'

মুখ ফিরিয়ে জানালার দিকে তাকালেন ড. ওয়ান চু, বড় বড় কয়েকটা নিঃশ্বাস ফেলে নিজেকে সুস্থির করার চেষ্টা করলেন। ক্যালিফোর্নিয়ার কথা মনে পড়ল, কতদূর!

'কর্নেল ওয়াকি বলছি,' কর্কশ আর ভোঁতা একটা কণ্ঠস্বর, কানের পর্দায় অত্যাচার বিশেষ, লাইনের দূর প্রান্ত থেকে ভেসে এল।

কথা বলার আগে আরও একটা দীর্ঘশ্বাস নিলেন ড. ওয়ান চু। 'কর্নেল ওয়াকি,' বললেন তিনি, 'আমি ড. ওয়ান চু। গতকাল থেকে এ-পর্যন্ত প্রেসিডেনশিয়াল এইড স্যাম ফোলির সাথে দু'বার কথা হয়েছে আমার, কিন্তু প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করতে ব্যর্থ হয়েছি। এখন তিনি নিউ ইয়র্কে, জাতিসংঘের ফুড কনফারেন্সে যোগ দিতে গেছেন।'

অপরপ্রান্তে কেউ আছে কিনা কয়েক সেকেন্ড বোঝা গেল না। তারপর কর্নেল ওয়াকির উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'এখানকার পরিবেশ নারকীয় হয়ে উঠেছে, ড. চু। এয়ারম্যান আর অফিসাররা পোকার মত ঝাঁকে ঝাঁকে মারা পড়ছে। কাল রাতে আঠারোজনকে হারিয়েছি আমরা। কল্পনা করতে পারেন, এ-পর্যন্ত কতজন মারা গেছে?' ড. ওয়ান চু-র চেহারা বিকৃত হয়ে উঠল, কিন্তু কিছু বললেন না। 'রোগটা মারকুয়েটির বাইরেও ছড়াতে শুরু করেছে। বলে দিন এখন আমরা কি করব!'

'উপায় তো একটাই, কর্নেল ওয়াকি। ভ্যাকসিন ব্যবহার করতে হবে।'

তীক্ষ্ণকণ্ঠে ব্যাখ্যা দাবি করল কর্নেল ওয়াকি, 'হোয়াইট হাউসের অনুমতি ছাড়া কি করে এই পরামর্শ দেন আপনি? যদি জবাবদিহি করতে বলা হয়, কোথায় দাঁড়াব আমরা?'

'সব দায়িত্ব আমার, আপনারা ভ্যাকসিন ব্যবহার করুন, প্লিজ,' আবেদনের সুরে বললেন ড. ওয়ান চু। 'এখনও সময় আছে, আর দেরি না করে যারা আক্রান্ত

হয়নি তাদের সবাইকে প্রতিষেধক দিন।'

হ্যাঁ-না কিছু না বলেই যোগাযোগ কেটে দিল কর্নেল ওয়াকি।

ধীরে ধীরে রিসিভার নামিয়ে রেখে মাথায় হাত তুললেন, ড. ওয়ান চু. কাঁচাপাকা চুলে আঙুল চালালেন। চোখে পানি।

চার

জর্জ বুকানকে রাত দশটায় ফোন করেছিল রানা। ইচ্ছে ছিল, কাল সকালের দিকে কোন এক সময়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করবে। ফোন ধরেছিল মিসেস বুকান, স্বামীর সাথে কথা বলে রানাকে রাত দুটোর সময় যেতে বলেছে সে। তা না হলে জর্জ বুকানের সাথে দেখা হবে না।

ডি. আই. এ.-র ডেপুটি ডিরেক্টর জোসেফ ফালকেনের কথাই বোধহয় ঠিক, প্রেসিডেন্টের প্রাক্তন উপদেষ্টা সম্ভবত একটু পাগলাটেই।

হোটেল থেকে বেরিয়ে এত রাতে তার সাথে দেখা করতে যাচ্ছে রানা। রাস্তায় টহল পুলিসের দেখা নেই, কিন্তু ছিনতাইকারী কিশোরদের দলগুলো আছে। সময় মত দেখতে পাওয়ায় গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে দু'বার দুটো ব্যারিকেড এড়াতে পারল রানা, তৃতীয়বার সে সুযোগ হয়নি। একটা বাঁক ঘুরতেই বিশ গজ সামনে খাড়া করা পাঁচ-সাতটা ড্রাম দেখতে পেল ও। ড্রামগুলোর পিছনে দাঁড়িয়ে আছে ছোরা, হকিস্টিক, সাইকেলের চেইন, ইত্যাদি নিয়ে এক দল তরুণ। অন্য কোন উপায় না দেখে স্পীড বাড়িয়ে দিল রানা, রিভলভার বের করে ফাঁকা গুলি করতে করতে ব্যারিকেড ভেঙে বেরিয়ে এল।

আরও একটা বিপত্তি দেখা দিল, তবে সেটা জর্জ বুকানের বাড়ির সামনে। ট্যাংকে যথেষ্ট গ্যাস আছে, কিন্তু বন্ধ হয়ে গেল গাড়ির এঞ্জিন।

বাড়িটার সামনের দরজায় পৌঁছে পরিচিত একটা গন্ধ পেল রানা। হুইস্কির গন্ধ, তার সাথে মিউজিকের শব্দ, বুকান পরিবার সম্ভবত একটা পার্টির আয়োজন করেছে।

দরজা খুলে দিল সুন্দরী এক মহিলা।

'গুড মর্নিং, ম্যাডাম,' হাতেই ছিল, পরিচয়-পত্রটা দেখিয়ে পকেটে ভরল রানা। 'অফিশিয়াল একটা কাজে মি. জর্জ বুকানের সাথে কথা বলতে চাই। দশটার দিকে ফোন করেছিলাম।'

'ও, হ্যাঁ, আপনি মি. নানা!' মনে পড়ল এলভিরা বুকানের। 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, একটা চিঠি পাঠিয়েছে বটে ও।'

'রানা,' বলল ও। 'কোন্ চিঠিটার কথা বলছেন, যেটা ওয়াশিংটন পোস্টে ছাপা হয়েছে?'

মাথা ঝাঁকাল এলভিরা বুকান।

রানা বলল, 'ওটার ব্যাপারেই মি. বুকানের সাথে কথা বলতে চাই আমি।'

'ওদিকে কোথাও ঘুর ঘুর করছে,' নিজের পিছন দিকটা ইঙ্গিতে দেখাল এলভিরা বুকান, অপ্রতিভ একটু হাসি দেখা গেল তার মুখে। 'আমি···আমি মিসেস বুকান, মি. নানা।'

'রানা,' মৃদু হেসে বলল ও। 'মাসুদ রানা। ঘাবড়াবার কিছু নেই, মিসেস বুকান, দু'একটা সাধারণ প্রশ্ন করেই চলে যাব আমি···'

'দু'একটা প্রশ্ন আমারও আছে, কিন্তু আপনার মত আমার চলে যাবার উপায় নেই,' হঠাৎ কঠিন সুরে কথাগুলো বলে পিছন ফিরল সে, ইঙ্গিতে অনুসরণ করতে বলে হলঘরে ঢুকল। ঘর ভর্তি লোকজন, একদল নাচছে, আরেক দল সোফায় বসে খোশগল্পে মেতে আছে। প্রায় সবার হাতেই গ্লাস। ভিড় ঠেলে খানিকদূর এগিয়ে একটা বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়াল এলভিরা বুকান, একে তাকে হাসি উপহার দিল।

সামান্য একটু অস্বস্তি বোধ করল রানা, মুখচেনা কংগ্রেস সদস্য রয়েছেন কয়েকজন।

'জর্জ, ডিয়ার,' স্বামীকে ডাকল এলভিরা বুকান। 'এক ভদ্রলোক তোমার সাথে দেখা করতে এসেছেন।'

'মেরে খেদাও!' বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে চিৎকার করে বলল জর্জ বুকান।

'জর্জ, ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ! প্লিজ, ডিয়ার।'

'আগে দেখো লোকটা আহত কিনা,' আবার চিৎকার ভেসে এল দরজার ভেতর থেকে। 'কাপড়ে ময়লা লেগে আছে?'

'জর্জ, ডিয়ার, এসব কি বলছ তুমি!'

চেহারায় আতঙ্ক ফুটিয়ে চারপাশে এমনভাবে তাকাল রানা, যেন পাগলা কুকুরের ভয়ে পালাবার পথ খুঁজছে। যন্ত্র-সংগীত এবং নাচ পুরোদমে চলছে, থামার কোন লক্ষণ নেই।

এলভিরা বুকান ক্ষমা-প্রার্থনার হাসি উপহার দিয়ে রানাকে বলল, 'একটু সময় লাগছে, তবে আপনার সাথে কথা বলবে ও। বেয়ারা, মি. রানাকে একটা ড্রিঙ্ক দাও।'

'আমি বরং কথা বলি,' বলে দরজার দিকে এক পা এগোল রানা। হঠাৎ খুলে গেল দরজা, নগ্ন লোমশ একটা হাত বেরিয়ে এল, রানাকে ধরে স্যাঁৎ করে টেনে নিল ভেতরে।

ভেতরে ঢুকে রানা দেখল জর্জ বুকানের সাথে ছোট্ট ঘরটায় আরও কয়েকজন লোক রয়েছে। জর্জ বুকানকে গায়ের শার্ট বদলাতে দেখে জিজ্ঞেস করল ও, 'কোথাও যাবেন নাকি, মি. বুকান?'

'যেতে হতে পারে, কারণ মেয়েটাকে কোথাও দেখছি না,' গম্ভীর সুরে জবাব দিল জর্জ বুকান। রানার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করল সে। 'ডি.আই.এ., নাকি এফ.বি.আই.?'

'আই.আই.ইউ.,' বলল রানা।

'মাই গড, তা কি করে হয়! এটা এমন কি ব্যাপার যে···'

তাকে বাধা দিয়ে রানা বলল, 'সেটা তো আমারও প্রশ্ন।'

'আপনি যোগ্য মানুষ, সন্দেহ নেই,' হঠাৎ হাসল জর্জ বুকান। 'এতটা পথ পেরিয়ে এত রাতে এসেছেন, অথচ গায়ে একটা আঁচড়ও লাগেনি।' আবার রানাকে খুঁটিয়ে দেখল সে। 'কি করে সম্ভব হলো?'

'ব্যারিকেড কিভাবে এড়াতে হয় জানা আছে।'

'আসুন, পরিচয় করিয়ে দিই,' বলল জর্জ বুকান, শার্টের ওপর কোট চাপাল সে। 'এরা সবাই আমার বন্ধু এবং শুভানুধ্যায়ী।' পাঁচটা দম্পতির মধ্যে শুধু পনসনবাইদের ভাল লাগল রানার, স্বামী-স্ত্রী দু'জনই খুব অমায়িক। মাইকেল পনসনবাই নিজেই হুইস্কির গ্লাসে সোডা আর বরফ মিশিয়ে রানার হাতে ধরিয়ে দিল। তার স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা। পরিচয় করিয়ে দেয়ার সময় জর্জ বুকান বলল, 'পনসনবাই হোয়াইট হাউসের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রেস সেক্রেটারি।'

রানাকে জানানো হলো, জর্জ বুকানের অবসর গ্রহণ উপলক্ষে পার্টির আয়োজন করা হয়েছে। সবাই উপভোগ করছে সময়টা, শুধু জর্জ বুকান বাদে।

'সময় হবে, আমার সাথে একটু নাচবেন,' এক মহিলা পাশ থেকে প্রস্তাব করল, 'মি. নারা?'

'রানা, মাই ডিয়ার,' বলে হাত নেড়ে তাকে নিরুৎসাহিত করল রানা।

আরেক লোক জিজ্ঞেস করল, 'হোয়াইট হাউসের সামনে আজকের বিক্ষোভটা দেখেছেন? বেশিরভাগই বেকার তরুণ, গায়ে শার্ট ছিল, কিন্তু কোমরে কিছু ছিল না...'

'তারমানে আপনি বিকেলের বিক্ষোভটা দেখেননি,' আরেক লোক মন্তব্য করল। 'হপ্তায় দু'দিন মাংসের দোকান খোলা রাখার দাবিতে গৃহিণীরা মিছিল করেছে। একটা প্ল্যাকার্ডে দেখলাম ছবি আঁকা রয়েছে, প্রেসিডেন্টের গলায় ছুরি চালাচ্ছে কসাই, নিচে লেখা রয়েছে–মাংস যারই হোক, দু'দিন পেতে চাই।'

'শুনেছেন, মি. রানা,' জিজ্ঞেস করল অন্তঃসত্ত্বা মিসেস পনসনবাই, 'কংগ্রেসে আজ কি প্রস্তাব পাস হয়েছে? অনেকদিন থেকেই দাবি জানানো হচ্ছিল, সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্বেতাঙ্গদের ট্যাক্সের টাকায় এতিম নিগ্রো বাচ্চাদের প্রতিপালন করা চলবে না। আজ থেকে এতিমদের সরকারী সাহায্য দেয়া বন্ধ ঘোষণা করা হলো।' মহিলার চোখ ছলছল করছে।

'তোমরা সবাই বেরোও, মাসুদ রানার সাথে আমাকে পাঞ্জা লড়তে হবে,' বলল জর্জ বুকান। মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে করতে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সবাই।

'আমার প্রশ্ন,' বলল রানা, 'ওয়াশিংটন পোস্টে পাঠানো আপনার চিঠিটা নিয়ে।' প্রথম প্রশ্ন, 'মিশিগান আপার পেনিনসুলা সম্পর্কে এত কথা আপনি জানলেন কিভাবে?'

'ওখানকার ইন্ডিয়ানদের সাথে এক সময় কাজ করেছি আমি।'

চোখে সন্দেহ নিয়ে তাকাল রানা।

'না, ঠাট্টা নয়, মিনোমিনী কেসের সাথে সত্যি জড়িত ছিলাম আমি,' কোটের পকেট থেকে মদের বোতল বের করল জর্জ বুকান।

'এই কথাগুলোর মানে কি, মি. বুকান?' পকেট থেকে পেপার কাটিংটা বের

পড়ল রানা, 'আপনি লিখেছেন, "মহামারীর চিকিৎসা কিভাবে করা হবে সেটা মুখ্য বিষয় নয়, মুখ্য বিষয় কিভাবে ব্যাপারটাকে রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে ব্যবহার করা যায়"।'

চেয়ারে বসতে গিয়ে বসল না জর্জ বুকান, উত্তেজনায় টান টান হলো সে। 'বলতে চেয়েছি, পাবলিক জানতে চায় এই মহামারী নিয়ে সরকারের চুপচাপ থাকার রহস্যটা কি, বিশেষ করে এটা যখন নির্বাচনের বছর।'

'কেন আপনি মনে করেন এটা আসলে মহামারী নয়, স্রেফ একটা আতঙ্ক, এবং এই আতঙ্ক ছড়ানো হচ্ছে?'

'সময়টা বিবেচনা করুন না, তাহলেই সব বুঝতে পারবেন। নির্বাচনী প্রচারাভিযান এখন তুঙ্গে, আর ঠিক এই সময় মহামারী দেখা দিল। নিশ্চয়ই কারও হাত আছে এতে। এদেশে আগেও তো মহামারী হয়েছে, তাই না? কখনও অভিযোগ করা হয়েছে কি যে রোগটা বিদেশীরা ছড়াচ্ছে? হয়নি। অথচ এখন? কোন তদন্ত ছাড়াই প্রচার করা হচ্ছে, এর পেছনে বিদেশী শত্রুর হাত আছে। এটা স্রেফ একটা অপপ্রচার, এবং আমার ধারণা, এর জন্যে কর্তৃপক্ষ দায়ী।'

'আর মাত্র দুটো প্রশ্ন, মি. বুকান,' বলল রানা। 'বোঝা গেল, নিরেট কোন প্রমাণ নেই আপনার হাতে, ধারণা থেকে চিঠিটা লিখেছেন। চাকরি চলে যাওয়ায় অসন্তুষ্ট হয়েছেন, তাই না?'

কটমট করে রানার দিকে তাকাল জর্জ বুকান।

'চাকরিটা গেল কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'জায়গা মত তেল মারতে পারিনি, তাই। আমি আমার বিবেকের নির্দেশে চলি, তাই।'

একটু চিন্তা করে রানা জিজ্ঞেস করল, 'প্রেসিডেন্ট সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?'

'আমার ধারণা প্রেসিডেন্ট ভাল মানুষ,' বলে বিষণ্ন ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল জর্জ বুকান, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'তার সঙ্গী-সাথীদের সম্পর্কেও কথাটা বলতে পারলে খুশি হতাম। তাছাড়া, যে গাড্ডায় পড়েছি, কোন ভাল মানুষ সেখান থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করতে পারবে না।'

হাতের গ্লাসটা উঁচু করল রানা। 'টু দি প্রেসিডেন্ট—গড হেল্প্ হিম।'

'গড হেল্প্ হিম,' বিড়বিড় করে প্রতিধ্বনি তুলল জর্জ বুকান, রানার কাঁধে হাত রেখে কামরা থেকে হলরুমে বেরিয়ে এল। 'আপনি আমেরিকা নন, জাতিসংঘ, কাজেই আপনার সাথে সুখ-দুঃখের গল্প করা যেতে পারে। চলুন আগে এই নরক থেকে পালাই।'

ওদেরকে দেখে ছুটে সামনে এসে দাঁড়াল এলভিরা বুকান। 'কোন সমস্যা, ডিয়ার?'

'আমি একজন বন্ধু পেয়েছি,' যন্ত্র-সংগীত আর কোলাহলকে ছাপিয়ে উঠল জর্জ বুকানের কণ্ঠস্বর। 'সমস্যা যদি কিছু থাকেও, দু'জন মিলে সমাধান করে নেব।'

প্রমাদ গুণল রানা, লক্ষণটা কি ঘাড়ে চাপার?

‘মেহমানদের সাথে কথা বলো, ডিয়ার,’ স্বামীকে অনুরোধ জানাল এলভিরা বুকান। ‘ওরা কখন থেকে অপেক্ষা করে আছে তুমিও যোগ দেবে পার্টিতে…’

এর তার নাম ধরে ডেকে শুভেচ্ছা বিনিময় করল জর্জ বুকান। তারপর রানাকে বলল, ‘আপনার কোন তাড়া নেই তো, মিস্টার রানা?’ রানা হ্যাঁ-না কিছু বলার আগেই স্ত্রীকে বলল সে, ‘আমরা বেসমেন্টে যাচ্ছি।’

আঁতকে উঠল এলভিরা বুকান। ‘আবার!’

রানাকে টানতে টানতে হলরুমের বাইরে বের করে আনল জর্জ বুকান। ঝড়ের বেগে ছুটে এসে ওদের পথরোধ করে দাঁড়াল এলভিরা বুকান। ‘জর্জ, মেহমানদের কথা একবারও ভাবছ না!’

‘দল পাকাচ্ছ না কেন?’ স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করল জর্জ বুকান। ‘বেসমেন্টে যেতে আরেকজন বাধা দেয়, লুসি। এইবার নিয়ে তিনবার জিজ্ঞেস করছি, কোথায় সে?’

‘সে এখানে নেই।’

‘আমি জানতে চাইছি, কোথায়?’

‘তার এক বন্ধুর পার্টিতে…’

‘কোন বন্ধু?’

‘জন মিক…’

‘জন মিক!’ আহত বাঘের মত গর্জে উঠল জর্জ বুকান। ‘জন মিক!’ তার মুখ প্রাণ পেয়ে যেন আলাদা একটা প্রাণী হয়ে উঠল। ‘মাই গড, সেটা তো শয়তানের ডান পা! সেই তো ভাইব্রেটর দেয় লুসিকে, লুসি যখন মাত্র বারোয় পা দিল। আমি তোমাকে বলিনি, খচ্চরটার সাথে যেন না মেশে?’

‘অতো চিল্লিয়ো না। পার্টিতে ওর মা-বাবা আছে।’

‘কিভাবে জানলে, লুসি বলেছে?’

‘হ্যাঁ, কিন্তু…’

‘কিন্তু তোমার মাথা!’ হুংকার ছাড়ল জর্জ বুকান। সকলের অগোচরে দরজার দিকে একটু একটু করে এগোচ্ছিল রানা, খপ্ করে তার কাঁধ আঁকড়ে ধরে থামাল সে। ‘রানা, তুমি ভাই সাহসী লোক, আমার একটা উপকার করবে?’

‘শান্ত হোন, মি. বুকান,’ আড়ষ্ট হেসে বলল রানা। ‘ঠিক আছে, বলুন কি বলবেন।’

‘ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ, রানা। আমি তোমার সাহায্য প্রার্থনা করছি।’

‘কিন্তু আপনাদের পারিবারিক ব্যাপারে…’

চেহারায় বিস্ময় নিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল জর্জ বুকান। ‘কেন, শোনোনি, সবাইকে বললাম তুমি আমার নতুন বন্ধু? দেখো ভাই, তোমার সম্পর্কে সবটুকু না জেনেই তোমাকে আমার পছন্দ হয়ে গেছে, কাজেই তোমাকে আমি পর ভাবতে পারছি না। সাথে গাড়ি আছে, তাই না?’

‘তা আছে,’ ইতস্তত করতে করতে বলল রানা। ‘কিন্তু এঞ্জিনটা একবার দেখতে হবে। কেন?’

‘ছোটখাট গোলযোগ হলে আমিই মেরামত করে নেব,’ বলে দরজার দিকে রানাকে টেনে নিয়ে চলল জর্জ বুকান। ‘কেন, গেলেই বুঝতে পারবে।’

ভীত কণ্ঠে এলভিরা জানতে চাইল, 'কি করবে তুমি, জর্জ?' স্বামীর হাত খাকড়ে ধরল সে। স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানে স্যান্ডউইচ হয়ে পড়েছে রানা।

'আমি আমার মেয়েকে উদ্ধার করতে যাচ্ছি। এবং আমার বন্ধু মিস্টার মাসুদ রানা আমাকে সাহায্য করবে।'

বুকানদের কবল থেকে নিজেকে ছাড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে রানা বলল, 'আমি? প্লিজ, মি. বুকান, আমাকে দয়া করে বাদ দিন…'

'ওর সাথে যান, প্লিজ! প্লিজ, মি. রানা!' করুণ আবেদন জানাল এলভিরা বুকান।

'তুমি জাতিসংঘের একজন এজেন্ট, ডি.আই.এ-র হয়ে কাজ করছ, ঠিক?' জিজ্ঞেস করল জর্জ বুকান।

'হ্যাঁ, কিন্তু…'

'কোন কিন্তু নয়, মিস্টার রানা। আমি চাই আজ রাতের অভিযানটা অফিশিয়াল হোক। আর তাছাড়া, তুমি যদি সাথে না থাকো, শয়তানের ডান পা-টা আমি মাটিতে পুঁতে ফেলতে পারি।'

সেই রাতেরই ঘটনা, পূর্ব নির্ধারিত সময়ে এক লোককে একটা ফোন বুদের পাশে গাড়ি থামাতে দেখা গেল। দূরে ওয়াশিংটন শহরের আলো দেখা যাচ্ছে, দু'দিকের রাস্তা সম্পূর্ণ ফাঁকা। এ সেই লোক, প্রেসিডেন্টের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে হোয়াইট হাউসে, যার ছদ্মনাম সুপারম্যান।

কয়েক মিনিট গাড়িতেই বসে থাকল সুপারম্যান, মাঝে মধ্যে হাতঘড়ি দেখছে। প্রায় পাঁচ মিনিট পর গাড়ি থেকে নেমে বুদে ঢুকল সে। ঢুকেছে বিশ মিনিটও হয়নি, রিঙ হলো। রিসিভার তুলে মুখের সামনে ধরল সে। ফিসফিস করে বলল, 'ইয়েস?'

'বাই রোড হলে একটা,' অপরপ্রান্ত থেকে বলা হলো।

'নদীপথে হলে দুটো,' জবাব দিল সুপারম্যান।

'আমি কিং কং।'

'হ্যাঁ, বলুন, কিং কং।'

'গতহপ্তায় সয়্যারে গিয়েছিল চু। আর আজ সে সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিয়ে অনাক্রান্ত বেস পার্সোনেলদের প্রতিষেধক দেয়ার অনুমতি দিয়েছে।'

'গুড। ভেরি গুড,' বলল সুপারম্যান। 'এই মুহূর্তে ওয়াশিংটনে রয়েছে সে, প্রেসিডেন্টের নিউ ইয়র্ক থেকে ফেরার অপেক্ষায়।'

'হ্যাঁ,' বলল কিং কং। 'তারমানে সব ঠিকঠাক মতই ঘটছে…'

'হ্যাঁ, আমরা যেমন আশা করেছিলাম…'

বনভূমির কিনারায় কমলা রঙের কোমল আগুন জ্বলছে, লেগুনের ওপারে দুই পাহাড় চূড়ার মাঝখানে স্থির হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে মেঘ-ঘোমটার ফাঁকে আধখানা চাঁদ। শুধু ঝিঁঝি ডাকে, তাছাড়া গোটা বনভূমি, পাহাড়, আর লেগুন নিস্তব্ধ। মৃদু বাতাস আর ছোট ছোট ঢেউ ইয়টটাকে নিয়ে দোল দোল দুলুনি

খেলছে। পাহাড়ের গায়ে কোথাও কোন একচালায় একজন নিঃসঙ্গ রাখাল বাস করে, দূর থেকে ভেসে আসা তার বাঁশীর অচেনা করুণ সুর পরিবেশটাকে বিষণ্ন আবেগে মথিত করছে। নির্মল নীলিমায় ফুটে আছে জ্বলজ্বলে নক্ষত্ররাজি। পেঁজা তুলোর মত শরতের মেঘ ভেসে চলেছে আকাশ থেকে আরেক আকাশে, নিচে ঘন কালো এল চুল নিয়ে বৃক্ষরাজি নিরাবরণ দাঁড়িয়ে আছে ঠায়, যেন অসংখ্য ম্যাডোনা।

লতাঝোপ ফাঁক করে বেরিয়ে এল বনদেবী; তার চোখে কাম, হৃদয়ে প্রেম, কোমল কটাক্ষ হানল যুবকের দিকে। গায়ে আগুনের গোলাপী আভা নিয়ে মখমলের চাদরে শুয়ে আছে যুবক, দু'হাতের ওপর মাথা, বন্ধ দু'চোখে গভীর নিদ্রা। পাশেই কফি ভর্তি ফ্লাস্ক আর স্কচের বোতল, কবিতার বইয়ের পাশে একটা টু-ইন ওয়ান আর কয়েকটা ক্যাসেট।

তাকে স্বপ্নের জগতে নিয়ে গেল যুবতী। চুপিসারে, পা টিপে টিপে এলো সে, বুকের কাঁচুলি খুলে সেটা দিয়ে প্রথমে বাঁধল যুবকের চোখ।

'কে তুমি?' ঘুম ভাঙার পর প্রথম প্রশ্ন যুবকের।

'প্রেমিকা,' খিলখিল হেসে জবাব দিল মেয়েটা। 'এই বনের রানী। ছুঁয়ে দেখো চিনতে পারো কিনা। কিন্তু তার আগে তুমি বলো, কি তোমার পরিচয়, কোথায় তোমার বাস?'

'আমি প্রকৃতির সন্তান, ধরণীতে বাস করি, সবাই ডাকে মাসুদ রানা।'

রানার পাশে কাত হলো বনদেবী, তাকে ছুঁলো রানা। নাভি থেকে কপোল, নাভি থেকে পায়ের গোড়ালি, বিপুল ঐশ্বর্য।

'পারলে চিনতে?' রিনরিনে কণ্ঠ, সকৌতুক প্রশ্ন।

রানা নিরুত্তর।

'কি হলো, চিনতে পারছ না?' আবার জিজ্ঞেস করল বনের রানী, একটু যেন হতাশ।

'তুমি…তুমি ব্যারনেস লিনা অটারম্যান,' ইতস্তত করে বলল রানা।

'ব্যস, শুধু এইটুকু?' বিষণ্ন সুরে বলল বনদেবী। 'আমি শুধু তোমার কাছে একটা নাম মাত্র, আর কিছু নই?'

'শুধু বলব, তুমি রহস্যময়ী। বাকিটুকু থাক না গোপন! সবটুকু ফাঁস করে দিলে মজাটা থাকবে কি? তাছাড়া…ঘাস, ঝিঁঝি পোকা, বাতাস আর চাঁদ–ওরা শুনে ফেলবে যে!'

'কিভাবে শুনবে, কানে কানে বললে কিভাবে শুনবে!' জেদ ধরল বনদেবী। 'লক্ষ্মীটি বলো, অন্তত একটিবার বলো–কে আমি? কার আমি?'

আবার তাকে ছুঁলো রানা, ঘ্রাণ নিল, আদর ভরা বাহুতে মুড়ে কাছে টানল। কানের লতিতে ঠোঁট ঠেকাল ও, ফিসফিস করে বলল, 'তুমি ভালবাসা। আমার।'

পাঁচ

হোয়াইট হাউসে ঢোকার জন্যে পেনসিলভ্যানিয়া এভিনিউয়ের গার্ড হাউসে অপেক্ষা করছে রানা, ওর নামে ক্লিয়ার‍্যান্স আছে কিনা খোঁজ নেয়া হচ্ছে ফোনে, এই সুযোগে গতরাতের 'উদ্ধার পর্ব' নাটকের কথা স্মরণ করল ও। কাল রাতটাই ছিল বিদঘুটে। রাত দুটোর সময় প্রেসিডেন্টের প্রাক্তন উপদেষ্টা জর্জ বুকানের সাথে দেখা করতে যাওয়া, তার বাড়ির সামনে গাড়ি নষ্ট হওয়া, মদ্যপ বুকানের ইন্টারভিউ নেয়া, তার সাথে তার মেয়ের অস্তিত্বহীন সতীত্ব রক্ষার অভিযানে বেরুনো—সব কিছু মিলিয়ে ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছিল ফ্রেঞ্চ প্রহসন নাটকের মতো, তবে তাতে কিছু আমেরিকান পোজ-পাজ ছিল বটে।

ক্রেডলে রিসিভার নামিয়ে রেখে করপোরাল বলল, 'আপনি এবার যেতে পারেন, মি. মাসুদ রানা, স্যার।' পাসের ওপর একটা আঁচড় কাটল সে, ফিরিয়ে দিল রানাকে।

ভারী লোহার গেটটা খুলে দেয়া হলো, ভেতরে ঢুকল রানা। মেরিন প্লাটুনের সদস্যরা অ্যাটেনশন ভঙ্গিতে স্থির হয়ে আছে, তাদের সামনে দিয়ে ঠোঁটে মৃদু হাসি নিয়ে এগোল ও। এদের রেকর্ড জানা আছে ওর, নিষ্ঠুরতার দিক থেকে দয়ামায়াহীন কসাইদেরও হার মানায়। গত দু'বছরে গেটের বাইরে বিক্ষোভকারীরা নিয়ন্ত্রণের বাইরে অনেকবারই গেছে, প্রতিবার গুলি করে ঝাঁকে ঝাঁকে ফেলে দেয়া হয়েছে তাদের।

হাতির দাঁতের তৈরি টাওয়ারের মত ঝকঝক করছে হোয়াইট হাউস, দুর্যোগময় কালো রাতে আশার একমাত্র আলো যেন। আর চারমাস পর ইউনাইটেড স্টেটস অভ আমেরিকা তার দুশো তেইশতম জন্মবার্ষিকী উদযাপন করতে যাচ্ছে। এ-বছর উৎসবটা তেমন একটা জমবে বলে মনে হয় না।

উৎসবের সূত্র ধরে কাল রাতের দ্বিতীয় পার্টিটার কথা মনে পড়ে গেল রানার, ডন কুইক্সোট ওরফে জর্জ বুকানের সাথে অপ্রতিভ স্যাঙ্কো পাঞ্জা-র ভূমিকায় অভিনয় করতে হয়েছে তাকে। শত্রুর জায়গায় উইন্ডমিল ছিল না, ছিল জেনারেশন গ্যাপ। কমান্ডোদের মতোই ঝড়ের বেগে মিকদের বাড়িতে ঢুকে পড়ে ওরা। মিকের বাবা-মা বাড়িতে ছিল না, বলাই বাহুল্য, সেই সুযোগে বন্ধু আর বান্ধবীদের নিয়ে বাড়িটাকে স্বর্গতুল্য একটা নরক বানিয়ে ফেলেছিল ছোকরা মিক। মারমুখো হয়ে ওরা ভেতরে ঢোকার পর উলঙ্গ, অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় ছেলে-মেয়েরা যে যেদিকে পারে ছুটে পালায়। কিন্তু বেরুবার পথ বন্ধ করতে ওরা ভুল করেনি। এরপর শুরু হলো প্রতিটি কামরায় তল্লাশি।

হলঘরে গাঁজা আর হেরোইনের গন্ধ পাওয়া গেল, আর পাওয়া গেল একটা মেয়ের বাহুলগ্ন অবস্থায় জন মিককে সোফার তলায়। রানা বাধা দেয়ায়, তার শুধু গাল দিয়ে ভূত ছাড়াল জর্জ বুকান, গায়ে হাত তুলল না। লুসিকে পাওয়া গেল

একটা বাথরুমের ভেতর, ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে কাঁদছে।

বাবার গর্জন শুনে তার কান্না আরও বেড়ে গেল। রানা অপরিচিত হলেও, ওর কথাতে তার কান্না থামল বটে, কিন্তু শুনতে হলো আশ্চর্য একটা অনুরোধ, 'আমার কাপড়-চোপড় সব হলঘরে, দয়া করে একটু এনে দিন না!' বাপের সামনে মেয়ের সম্মান বাঁচাবার জন্যে কাজটা করতে হলো রানাকে। তারপর মেয়ে যখন বাথরুম থেকে বেরুল, জর্জ বুকান অনুমতি চাইল সে যাতে মেয়ের চুলের গোছা ধরে টানতে টানতে তাকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারে। রানা ভেটো দেয়ায় তার সে আশা অবশ্য পূরণ হয়নি।

হোয়াইট হাউসে ঢোকার সময় আপনমনে হাসতে লাগল রানা। বাপ-বেটিকে গাড়িতে করে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল কাল ও, বিদায় নেয়ার সময় দেখে এসেছে ভোর রাতে আবার মদের বোতল নিয়ে বেসমেন্টে নেমে যাচ্ছে জর্জ বুকান, হাসতে হাসতে রানাকে বলেছে, 'বিজয় উৎসব পালন করতে যাচ্ছি।' লোকটা যেমনই হোক, পরিবারের প্রতি তার সত্যি দরদ আছে।

একজন গার্ড পথ দেখিয়ে হোয়াইট হাউসের ওয়েস্ট উইং-এ নিয়ে এল রানাকে। একটা সেলুনে বসানো হলো ওকে, নিচতলায়। দু'মিনিট পর সেলুনে ঢুকল প্রেসিডেন্টের চীফ এইড স্যাম ফোলি। রানার সাথে পরিচিত হলো সে, তারপর পাশের কনফারেন্স রুমে নিয়ে এল ওকে। এখানে একটা মস্ত ওক টেবিল সামনে নিয়ে প্রভাবশালী তিনজন লোক বসে আছে।

সেক্রেটারি অভ স্টেটস লিয়ন ক্যারি। ভিডিস্ক্রীনে তার ছবি দেখেছে রানা।

বাকি দু'জন প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা।

আয়ান ক্যামেরন। ছোটখাট মানুষটা, হাসিখুশি, সরল। দেখেই ভদ্রলোককে পছন্দ হয়ে গেল রানার।

অপরজন হেলমুট কোহলার। সম্পূর্ণ অন্য ধাতুতে গড়া, দুর্ভেদ্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী। দীর্ঘদেহী হেলমুট কোহলারের শরীরে জার্মান রক্ত বইছে, কোদাল আকৃতির চেহারায় চোখ জোড়া যেন ঈগলের। জুয়ার টেবিলে এই চেহারা রানার মনে ঘৃণার উদ্রেক করবে, সন্দেহ নেই।

'ধরে নিচ্ছি, মি. রানা, ডি.আই.এ. হেডকোয়ার্টারে আপনাকে ব্রিফিং করা হয়েছে,' পরিচয় জানাজানির পর বলল হেলমুট কোহলার।

'হ্যাঁ,' সংক্ষেপে বলল রানা। 'তবে তেমন কোন তথ্য দেয়া হয়নি।'

'আপনি যেমন, আমরাও তেমনি অন্ধকারে রয়েছি,' সবাই বসার পর স্যাম ফোলি বলল। 'বিপদটা হঠাৎ করে দেখা দিয়েছে, তাই থই পাচ্ছি না আমরা। আমাদের অনেকেরই ধারণা, এই মহামারী ছড়ানোর পিছনে বিদেশী শত্রুর হাত অবশ্যই আছে। সেটাই আপনাকে তদন্ত করে দেখতে হবে। কিন্তু এদিকে, গোটা এলাকা বিধ্বস্ত করে দিচ্ছে রোগটা। এই পরিস্থিতিতে আমরা চাই না রোগের চেয়ে আতংক মারাত্মক হয়ে উঠুক। কাজেই আমরা খবর প্রকাশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছি।'

'বেশি চিন্তায় পড়ে গেছি মারকুয়েটি-র লোকজনদের নিয়ে,' বলল সেক্রেটারি অভ স্টেটস লিয়ন ক্যারি। 'ভয়ে পাগল হয়ে গেছে ওরা।'

ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে রানাকে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছিল হেলমুট কোহলার, ভাব দেখে মনে হলো ওকে তার পছন্দ হয়নি। 'তবে আপনার প্রথম কাজ, মি. রানা, মহামারীর কারণ খুঁজে বের করা। উৎসটা কোথায় জানতে হবে আমাদের।'

'এই অবস্থা চলতে থাকলে প্রাথমিক পর্যায়েই জনসমর্থন হারাব আমরা, ইলেকশনে আর জিততে হবে না,' বলল স্যাম ফোলি। 'রিপাবলিকানরা নাক গলাবার আগেই এর একটা বিহিত করতে হবে।'

গম্ভীরভাবে মাথা ঝাঁকাল রানা, যেন গুরুত্বটা বুঝেছে। মনে মনে ভাবল, জর্জ বুকান ঠিকই সন্দেহ করেছে, হোয়াইট হাউস কর্তৃপক্ষ মহামারীটাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। রোগটাকে পুঁজি করে অনেক বড় পরিকল্পনা ফেঁদেছে এরা।

'আপনি জর্জ বুকানের সাথে কথা বলেছেন, মি. রানা?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন হেলমুট কোহলার।

কথা না বলে মাথা ঝাঁকাল রানা।

'চিঠি লেখার পাগলামিটা বাদ দিলে, তার মধ্যে উদ্ভট আর কিছু লক্ষ করেছেন কি? এ-ব্যাপারে তার আগ্রহ কতটুকু গভীর?'

'খুব বেশি নয়,' মিথ্যে কথা বলল রানা। 'এলাকাটা তাঁর চেনা, এক সময় ওখানে গিয়েছিলেন, আপনারাও নিশ্চয়ই জানেন। সেক্রেটারি অভ ইন্টেরিয়ার জক বালডামাসের সাথে, সম্ভবত–তখন তিনি ইন্ডিয়ান অ্যাফেয়ার্সের কমিশনার ছিলেন।'

মাথা ঝাঁকাল আয়ান ক্যামেরন। 'মিনোমিনী কেস।'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'ওখানকার আদিবাসীদের ওপর তাঁর দুর্বলতা আছে বলে মনে হয়, বিচলিত হবার সেটাই কারণ। তাছাড়া, অবসর পাওয়া নিয়েও একটু অসন্তুষ্ট। তাঁর ধারণা, তাঁকে বের করে দেয়া হয়েছে।' শরীরে হেলমুট কোহলারের অগ্নিদৃষ্টি অনুভব করল রানা।

'বুকানকে উপলব্ধি করানো যায়নি, তার আদর্শ এ-যুগে কাউকে প্রভাবিত করবে না,' জার্মান উপদেষ্টা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলল। 'আমাদের এখন দরকার দূরদৃষ্টি এবং ঐক্য। বুকান তো বাস্তবজ্ঞানবর্জিত, আনাড়ী, এবং...'

তাকে বাধা দিয়ে বন্ধুর পক্ষ অবলম্বন করল আয়ান ক্যামেরন, 'হেলমুট, তুমি ভাই বোধহয় বুকানের ওপর একটু অবিচার করছ...'

'ব্যাপারটা এখন আর কোন ইস্যু নয়, জেন্টলমেন,' নেতাসুলভ ভারিক্কি সুরে বলল সেক্রেটারি অভ স্টেটস। 'এখন মহামারীর উৎস খুঁজে বের করাটাই প্রধান কাজ।'

অনেকটা জেদের সুরে হেলমুট কোহলার রানাকে প্রশ্ন করল, 'মি. রানা, আমি জানতে চাই, আপনার তদন্তের তালিকায় জর্জ বুকান এখনও কোন সাবজেক্ট কিনা।'

'আমার ধারণা–না,' মৃদু হেসে বলল রানা। 'তিনি আর কোন চিঠি লিখবেন না, এ-ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।'

স্যাম ফোলি চেয়ার ছাড়ল। 'মি. রানার জন্যে আর কারও কোন প্রশ্ন আছে?'

সবাই চুপ করে থাকল। অ্যাটাচি কেস বন্ধ করে দরজার দিকে পা বাড়াল সে, অনুসরণ করার ইঙ্গিত দিল রানাকে।

'অসংখ্য ধন্যবাদ, মি. রানা,' কনফারেন্স রুম থেকে বেরিয়ে এসে বলল স্যাম ফোলি। অন্যান্যরাও বেরিয়ে এল বাইরে। তাদেরকে বলল, 'এই মুহূর্তে জাতিসংঘে যেতে হচ্ছে আমাকে। আশা করা যাক সব ভালয় ভালয় মিটে যাবে।'

কামরা থেকে বেরুবার সময় রানা শুনতে পেল সেক্রেটারি অভ স্টেটস বিড়বিড় করে বলছে, 'ঈশ্বর সহায়।'

দেন দা লর্ড অ্যানসারড্ জব আউট অভ দা হোয়ার্লউইন্ড, অ্যান্ড সেইড: হু ইজ দিস দ্যাট ডার্কেনথ কাউন্সেল বাই ওয়ার্ডস উইদাউট নলেজ?

সাধারণ পরিষদ, নিজের আসনে বসে আছেন ডানকান ডক, চামড়া দিয়ে বাঁধাই করা বাইবেলটা বন্ধ করে চারদিকে তাকালেন তিনি। বিশাল হলের কোন আসন খালি নেই, বহুবর্ণ জাতীয় পোশাক পরা প্রতিটি রাষ্ট্রের সরকার প্রধান চলতি খাদ্য সম্মেলনে অংশগ্রহণ করছেন। অ্যাসেম্বলি হলের ওপরে এবং সামনে তাকালেন তিনি, সামনে ইন্স্ট্রুমেন্ট আর ভলিয়্যুম কন্ট্রোল, মাথায় হেডসেট, সার সার বসে আছে অনুবাদকরা। সেন্টার বুদের পিছনে টেকনিশিয়ানদের একটা বড়সড় দল অমনিকমপিউটর টেস্ট করছে, প্রতিনিধিদের জন্যে ভাষণ ভাষান্তরিত করার সাথে সাথে রেকর্ড হয়ে যাবে। এর আগে বেশ কয়েকবার কমপিউটরে গোলযোগ দেখা দিয়েছে। প্রেসিডেন্ট ডানকান ডক মনে মনে উদ্বিগ্ন, আজও না আবার যান্ত্রিক ক্রুটি দেখা দেয়।

মার্কিন প্রেসিডেন্টকে বিষণ্ন এবং চিন্তিত দেখাচ্ছে। তিনি জানেন, বর্তমান দুর্ভিক্ষ থেকে দুনিয়াকে বাঁচানোর সংগ্রামে বেশিরভাগ রাষ্ট্র আশা করছে আমেরিকা নেতৃত্ব দেবে। সবাই চায় এই বিপদের সময় আমেরিকা তাদের খাবার ব্যবস্থা করুক।

মনের দুঃখে মাথা নাড়লেন প্রেসিডেন্ট। দশ মিনিট আগে তিনি খবর পেয়েছেন ওহায়ওর ক্লিভল্যান্ডে খাদ্য সরবরাহ নিয়ে মর্মান্তিক একটা দাঙ্গা ঘটে গেছে। ট্রেনে গম আছে জানার পর এলাকার মানুষ উন্মত্ত হয়ে ওঠে, ড্রাইভার সহ তিনজন রেলকর্মীকে হত্যা করে তারা। আইন-শৃংখলা ফিরিয়ে আনার জন্যে ন্যাশনাল গার্ডকে গুলিবর্ষণ করতে হয়েছে। ষাটজনের বেশি লোক মারা গেছে, আহত হয়েছে আরও বেশি। হায়, আমেরিকারই যখন এই অবস্থা, তখন অন্যদের জন্যে কতটুকু কি করতে পারবেন তিনি!

জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল, বাংলাদেশের আনিসুর রহমান চৌধুরী, বিশাল সোনালি দেয়ালের পিছনে স্পীকারের মঞ্চে উঠে এলেন। মাথায় হেডফোন পরলেন ডানকান ডক।

সেক্রেটারি জেনারেল বাংলায় তাঁর ভাষণ শুরু করলেন, 'স্ব স্ব প্রতিনিধি দলের মাঝখানে সদস্য রাষ্ট্র প্রধানদের বসে থাকতে দেখে সত্যি আমি আনন্দিত এই ভেবে যে এখনও বোধহয় খুব বেশি দেরি হয়ে যায়নি, ত্যাগ এবং নিষ্ঠা থাকলে সবাই মিলে দুনিয়াটাকে এখনও আমরা বর্তমান সংকট থেকে রক্ষা করতে

পারি…'

ঠিক এই সময় ডানকান ডক লক্ষ করলেন, স্যাম ফোলি ঢুকল হলে। হন হন করে মার্কিন প্রতিনিধি দলের দিকে হেঁটে এল সে।

'আমরা যারা সুবিধাভোগী এবং স্বচ্ছল অবস্থায় আছি, অভুক্ত বাকি দুনিয়ার কাতর আহ্বানে সাড়া দেয়ার এখনই সময়…'

'মি. প্রেসিডেন্ট,' দ্রুত বলল স্যাম ফোলিও, প্রেসিডেন্টের পাশে বসেই হাঁপাতে লাগল, 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ছুটে এসেছি আমি… '

'সমস্যার গভীরে যেতে হবে আমাদের, বুঝতে হবে দুনিয়ার এই করুণ অবস্থার জন্যে দায়ী কারা। ধর্ম বিশ্বাস যার যা-ই থাক, বা না থাক, সবাই আমরা জানি যে দুনিয়াটা আমাদের কারও একার নয়, কেউ আমরা কারও চেয়ে বেশি অধিকার রাখি না। পৃথিবীর সমস্ত সম্পদে সব মানুষের বৈধ অধিকার আছে অথচ অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, অতীতে এবং বর্তমানে আমরা কোন কোন জাতি বেশিরভাগ সম্পদ ভোগ দখল করেছি, করছি, এবং করতে চাইছি…'

মাথা ঝাঁকালেন ডানকান ডক। গম্ভীর চেহারা নিয়ে তাকালেন স্যাম ফোলির দিকে। 'এই ফ্লু মহামারী সম্পর্কে আরও তথ্য পেয়েছি আমি, মাই সান। এখন আমি বুঝতে পারছি কেন ড. ওয়ান চু আমার সাথে দেখা করতে চেয়েছিলেন।'

'বলতেই হয় গমবাহী জাহাজ যারা মাঝ সমুদ্রে ডুবিয়ে দেয় তারা মানবাত্মার শত্রু…'

প্রেসিডেন্টের দিকে ঝুঁকল স্যাম ফোলি, 'কেন, মি. প্রেসিডেন্ট?'

'এখানে উপস্থিত বাংলাদেশের মাননীয় রাষ্ট্রপতি আমাকে জানিয়েছেন, বাংলাদেশের উদ্বৃত্ত সমস্ত খাদ্যশস্য জাতিসংঘের ত্রাণ ভাঁড়ারে জমা দেয়া হবে। আমি বাংলাদেশ সরকার এবং জনগণকে অভিনন্দন জানাই, এবং সেই সাথে আশা প্রকাশ করি যে বাংলাদেশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে অন্যান্য রাষ্ট্রগুলোও…'

'ড. ওয়ান চু-কে খুঁজে বের করতে হবে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব,' বললেন ডানকান ডক, স্যাম ফোলির প্রশ্নটা এড়িয়ে গেলেন তিনি।

'দুনিয়াজোড়া দুর্ভিক্ষ মোকাবেলা করা সহজসাধ্য নয়, আমি আবার সবার উদ্দেশে ত্যাগ এবং আন্তরিকতা প্রদর্শনের উদাত্ত আহ্বান জানাই…'

'আমি ফেরার সাথে সাথে ড. ওয়ান চু-র সাথে কথা বলতে চাই,' বললেন ডানকান ডক। 'ব্যাপারটা টপ-প্রায়োরিটি।'

'স্যার, আসলে কি ঘটছে আমাকেও বলা যায় না?' নরম সুরে জিজ্ঞেস করল স্যাম ফোলি।

প্রেসিডেন্ট সরাসরি তার দিকে তাকালেন। 'সান, শুধু এইটুকু বলতে পারি তোমাকে। সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় মহামারী দেখা দিতে যাচ্ছে। এর হাত থেকে ঈশ্বর না চাইলে আমাদের কারও রক্ষা নেই। কিন্তু ঘাবড়ালে চলবে না, আমাদের কাজ করে যেতে হবে…'

'মিস্টার মাসুদ রানা!' দরজা খুলে রানাকে দেখেই আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল জর্জ বুকান, কিন্তু তারপরই তার চেহারা ম্লান হয়ে গেল, অপরাধী ভাব নিয়ে বলল,

'দুটো কারণে আসতে পারো তুমি—হয় আমাকে দিয়ে ক্ষমা চাওয়াবে, নয়তো ঘরের ভেতর তালা দিয়ে রাখতে চাইবে। সত্যি, কাল রাতে আমি স্বাভাবিক আচরণ করিনি।' মাথার পিছনে হাত তুলল সে, উহ্ করে উঠল ব্যথায়।

'সোফার তলা থেকে জন মিককে বের করার সময় লেগেছিল, তাই না?' হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করল রানা। জর্জ বুকানের পিছু পিছু বাড়ির ভেতর ঢুকল ও। গোটা বাড়ি নিস্তব্ধ। 'ওরা সব কোথায়?'

'কি জানি, বলতে পারছি না,' বিড়বিড় করে বলল জর্জ বুকান। 'আজ সারাদিন ওরা কেউ আমার সাথে কথা বলেনি।'

'লুসি কেমন আছে?'

শিউরে ওঠার ভাব করল জর্জ বুকান। 'দৃষ্টি যদি মানুষকে খুন করতে পারে, আমার মেয়ে গোটা একটা সেনাবাহিনীকে খতম করে দেবে।'

নিঃশব্দে হাসল রানা।

'চলবে নাকি?' চোখ টিপে জিজ্ঞেস করল জর্জ বুকান, ইঙ্গিতে বার-টা দেখাল।

'কাল রাতে আপনার অবস্থা দেখে ঠিক করেছি, ও-জিনিস আর না খাওয়াই ভাল। কফি চলতে পারে।'

রানাকে নিয়ে কিচেনে চলে এল জর্জ বুকান। 'আবার ফিরে এলে কেন, রানা?'

'ধন্যবাদ জানাতে,' বলল রানা। 'আপনার সান্নিধ্যে কাল রাতে সময়টা ভালই কেটেছে।'

'না, সেজন্যে তুমি আসোনি।'

'ঠিক, সেজন্যে নয়। আসলে জানাতে এসেছি, ওদের তরফ থেকে আপনার কোন ভয় নেই। আজ সকালে আপনার কয়েকজন বন্ধুর সাথে হোয়াইট হাউসে কথা হয়েছে আমার।'

'তুমি তাহলে হোয়াইট হাউসেও আসা-যাওয়া করো!' প্রভাবিত হলো জর্জ বুকান। 'আমার চিঠিটার ব্যাপারে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ। ওখানে আপনি ঠিক মি. পপুলার নন।'

'মনে করিয়ে দেয়ার দরকার নেই।'

'সবচেয়ে চটা হেলমুট কোহলার। আয়ান ক্যামেরন অবশ্য আপনার পক্ষ নিয়েই কথা বলল।'

'ও শালা তো নাৎসী,' খেপে উঠল জর্জ বুকান। 'নিষ্ঠুর চণ্ডাল, গোপন ষড়যন্ত্র না পাকালে পেটের গম হজম হয় না।'

'আপনার বিরুদ্ধে তার রাগের কারণটা কি?'

'পরিচয় হবার আগে থেকেই আমাকে দেখতে পারে না,' বলল জর্জ বুকান। 'যিশু, গৌতম বুদ্ধ, ইত্যাদি বলে ব্যঙ্গ করে সংস্কারের যে-ক'টা প্রস্তাব আমি তুলেছি, প্রতিটির বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছে ব্যাটা।'

'লিয়ন ক্যারিকে ভালই মনে হলো।'

'শুধু সাবধান! ওর দিকে পিছন ফিরো না

'স্যাম ফোলি সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ভাল একজন আমেরিকান, কিন্তু সেটুকুই যথেষ্ট নয়। তার মত আর কাউকে প্রেসিডেন্ট এতটা বিশ্বাস করেন না। তবে পদটা তার জন্যে ভারি হয়ে গেছে, আরও যোগ্য লোক হলে ভাল হত।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রানা। 'আমি কি একটু ঈর্ষার গন্ধ পাচ্ছি?'

'ওই জিনিসটা আমার মধ্যে কোনদিন ছিল না, আজও নেই।' মাথা নাড়ল জর্জ বুকান। 'এমনকি পারিবারিক ব্যাপারে··· আমার স্ত্রী যাদের সাথে মেলামেশা করে তাদেরকেও আমি ঈর্ষা করি না।' শেষ দিকে তার কণ্ঠস্বর নিস্তেজ হয়ে এল। আহত এবং বিষণ্ণ দেখাল তাকে।

কেশে গলা পরিষ্কার করল রানা। 'আরও একটা কারণে আপনার কাছে এসেছি, মি. বুকান। হোয়াইট হাউসে আসলে কি ঘটছে আমাকে জানতে হবে। এ-ব্যাপারে আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারেন।'

মাথা নাড়ল জর্জ বুকান। 'মিস্টার রানা, তোমার কাজ গাড়িতে গ্যাস দেয়া, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি খেয়ে ফেলছ।'

'না, ঠাট্টা নয়, মি. বুকান,' বলল রানা। 'মহামারীর ব্যাপারটায়, আমার ধারণা, মারাত্মক একটা ঘাপলা আছে। কারও আচরণই সঙ্গত বলে মনে হচ্ছে না। আপার মিশিগানে একটা রোগ দেখা দেয়ায় কেন ওরা ভাবছে রোগটার ওপর নির্ভর করছে নির্বাচনের ফলাফল? কালও আপনি হোয়াইট হাউসে ছিলেন, কাজেই আপনি আমার ইনসাইড সোর্স হতে পারেন···'

'এখন আর তা সম্ভব নয়।'

'কেন সম্ভব নয়? হতাশায় চুপ করে থাকা এখন বিলাসিতা, পাপও বটে। অনেক কথা জানেন আপনি, সব আমার জানা থাকলে তদন্তে সুবিধে হবে।' জর্জ বুকানের দিকে একটা আঙুল তাক করল রানা। 'গোটা ব্যাপারটা টপ সিক্রেট, আপনি জানেন। আমি যদি বিশ্বাস করে আপনাকে সব কথা বলতে পারি, আপনার বাধাটা কোথায়?'

মন খারাপ করে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল জর্জ বুকান।

'আপনার ধারণাই ঠিক, মহামারীটাকে ওরা পলিটিক্যালি ব্যবহার করতে চায়,' আবার বলল রানা। 'মহামারীটা কেন গুরুত্বপূর্ণ, আমি জানি না। শুধু জানি, ওরা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে। আপনার জানতে ইচ্ছে করছে না, কেন?'

'ওরা লোক ভাল নয়, রানা,' মৃদু কণ্ঠে বলল জর্জ বুকান। 'তুমি ওদের চেনো না, আমি চিনি। নিজেদের স্বার্থের জন্যে সব পারে ওরা। ওরা আমার সাথে কি রকম আচরণ করেছে শুনবে? প্রস্তাব নিয়ে যখন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছি, প্রতিটি বিষয়ে ওরা আমাকে উৎসাহ দিয়েছে এবং সমর্থন করেছে, কিন্তু প্রস্তাবগুলো প্রেসিডেন্টের কাছে যাবার পর ওরা ব্যক্তিগতভাবে তার সাথে দেখা করে আমার এবং আমার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যুক্তি দিয়েছে। আমাকে ব্যঙ্গ করেছে ওরা, আমার পরিবারের নামে কলংক রটিয়েছে···'

'বেশ, বুঝলাম, ওরা লোক ভাল নয়। আপনার বিরুদ্ধে ওরা অনেক অন্যায় করেছে। কিন্তু আর কি ওদের বাড়তে দেয়া উচিত হবে? ব্যক্তিগত লাভ-লোকসান

আর অভিমানের কথা ভুলে যান। আপনার যা ক্ষতি হবার তা তো হয়েই গেছে, কিন্তু আর সবার কথা ভাববেন না? ভালমানুষ আমেরিকানদের কথা? দুনিয়ার যে-সব মানুষ আমেরিকার দিকে তাকিয়ে আছে, তাদের কথা?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল জর্জ বুকান। 'কিছুই আমি ভাবতে চাই না, রানা। ঠিক করেছি ওয়াশিংটন ছেড়ে পালাব। এখন আমার একটাই কাজ, পারিবারিক জীবনটাকে ফিরে পাবার চেষ্টা করা। বোট নিয়ে বেরিয়ে পড়ব...'

'যদি বলেন মানুষের জন্যে আপনার মায়া নেই, সেটা ভান করা হবে।'

'বললাম তো, এখন আমি পালাতে পারলে বাঁচি...'

'বিশ্বাস করি না,' জোর দিয়ে বলল রানা। 'শুনুন, আপনার সম্পর্কে সম্ভাব্য সব আমি জেনেছি, মি. বুকান। ক্যারিয়ারের শুরু থেকে কিসের জন্যে লড়েছেন, আপনার আদর্শ কি, সব আমি জানি।'

'ঘোড়ার ডিম জানো তুমি!' খেপে উঠে চিৎকার জুড়ে দিল জর্জ বুকান। 'তুমি জানো, আমার ওটা দাঁড়ায় না?'

চমকে উঠল রানা, হাঁ করে তাকিয়ে থাকল।

মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকাল জর্জ বুকান। 'বাদ দাও, ভুলে যাও। শোনো, রানা, আমি রিটায়ার করেছি এবার একটু শান্তি পেতে চাই। এমন কিছু আমার দ্বারা করা সম্ভব নয় যাতে আমার যাত্রাটা বিঘ্নিত হয়।'

'কবে রওনা হচ্ছেন আপনি?' মৃদু কণ্ঠে জানতে চাইল রানা।

'গ্রীষ্মের শুরুতে। লুসি স্কুল থেকে বেরুবার সাথে সাথে। ওর মা যাক বা না যাক।'

রানা লক্ষ করল, এবার নিয়ে মাত্র দু'বার স্ত্রীর প্রসঙ্গ তুলল জর্জ বুকান। 'তাহলে তো দেরি আছে,' বলল ও। 'প্রায় দু'মাস।'

'কিন্তু কেন তোমাকে আমি সাহায্য করব?'

'কারণ আপনি কেয়ার করেন।'

'কেয়ার করার আছেটা কি আর?'

'মিনোমিনী ইন্ডিয়ানদের কথাই ধরুন না। আপনি কি জানেন, রোগটায় ইতিমধ্যে কত লোক মারা গেছে ওখানে?'

'হ্যাঁ, জানি,' বিড়বিড় করে বলল জর্জ বুকান।

'কেন জানেন? কেন খবরটা রেখেছেন? কারণ আপনি কেয়ার করেন। প্লিজ, মি. বুকান, আপনার সাহায্য সত্যি আমার দরকার। ওয়াশিংটনে গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সবাইকে আপনি চেনেন–টাইপিস্ট, পিয়ন, পাওয়ার ব্রোকার, সেক্রেটারি থেকে শুরু করে প্রেসিডেন্টকে পর্যন্ত।'

কথা না বলে একদৃষ্টে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল জর্জ বুকান। 'আর যাই হও, তুমি হুইস্কির বিকল্প বটে। বোতলটা আমাকে টানছে না, আশ্চর্য তো!' আরও কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর জিজ্ঞেস করল সে, 'সত্যি তুমি ভাবছ তোমার এই কাজে আমি সাহায্য করতে পারব?'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল রানা, বুঝতে পেরেছে বড়শিতে আটকা পড়েছে মাছ। অন্য একটা গুরুতর বিষয়ের কথা তুলতেই হলো না, মহামারীর চেয়ে সেটার

গুরুত্ব কোন অংশে কম নয়। ডি.আই.এ. হেডকোয়ার্টারে গুজব ছড়িয়েছে সি.আই.এ. নাকি অফিশিয়াল নির্দেশ অমান্য করে অভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও গোপন অপারেশন পরিচালনা করছে। সি.আই.এ এখনও একটা অশুভ দানব হিসেবে টিকে আছে, বেশিরভাগ কাজের জন্যে এখনও কোন জবাবদিহি না করে পার পেয়ে যায়। জর্জ বুকানের যোগাযোগগুলো কাজে লাগাতে পারলে এ-ব্যাপারে পরিষ্কার একটা কিছু জানা যাবে বলে আশা করছে রানা।

'বেশ, করব সাহায্য,' হাঁ করে বাতাস টানল জর্জ বুকান। 'যতটুকু পারা যায়।'

হাত বাড়িয়ে দিল রানা, করমর্দন করল ওরা। 'আজ থেকে ··· না, কাল রাত থেকেই আমরা বন্ধু হয়েছি। আর বন্ধুকে বলা যায় না এমন কোন কথা থাকতে পারে না, ঠিক?'

মাথা নিচু করে নিয়ে চুপ থাকল জর্জ বুকান।

'কোন বিশেষজ্ঞের সাথে আলাপ করেছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

অসহায় ভঙ্গিতে হাত নাড়ল জর্জ বুকান। 'না,' মিন মিন করে বলল সে।

'ঠিক আছে, দু'জনেই আমরা ভাবব কিভাবে সমাধান করা যায়। আমি বিশেষজ্ঞ নই, তবে এটুকু জানি যে প্রথম চিকিৎসা, ব্যাপারটা নিয়ে দুশ্চিন্তা না করা।'

'তোমার পক্ষে বলা সহজ।'

'কিন্তু নিজেকে কষ্ট দিয়েও তো লাভ নেই। তাছাড়া, সাইকোলজিস্ট না হয়েও আন্দাজ করা যায় আপনার বেলায় কারণটা কি। অনেক ব্যাপারে আপনি উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছেন, ফলে ওই জিনিসটাও আর সাড়া দিচ্ছে না। আপনি আমার সাথে কাজে নামুন, দেখবেন আপনাআপনি সব ঠিক হয়ে গেছে।'

'মনে হচ্ছে তোমার কথায় যুক্তি আছে, মিস্টার রানা,' অনেকক্ষণ পর হাসল জর্জ বুকান। 'তারমানে বোট নিয়ে সত্যি আমার বেরিয়ে পড়া উচিত। এসো, বেসমেন্টে যাই, প্ল্যানটা তোমাকে দেখাব।'

'কিসে যাচ্ছেন আপনারা?'

'ইয়টে। এসো ছবিটা দেখাই···'

'আপনি নেভীতে ছিলেন না বলেই তো জানি,' বলল রানা।

'নেভীতে থাকব কি করে, ফেরীতে চড়লেই আমার পা কাঁপে

'তাহলে?' অবাক হয়ে তাকাল রানা।

'ওখানেই তো রোমাঞ্চ হে। ক্যারিবিয়ান পাড়ি দেব, হুঁ-হুঁ। স্প্যানিশ মেইনের নাম শুনেছ?'

'আপনি সত্যি অদ্ভুত একটা মানুষ, মি. বুকান!'

হোটেল ওয়াশিংটনের লবিতে দেখা হলো ওদের। আগের দিন হোয়াইট হাউস থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে বলে ড. ওয়ান চু-র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল স্যাম ফোলি। বলল, 'এইমাত্র নিউ ইয়র্ক থেকে ফিরলাম, প্রেসিডেন্টের নির্দেশে আপনাকে হোয়াইট হাউসে নিয়ে যেতে এসেছি। এই মুহূর্তে ফেরার পথে

রয়েছেন তিনি, ফিরে প্রথমে আপনার সাথেই কথা বলবেন।'

ড. ওয়ান চু-র শান্ত, ধ্যানমগ্ন চেহারায় মৃদু হাসি ফুটল। 'প্রেসিডেন্টের খুব দয়া। কথাগুলো বলার জন্যে অস্থির হয়ে আছি আমি, আমাদের সবার ভালর জন্যেই তাঁর শোনা উচিত।'

দরজার দিকে ইঙ্গিত করে হাঁটা ধরল স্যাম ফোলি, হোটেলের লবি থেকে সাইড রোডে বেরিয়ে এল ওরা, অদূরেই অপেক্ষা করছে ঝকঝকে একটা লিমুসিন। হোটেল ত্যাগ করার সাথে সাথে ওদের দু'পাশে তিনচারজন লোককে দেখা গেল। চোখে প্রশ্ন নিয়ে স্যাম ফোলির দিকে তাকালেন ড. ওয়ান চু।

'সিক্রেট সার্ভিস,' চাপা গলায় বলল স্যাম ফোলি। 'আপনি এখন টপ-প্রায়োরিটি, ড. ওয়ান চু।'

হোয়াইট হাউসে আসার পথে গাড়িতে কোন কথা হলো না। গভীর চিন্তায় ডুবে থাকলেন ড. ওয়ান চু, তাঁকে বিরক্ত না করাই শ্রেয় মনে করল স্যাম ফোলি। তাছাড়া, প্রেসিডেন্টের কথাগুলো এখনও সে পুরোপুরি হজম করতে পারেনি। মহামারীটা যেখান থেকে যেভাবেই ছড়াক, বোঝা যাচ্ছে ওটাকে নিয়ন্ত্রণ করা একমাত্র ড. ওয়ান চু-র পক্ষেই সম্ভব।

টেলেক্স পাঠিয়ে ডি.আই.এ. থেকে ড. ওয়ান চু-র ডোশিয়ে আনিয়েছে স্যাম ফোলি, বায়োডাটাগুলো মনে পড়ে গেল তার। জন হপকিন্স ইউনিভার্সিটি থেকে গ্রাজুয়েট ডিগ্রী নিয়েছেন তিনি, অনার্স সহ। ভাইরোলজিতে যুগান্তকারী অবদান রাখার জন্যে মাত্র ছত্রিশ বছর বয়সে নোবেল পুরস্কার পান। মাইক্রোবায়োলজিস্ট হিসেবে দুনিয়াজোড়া খ্যাতির অধিকারী ভদ্রলোক। এইচ.ই.ডব্লিউ.-তে বিরাট পোস্ট দেয়া হয়েছে তাঁকে, সরকারের জন্যেও বেশ ক'বছর গবেষণার কাজ করেছেন তিনি।

কিন্তু তথ্যগুলোর মধ্যে বড় একটা ফাঁক আছে। সব মিলিয়ে ছ'বছর সরকারের জন্যে কাজ করেছেন ড. ওয়ান চু, বিভিন্ন পাবলিক এবং সামরিক সংস্থায়। কিন্তু কোন্ সংস্থায় কি কাজ করেছেন তা জানার কোন উপায় নেই। এ-সব ক্লাসিফায়েড তথ্য, সাধারণ মানুষের জানতে চাওয়াও অপরাধ। ভুল হলো, শুধু সাধারণ মানুষ নয়—স্যাম ফোলি, যে কিনা প্রেসিডেন্টের চীফ এইড, চেষ্টা করেও সংশ্লিষ্ট রেকর্ড ফাইলটা নাগালের মধ্যে আনতে পারেনি। খালি চোখে দেখে যতটুকু বোঝা যায়, লোকটা বোধহয় তারচেয়েও গভীর জলের মাছ। কে জানে, চীনে হয়তো এখনও তার আত্মীয়-স্বজন আছে···

একটু সহানুভূতি নিয়ে ড. ওয়ান চু-র দিকে আড়চোখে তাকাল স্যাম ফোলি। গোটা পরিবার হারিয়ে বেচারা বিজ্ঞানীর পাবলিক ক্যারিয়ার গতিহীন হয়ে পড়ে। এইচ.ই.ডব্লিউ. রিসার্চ ফ্যাসিলিটি-র প্রস্তাবটা গ্রহণ করে নিজেকে তিনি সমাজ থেকে সরিয়ে নেন, প্রবেশ নিষিদ্ধ ল্যাবরেটরিতে গবেষণাকর্ম নিয়ে নিঃসঙ্গ জীবন কাটাচ্ছেন।

সিটে নড়েচড়ে বসল স্যাম ফোলি। ভাইরোলজি সম্পর্কে বেশি কিছু জানা নেই তার, তবে জানে যে ফ্লু মানেই ভাইরাস। এবং ড. ওয়ান চু একজন ভাইরোলজিস্ট। ঈশ্বর, প্রার্থনা করল সে, ভদ্রলোক যেন অন্তত এই ভাইরাস

সম্পর্কে সব কিছু জানেন।

হোয়াইট হাউসে পৌঁছুতে বেশ সময় লাগল ওদের, ইতোমধ্যে ওখানে প্রেসিডেন্ট ডানকান ডক ফিরে এসেছেন। ড. ওয়ান চুকে সাথে নিয়ে ওভাল অফিসের দিকে হাঁটার সময় স্যাম ফোলি ভাবল, ফুড কনফারেন্স শেষ হবার আগেই জাতিসংঘ থেকে কেটে পড়েছেন প্রেসিডেন্ট। ওভাল অফিসে ঢুকল ওরা, প্রেসিডেন্টের চেহারা দেখে আক্ষরিক অর্থেই একেবারে থ হয়ে গেল সে। উদ্বেগ আর উত্তেজনায় ঝুলে পড়েছে ডানকান ডকের চেহারা।

আরও ঘাবড়ে গেল স্যাম ফোলি প্রেসিডেন্ট যখন তাকে কামরা থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন। ডানকান ডক স্যাম ফোলির গুরু এবং গডফাদার, দ্বিতীয় জনকের মত। সে এখনও যুবক, এবং তাকেই প্রেসিডেন্ট সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করেন। অথচ…আসলে ঘটছেটা কি?

ওভাল অফিস থেকে বেরিয়ে এসে ছটফট করতে লাগল স্যাম ফোলি। প্রেসিডেন্ট মীটিং থেকে তাকে বাদ দিয়েছেন, এখনও যেন তার বিশ্বাস হচ্ছে না। মাথা নাড়তে নাড়তে নিচতলায় নেমে এল সে। লিয়ন ক্যারি, আয়ান ক্যামেরন, আর হেলমুট কোহলারকে ব্যাপারটা জানাবে সে। তার মনে হতে লাগল, এই সংকটের সময় তাকে প্রেসিডেন্টের দরকার। সিদ্ধান্ত নিল, কাউকে কিছু না জানিয়ে সে নিজেও একটু তদন্ত করে দেখবে।

সিলভিয়া পিকঅলের অ্যাপার্টমেন্ট। রাতের অতিথি রানা। বিছানায় রক্ত-মাংসের ঝড় এক সময় থামল, রানার গা ঘেঁষে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকা সিলভিয়ার নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এল।

'ঘুমিয়ে পোড়ো না,' বলল রানা। 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব।'

'কি?' রানার বুকে মুখ ঘষল সিলভিয়া।

'দু'ঘণ্টার মধ্যে মারকুয়েটি রওনা হব, ক'দিন থাকতে হবে জানি না। আমার একটা কাজ করে দেবে?'

'যে-কোন কাজ।'

'তোমার কিচেন টেবিলের দেরাজে একটা তালিকা রেখেছি। হোয়াইট হাউসের টপদের সবাই। খোঁজ নিয়ে জানবে সেই সেটার সাথে ওদের কার কি সম্পর্ক।'

'সি.আই.এ.? এখনও তুমি ওদের পিছনে লেগে আছ?' জিজ্ঞেস করল সিলভিয়া।

'পারবে কিনা বলো।'

'পারব না কেন!'

'গুড, একটা চুরুট পাওনা হয়েছে তোমার।'

'তা তো আগেই পেয়ে গেছি,' সিলভিয়ার নিরাবরণ শরীর কেঁপে কেঁপে উঠল, হাসছে।

'কি বললাম আর কি অর্থ করলে। পুরুষদের অ্যানাটমি সর্ম্পকে মেয়েদের ধারণা…'

'দেখো, শুধু মেয়েদের দোষ দিয়ো না। রকেট, টাওয়ার, বাতিঘর, স্কাইস্ক্রাপার, ওয়াশিংটন মনুমেন্ট—এগুলোর ডিজাইনার কি মেয়েরা?'

'অ্যানা ফ্রয়েড, ডিজাইনগুলো পুরুষরা করলেও, তাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছে মেয়েরা।' মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল রানার জর্জ বুকানের কথা ভেবে। 'সে যাক, চুরুট তোমার খুব পছন্দ, তাই না?'

সিলভিয়া চুপ করে থাকল।

'কি হলো, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?' আবার জিজ্ঞেস করল রানা, তারপর সিলভিয়া নড়ে উঠতেই আঁতকে উঠল ও। 'অ্যাই, কি করছ? আবার তুমি...'

দু'ঘণ্টা পর, গাড়ি নিয়ে রাস্তায় রয়েছে রানা, যাচ্ছে ইউনিয়ন স্টেশনের দিকে। ডি.আই.এ. এজেন্ট সিলভিয়ার মধুর স্মৃতি রোমন্থন করছে ও। ট্রাফিক লাইটে থামল গাড়ি, হঠাৎ চোখ পড়ল সাদা একটা মিনি-কন্টিনেন্টালের ওপর। ড্রাইভিং সীটে স্বর্ণকেশী একটা মেয়ে বসে আছে। কে মেয়েটা? এত দামী গাড়ি পেল কিভাবে? পাশ থেকে সবটুকু দেখা গেল না, তবে বোঝা যায় দেহ-সৌষ্ঠব লোভনীয়।

মেয়েটা সরাসরি সামনে তাকিয়ে আছে, রাস্তার এক কোণে। একবার মাথা ঘোরাতেই ধক করে উঠল বুক, চিনতে পেরেছে রানা। জিনিয়া মেইন, বদমেজাজী সুন্দরী। ওর কাপড়ে হুইস্কি ফেলে দিয়েছিল সে। সেজন্যেই চেনা চেনা লাগছিল।

ট্রাফিক লাইট বদলে গেল, মিনি-কন্টিনেন্টাল সোজা সামনে না চালিয়ে মোড়ের একধারে থামাল জিনিয়া মেইন। ধীরগতিতে এগোল রানা। দেখল, জিনিয়া গাড়ি থামাতেই একটা দোকানের দরজা থেকে বেরিয়ে এল ওভারকোট পরা এক লোক, হন হন করে গাড়ির পাশে চলে এল সে।

আচ্ছা, তাহলে এভাবেই গাড়ির মালিক হয়েছে জিনিয়া মেইন!

দরজা খুলে দিল জিনিয়া, লোকটা তাড়াহুড়ো করে ভেতরে ঢুকল। পিছন থেকে কয়েকটা হর্ন বেজে উঠল, গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিয়ে যানবাহনের ভিড়ে ঢুকে পড়ল রানা। ওভারকোট পরা লোকটাকে চিনতে পেরেছে ও, জেনারেল ভ্যালেন্টাইন মনিয়ের। পেন্টাগন হোমরাচোমরাদের অন্যতম। সি.বি.আর. উইপনস রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট-এর এয়ার ফোর্স শাখার প্রধানও।

'হুম,' বিড়বিড় করে বলল রানা। 'জিনিয়া মেইন, মক্কেল ধরতে জানো বটে!'

'কোথায় ডিনার খেতে চাও, জিনিয়া?' জেনারেল ভ্যালেন্টাইন মনিয়ের জিজ্ঞেস করল।

'নিরিবিলি কোথাও।'

'নিরিবিলি তো হতেই হবে...'

'শোনো তাহলে, ভ্যালে,' জেনারেলের দিকে ফিরে মধুর কটাক্ষ হানল জিনিয়া মেইন, 'আজ রাতে তোমাকে আমি একটা সারপ্রাইজ দিতে চাই। তুমি নও, আমি তোমাকে ডিনারে নিয়ে যাচ্ছি। ছোট্ট একটা জায়গায়, যেখানে ভিড় থাকবে না, খাবারগুলো হবে নতুন ধরনের...'

'কোথায়, মাই ডিয়ার? ওয়াশিংটনের বাইরে?'
'ওয়াশিংটনে। আমার অ্যাপার্টমেন্টে।'
'মাই গড, কি সৌভাগ্য আমার! কিন্তু উপলক্ষটা কি?'
'তোমার জন্মদিন।'
'আমার জন্মদিন! ওহ গড, তুমি জানলে কিভাবে?'
'এ-সব জানাই আমার বৈশিষ্ট্য, ভ্যালে।'
'নাহ্, সত্যি তুমি একটা মেয়ে বটে!' খুশিতে আর পুলকে জেনারেলের চোখ আধ বোজা হয়ে এল। অনেক দিন হলো শিকারটার পিছনে ঘুরছে সে, তেমন সুবিধে করতে পারছিল না। আজ মনে হচ্ছে স্বেচ্ছায় ধরা দেবে। ডিনার খাওয়ার পর কি ঘটবে কল্পনা করতে বিভোর হয়ে পড়ল সে। এতই বিভোর হলো, টের পেল না মিনি-কন্টিনেন্টালকে অনুসরণ করা হচ্ছে গাড়িটায় সে ওঠার সময় থেকে।
সবুজ একটা ফোর্ড আলট্রাকমপ্যাক্ট, সামনের সীটে বসে আছে দু'জন লোক।

একঘণ্টা ত্রিশ মিনিট পর ওভাল অফিস থেকে ড. ওয়ান চু-কে নিয়ে বেরিয়ে এলেন প্রেসিডেন্ট, দরজার ঠিক বাইরেই অপেক্ষা করছিল স্যাম ফোলি। বিদায় নেয়ার সময় ওদের কথাবার্তা মন দিয়ে শুনল সে।
'আপনি আসায় আমি ভারি খুশি হয়েছি, মি. ওয়ান চু–অসংখ্য ধন্যবাদ।'
'আমার অনুরোধ, সম্ভাব্য সব কিছু আপনি করবেন, প্লিজ, মি. প্রেসিডেন্ট।'
'স্যার,' প্রেসিডেন্ট ডানকান ডক বললেন, 'আমি আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব। আমার স্টাফকে এখুনি আমি কাজে লাগিয়ে দিচ্ছি।'
'আবার যদি আমাকে দরকার হয়, আজ রাতে হোটেলেই আছি আমি, মি. প্রেসিডেন্ট। মি. স্যাম ফোলি আমার নম্বর জানেন।' ড. ওয়ান চু-কে ক্লান্ত দেখাল। 'আজ রাতটা বিশ্রাম দরকার আমার, কাল সকালেই নিউক্লিয়ার এক্সপ্রেস ধরে লস অ্যাঞ্জেলস চলে যাব।'
'ফোলি, ড. ওয়ান চু-কে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দাও। গুড ডে, স্যার।'
'গুড ডে, মি. প্রেসিডেন্ট।'
ড. ওয়ান চুকে বিদায় করে দিয়ে তাড়াতাড়ি ওভাল অফিসে ফিরে এল স্যাম ফোলি। ডেস্কে বসে সামনের দিকে ঝুঁকে আছেন প্রেসিডেন্ট, কপালে হাত চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে খোলা বাইবেলের পাতায়। অনেকক্ষণ পর যখন চোখ তুললেন, তাঁর নির্যাতিত চেহারা দেখে ঘাবড়ে গেল স্যাম ফোলি। মনে হলো, প্রচণ্ড একটা আঘাত সহ্য করছেন তিনি।
'ফোলি,' মৃদু কণ্ঠে বললেন তিনি, 'আমাকে একটু ব্র্যান্ডি দাও।'
'ব্যাপারটা নিশ্চয়ই খুব গুরুতর,' নরম সুরে বলল স্যাম ফোলি, প্রেসিডেন্টের সামনে ব্র্যান্ডির গ্লাসটা আস্তে করে রাখল সে। 'আপনি আপসেট হয়ে পড়েছেন।'
'ভয়, ফোলি,' প্রেসিডেন্ট বিড়বিড় করে বললেন, 'আমি ভয় পাচ্ছি।' তাঁর দৃষ্টি স্যাম ফোলিকে ছাড়িয়ে জানালার দিকে চলে গেল, যেন কোন্ সুদূর ভবিষ্যৎ দেখার চেষ্টা করছেন। 'শেষ পর্যন্ত কি হবে আমি জানি না! যেভাবে হোক এই

মহামারী থামাতে হবে। কাজটা সম্ভব কিনা সত্যিই জানি না। তবে ড. ওয়ান চু বলছেন তিনি একটা ভ্যাকসিন আবিষ্কার করেছেন, সাফল্যের সম্ভাবনা বেশ নাকি ভাল–শুধু ভ্যাকসিন নেয়ার পর যারা আক্রান্ত হবে ভাইরাসে তাদের জন্যে।'

'কিন্তু ইতিমধ্যে যারা আক্রান্ত হয়েছে?' উত্তেজিতভাবে প্রশ্ন করল স্যাম ফোলি। 'তাদের কি হবে।'

এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন প্রেসিডেন্ট। 'এখুনি ন্যাশনাল ইমিউনাইজেশন প্রোগ্রাম হাতে নিতে হবে আমাদের। হায় ঈশ্বর, এ কোন্ পরীক্ষায় ফেললে তুমি আমাদের! চারদিকে এত অশান্তি আর বিশৃংখলা, তার মধ্যে আবার একটা মহামারী! ফোলি, নষ্ট করার মত সময় নেই। বিশ মিনিটের মধ্যে ওয়েস্ট উইং কনফারেন্স রুমে আসতে বলো সবাইকে।'

'ইয়েস, স্যার!'

স্যাম ফোলি চলে যাবার পর আবার বাইবেলে চোখ রাখলেন প্রেসিডেন্ট। বুক অভ জব থেকে পড়তে শুরু করলেন তিনি।

ছয়

সচল তুষার কণায় ঢাকা লেক সুপিরিয়র-এর পানি দেখা যাচ্ছে না, গোটা দক্ষিণ তীর আর ট্র্যান্সশিপমেন্ট ডকে এখনও পাহাড় হয়ে রয়েছে জমাট বরফ। বন্দর লাগোয়া রেললাইনের ওপর থেকে বরফ সরানো সম্ভব হলেও ট্রেন চলাচল এখনও পুরোদমে শুরু করা যায়নি। গ্রেট লেকস তীরবর্তী জনপদ এক অর্থে অচল হয়ে পড়েছে, কারণ আপার পেনিনসুলার সমস্ত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ট্রেন আর জাহাজ চলাচলের ওপরই নির্ভর করে।

এবারের শীতে খুব ভুগেছে মারকুয়েটি। মাসের পর মাস অচল ছিল বন্দর। শহরের প্রধান আরও একটা রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে গেছে, সয়্যার এয়ার ফোর্স বেসের লোকজন এখন আর মারকুয়েটিতে কেনাকাটা করতে আসে না। মহামারী শুরু হবার পর শহরে আসা বন্ধ করে দিয়েছে তারা।

এই সংকটের যুগে আপার পেনিনসুলাতে বিদ্যুৎ একটা বিলাসিতা মাত্র, আর ঘর গরম রাখার জন্যে সৎ পথে জ্বালানি সংগ্রহ করা প্রায় অসম্ভব। আদিবাসীরা বন থেকে কাঠ কেটে এনে প্রয়োজন মেটাচ্ছে। সামান্য ফুয়েল যেটুকু পাওয়া যায়, হাসপাতাল, সরকারী অফিস, পুলিস আর ফায়ার স্টেশনেই খরচ করা হয়। গোটা এলাকার মানুষকে সর্বস্বান্ত করে দিয়ে গেছে এবারের শীত। তারপর মহামারী–ঠিক দুর্বল মুহূর্তটিতে আঘাত হেনেছে।

প্রচণ্ড ক্লান্তিতে টলতে টলতে অফিসে ঢুকল ডা. জিল আয়ারল্যান্ড। মহামারীর প্রথম শিকার হাসপাতালে আসার পর থেকে প্রায় কোন বিশ্রাম না নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে সে।

স্থানীয় লোকেরা নাম দিয়েছে, ডেড বেসিন ফ্লু। ডেড বেসিন একটা জায়গার

গ্রাম, সয়্যার এয়ার ফোর্স বেসের বাইরে ওখানেই প্রথম রোগটা ছড়ায়।

আশ্চর্য একটা ব্যাপার, মারকুয়েটির বাইরে, অনেক দূরে ডেড বেসিন, সয়্যারের লোকজন ওখানে বড় একটা যায়ও না। তাছাড়া, রোগটা দেখা দেয়ার পরপরই বিমানঘাঁটি সীল করে দেয়া হয়েছিল। সয়্যার থেকে ডেড বেসিনে ছড়িয়েছে, এটা সম্ভব নয়। এত তাড়াতাড়ি কি করে! ব্যাপারটা একটা রহস্যময় প্রশ্ন হয়ে উঠেছে ডা. জিল আয়ারল্যান্ডের মনে। কেউ জানে না ডেড বেসিনে রোগটা গেল কিভাবে।

ওখানে ছড়াবার পর রোগীর সংখ্যা কয়েক হাজার ছাড়িয়ে গেছে, প্রথম দু'দিনেই কমিউনিটি হাসপাতালের সব বেড ভর্তি হয়ে যায়। এখন মাঠের মাঝখানে তাঁবু টাঙিয়ে রোগীদের রাখা হচ্ছে। রাখাই হচ্ছে শুধু, চিকিৎসা হচ্ছে না। থাকলে তো!

অচেনা আর ভীতিকর একটা রোগ, অ্যান্টিবায়োটিক কোন কাজেই আসে না। ঘুমোবার ওষুধ দিয়ে রোগীদের যতটুকু আরাম দেয়া যায় সে চেষ্টাই করছে তারা। আরাম মানে মৃত্যুটাকে সাধ্যমত সহনীয় করা। পঙ্গপালের মত ঝাঁকে ঝাঁকে মারা যাচ্ছে মানুষ। ডেড বেসিন ফ্লু দেশটাকে উজাড় করে ছাড়বে। ডা. জিল আয়ারল্যান্ডের স্ত্রীও আক্রান্ত হয়েছে।

অফিসে ঢুকে ধপাস করে একটা চেয়ারে বসল সে। ফ্লাস্ক থেকে কালো, কড়া কফি ঢালল কাপে, একটা সিগারেট ধরাল। স্ত্রীর এই বিপদের জন্যে নিজেকে দায়ী মনে হলো তার। বান্ধবীর বাড়ি আয়রন মাউন্টেনে বেড়াতে গিয়েছিল ও, আয়রন মাউন্টেন বা আশপাশে কোথাও রোগটা ছড়ায়নি। সেই নিরাপদ জায়গা থেকে স্ত্রীকে ডেকে এনেই সর্বনাশটা করেছে সে।

অবশ্য না ডেকেও উপায় ছিল না। হাজার হাজার রোগী নিয়ে হিমশিম খাচ্ছিল সে, সাহায্যের লোক পাওয়া যাচ্ছিল না। বিয়ের সময় রেজিস্টার্ড নার্স ছিল তার স্ত্রী, স্বামীর ডাক পেয়েই সাহায্যের জন্যে ছুটে এল। মারকুয়েটিতে ফিরে সোজা বাড়ি যায় সে, তারপর হাসপাতালে আসে। চব্বিশ ঘণ্টাও কাটল না, ধরে ফেলল রোগটা।

কফি শেষ করে আবার টলতে টলতে অফিস থেকে বেরিয়ে এল ডা. জিল। রোগীদের ভিড়ে, একটা আর্মি কটে শুয়ে আছে তার স্ত্রী তিন নম্বর ওয়ার্ডে। প্লাস্টিক শীট দিয়ে বেডটা ঘেরা। ভেতরে ঢুকে ডাক্তার দেখল, শ্বাস নেয়ার জন্যে হাঁস-ফাঁস করছে স্ত্রী। তার পাশে বিছানায় বসল সে, প্লাস্টিকের আবরণের ভেতর হাত গলিয়ে দিয়ে একটা কব্জি ধরল।

তার হাত আর পায়ের সবগুলো আঙুলের চামড়ার নিচে ফোস্কা উঠেছে। ঘোলা পানি নিয়ে তেঁতুলের বিচি আকৃতিতে ফুলে উঠেছে চামড়া, চামড়ার রঙ বিবর্ণ হয়ে খয়েরি ভাব এসে গেছে। ফোস্কাগুলো জ্বালা করে, আড়ষ্ট আঙুলগুলো নাড়তে পারে না সে। তার একটা হাত প্লাস্টিকের আবরণ থেকে বের করে মুখের কাছে তুলল ডা. জিল, শুঁকল—অদ্ভুত একটা চেনা গন্ধ পেল সে—মৃত্যুর গন্ধ।

তার বাকি হাত, শরীর, আর মুখের রঙ বদলে গিয়ে হুইস্কির মত লালচে হয়ে উঠেছে। শরীরে কোথাও একটু চাপ পড়লে রঙটা সাথে সাথে আরও গাঢ় হয়ে

যাচ্ছে। মনে মনে আতংকিত বোধ করলেও, নিজেকে সামলে রাখল ডাক্তার। লক্ষণগুলো জানা আছে তার। চামড়া ফেটে এরপর রক্তক্ষরণ শুরু হবে। রোগ জীবাণুকে পরাস্ত করা সম্ভব না হলে সেই রক্তক্ষরণেই মৃত্যু হবে তার স্ত্রীর।

স্বামীর মুঠো থেকে হাতটা ছাড়াবার চেষ্টা করল মহিলা, গোটা শরীর ছোট ছোট ঝাঁকি খেলো কয়েকটা, যেন ধারাল কিছু দিয়ে তাকে খোঁচা মারছে কেউ। আহত, নির্বোধ পশুর মত দুর্বোধ্য আওয়াজ বেরিয়ে এল গলা থেকে, বিস্ফারিত হয়ে উঠল একটা চোখ। অপর চোখটা দেখা যায় কি যায় না, ফুলে আলুর মত হয়ে গেছে, টকটকে লাল। এক চোখে তাকিয়ে আছে সে, যেন অভিযোগ করছে।

'ওয়েল...,' মুখ খুলতেই খানিকটা রক্ত-বমি বেরিয়ে এল ঠোঁটের কোণ থেকে। বালিশ থেকে মাথাটা তোলার চেষ্টা করেও পারল না।

'কিছু বলবে, ডারলিং?' স্ত্রীর মুখের কাছে কান নামিয়ে জিজ্ঞেস করল ডাক্তার জিল, উত্তপ্ত কপাল আর মাথার চুলে হাত বুলাল।

'ও-ওয়েল...' আর বেশি কিছু বলতে পারল না সে, কি বলতে চায় ডাক্তার জিলের জানা হলো না।

'থাক, কথা বোলো না,' কোমল সুরে বলল ডাক্তার, জোর করে একটু হাসল। 'ঘুমোবার চেষ্টা করো।'

স্ত্রীর চোখটা বন্ধ হতেই ডাক্তারের হাসি উবে গেল। আবার টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল সে, চেহারায় কাঁদো-কাঁদো ভাব। একজন নার্স ছুটে যাচ্ছিল, তার সাথে কথা বলতে বলতে অন্য এক রোগীর দিকে এগোল সে। 'আমার স্ত্রীকে এখুনি ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে নিয়ে যাও। অবস্থার কোন পরিবর্তন দেখলে আমাকে খবর দেবে। এখানে যদি না থাকি, অ্যান্টলারস ট্যাভার্ন-এ পাবে আমাকে।' রোগীটাকে দেখে ওয়ার্ড থেকে বেরিয়ে এল ডাক্তার জিল।

করিডরে বেরুতেই কে যেন তার নাম ধরে ডাকল।

'ডাক্তার জিল আয়ারল্যান্ড,' ডাক্তারের সাথে হাঁটতে শুরু করে জিজ্ঞেস করল রানা, 'কেমন বুঝছেন? কোন উন্নতি?'

মাথা নাড়ল ডাক্তার জিল। 'প্রতি মিনিটে আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে, মিস্টার রানা। আমরা কেউ জানি না কি করতে হবে। উৎসটা জানা থাকলে অন্তত যাতে আর না ছড়ায় তার ব্যবস্থা হয়তো করা যেত...'

ডাক্তারের কাঁধে একটা হাত রাখল রানা। 'আমিও কোন সূত্র পাচ্ছি না, ডাক্তার।' ওর ঘর্মাক্ত চেহারায় আতংক ভর করে আছে। সেই সকাল থেকে ডেড বেসিন ফ্লু রোগীদের ফটো তুলেছে ও বিস্তর।

'কোত্থেকে আর কিভাবে ছড়াচ্ছে, জানার শেষ একটা চেষ্টা করব আমি,' রানাকে বলল ডাক্তার, তার চেহারায় জেদের ভাব। 'অ্যান্টলারস ট্যাভার্নে সয়্যারের মেডিকেল অফিসাররা আসছে, ওদের সাথে কথা বলব।' রানার চোখে প্রশ্ন দেখে আবার বলল সে, 'এখান থেকে এয়ার ফোর্স বেসের মাঝখানে একটা জায়গা।'

দাঁত দিয়ে আঙুলের নখ খুঁটতে খুঁটতে রানা বলল, 'আমরা জানি না এমন কিছু ওরা হয়তো জানে।' তবে সয়্যার আর ডেড বেসিনে প্রায় একই সময়ে দেখা

দিয়েছে রোগটা। পুরানো প্রশ্নটা আবার মনে জাগল ওর–কোথায় কোথায় তদন্ত করতে হবে তার একটা তালিকা দেয় হয়েছে ওকে ডি.আই.এ. থেকে, তাতে সয়্যার এয়ার ফোর্স বেসের নাম নেই–কেন? 'ফিরে এসে আমাকে রিপোর্ট করবেন, প্লিজ,' অনুরোধ করল ও।

ইমার্জেন্সি থেকে বেরিয়ে এল একজন আর্দালি। 'ডা. জিল, স্যার, লোকাল টিভির লোকজন আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে অফিসে।'

'আমি আপনার সাথে থাকতে পারি?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'থাকুন না,' অন্যমনস্কভাবে বলল ডা. জিল।

রানাকে নিয়ে নিজের অফিসে ফিরে এল সে। একজন লোকের হাতে একটা মাইক্রোফোন দেখা গেল, আরেক যুবতী মেয়ের কাঁধে ঝুলছে মিনিক্যাম।

'আমরা রেডি, ডাক্তার জিল,' লোকটা বলল।

মাথা ঝাঁকিয়ে জোড়া স্পটলাইটের উজ্জ্বল আলোর মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল ডাক্তার জিল, খানিক ইতস্তত করে বসে পড়ল নিজের চেয়ারে। টেবিলে ছড়িয়ে রয়েছে অনেকগুলো মেডিকেল জার্নাল আর ভাইয়োলজি টেক্সট। টিভির লোকটা আলো অ্যাডজাস্ট করছে, এই সুযোগে টেবিলটা গুছিয়ে নিল সে।

'স্ট্যান্ড বাই, ডাক্তার,' ঘাড় ফিরিয়ে সহকারিণীর দিকে তাকাল লোকটা। 'রোল ইট।'

ক্যামেরা চালু হলো।

'গুড ইভনিং। আমি ইথিকা পাওয়েল, এখানকার কমিউনিটি হাসপাতাল থেকে বলছি, চীফ রেসিডেন্ট ডা. জিল আয়ারল্যান্ড আপনাদেরকে একটা মেসেজ দেবেন।'

ক্যামেরা ডাক্তার জিলের দিকে ঘুরে গেল।

মুখ তুলে তাকাল সে, গলা পরিষ্কার করল। লোকটার ইঙ্গিতে ভিডিক্যামের লেন্সে সরাসরি তাকাল সে। তারপর শুরু করল, 'মারকোয়েটি এলাকার সব লোকের কাছে এই মেসেজ পৌঁছে দিতে হবে। যাঁরা শুনছেন তাঁরা বাকি সবাইকে জানিয়ে দেবেন দয়া করে।' টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ল সে। 'আপনারা যেটাকে ডেড বেসিন প্লেগ বা ফ্লু বলছেন সেটা আসলে জীবাণুঘটিত একটা রোগের বিস্তার, আপাতদৃষ্টিতে লক্ষণগুলো অনেকটা ফ্লুর মত, তবে এটার পরিণতি অনেক বেশি মারাত্মক। এই মুহূর্তে মিলওয়াওকি-তে একটা ভ্যাকসিন তৈরি করা হচ্ছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হবে। আমরা আশা করছি কাল থেকে ইমিউনাইজিং প্রোগ্রাম শুরু করতে পারব।

'এই ভ্যাকসিন শুধুমাত্র তাদেরকে দেয়া যাবে যারা…আমি আবার বলছি, এই ভ্যাকসিন শুধুমাত্র তাদেরকে দেয়া যাবে যারা এই রোগে এখনও আক্রান্ত হয়নি। কারও মধ্যে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেলে ভ্যাকসিন দেয়া যাবে না। লক্ষণগুলো হলো, মাথা ঘোরা, বুকে ব্যথা, বমি আর আচ্ছন্ন ভাব। দ্বিতীয় পর্যায়ের লক্ষণ, বার বার অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, প্রচণ্ড জ্বর, চামড়ায় জ্বালা-পোড়া ইত্যাদি।

'এরইমধ্যে যদি এসব লক্ষণ আপনাদের কারও মধ্যে প্রকাশ পায়, দয়া করে ঘরের ভেতর থাকুন, আমাদের ভ্রাম্যমাণ মেডিকেল টীম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব

অ্যান্টিবায়োটিক নিয়ে পৌঁছে যাবে।

গলার খুসখুসে ভাবটা দূর করার জন্যে বিরতি নিল ডা. জিল। অ্যান্টিবায়োটিক কোন কাজেই আসবে না। আর ভ্যাকসিনও শুধু যারা আক্রান্ত হয়নি তাদের জন্যে। আক্রান্তরা সবাই মারা যাবে।

ডা. জিল বলে চলেছে। আজ সকালের টেলিফোন কলটার কথা স্মরণ করল রানা। ডাক্তারের অফিসে বসে কফি খাচ্ছিল ও, এই সময় ফোনটা আসে। প্রেসিডেন্ট ডানকান ডক নিজে ফোন করেছিলেন। ডেড বেসিন ফ্লু সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন, এবং জানালেন ব্যক্তিগতভাবে সম্ভাব্য যে-কোন সাহায্য করার জন্যে তিনি তৈরি আছেন।

মনে মনে প্রেসিডেন্টের প্রশংসা করল রানা। কংগ্রেস বা এফ.ডি-এর অনুমোদনের অপেক্ষায় না থেকে ভ্যাকসিন তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডিমিনিস্ট্রেশন ল্যাব থেকে শুধু প্রাথমিক রিপোর্ট পেয়েই ভ্যাকসিনের নমুনা মিলওয়াওকির বড় একটা ওষুধ কোম্পানীতে পাঠিয়ে দিয়েছেন, নির্দেশ দিয়ে বলেছেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিপুল পরিমাণে ভ্যাকসিন তৈরি করতে হবে, কালবিলম্ব না করে পাঠিয়ে দিতে হবে আপার পেনিনসুলায়।

রানার নিশ্চিত ধারণা, কাজটা প্রেসিডেন্ট তাঁর উপদেষ্টাদের মতের বিরুদ্ধেই করেছেন। মহামারী ছড়াবার ব্যাপারে বিদেশীদের হাত আছে, এটা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত তারা চায় মহামারীর খবর যেন দেশবাসী জানতে না পারে। কোন সন্দেহ নেই প্রেসিডেন্টের আচরণ তাদের এই ইচ্ছের বিরুদ্ধে গেছে। মহামারীর খবর এখন বহু লোক জেনে ফেলবে। সম্প্রতি নিউ হ্যাম্পশায়ারে নির্বাচনী ভাষণ দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট, শ্রোতাদের তিনি মুগ্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এই নাজুক পরিস্থিতিতে মহামারীর খবর ব্যাপকভাবে জানাজানি হয়ে গেলে নির্বাচনে জেতার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে। ভ্যাকসিন তৈরি করতে বলে, তাদের ধারণা, প্রেসিডেন্ট পলিটিক্যালি সুইসাইড করতে যাচ্ছেন।

হেলমুট কোহলার আর স্যাম ফোলির চেহারা কেমন হয়েছে দেখতে পেলে হত, ভাবল রানা। এই মহামারীকে পুঁজি করে আর কি প্ল্যান করেছে তারা জানা নেই ওর, তবে এটুকু জানে যে প্রেসিডেন্ট তাদের কথায় কান দেবেন না।

স্যাম ফোলির প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে রানার ধারণাই ঠিক। প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্তে খুশি হতে পারেনি সে। সম্ভাব্য যতগুলো পথ খোলা ছিল প্রেসিডেন্টের সামনে, তার মধ্যে থেকে, স্যাম ফোলির মনে হয়েছে, সবচেয়ে বিপজ্জনকটাই বেছে নিয়েছেন তিনি। দেশব্যাপী ভ্যাকসিন দেয়া শুরু হলেই সব ফাঁস হয়ে যাবে, সেই সাথে রিপাবলিকানরা বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে নতুন আঙ্গিকে প্রচারণা শুরু করবে। মৃত্যুকে মানুষ ভয় পায়, তাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়া হবে ডানকান ডক প্রশাসন একটা মহামারীকে রুখতে পারছে না। দেশবাসীকে ভ্যাকসিন দেয়া হবে বটে, কিন্তু কাজটা শেষ করতে এক কি দু'মাস সময় লেগে যাবে—ততদিনে কত লোক আক্রান্ত হবে কে জানে! সত্যি-মিথ্যে হাজার রকম অভিযোগ তুলবে রিপাবলিকানরা, এবং মানুষ তা বিশ্বাসও করবে। এমনিতেই এবারকার নির্বাচনী

হাওয়া ওদের অনুকূলে, মহামারীটাকে হাতিয়ার হিসেবে পেলে ওরাই আগামী ছ'বছরের জন্যে গদিতে বসবে। প্রেসিডেন্ট হারলে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে স্যাম ফোলি, রাজনীতি ছেড়ে তাকে হয়তো আবার ফিরে যেতে হবে মাস্টারিতে, যে পেশায় তার মন নেই। কাজেই মেজাজ খুব খারাপ হয়ে আছে স্যাম ফোলির। জিনিয়া মেইনের সাথে এক বিছানায় শুয়ে থাকলেও, আরেক জগতে বাস করছে সে।

চাদর টেনে জিনিয়ার নগ্ন শরীরটা ঢেকে দিল স্যাম ফোলি গলা পর্যন্ত, বিছানায় বসে একটা সিগারেট ধরাল। তার দিকে পিছন ফিরে শুলো জিনিয়া।

দু'জনেই ওরা জানে, এই দেহদানে প্রেম নেই। চোখ বুজে আরেক লোকের কথা ভাবছে জিনিয়া, যে লোককে পাশে পাবার জন্যে অন্যান্য বহু লোকের কণ্ঠলগ্ন হতে হয় তাকে।

স্যাম ফোলি এবং জিনিয়া মেইন, দু'জনেই ওরা অসুখী–তবে শুধু স্যাম ফোলির চেহারাতেই তা প্রকাশ পেল।

ডা. জিলের টেবিলে পা তুলে দিয়ে আড়মোড়া ভাঙল রানা, হাই তুলে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ রগড়াল। রাতে ঘুমায়নি, দিনটাও কেটেছে ছুটোছুটির মধ্যে। শুধু শরীরের ওপর নয়, মনের ওপরও চাপ কম পড়েনি।

টেবিলের পিছনে খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। ডা. জিল এয়ার ফোর্স বেসের ডাক্তারদের কাছ থেকে নতুন কোন তথ্য পাবে কিনা কে জানে। সকাল থেকেই নতুন করে তুষারপাত শুরু হয়েছে আবার। রাস্তায় বরফ জমে আছে, গাড়ি নিয়ে কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। ডাক্তার জিলের ভাগ্য ভাল, তবু এক ধরনের বাহন পেয়ে গেছে। একটা স্নোমোবাইল ছিল, সেটা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। আরেকটা হাই তুলে রানা ভাবল, ইতোমধ্যে হয়তো পৌঁছে গেছে ডাক্তার জিল অ্যান্টলারস ট্যাভার্নে।

খুব ভোরে ডাক্তার যখন রওনা হবার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, চার জোড়া কুকুর তুমুল বেগে টেনে নিয়ে এল একটা স্লেজকে। চাবুক হাতে সেটায় দাঁড়িয়ে ছিল বিশালদেহী পাহাড়ী এক যুবক–আদিবাসী। রানাকে নিয়ে হাসপাতালের গেটে বেরিয়ে এল ডাক্তার জিল, আর্দালিদের ডাকল। ফার দিয়ে ঢাকা এক জোড়া শরীর স্লেজ থেকে নামিয়ে ইমার্জেন্সিতে নিয়ে যাওয়া হলো।

'বিগ বে আর ডেড রিভার বেসিনের মাঝখানের একটা পাহাড় থেকে আসছি আমরা,' ওদেরকে জানাল আদিবাসী যুবক। 'আমার স্ত্রী আর বাচ্চা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ল কিনা। ভাবলাম শহরে নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করে দিই।'

'বিগ বে-র লোকদের খবর কিছু জানো?' জিজ্ঞেস করল ডাক্তার জিল।

মাথা নাড়ল যুবক। 'জানার কোন উপায় নেই। এক মাস হয়ে গেল একজন মানুষও চোখে পড়েনি। গাছ কাটার কাজে জঙ্গলে ব্যস্ত ছিলাম। কেন জিজ্ঞেস করছেন?'

'এদিকে একটা রোগ দেখা দিয়েছে...'

যুবকের চেহারা কালো হয়ে গেল। 'তাহলে কি আমার স্ত্রী আর...?'

'দেখে তাই মনে হচ্ছে,' অন্য দিকে তাকিয়ে বলল ডাক্তার জিল। দু'জনকেই লক্ষ করছে রানা। 'সারাটা মাস কি তুমি ওদের সাথে ছিলে?' জিজ্ঞেস করল ডাক্তার। যুবক মাথা ঝাঁকাল। 'কি খেয়েছ? কি পান করেছ? পানি বা খাবার, বাইরে থেকে আনা হয়েছিল?'

'বিপদটা ওদিক থেকে আসেনি,' জোর দিয়ে বলল যুবক। 'পুরো শীতকালের খাবার ঘরে ছিল, আর পানি খেয়েছি নিজেদের কুয়া থেকে।'

'বাইরের কিছুই খাওয়া হয়নি?'

'অন্তত গত এক মাস নয়। বাইরের একমাত্র জিনিস যেটা খাওয়া হয়েছে সেটা হলো মদ, তা-ও আমি একা খেয়েছি।' যুবক হাসতে লাগল। 'ওটাই খাই আমি, পানি ছুঁয়েও দেখি না। আমার স্ত্রী রাগারাগি করে, কিন্তু আমি তাকে বলে দিয়েছি, পানি হলো ধোয়া-মোছা কাজের জন্যে, খাবার জন্যে নয়।'

ডাক্তার জিল ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হলো, যুবকও কেন আক্রান্ত হয়নি। 'নিশ্চয়ই কোথাও কোন সূত্র আছে, দেখা যাক সয়্যারের ওরা কি বলে...,' স্নোমোবাইলে ওঠার সময় তাকে বিড়বিড় করতে দেখল রানা।

সকালের দৃশ্যটা স্মরণ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। ডেড বেসিন ফ্লু প্রতি মুহূর্তে দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। ডাক্তার জিল যাবার পর আরও প্রায় বিশজন রোগী এসেছে হাসপাতালে। চারদিক থেকে ব্যাপক মৃত্যুর খবর আসছে। শহর আর গ্রাম ছেড়ে প্রাণভয়ে পালাচ্ছে মানুষ।

*

অ্যান্টলারস ট্যাভার্নে যাবার পথে একটু ঘুরে নিজের বাড়িটা একবার দেখে নিতে এল ডাক্তার জিল। কয়েক মাইলের মধ্যে এটাই একমাত্র ফার্ম হাউস, তুষার ঢাকা ফাঁকা জায়গায় নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমে আস্তাবলে ঢুকল সে, ঢুকেই শিউরে উঠল। দুটো ঘোড়াই মরে পড়ে আছে। ছিটকে বেরিয়ে এল সে আস্তাবল থেকে, ওগুলোর পচা, বিকৃত চেহারা কোন মানুষের পক্ষে দেখা সম্ভব নয়।

মনটা এত খারাপ হয়ে গেল যে অ্যান্টলারস ট্যাভার্নে আর যেতে ইচ্ছে হলো না। বউটাও মারা যাচ্ছে, ছুটোছুটি করে কি লাভ। কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে গোটা বাড়ি ঘুরে এল ডাক্তার জিল, সবশেষে ঢুকল কিচেনে। মাটির একটা মাঝারি পাত্রে পানি ঢাকা রয়েছে দেখে আবার স্ত্রীর কথা মনে পড়ে গেল। কুয়া থেকে সেই পানি তুলে রেখে গেছে। জানে, পাইপের পানি স্বামী বিশেষ পছন্দ করে না, বাড়ি এলে কুয়ার পানি খেতে চাইবে।

দু'কাপ কফি বানিয়ে খেলো ডাক্তার জিল। বাড়ির জিনিস-পত্র এলোমেলো হয়ে আছে, সব গোছগাছ করে রাখল। সারাক্ষণ তাগাদা অনুভব করছে, ঘোড়াগুলোর একটা ব্যবস্থা করতে হবে।

অবশেষে বাড়ির পিছনে একটা গর্ত করার জন্যে বেরুল সে। মৃতদেহগুলো রশি দিয়ে বেঁধে টেনে গর্তের ভেতর ফেলল, একটা একটা করে। ইতোমধ্যে চার ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। দুটো বিয়ার খেয়ে বাড়ি ছেড়ে আবার রওনা হলো সে।

সূর্য পাটে বসেছে এই সময় অ্যান্টলারস ট্যাভার্নে পৌঁছুল ডাক্তার জিল। কাঠের তৈরি বার আর রেস্তোরাঁর সামনে আরও তিনটে স্নোমোবাইল দেখল সে।

রেস্তোরাঁর চিমনি থেকে মৃদু ধোঁয়া বেরুচ্ছে। ভেতরে ঢুকে ক্লান্ত ও উদ্বিগ্ন চেহারার পাঁচজন এয়ার ফোর্স বেস অফিসারকে দেখল সে, সবাই নীল ইউনিফর্ম পরা, অস্থির হাবভাব নিয়ে বিয়ার খাচ্ছে। নিজের পরিচয় দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল সে।

'কর্নেল বাচ কেলভিন ওয়াকি,' পাঁচজনের মধ্যে থেকে দীর্ঘদেহী একজন জিল আয়ারল্যান্ডের সাথে করমর্দন করলেন। কর্নেলের মাথায় খুব ঘন চুল, কাঁচাপাকা, তবে তাতে শুধু মাথার অর্ধেকটা ঢাকা পড়েছে, মাথার সামনের অর্ধেক কপালের মতই মসৃণ আর চকচকে। 'এখন পর্যন্ত মারকুয়েটি এলাকায় কত লোক মারা গেছে, ডা. জিল?' জানতে চাইলেন তিনি।

'অবিশ্বাস্য!' সংখ্যাটা শুনে আঁতকে উঠল একজন ক্যাপটেন। 'এ যেন অ্যালান পো-র গল্প শুনছি–রেড ডেথ!'

'শরীরে জীবাণু ঢোকার পর রোগ-লক্ষণ প্রকাশ পেতে কি রকম সময় লাগছে, জানতে পেরেছেন আপনারা?' জিজ্ঞেস করল জিল আয়ারল্যান্ড।

'কোন ঠিক নেই, এক এক জনের বেলায় এক এক রকম,' অল্প বয়েসী এক লেফটেন্যান্ট জবাব দিল। 'ধরুন, তিন ঘণ্টা থেকে তিন দিনের মধ্যে। সাবজেক্টের ফিজিকাল কণ্ডিশনের ওপর নির্ভর করে।'

'রোগটা ছড়ানোর ব্যাপারে কমন কোন ফিজিকাল ফ্যাক্টর আপনাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে কি?' বসতে বসতে জিজ্ঞেস করল জিল আয়ারল্যান্ড। রোগটা সয়্যার থেকে ডেড বেসিনে ছড়িয়েছে বলে বিশ্বাস হয় না তার। লোকজন অসুস্থ হতে শুরু করার পরপরই বিমানঘাঁটি সীল করে দেয়া হয়েছিল।

'কই, কমন কোন ফ্যাক্টর তো দেখছি না, ডা. জিল,' মাথা নেড়ে বললেন কর্নেল ওয়াকি। 'অনটোনারগন রিভার প্রজেক্টের পলিউশন কন্ট্রোল থেকে পাওয়া রিপোর্টে বলা হয়েছে, পানিতে জীবাণু আছে কিনা পরীক্ষা করার পর ছাড়পত্র দিয়েছে ওরা, ক্লাস টু ড্রিঙ্কিং ওয়াটার। এয়ার মনিটর স্যাম্পল পরীক্ষা করেও কিছু পাওয়া যায়নি, বাতাসে শুধু গত মাসের চীনা বোমা বিস্ফোরণের লো-লেবেল ফলআউট পাওয়া গেছে।'

'এয়ার ফোর্স বেসের নিজস্ব পানি সরবরাহ ব্যবস্থা আছে, তাই না?' প্রশ্নের উত্তরে মাথা ঝাঁকালেন কর্নেল ওয়াকি। ডা. জিলের ভুরু কুঁচকে উঠল। 'তাহলে তো ভেতরে থেকে ছড়ায়নি। বাইরে কোথাও থেকে এসেছে।' মুখের সামনে হাত তুলে হাই তুলল সে। 'এটা যদি অল্প আয়ুর জীবাণু হয়,' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল সে, 'এমন হতে পারে, পরীক্ষা শুরু করতে দেরি করায় পলিউশন কন্ট্রোল ওগুলোর অস্তিত্ব টের পায়নি?'

'একটা সম্ভাবনা বটে, ডা. জিল। তাই যদি হয়, আমরা হয়তো কোন দিনই জানতে পারব না শালার জিনিসটা কিভাবে ছড়াল।'

সামনে বসে থাকা লোকগুলোর দিকে একবার করে তাকাল ডা. জিল। 'কর্নেল, কিছু মনে করবেন না, একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করি। ডেড বেসিন প্লেগে আপনাদের আক্রান্ত না হবার রহস্যটা কি?'

অফিসাররা চেহারায় অস্বস্তি নিয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

'আমরা প্রতিষেধক নিয়েছি,' মৃদু কণ্ঠে বললেন কর্নেল ওয়াকি।

'হোয়াট! কিন্তু আমার জানামতে মিলওয়াওকি থেকে ভ্যাকসিনই এখনও এসে পৌঁছায়নি!' গভীর, ঠাণ্ডা চোখে কর্নেলের দিকে তাকিয়ে থাকল জিল আয়ারল্যান্ড।

'ভ্যাকসিনটা ডেভেলপ করা হয়েছে সয়্যারে,' নিচু গলায় জবাব দিলেন কর্নেল ওয়াকি। 'কৃতিত্বটা ড. ওয়ান চু নামে এক ভদ্রলোকের। মহামারী শুরু হবার পর এইচ.ই.ডব্লিউ. থেকে তাঁকে পাঠানো হয়।'

'ড. ওয়ান চু? নোবেল প্রাইজ পাওয়া ভদ্রলোক?' জিল আয়ারল্যান্ড বিস্ময় প্রকাশ করল।

'হ্যাঁ। প্রথমে তিনি বিভিন্ন ধরনের কন্ট্রোল স্টাডি করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সময় ছিল না। তাঁকে প্রায় বন্দুকের মুখে প্রতিষেধক দিতে বাধ্য করা হয়েছে।'

'কি ধরনের ঝুঁকি নিয়েছেন, বোঝেন আপনারা?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল ডা. জিল।

'ঝুঁকিটা আপনিও নিতেন,' গম্ভীর সুরে বললেন কর্নেল ওয়াকি, 'যদি নিজের চোখে দেখতেন প্রথম রোগীটা কিভাবে মারা গেল। আমার ডাক্তারী জীবনে এমন বীভৎস দৃশ্য আর কখনও দেখিনি। আগুনে সেদ্ধ করলেও কোন শরীর অমন কুৎসিত দেখায় না। প্রতিষেধক পেয়ে বেঁচে গেছি, সাইড এফেক্ট কি হবে না হবে পরে দেখা যাবে।'

ড. ওয়ান চু সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল জিল আয়ারল্যান্ড, ফোন এসেছে বলে বারটেন্ডার তাকে ডাক দেয়ায় জিজ্ঞেস করা হলো না। বারের আরেক প্রান্তে চলে এল সে, অমনি কর্নেল ওয়াকি আর তার চার সহকর্মীর মাথা এক হলো। নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে কি যেন আলাপ করছে তারা।

আবার যখন টেবিলে ফিরে এল জিল আয়ারল্যান্ড, তার চেহারা কাগজের মত সাদা হয়ে গেছে। 'আমাকে যেতে হচ্ছে, কর্নেল ওয়াকি। আমার স্ত্রীর অবস্থা ভাল নয়...'

হোয়াইট হাউস চ্যাপেল থেকে নুয়ে পড়া মাথা আর ঝুলে পড়া কাঁধ নিয়ে বেরিয়ে এলেন ডানকান ডক। যে গুরু দায়িত্ব তিনি স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে নিয়েছেন সেটা পালন করার শক্তি আর সাহস চেয়েছেন তিনি ঈশ্বরের কাছে। মারকুয়েটিতে ভ্যাকসিন পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি তাঁর দল আর শুভানুধ্যায়ীদের বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছেন, সেই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্যেও প্রার্থনা করেছেন তিনি।

এর আগে স্যাম ফোলিকে তিনি বলেছেন, 'জেনেশুনেই বিষ পান করেছি আমি, ডিয়ার সান। আমার জন্যে প্রার্থনা করো, যে কাজে হাত দিয়েছি সেটা যেন শেষ করতে পারি। যেভাবে হোক এই মহামারী ঠেকাতে হবে। এটা অমূলক আতঙ্ক নয়, সত্যিসত্যি মহামারী। তুমিও জানো।'

স্যাম ফোলিকে তিনি ভালবাসেন, নিজের ছেলে থাকলেও এরচেয়ে বেশি ভালবাসতেন কিনা সন্দেহ। দায়িত্ববোধ, কাজের প্রতি নিষ্ঠা, এবং সততা, এই

তিনটে গুণ দিয়ে প্রেসিডেন্টের মন জয় করে নিয়েছে স্যাম ফোলি। তাকে ছোটবেলা থেকে দেখছেন তিনি, ফোলির বাবা যেমন তার ক্যারিয়ার গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে, ছেলেও তেমনি তার প্রতি নিবেদিতপ্রাণ। রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে অনেক বিপদে পড়েছেন তিনি, অনেক ঘনিষ্ঠ মিত্র অবস্থা বেগতিক দেখে কেটে পড়েছে, কিন্তু স্যাম ফোলি বিশ্বস্ত অনুচরের মত সব সময় তাঁর পাশে ছিল।

তিনি বোঝেন, স্যাম ফোলি এবারের ঘটনায় খুব ঘাবড়ে গেছে। তিনি যদি নির্বাচনে না জেতেন, বেচারা ঠিকানা হারিয়ে ফেলবে।

তিনি নিজেও কি কম অস্বস্তির মধ্যে আছেন! মহামারী সম্পর্কে কত কথাই না জানেন তিনি, কিন্তু স্যাম ফোলিকে বলতে পারছেন না কিছুই···

তুষার ঝড়ের মধ্যেই স্নোমোবাইল নিয়ে রওনা হয়ে গেল জিল আয়ারল্যান্ড। কাঁচ ঢাকা জানালা দিয়ে তাকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখলেন কর্নেল ওয়াকি, বারটেন্ডারকে ডেকে বিল মিটিয়ে দিয়ে সহকর্মীদের বললেন, 'বিয়ার শেষ করুন, বেসে আমাদের অনেক কাজ পড়ে আছে।'

'বেচারা আয়ারল্যান্ড?' ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাসের সাথে বলল যুবক লেফটেন্যান্ট।

'তার মনের অবস্থা বুঝতে পারি,' একজন মেজর বলল, তিন দিন আগে সে নিজ স্ত্রীকে হারিয়েছে।

ঝড়ের মধ্যে এগোতে খুব কষ্ট হচ্ছে ডা. জিলের। কল্পনায় স্ত্রীর যন্ত্রণাকাতর মুখ দেখতে পেল সে। হাসপাতালে কি যেন তাকে বলতে চেষ্টা করছিল ও। মনে হচ্ছিল খুব জরুরি কিছু। কি হতে পারে?

হঠাৎ করে, এত দ্রুত, সে আক্রান্তই বা হলো কেন? আয়রন মাউন্টেনে ছিল ও, ওখানে কেউ আক্রান্ত হয়নি। এখনও রোগটা ছড়ায়নি ওখানে। তাহলে? ফিরে আসার সাথে সাথে কেন আক্রান্ত হলো ও?

স্নোমোবাইলের কয়েক ফিট সামনে পর্যন্ত দৃষ্টি চলে, তারপর সব ঝাপসা।

যুবক আদিবাসী কেন আক্রান্ত হলো না? তার স্ত্রী আর মেয়ে এমন কি করেছে, যা সে করেনি? ডান পাশের রাস্তাটাকে ছাড়িয়ে এল সে, ওটা তার বাড়ির পথ। ইচ্ছে হলো, আরেকবার যায় বাড়িতে, ঝড় থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, একটু বিশ্রামও নেয়া হবে। কিন্তু স্ত্রীর কথা ভেবে গেল না।

সয়্যারের সাথে এই রোগের কি যেন একটা সম্পর্ক আছে। আরেকটা কথা, এত তাড়াতাড়ি কিভাবে ভ্যাকসিন তৈরি করলেন ড. ওয়ান চু?

প্রায় খাড়া একটা ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল স্নোমোবাইল, চোখ পিট পিট করতে করতে ভিজে কপাল মুছল জিল আয়ারল্যান্ড। তুষার ঝড় আর ঠাণ্ডার মধ্যেও ঘামছে সে। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে তার, বুকে একটা ব্যথা চিনচিন করছে।

কেন, ঈশ্বর কেন? এখন কেন, আরও আগে কেন আক্রান্ত হয়নি? কি কি করেছে মনে করতে গিয়ে চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল তার। বাড়িতে কফি বানিয়ে খেয়েছে সে। কুয়ার পানি তোলা ছিল।

আরেক পাহাড়ের মাথায় উঠে এসে জিল আয়ারল্যান্ডের মনে হলো ঝড়ের

প্রকোপ কমছে। দূরে আবছাভাবে দেখা গেল মারকুয়েটির আলো। হুইল ধরা হাত দুটো কাঁপছে, মাঝে মাঝে দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে অন্য দিকে ছুটে যাচ্ছে স্নোমোবাইল। হঠাৎ আবিষ্কার করল সে, তুষার ঝড় থেমে গেছে, কিন্তু তবু চোখে ঝাপসা দেখছে সে। না, আত্মবিশ্বাস হারালে চলবে না। মারকুয়েটিতে পৌঁছুতেই হবে তাকে। মাসুদ রানাকে জরুরি কথাটা জানাতে হবে। এখন সে জানে কিভাবে ছড়াচ্ছে রোগটা। মুখ হাঁ করে বাতাস টানছে সে। থ্রটল ঘোরাতে গর্জে উঠল এঞ্জিন, গতি বাড়ল স্নোমোবাইলের।

'ওয়েল,' হাসপাতালে তার স্ত্রী তাকে এই একটাই শব্দ বলতে পেরেছিল। আর কুয়ার পানি থেকে কফি বানিয়ে খেয়েছে সে বাড়িতে। হঠাৎ, যেন নিজের খেয়ালে দ্রুত ডান দিকে ঘুরে গেল স্নোমোবাইলের নাক। হ্যান্ডেলবার বাঁ দিকে ঘোরাল জিল আয়ারল্যান্ড, চোখ পিট পিট করে ঝাপসা ভাবটা কাটাবার ব্যর্থ চেষ্টা করল।

যুবক আদিবাসী বলল, সে পানি ছুঁয়েও দেখে না।

আয়রন মাউন্টেনে ছিল তার স্ত্রী, আজও ওখানে পানির ব্যবস্থা করতে পারেনি মিউনিসিপ্যালিটি।

ওদের কুয়ায় পানি আসে ডেড বেসিন থেকে। মারকুয়েটির নিচের পানিও নদী থেকে আসে। সয়্যারেরও তাই। না, তাকে বেঁচে থাকতে হবে, হাসপাতালে না পৌঁছে মরা চলবে না। মাসুদ রানার সাথে কথা বলার পর মরতে আর আপত্তি নেই।

ঘণ্টায় ষাট মাইল গতিতে ছুটছে স্নোমোবাইল। ঝড়ে একটা গাছ পড়ে গেছে, জ্যান্ত একটা পাওয়ার লাইনের তার সহ। তারের সংস্পর্শে আসার সাথে সাথে স্নোমোবাইলকে ঘিরে নীল আগুন নাচানাচি শুরু করে দিল। রঙ বদলে গোলাপি হলো সে আগুন, দিনের মত উজ্জ্বল আলো ছড়াল চারদিকে। আগুনের মাঝখান থেকে আর্তনাদ বেরিয়ে এল জিল আয়ারল্যান্ডের। মাত্র কয়েক সেকেন্ড, পুড়ে ছাই হয়ে গেল শরীরটা। স্নোমোবাইল ছিটকে বেরিয়ে এল আগুন থেকে, কিনারা থেকে খসে পড়ল একটা গভীর খাদে। তখনও হ্যান্ডেলবার ধরে আছে লাশটা, মুখটা মারকুয়েটির দিকে ফেরানো। ঢাল বেয়ে ঝুর ঝুর করে তুষার পড়ছে, নিষ্প্রাণ আরোহী সহ স্নোমোবাইলটাকে ঢেকে ফেলছে ধীরে ধীরে।

সাত

প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কথা হবার পরদিন, শেষ বিকেল পর্যন্ত ঘুমালেন ড. ওয়ান চু। গত দশ দিনের উত্তেজনা আর উদ্বেগ তাঁকে বিধ্বস্ত করে ফেলেছে। বারবার সন্দেহটা ফিরে আসছে মনে, আবার না তাঁর হার্ট অ্যাটাক করে।

ভেবেছিলেন আজ সকালের ট্রেনে লস এঞ্জেলসে ফিরে যাবেন, কিন্তু স্যাম ফোলির টেলিফোন পেয়ে প্ল্যানটা বাতিল করতে হয়েছে তাঁকে। হোয়াইট হাউসে

আরেকটা মীটিং হবে, প্রেসিডেন্ট ডানকান ডক ইচ্ছে পোষণ করেছেন এবারের মীটিঙে তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মীরাও উপস্থিত থাকবে।

সময়মতই হোয়াইট হাউসে আবার উপস্থিত হলেন ড. ওয়ান চু। ডেড বেসিন ফ্লু-র সম্ভাব্য তাৎপর্য এবং পরিণতি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হলো। প্রেসিডেন্ট এবং ড. ওয়ান চু ছাড়াও উপস্থিত থাকল স্যাম ফোলি, লিয়ন ক্যারি, আয়ান ক্যামেরন, এবং হেলমুট কোহলার। উপদেষ্টাদের কেউ বুঝতে চাইল না যে প্রেসিডেন্ট সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

কিন্তু প্রেসিডেন্ট নিজের বক্তব্যে অটল থাকলেন। 'জেন্টলমেন, আমেরিকানদের ভাল-মন্দের জন্যে ঈশ্বর আর মানুষের কাছে জবাবদিহি করতে হবে আমাকে। যে-কোন রাজনৈতিক বিষয়ের চেয়ে তাদের নিরাপত্তা আমার কাছে সবচেয়ে বড়।' তার সাথে সম্পূর্ণ একমত হলেন ড. ওয়ান চু। ডানকান ডক মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করছেন ব্যাপারটাকে। কিন্তু তাঁর উপদেষ্টাদের কাছে একমাত্র বিবেচ্য বিষয় রাজনীতি।

পরদিন হোটেল ত্যাগ করলেন ড. ওয়ান চু, শেষ পর্যন্ত নিজের কাজে ফিরে যেতে পরছেন। কালো লিমুসিন বাইরে অপেক্ষা করছিল, লবি থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। ইউনিয়ন স্টেশনে পৌঁছে দেয়ার জন্যে প্রেসিডেন্ট সিক্রেট সার্ভিস এসকর্ট পাঠিয়েছেন তাঁর জন্যে।

'লস এঞ্জেলসগামী নিউক্লিয়ার এক্সপ্রেস বারোটায় ছ'নম্বর ট্র্যাক থেকে ছাড়বে,' একটা কম্পিউটরের বেসুরো গলা বেরিয়ে এল লাউডস্পীকার থেকে, প্ল্যাটফর্ম গেট দিয়ে তখন মাত্র স্টেশনে ঢুকছেন ড. ওয়ান চু।

ট্রেনের ক্যাব এস-এ-সি ফাইটার-বম্বারের ককপিটের মত করে সাজানো, একজন এঞ্জিনিয়ার কন্ট্রোল প্যানেলের রিডিং চেক করল। শেষ একটা কার-এ একজন কালো কন্ডাক্টর ড. ওয়ান চু-র সামনে দাঁড়াল, পথ দেখিয়ে নিয়ে এল প্রাইভেট একটা কমপার্টমেন্টে। এটা তাঁর জন্যে হোয়াইট হাউস থেকে রিজার্ভ করা হয়েছে

'যখনই কিছু দরকার হবে, ড. ওয়ান চু,' তাঁকে বলল কন্ডাক্টর, 'এই বোতামটা টিপলেই হবে, সাথে সাথে ছুটে আসবে পোর্টার।' লোকটা তাঁকে আরও জানাল, ডাইনিং কার কখন খোলা থাকবে, চেয়ারে বসলে সেফটি-বেল্ট লাগাতে হবে ইত্যাদি। বিদায় নেয়ার আগে ভ্রমণটা শুভ হবে বলে আশা প্রকাশ করল সে।

রূপালী কেস থেকে ট্যাবলেট বের করে এক গ্লাস পানির সাথে খেয়ে নিলেন ড. ওয়ান চু ভিডিস্ক্রীন চালু করে র‍্যাপার্ট-এর ডি মাইনরে সিম্ফনি শুনতে লাগলেন তিনি।

ট্রেন ছুটে চলেছে. খানিক পর জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন ড. ওয়ান চু। কাছে দূরে সবখানে শুধু মানুষ আর মানুষ। নিজেদের সংখ্যাধিক্যই মানুষজাতির জন্যে অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছে। আশির দশকের শেষ দিকে একটা এক্সপেরিমেন্টের কথা মনে পড়ে গেল তাঁর। একটা জঙ্গলে এক জাতের হরিণকে ব্যাপক হারে বংশবৃদ্ধির সুযোগ করে দেয়া হয়েছিল। জঙ্গলে যখন আর স্থানসংকুলান হচ্ছে না, হরিণগুলো মরে যেতে শুরু করল। খাবারের অভাবে নয়,

মারা যেতে লাগল মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণের ফলে–যেন ঈশ্বর স্বয়ং ওদেরকে তুলে নিতে লাগলেন। এই একই এক্সপেরিমেন্ট চালানো হয়েছে ইঁদুরের ওপরও। ফলাফল অভিন্ন। নিজেদের মধ্যে মারামারি করে মরে যেতে লাগল ওগুলো, সামান্য অসুখ থেকে সেরে উঠতে পারল না, কিছু আত্মহত্যা করল, কিছু উদ্ভট আচরণ করে নির্জীব হয়ে পড়ল। আজ উনিশশো নিরাব্বুই সালে দুনিয়ার মানুষও সেই পরিবেশে বাস করছে।

সিম্ফনি শেষ হতে চ্যানেল বদলে খবর শুনলেন ড. ওয়ান চু। চলতি বছর চীনে খাদ্য উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার শতকরা পঁয়ত্রিশ ভাগ কম হবে। ছ'জন আফ্রিকান রাষ্ট্রপ্রধান এক যুক্তবিবৃতিতে অভিযোগ করেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র টাকার জোরে আফ্রিকার খনিগুলো লিজ নেয়ার চেষ্টা করছে। রাশিয়ার বিরুদ্ধেও তাঁরা অভিযোগ তুলেছেন, জায়ারে-তে তৎপর কমিউনিস্ট গেরিলাদের সাহায্য দিচ্ছে ক্রেমলিন, বিভিন্ন খনিপ্রধান শহর দখল করে নেয়াই এই গেরিলাদের উদ্দেশ্য, যাতে রাশিয়ায় খনিজ পদার্থ সরবরাহে কোন বিঘ্ন না ঘটে। ব্যাংককের মার্কিন দূতাবাসে আবার বোমা পড়েছে, তবে অল্পের জন্যে বেঁচে গেছেন অ্যামব্যাসাডর। খরার শিকার হয়ে ভারতে চলতি মাসে মারা গেছে বারো হাজার মানুষ।

পরবর্তী তিন ঘণ্টা অ্যাডভান্স ভাইরোলজি-র ওপর লেখা একটা বইয়ের প্রুফ দেখলেন ড. ওয়ান চু, জন হপকিন্স ইউনিভার্সিটি প্রেস ছাপছে। কাজটা শেষ করে বিলাসবহুল ডাইনিং কারে চলে এলেন তিনি। কমপিউটারাইজড অর্ডারিং সিস্টেম অচল হয়ে পড়েছে, একজন পোর্টার এসে অর্ডার নিল। নিজের কম্পার্টমেন্টে ফিরে এসে লস এঞ্জেলস থেকে সাথে করে আনা ডাটা নিয়ে বসলেন তিনি। পরিবেশ দূষণের ফলে সমুদ্রগুলোর ইকোলজিতে কি ধরনের প্রতিক্রিয়া ঘটছে তারই স্ট্যাটিস্টিকাল স্টাডির ফল ওই ডাটা। পড়তে পড়তে চেহারা গম্ভীর হয়ে উঠল ড. ওয়ান চু-র।

দুঃস্বপ্নে দুবার বিঘ্নিত হলো তাঁর ঘুম। দ্বিতীয়বার যখন ঘুম ভাঙল, ট্রেন তখন গ্রেট প্লেইনস-এর ঘাস মোড়া তেপান্তরে প্রবেশ করছে। বালিশে হাত দিয়ে দেখলেন ঘামে ভিজে গেছে। আলো জ্বেলে উঠে বসলেন তিনি, বোতাম টিপে পোর্টারকে ডাকলেন। বাথরোব পরে অপেক্ষা করছেন, মঙ্গোলিয়ান চেহারার একজন লোক ঢুকল কমপার্টমেন্টে।

শেরীর অর্ডার দিলেন ড. ওয়ান চু, লোকটাকে জিজ্ঞেস করলেন সে চীনা কিনা। লোকটা ম্যান্ডারিন ভাষায় কথা বলল।

লোকটার পরিচয় জেনে খুশি হলেন ড. ওয়ান চু। দু'ঢোক শেরী পেটে পড়তেই শরীরটাও একটু চাঙা হলো। গ্লাসটা পুরোপুরি খালি হয়নি, সেটা বেডের পাশে টেবিলে রেখে খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন তিনি। হঠাৎ কি হলো চোখে! ব্যস্ত হয়ে উঠলেন তিনি। সব কেমন ঝাপসা দেখছেন কেন! 'মাই গড!' ভয় পেয়ে গেছেন, নিজের গলাও অচেনা লাগল কানে। 'আমার মাথা!' চিৎকার করে উঠলেন! 'আমি দেখতে পাচ্ছি না…!'

বিছানার ওপর ঢলে পড়লেন ড. ওয়ান চু, জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন।

দরজার তালায় চাবি ঘোরাবার আওয়াজ হলো আরও বিশ মিনিট পর।

দু'জন লোক ঢুকল ভেতরে, দু'জনেরই মঙ্গোলিয়ান চেহারা। প্রথমজন সেই পোর্টার, এখন সে একটা বিজনেস সুট পরে আছে। তার সঙ্গীটির পরনেও তাই। ধরাধরি করে অজ্ঞান বিজ্ঞানীকে দাঁড় করাল তারা।

বারো মিনিট পর ওকলাহোমা-র ছোট্ট একটা শহরে কয়েক মিনিটের জন্য থামল ট্রেন, যদিও এখানে থামার কথা নয়। মাত্র একটা কম্পার্টমেন্টের দরজা খুলে গেল, বিজনেস সুট পরা লোক দু'জন মাঝখানে ড. ওয়ান চুকে নিয়ে নেমে এল প্ল্যাটফর্মে। কন্ডাক্টরের সাথে ফিসফিস করে কিছু কথা হলো তাদের। বিশ গজ দূরে সাদা একটা অ্যাম্বুলেন্স অপেক্ষা করছিল, সেটায় তোলা হলো ড. ওয়ান চুকে।

শহরকে পিছনে ফেলে ছুটে চলল অ্যাম্বুলেন্স।

ট্রেনে করে ওয়াশিংটন ফিরছে রানা। মারকুয়েটির পরিস্থিতি নিজের চোখে দেখে ঘাবড়ে গেছে ও। নির্জলা হুইস্কি খেতে খেতে নানা প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা করছে। প্রথমেই যে ভয়টা মাথায় খেলেছে, থামাতে না পারলে এই রোগে গোটা আমিরেকা উজাড় হয়ে যাবে। ডা. জিল আয়ারল্যান্ডের হলোটা কি, ফোনে চেষ্টা করেও তার সাথে যোগাযোগ করা যায়নি।

ডেড বেসিন প্লেগে আক্রান্ত হবার পর মারা যাওয়াই ভাল, যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাবার ওটাই একমাত্র উপায়। মৃত্যুদৃশ্যগুলো মনে পড়তে বমি পেল রানার, ঘিন ঘিন করতে লাগল সারা শরীর। তাড়াতাড়ি বড় করে আরেক ঢোক হুইস্কি খেলো ও। খোদা, পরম শত্রুরও যেন এই রোগ না হয়। ডা. জিল কি সয়্যার থেকে কোন সূত্র পেলেন? আবার সেই প্রশ্নটা ফিরে এল মনে ওর, তদন্তের তালিকায় সয়্যার এয়ার ফোর্স বেসকে রাখা হয়নি কেন? নিজেকে মনে করিয়ে রাখল, সময় পেলেই ডা. জিলকে ফোন করবে ও।

রিপোর্ট করার জন্যে হোয়াইট হাউসে ঢুকে অবাক হয়ে গেল রানা, কনফারেন্স রুমে স্বয়ং প্রেসিডেন্ট অপেক্ষা করছেন। বাকি সবাইও উপস্থিত–লিয়ন ক্যারি, স্যাম ফোলি, আয়ান ক্যামেরন, এবং হেলমুট কোহলার। জার্মান কোহলারের চেহারায় গাম্ভীর্য এবং কর্তৃত্বের ভাব আগের চেয়েও যেন প্রকট।

প্রেসিডেন্টের সাথে করমর্দনের সময় তাঁর নড়াচড়া লক্ষ করল রানা। ডানকান ডকের হাবভাব এবং নড়াচড়ার মধ্যে ধীর, অলস একটা ভঙ্গি আছে; কিন্তু তারচেয়ে বেশি কাজ করে এমন একজন লোক ওয়াশিংটনে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ আছে। মাত্র সাড়ে তিন ঘণ্টা ঘুমান প্রেসিডেন্ট, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সব মিলিয়ে দু'ঘণ্টা কাটে বাইবেল পড়ে, বাকি সবটুকু সময় কাজের মধ্যে থাকেন। কাজের ফাঁকেই সঙ্গ দেন স্ত্রীকে, সেজন্যে আলাদা কোন সময় রাখা হয়নি। কর্মের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ এই ভদ্রলোকের সাহসও দুর্জয়, নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকার বহু দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তিনি। আদর্শের ব্যাপারে কখনোই আপোস করেননি। একজন আমেরিকান প্রেসিডেন্টের যা হওয়ার কথা তিনি তাই হতে চেষ্টা করেন, সব কিছুর ওপর স্থান দেন আমেরিকানদের স্বার্থ।

রিপোর্ট দেয়ার সময় ইঙ্গিতে বলল রানা, সয়্যার এয়ার ফোর্স বেসটিও তার

তদন্তের তালিকায় থাকা উচিত ছিল। ওর কথা শেষ হতেই প্রেসিডেন্ট মুখ খুললেন।

'মিস্টার মাসুদ রানা,' ধীর, ভরাট কণ্ঠে বললেন তিনি, 'আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, আমার উপদেষ্টাদের পরামর্শে, তদন্তের পরিধি আরও বড় করব আমরা। এ-ব্যাপারে মি. ফোলি আপনাকে বিশদ জানাবেন, আমি শুধু অল্প দু'একটা কথা আপনাকে বলতে ইচ্ছে করি।'

মনে মনে অবাকই হলো রানা। ওর অল্প সময়ের অনুপস্থিতিতে কি এমন ঘটল যে প্রেসিডেন্ট নিজের হাতে ব্যাপারটা সামলাতে চাইছেন।

'ড. পিটার ওয়ান চু-র নাম শুনেছেন আপনি, তিনি ডেড বেসিন ফ্লুর একটা কার্যকরী প্রতিষেধক তৈরি করতে সমর্থ হয়েছেন।' মাথা ঝাঁকাল রানা, মনে পড়ল ডা. জিলকে ফোন করেছিলেন প্রেসিডেন্ট। 'দু'দিনও হয়নি, ইউনিয়ন স্টেশন থেকে নিউক্লিয়ার ট্রেনে চড়ে লস এঞ্জেলস রওনা হন তিনি, মাঝপথে দু'জন লোক তাঁকে কিডন্যাপ করে। ওকলাহোমার ছোট্ট একটা শহরে ট্রেনটা থেমেছিল। কন্ডাক্টরের ভাষ্য অনুসারে, লোক দু'জনকে কি একটা ওরিয়েন্টাল ভাষায় কথা বলতে শোনা গেছে।'

কি ঘটছে কি, মনে মনে আঁতকে উঠল রানা।

কনফারেন্স টেবিলের ওপর পেশীবহুল, লোমশ হাত দুটো স্থির হয়ে আছে, আবার শুরু করলেন প্রেসিডেন্ট, 'ইতিমধ্যে, আমি ধরে নিচ্ছি, মিস্টার মাসুদ রানা, ডেড বেসিন ফ্লুর ভয়ঙ্করত্ব সম্পর্কে আপনি নিশ্চিত হয়েছেন।' একটা ঢোক গিলে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'শুধু জাতীয় নয়, আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার খাতিরেও ড. ওয়ান চুকে অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে আমাদের,' প্রেসিডেন্ট বলে চলেছেন, তাঁর চোখে ক্রোধ জ্বলে উঠল। 'এই গুরু দায়িত্ব, মিস্টার মাসুদ রানা, আপনার ওপর দিতে পারায় আমি স্বস্তিবোধ করছি, কারণ আপনি জাতিসংঘের প্রতিনিধিত্ব করছেন। এইটুকুই বলতে চেয়েছি আমি। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন। ধন্যবাদ।'

নিঃশব্দে আবার একবার মাথা ঝাঁকাল রানা।

প্রেসিডেন্ট চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। সবাই দাঁড়াবার পর দেখা গেল টাওয়ারের মত উঁচু হয়ে আছে তাঁর মাথা। 'মিস্টার মাসুদ রানা,' আবার তিনি বললেন, 'আপনাকে স্পেশাল একটা পাস দেয়া হচ্ছে, যখন খুশি হোয়াইট হাউসে ঢুকতে সুবিধে হবে। গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটলে সাথে সাথে আপনি আমাদেরকে রিপোর্ট করবেন, প্লিজ—দিন বা রাতের যে-কোন সময়। ড. ওয়ান চুকে দরকার আমাদের, খুব তাড়াতাড়ি!'

ওয়াশিংটন অফিস পাড়ায় কজওয়ে ইন্টারন্যাশনাল একটা সুসজ্জিত বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, কিন্তু ব্যবহার করা হয় না। ওখান থেকে সরাসরি ডায়ালে দূর পাল্লার একটা টেলিফোন কল করল সুপারম্যান। প্রায় সব অফিস ফোনে ভিডিস্ক্রীন থাকলেও, এটায় নেই। সুপারম্যান আর তার দলের লোকদের কাছে এই অফিস পাঁচ নম্বর আস্তানা হিসেবে পরিচিত।

অপরপ্রান্ত থেকে সাড়া পেয়ে সুপারম্যান বলল, 'আমাকে স্বাধীনতা দাও।'

'অথবা মৃত্যু,' প্রতিপক্ষ বলল। 'ইয়েস, সুপারম্যান?'

'অপারেশন ট্র্যান্সফার সম্পর্কে শেষ খবর,' বলল সুপারম্যান, 'স্পাইডারম্যানের নির্বাচিত এজেন্ট আজ রাতে লস এঞ্জেলস রওনা হবে।'

'তারমানে লস এঞ্জেলসে পৌঁছুবে বুধবার বিকেলে–টেডি বেকারের সাথে দেখা করার জন্যে, তাই না?'

'ঠিক তাই,' বলল সুপারম্যান। 'কি করতে হবে তুমি জানো।'

'জানি,' কর্কশ হাসির সাথে বলল লোকটা।

ডি.আই.এ. হেডকোয়ার্টারের আটতলার অফিস কামরায় পা টিপে টিপে ঢুকল রানা, চুপিসারে গিয়ে দাঁড়াল টাইপরত মেয়েটার পিছনে। ঠোঁটে অস্পষ্ট হাসি নিয়ে ঝুঁকল ও, মেয়েটার নগ্ন ঘাড়ে চুমো খেলো।

স্থির পাথর হয়ে গেল মেয়েটা। ঘাড় না ফিরিয়ে বলল সে, 'আমার ঘাড়ের ওপর একজনেরই দুর্বলতা আছে। মাসুদ রানা!' পিছন দিকে তাকাল সে। 'ফিরে এসেছ!'

'না। সে এখনও মারকুয়েটিতে রয়ে গেছে। সামনে দেখতে পাচ্ছ তার একটা ক্লোন-কে, ওভারটাইম খাটছে।'

'ওখানকার খবর কি?'

মাথা নাড়ল রানা। 'শুনতে চাইবে না।'

'এত খারাপ?'

'আরও খারাপ হতে পারে না। কি করতে বলেছিলাম, মনে ছিল?' মাথা কাত করল সিলভিয়া। 'ফলাফল?'

'হতাশাব্যঞ্জক,' ডেস্কের কিনারায় রানাকে বসতে বলল সে। 'স্যাম ফোলি আপাদমস্তক ডানকান ডকের প্রতি বিশ্বস্ত, গোপনে কলকাঠি নাড়ার লোক সে নয়, আয়ান ক্যামেরন ধোয়া তুলসীপাতা। হেলমুট কোহলার নিষ্ঠুর প্রকৃতির বটে, অবশ্যই ফ্যাসিস্ট, কিন্তু সেই সেটার সাথে তার কোন সম্পর্ক আছে কিনা জানতে পারিনি।'

'আর লিয়ন ক্যারি?' চোখ রগড়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'বিভিন্ন জাতের লোকদের সাথে মাখামাখি আছে,' বলল সিলভিয়া। 'নানা রকম গুজবও শোনা যায় তার সম্পর্কে। কিন্তু নিরেট কোন তথ্য পাইনি, এমনকি ভেতর থেকেও নয়।'

'ধ্যেৎ, তোমাকে শুধু শুধু খাটালাম। শেষ একটা প্রশ্ন, সিলি। জিনিয়া মেইন কে বলো তো?'

'জিনিয়া মেইন?' চোখে সন্দেহ নিয়ে তাকাল সিলভিয়া। 'তার সাথে কিসের কি সম্পর্ক?'

'সেটাই আমার প্রশ্ন। মারকুয়েটিতে যাবার আগে শহরতলিতে দেখেছি ওকে, সাদা একটা মিনি-কন্টিনেন্টাল চালাচ্ছিল। রাস্তা থেকে বিশালবপু এক জেনারেলকে তুলে নিল গাড়িতে–পেন্টাগনের কর্মকর্তা।'

কেমন গম্ভীর হয়ে থাকল সিলভিয়া, যেন রানার ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হতে পারেনি।

'ও কি কলগার্ল?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'খুব বড়লোকি চাল দেখলাম।'

'কি বলবে সেটা তোমার ব্যাপার, রানা,' সিলভিয়ার কণ্ঠস্বরে টক-ঝাল-মিষ্টি। 'আমি শুধু এইটুকু জানি, যাদের নিয়ে শোয় তারা সবাই টপ ক্লাস।'

'তাহলে সেটার সম্পর্কে পজিটিভ কিছুই তুমি জানতে পারোনি?' প্রসঙ্গ বদলে জিজ্ঞেস করল রানা।

'সত্যি পারিনি।'

ফোনের রিসিভার তুলে কাঁধে রাখল রানা, একহাতে ডায়াল করল, অপর হাতে সিলভিয়ার কব্জি ধরে চুমো খেলো। 'তবু ধন্যবাদ, ডার্লিং। চুক্তি বহাল থাকল, পরে আরও কাজ দিতে পারি তোমাকে।'

ফোনের অপরপ্রান্তে সাড়া পাওয়া গেল।

'মি. বুকান?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আছেন কেমন?' উত্তর শুনে হাসল ও। 'শুনুন, শুনুন। আপনার বুদ্ধি দরকার আমার।...কি বললেন?...যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাতেই চলবে আমার।'

ভুরু কুঁচকে রানার দিকে তাকিয়ে আছে সিলভিয়া।

'লোকজন কম, কেউ সাধারণত যেতে চায় না, এমন একটা জায়গার নাম বলুন,' জর্জ বুকানকে বলল রানা। 'ওখানে দেখা করব আমরা। যাবার পথে একটা বিষয় নিয়ে একটু চিন্তা করুন—সয়্যার এয়ার ফোর্স বেসের সাথে ড. ওয়ান চু-র নাম একসাথে কখনও শুনেছেন কিনা।'

'অদ্ভুত ব্যাপার, নাম দুটো তুমি একসাথে উচ্চারণ করলে,' জর্জ টাউনের বাইরে ছোট্ট একটা রেস্তোরাঁয় বসে কথা বলছে জর্জ বুকান। 'অবশ্যই সয়্যার এয়ার ফোর্স বেসের সাথে ড. ওয়ান চু-র একটা যোগাযোগ আছে।'

'কি?' অধীর আগ্রহে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পরল রানা।

একটু আগে যা বলেছে, আবারও তাই বলতে শুরু করল জর্জ বুকান। তাকে থামিয়ে দিল রানা।

'মি. বুকান, আপনাকে ঝেড়ে কাশতে হবে। আমরা আলফ্রেড হিচককের ছবিতে অভিনয় করছি না যে ফিসফাস করব। এখানে আড়িপাতা যন্ত্র থাকতে পারে না।'

অপ্রতিভ দেখাল জর্জ বুকানকে, তবে রানার ধমক খেয়ে একটু যেন সাহস পেয়েছে। 'ঠিক আছে, মিস্টার মাসুদ রানা, যেটুকু জানি বলব।' হঠাৎ ব্যগ্র একটা ভাব ফুটল চেহারায়।

'জোরে, প্লিজ।'

'আচ্ছা বাবা, ঠিক আছে। শোনো তাহলে—সয়্যার একটা এস-এ-সি বেস, কিন্তু আমেরিকান নাগরিকরা জানে না যে ওটা সি-বি-আর উইপনস আর-অ্যান্ড-ডি ফ্যাসিলিটি-ও বটে। মানে হলো—কেমিকেল, বায়োলজিক্যাল অ্যান্ড রেডিওলজিক্যাল উইপনস রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট,' বাখ্যা করল জর্জ বুকান।

'জানি,' বিড়বিড় করে বলল রানা। ওটার দায়িত্বে আছে জেনারেল ভ্যালেন্টাইন মনিয়ের, ভাবল রানা, সেই সাথে জিনিয়া মেইনের নিখুঁত দেহ-

সৌষ্ঠব ভেসে উঠল চোখের সামনে।

একটু হতাশ দেখাল জর্জ বুকানকে। 'তুমি জানো?'

টেবিলের ওপর আবার ঝুঁকে জর্জ বুকানের হাত চাপড়ে দিল রানা। 'না। প্রতিষ্ঠানের নামটা শুধু জানি। খবরটা দারুণ ইন্টারেস্টিং, বলে যান।'

চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল জর্জ বুকানের। এখনও সে তার গ্লাসে হাত দেয়নি। 'ড. ওয়ান চু-র সাথে সয়্যার বেসের সম্পর্ক হলো, ওখানে তিনি তিনমাস কাজ করেছেন–গত বছর।'

নিঃশ্বাসের পতন দ্রুত হলো রানার। কাকতালীয় ব্যাপার?

'গোটা ব্যাপারটা খুব গোপনীয়, রানা।' চোখ কুঁচকে চিন্তা করল জর্জ বুকান। 'আমাকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। হোয়াইট হাউস কর্মকর্তাদের সাথে বেশ কয়েকবার বৈঠক হয়েছে ড. ওয়ান চু-র।'

ঘুরেফিরে আবার হোয়াইট হাউস এসে গেল, ভাবল রানা। 'কে কে থাকত মিটিঙে?' জিজ্ঞেস করল ও।

'সম্ভবত সব শালাই। স্যাম ফোলি প্রেসিডেন্টের চীফ এইড, তার না থাকার প্রশ্নই ওঠে না। সবচেয়ে উৎসাহী দেখেছি হেলমুট কোহলারকে। লিয়ন ক্যারিও, আমার বিশ্বাস, থাকত মিটিঙে–সব ব্যাপারেই নাক গলানো চাই তার। এবং সম্ভবত আয়ান ক্যামেরন। তবে তার কথা নিশ্চিতভাবে জানি না। গোটা ব্যাপারটাই ছিল টপ সিক্রেট।'

'মিশিগানে যখন ছিলেন, সয়্যারে কখনও গেছেন?'

'নাহ্।'

নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল রানা, 'আচ্ছা, সি.আই.এ. সম্পর্কে কি জানেন আপনি?'

'আমরা আলফ্রেড হিচককের ছবিতে অভিনয় করছি না যে ফিসফাস করব। মিস্টার মাসুদ রানা, তোমাকে ঝেড়ে কাশতে হবে।'

মাই ব্রিদ্রেন হ্যাভ ডেল্ট ডিসীটফুলি অ্যাজ এ ব্রুক, অ্যান্ড অ্যাজ দি স্ট্রিমস অভ ব্রুকস দে পাস অ্যাওয়ে।

বাইবেল বন্ধ করে চোখও বন্ধ করলেন প্রেসিডেন্ট ডানকান ডক। তাঁর মনে আজ সন্দেহ আর সংশয় ভর করেছে। ড. ওয়ান চু কিডন্যাপ হওয়ায় উদ্বেগ তো আছেই। ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও উপদেষ্টারাও তাঁর বিরোধিতা শুরু করেছে।

মারকুয়েটিতে ভ্যাকসিন পাঠাবার নির্দেশে সই করে, উপদেষ্টাদের বিশ্বাস, তিনি তাঁর রাজনৈতিক মৃত্যুদণ্ডাদেশে সই করেছেন। ওরা সবাই এখন যে যার পথে তাঁকে টেনে আনার চেষ্টা করছে, এমনকি সবচেয়ে বিশ্বস্ত স্যাম ফোলিকেও অচেনা মানুষ বলে মনে হচ্ছে তাঁর।

স্যাম ফোলিকে তিনি ভালবাসেন, কিন্তু এ-ও জানেন যে 'ছেলেটা' মাঝে মধ্যে উদ্ভট খেয়ালের বসে অপ্রত্যাশিত আচরণও করে বসে। হঠাৎ করে এমন চাপা স্বভাবের হয়ে ওঠে যে তল পাওয়া যায় না। এ-সব কথা ভাবতে ভাবতে তাঁর দুঃখও হলো–স্যাম ফোলিকে ড. ওয়ান চু আর তার ভ্যাকসিন সম্পর্কে সব

কথা খুলে বলা সম্ভব হয়নি বলে।

এখন তাঁর ভয় হচ্ছে, স্যাম ফোলি অতি কৌতূহলী হয়ে উঠে সব না নষ্ট করে বসে। অমানুষিক পরিশ্রম আর মানসিক যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে একটা কাজ শেষ করতে যাচ্ছেন তিনি, প্রিয়জন কেউ বাধা হয়ে দাঁড়ালে তারচেয়ে দুঃখজনক আর কিছু হতে পারে না। একবারে একটা সংকট যথেষ্ট। এবং তাঁর জানা আছে কংগ্রেসে তিনি ভাষণ দেয়ার সাথে সাথে আরেকটা সংকট দেখা দেবে···।

লস এঞ্জেলসের পথে রয়েছে রানা, ড. ওয়ান চু-র কিডন্যাপিং সম্পর্কে ইতোমধ্যে পাওয়া তথ্যগুলো নিয়ে ভাবছে। তদন্ত চালাবার জন্যে যথেষ্ট নয় সেগুলো। একটা কথা ভেবে খুঁত খুঁত করছে মন–হোয়াইট হাউস কর্মকর্তাদের সাথে ড. ওয়ান চু-র মীটিং যদি টপ সিক্রেট হয়, তাহলে সয়্যার এয়ার ফোর্স বেসের সাথে তাঁর সম্পর্কটাও নিশ্চয়ই টপ সিক্রেট। সেই টপ সিক্রেট সম্পর্কটা কি জানা দরকার।

লস এঞ্জেলসের পথে রওনা হবার আগে হোয়াইট হাউসে আবার রিপোর্ট করেছে রানা। প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর উপদেষ্টাদের সয়্যার সম্পর্কে ওর সন্দেহের কথা পরিষ্কার ভাষায় জানিয়েছে ও। অবশ্য জর্জ বুকানের নাম একবারও মুখে আনেনি। ড. ওয়ান চু যে গত বছর তিন মাস সয়্যারে ছিলেন তাও জানে বলে উল্লেখ করেনি রিপোর্টে।

তবে মুখে মুখে রিপোর্ট দেয়ার সময় লিয়ন ক্যারি, হেলমুট কোহলার আর আয়ান ক্যামেরনের চেহারা লক্ষ করেছে রানা–তিনজনই কেমন যেন আড়ষ্ট হয়ে উঠেছিল। ওরা হয়তো ধরতে পেরেছে, রানা জানে।

যাক, ভালভাবেই রোপণ করা গেছে বীজ।

লস এঞ্জেলসে যাচ্ছে রানা নিউক্লিয়ার ট্রেনের নিগ্রো কন্ডাক্টর টেডি বেকারের সাথে দেখা করতে। পুলিসের কাছে দেয়া জবানবন্দিতে টেডি বেকার জানিয়েছে, মঙ্গোলিয়ান দু'জনকে ড. ওয়ান চু-র নিজের লোক বলে মনে করেছিল সে। লোক দু'জন তাকে জানায়, ড. ওয়ান চু হার্টের রোগী, এবং একটা অ্যাটাকও হয়েছে। তাদেরকে সে পরামর্শ দেয়, ট্রেনের রেডিওফোন ব্যবহার করে অ্যাম্বুলেন্স আনায় তারা। জায়গাটার নাম বাজার্ড নেস্ট, ওখানেই ট্রেন থেকে নামিয়ে অসুস্থ ড. ওয়ান চু কে অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হয়।

লোক দু'জন নিজেদের মধ্যে যে ভাষায় কথা বলে সেটাকে চীনা বলে মনে হয়েছে কন্ডাক্টরের, তবে সে নিশ্চিত নয়। ট্রেনের একজন পোর্টার, নাম গর্ডন ক্যাটলো, কিডন্যাপিঙের সময় ঘুমিয়ে পড়েছিল, যদিও ডিউটিতে ছিল সে। ফোনে ধমক দিতে রানার কাছে স্বীকার করেছে লোকটা, বিজনেস সুট পরা চীনা ভদ্রলোক অফার করায় খানিকটা হুইস্কি খেয়েছিল সে। তার ঘুম ভাঙে সাত ঘণ্টা পর। ট্রেনের আর কেউও কিছু দেখেনি বা শোনেনি। টেডি বেকারের জবানবন্দি থেকে জানা গেছে, অ্যাম্বুলেন্সটা ছিল সাদা, গায়ে কিছুই লেখা ছিল না।

বাজার্ড নেস্টে হাসপাতাল একটাই, সেখানে ড. ওয়ান চু নামে কোন রোগীকে ভর্তি করা হয়নি। মঙ্গোলিয়ান বা কোন চীনাকেও হাসপাতালের ধারে কাছে দেখা যায়নি। দেখেশুনে মনে হচ্ছে, রহস্যময় অ্যাম্বুলেন্সটাকে ওকলাহোমার

ঘাসমোড়া তেপান্তর গ্রাস করে নিয়েছে।

লস এঞ্জেলসে এক মেয়ের সাথে দেখা করল রানা, ডি.আই.এ. গাড়ির চাবি পেল তার কাছ থেকে। বিদায় নেয়ার আগে রানাকে জানাল, পরবর্তী তিন দিন পালা করে ডিউটি দেবে টেডি বেকার, এখন তাকে বাড়িতেই পাওয়া যাবে। ধন্যবাদ জানিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল রানা, শহরতলির দিকে যাচ্ছে ও। টেডি বেকার ওদিকেই থাকে।

'চিয়াং আর ফেং,' আপনমনে বিড়বিড় করল রানা। ড. ওয়ান চু-র কিডন্যাপার ওরা। 'চীনা, না নর্থ কোরিয়ান? ভিয়েৎনামিজ, না কোরিয়ান সি.আই.এ.? কারা ওরা?'

ড. ওয়ান চু-র কিডন্যাপিঙে সি. আই. এ-র হাত থাকতে পারে? অসম্ভব কি! ওরা আজকাল অভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও গোপনে নাক গলাচ্ছে, এটা কি শুধুই গুজব?

পাঁচতলা অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের সামনে গাড়ি থেকে নামল রানা। এলিভেটর আছে, বিদ্যুৎ নেই, সিঁড়ি ভাঙো। টেডি বেকার পাঁচতলায় থাকে। ধীরেসুস্থে উঠল রানা, হাঁফিয়ে লাভ কি। কন্ডাক্টরের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে পপ সংগীতের আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। লোকটা কানে কম শোনে, ধারণা করল রানা, তা না হলে এত জোরে বাজায় কেউ! কথা বলে খুব আরাম পাওয়া যাবে!

কলিংবেলের বোতামে চাপ দিতে যাবে, দেখল দরজা ভেড়ানো রয়েছে। কবাট সামান্য একটু ফাঁক, সন্দেহ জাগার জন্যে যথেষ্ট। নিঃশব্দে মাথাটা বাড়িয়ে কবাটে কান ঠেকাল রানা। কর্ণকুহরে সংগীত রস ছাড়া আর কিছু বর্ষিত হলো না।

আঙুলের ডগা দিয়ে দরজা পরীক্ষা করল রানা। বুঝল, চাপ দিলে সহজেই খুলে যাবে। দরজার পাশের দেয়ালে গা ঠেকিয়ে দাঁড়াল ও, সামনের দিকে একটা পা বাড়িয়ে হঠাৎ ধাক্কা দিল কবাটে।

ভেতর দিকে দেয়ালে সশব্দে বাড়ি খেলো কবাট, সাথে সাথে পা টেনে নিয়েছে রানা।

অ্যাপার্টমেন্টের ভেতর থেকে পরপর তিনটে গুলির আওয়াজ বেরিয়ে এল। বুক সমান উঁচুতে, রানার পিছনের দেয়ালে লাগল বুলেটগুলো, ঝর ঝর করে খসে পড়ল গুঁড়ো প্লাস্টার। বিড়ালের মত ক্ষিপ্র, মেঝেতে শুয়ে পড়ল রানা, শোল্ডার হোলস্টার থেকে এক ঝটকায় বের করে আনল পয়েন্ট থারটিএইট। অস্ত্র ধরা হাতটা চৌকাঠের দিকে বাড়াল।

আরও তিনটে গুলির শব্দ হলো, এবার রানার অস্ত্র থেকে। গুলি করেই হাতটা স্যাঁৎ করে টেনে নিল ও। খোলা দরজার দিকে চোখ রেখে স্থির পড়ে থাকল মেঝেতে।

প্রথমে গানের আওয়াজ ছাড়া কিছুই শুনল না। আরও সজাগ করল রানা কান দুটো। অ্যাপার্টমেন্টের আরেক দিকে ভেনিশিয়ান ব্লাইন্ড নড়ে ওঠার শব্দ পেল ও। আওয়াজ না করে দাঁড়াল। লাফ দিল অকস্মাৎ, চৌকাঠে পা নামতেই গুলি করল আবার, আরেক লাফে ফিরে এল আগের জায়গায়। কান দুটো সজাগ হলো আবার। এক মুহূর্ত পর মাথা আর কাঁধ নিচু করল ও, অস্ত্রটা দু'হাতে ধরে অ্যাপার্টমেন্টের ভেতর ঢুকল।

লোকটা রেলে চাকরি করে, থাকেও রেললাইনের মত একটা অ্যাপার্টমেন্টে। কামরাগুলো একটা সরল রেখায়, একটার পর আরেকটা। প্রতিটি কামরায় ঢুকে দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেল রানা, জানে শেষ কামরাটার নিচে প্রায় অন্ধকার একটা গলি আছে। ওই গলিটায় দাঁড়িয়েই মরছে ধরা লোহার সিঁড়িটা দেখেছে ও বাড়ির চারদিকে চক্কর দেয়ার সময়।

এখন বুঝতে পারছে বাদামী রঙের ডিজেল কমপ্যাক্টটা কে রেখেছিল ওখানে। তখন অবশ্য কেউ ছিল না গাড়িটায়।

শেষ কামরাটায় ঢোকার সাথে সাথে নিচ থেকে গাড়ির দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ ভেসে এল। পরমুহূর্তে গর্জে উঠল ডিজেল এঞ্জিন। কামরার এক কোণে ফায়ার-এস্কেপ সিঁড়ির দরজা, কিন্তু ভেতর থেকে তালা দেয়া। পাশেই একটা জানালা, ভেনিশিয়ান ব্লাইন্ড দুলছে।

জানালা দিয়ে উঁকি দিল রানা, এ-পথেও ফায়ার-এস্কেপ সিঁড়িতে যাওয়া যায়। নিচের গলিতে গাড়িটা চলতে শুরু করেছে। এখন আর ওটাকে থামাবার কোন উপায় নেই। মেইন রোডে উঠল কমপ্যাক্ট, ড্রাইভিং সিটে বসা লোকটাকে পলকের জন্যে দেখতে পেল ও। চ্যাপ্টা, নাক, সম্ভবত একজন চীনাই। চিয়াং বা ফেং, দু'জনের একজন হবে।

তারমানে টেডি বেকারের কাছে তার আগে পৌঁচেছে ওরা। কাজেই লোকটার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। কিন্তু কোথায় সে?

খোলা জানালার উল্টোদিকে একটা চেয়ার, দেয়ালের দিকে ঘোরানো। সরাসরি নয়, ঘুরে এগোল রানা। যা ভেবেছিল তাই। গদিমোড়া চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছে নিগ্রো কন্ডাক্টর, পা দুটো সুতো ওঠা কার্পেটে লম্বা করে দিয়ে। সিট থেকে অনেকটাই নেমে এসেছে শরীর, বোঝাই যায় প্রাণ নেই। চোয়াল আর চোখ এত ফাঁক, আর বুঝি একচুল বাড়ানোও সম্ভব নয়।

দুই ভুরুর মাঝখানে নিখুঁত একটা গর্ত, সেটা থেকে রক্ত বেরুচ্ছে।

স্টেরিওটা বন্ধ করে দিল রানা। ও চলে যাবার পর শুনবে কে!

আট

ইউনিয়ন স্টেশন থেকে বেরিয়ে এসে রানা দেখল ফুটপাথের ধারে কালো লিমুসিনটা অপেক্ষা করছে। এইটুকু হেঁটে আসতেই অনেক লোকের চোখে পড়ে গেল ও। লম্বা শরীর, দীর্ঘ পদক্ষেপ, শান্ত হাবভাবের মধ্যেও টের পাওয়া যায় লাগাম টেনে সামাল দেয়া হয়েছে ক্ষিপ্র একটা গতিকে; পরনে অ্যাশ কালারের দামী ট্রপিক্যাল সুট, পপলিনের সাদা শার্ট, গলায় হালকা নীল টাই। মায়াময় শান্ত চোখে গভীর দৃষ্টি, চেহারায় সামান্য গাম্ভীর্য। পথিকরা সসম্ভ্রমে পথ করে দিল ওকে।

ওকে নিয়ে হোয়াইট হাউসের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেল গাড়িটা।

ওভাল অফিসে ঢুকে আজও রানা উপদেষ্টাদের সাথে প্রেসিডেন্টকে দেখল। সহাস্যে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন তিনি, তবু বুঝতে অসুবিধে হয় না, ভদ্রলোক ভারি উদ্বেগ আর অশান্তির মধ্যে আছেন। রানা লক্ষ করল, বাকিরাও কেউ সুখে নেই। স্যাম ফোলি, লিয়ন ক্যারি, আয়ান ক্যামেরন, হেলমুট কোহলার–সবার মধ্যেই ছটফটে একটা ভাব।

কিডন্যাপারদের ধরার ব্যাপারে কোন সূত্র পাওয়া যায়নি, শুনে থমথমে হয়ে উঠল তাদের চেহারা। স্থির পাথর হয়ে গেল সবাই যখন শুনল টেডি বেকার কিডন্যাপারদের হাতে নৃশংসভাবে খুন হয়েছে।

'টেডি বেকার তার জবানবন্দিতে,' প্রেসিডেন্টকে বলল রানা, 'ঠিক কথাই বলেছিল–কিডন্যাপাররা মঙ্গোলিয়ান বা ওরিয়েন্টাল।'

কার্পেটে পা ঠুকে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল হেলমুট কোহলার, জার্মান ভাষায় কাকে যেন অভিশাপ দিল। সেক্রেটারি অভ স্টেটস লিয়ন ক্যারি গুঙিয়ে উঠে নাক থেকে চশমা নামাল, হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে সজোরে চোখ রগড়াতে শুরু করল সে। খস খস করে একটা প্যাডে কি যেন লিখল আয়ান ক্যামেরন। আর স্যাম ফোলি একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল প্রেসিডেন্টের দিকে, যেন একটা ব্যাখ্যা পাবার জন্যে অপেক্ষা করছে।

কিন্তু প্রেসিডেন্ট শুধু অনুরোধ করলেন, 'বলে যান।'

'সাদা অ্যাম্বুলেন্সটা হাসপাতালে পৌঁছায়নি, রাতের অন্ধকারে স্রেফ হাওয়া হয়ে গেছে।'

'কিন্তু অ্যাম্বুলেন্স একটা ছিল!' চাপা কণ্ঠে প্রায় গর্জে উঠল হেলমুট কোহলার। 'এটাকে একটা সূত্র বলে মনে করছেন না কেন?'

কন্ডাক্টরের দুই ভুরুর মাঝখানে নিখুঁত ফুটোটা স্মরণ করল রানা। 'ওটার কথা শুধু টেডি বেকারের জবানবন্দিতে পাওয়া গেছে। সত্যি-মিথ্যে যাচাই করা এখন আর সম্ভব নয়,' বলল রানা।

'এ কি মেনে নেয়া যায়?' সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল আয়ান ক্যামেরন। 'ড. চু তো আর দুনিয়ার বুক থেকে হারিয়ে যেতে পারেন না! তাঁর কমপার্টমেন্টে আঙুলের ছাপ পাওয়া যায়নি, মিস্টার মাসুদ রানা?'

ক্লান্ত একটু হাসি দেখা গেল রানার ঠোঁটে। 'কিডন্যাপারদের অত বোকা মনে করলে ভুল করব আমরা। ওখানে শুধু ড. ওয়ান চু-র আঙুলের ছাপ পাওয়া গেছে।'

'আমাদের তদন্ত তাহলে কোন্ পথে এগোবে?' জিজ্ঞেস করলেন ডানকান ডক।

'সয়্যার এয়ার ফোর্স বেসের সাথে তাঁর একটা সম্পর্ক ছিল, মি. প্রেসিডেন্ট,' সুযোগ বুঝে প্রসঙ্গটা তুলল রানা। তারপরই সিদ্ধান্ত নিল, তাস খেলার একটা কৌশল ব্যবহার করবে। 'আপনাদের সাথে শেষবার কথা বলার পর আমি জানতে পেরেছি, সয়্যারে জীবাণু নিয়ে গবেষণা চালানো হয়েছে।'

'উদ্ভট চিন্তার লাগাম টানুন, মিস্টার মাসুদ রানা,' সকৌতুকে হেসে উঠে বলল আয়ান ক্যামেরন। 'আপনি নিশ্চয়ই বলতে চাইছেন না ড. চু-কে এয়ার

ফোর্স কিডন্যাপ করেছে?'

কিন্তু রানা হাসল না। 'কেউ নিশ্চয়ই করেছে, এবং চিয়াং আর ফেং ভাড়াটে কিডন্যাপার মাত্র। আমি আসলে যে-কোন পেন্টাগন সূত্র চেক করে দেখতে চাই।' ইতোমধ্যে ড. ওয়ান চু-র অতীত ইতিহাস প্রায় সবটুকু জেনে নিয়েছে রানা। লস এঞ্জেলস থেকে সিলভিয়াকে ফোন করে চেক করতে বলেছিল, ইউনিয়ন স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে আবার ফোন করে প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য জেনে নিয়েছে। সরকারের হয়ে ছ'বছর কাজ করেছেন ড. ওয়ান চু, কোথায় কোথায় কি কি কাজ করেছেন তিনি, এ-সব অবশ্যই ক্লাসিফায়েড তথ্য! পেন্টাগন প্রসঙ্গ তোলার সময় উপদেষ্টাদের মুখের ভাব মনোযোগের সাথে লক্ষ করল রানা।

'বেশ তো, ঠিক আছে,' প্রেসিডেন্ট বললেন, 'আপনি যদি মনে করেন সয়্যারে তদন্ত চালানো দরকার, চালান–আপত্তি কি।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ, মি. প্রেসিডেন্ট,' উপদেষ্টাদের মুখের ওপর বিজয়ীর হাসি হাসার লোভটা অতি কষ্টে সংবরণ করল রানা। 'হাতের কাজটা শেষ করেই সয়্যারে যেতে চাই আমি...'

'হাতের কাজ, মি. রানা?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল হেলমুট কোহলার।

'পরিচিত শত্রু এজেন্ট আর ডাবল এজেন্টদের ফাইলগুলো দেখব একটু,' বলল রানা। সিলভিয়ার সাথে আগেই কথা হয়েছে ওর, ফাইলগুলো যোগাড় করে রাখবে সে। হঠাৎ একটা আইডিয়া খেলে গেল মাথায়। সিলভিয়াকে আরেকটা কাজ দেয়া যেতে পারে। সি. আই. এ-তে তার নিজস্ব কন্ট্যাক্ট আছে, তাকে দিয়ে যদি কয়েকজন লোকের ফাইল আনানো যায়।

'তারমানে সয়্যারে যেতে আপনার দেরি হবে?' জিজ্ঞেস করলেন প্রেসিডেন্ট।

'না–নতুন একটা আইডেনটিটি কার্ড পেতে যে সময় লাগবে তার মধ্যেই হাতের কাজ শেষ করে ফেলব আমি,' বলল রানা। উপস্থিত পাঁচজনই বিস্মিত হলো ওর কথায়।

'নতুন আইডেনটিটি?' জিজ্ঞেস করল লিয়ন ক্যারি।

'সয়্যার থেকে যদি কিছু না পাওয়া যায়,' ব্যাখ্যা করল রানা, 'তাহলে ডি.আই.এ., হোয়াইট হাউস, সংশ্লিষ্ট আমরা সবাই একটু অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়ব। কাজেই আমার অফিশিয়াল পরিচয়ে ওখানে না যাওয়াই বোধহয় ভাল।'

এই ব্যাখ্যায় খুশি হলো সবাই।

'কোন্ পরিচয়ে আপনি যেতে চান তাহলে?' জিজ্ঞেস করলেন প্রেসিডেন্ট।

'এয়ার ফোর্সের একজন সদস্য হিসেবে গেলে কেউ কিছু সন্দেহ করবে না।'

আবার সকৌতুকে হাসল আয়ান ক্যামেরন। 'ব্যাপারটা সত্যি সত্যি চোর-পুলিস খেলার মত লাগছে! ঠিক যেমন সিনেমায় দেখা যায়।'

অগ্নিদৃষ্টি হেনে তাকে দগ্ধ করল হেলমুট কোহলার। 'হেসো না, আয়ান,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল সে। 'এটা কোন হাসির ব্যাপার নয়।'

রানা বেরিয়ে আসার পরপরই হোয়াইট হাউস গরম হয়ে উঠল। মিশিগানের আপার পেনিনসুলায় ড. ওয়ান চু-র ভ্যাকসিন ব্যবহার করার অনুমতি-পত্রে সই

করেছেন প্রেসিডেন্ট ডানকান ডক, খবরটা জেনে ফেলেছে কংগ্রেস সদস্যরা। খবরটা ফাঁস হয়েছে মারকুয়েটি কমিউনিটি হাসপাতাল থেকে, নিজস্ব সাংবাদিকের বরাত দিয়ে ছাপা হয়েছে দি• ওয়াশিংটন পোস্টে। এবং রিপাবলিকানরা, যেমন ভাবা হয়েছিল, সুযোগ পেয়ে বর্তমান প্রশাসনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

ওহায়ওর ওয়াল্টার হিল, সিনেটের সিনিয়র রিপাবলিকান এবং শক্তিশালী ন্যাশনাল হেলথ সাবকমিটির চেয়ারম্যান, হোয়াইট হাউসে হাজির হলো সকাল সাতটায়, উত্তেজনায় লালচে আগুন হয়ে আছে চেহারা। পিছু পিছু এল তার সাবকমিটির চারজন রিপাবলিকান সদস্য, সরকারী প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অভ হেলথ-এর তিনজন বিজ্ঞানী, এবং এইচ.ই.ডব্লিউ. থেকে দু'জন উপদেষ্টা। ভেতরে ঢোকার পরপরই তাদেরকে পথ দেখিয়ে ওয়েস্ট উইং-এর কনফারেন্স রুমে নিয়ে আসা হলো।

কনফারেন্স রূমের একটা উঁচু টেবিলে রেখে কাগজ পত্র নাড়াচাড়া করছিল স্যাম ফোলি, দলটাকে দেখে আক্ষরিক অর্থেই কুঁকড়ে গেল সে। ওয়াল্টার হিলের চেহারা লক্ষ্য করেই যা বোঝার বুঝে নিল সে–রিপাবলিকানরা রক্তপান করার জন্যে তৈরি হয়েছে। এটা তাদের অনেক পুরানো একটা ইচ্ছে–১৬০০ নং পেনসিলভ্যানিয়া অফিসে ডানকান ডক শপথ নেয়ার পর থেকেই ইচ্ছেটা তাদের মনে জন্ম নেয়। আজ সুযোগ পাওয়া গেছে, ডানকান ডককে তারা ক্রুশে বিদ্ধ করবে।

নার্ভাস ভঙ্গিতে গলা পরিষ্কার করল স্যাম ফোলি, সবাই বসার পর বলল, 'সিনেটর হিল, সত্যি আপনাকে ধন্যবাদ দিতে হয়–বৈঠকে যোগ দেয়ার আহ্বানে এত তাড়াতাড়ি সাড়া দিলেন।'

ছোট্ট কৌশলটা ডানকান ডকের মাথা থেকে বেরিয়েছে। মারকুয়েটি সম্পর্কে খবরটা ফাঁস হয়ে গেছে জানার পরপরই রিপাবলিকানদের সাথে যুদ্ধে যতটা পারা যায় এগিয়ে থাকার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। ওরা দাবি করার আগে নিজেই মীটিং ডাকেন। প্রচণ্ড চাপের মুখেও ধৈর্যের সাথে কৌশল প্রয়োগ করতে পারা প্রেসিডেন্ট ডানকান ডকের মস্ত একটা গুণ, এবং তাঁর এই গুণটির ভারি ভক্ত স্যাম ফোলি।

আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ওয়াল্টার হিল, মনে হলো ছোট্ট একটা লাল আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরিত হতে চলেছে। 'ঈশ্বরের দিব্যি, ডেড বেসিন ফ্লু সম্পর্কে আসল রহস্যটা না জেনে হোয়াইট হাউস থেকে কেউ আমরা বেরুব না, ফোলি! নিজেদের কি ভেবেছ তোমরা, দেশবাসীকে কিছুই জানতে না দিয়ে একটা মহামারী নিয়ে বিপজ্জনক খেলায় মেতে উঠেছ? আই ডিম্যান্ড অ্যান এক্সপ্লানেশন! মুখস্থ প্যাচাল বাদ দিয়ে সরাসরি প্রসঙ্গে এসো।' আবার নিজের আসনে বসে হিংস্র দৃষ্টিতে টেবিলের মাথায় বসা ব্যক্তিত্বের দিকে তাকাল সিনেটর। ঠাণ্ডা, শান্ত চোখে প্রেসিডেন্টও তার দিকে তাকিয়ে আছেন।

'সংক্ষেপে ব্যাপারটা হলো, জেন্টলমেন,' শুরু করল স্যাম ফোলি, 'চমকে দেয়ার মত ভয়াবহতা নিয়ে মিশিগানের আপার পেনিনসুলাতে একটা ভাইরাস এপিডেমিক দেখা দিয়েছে। এখন পর্যন্ত আমরা জানতে পারিনি কিভাবে রোগটা

ছড়াতে শুরু করল। তবে একটা ভ্যাকসিন তৈরি করা হয়েছে, কৃতিত্বটা নোবেল প্রাইজ বিজয়ী ড. পিটার ওয়ান চু-র…'

'সে ভদ্রলোক এখানে উপস্থিত নন কেন?' টেবিলে ঘুসি মেরে জিজ্ঞেস করল সিনেটর হিল 'আমাদের প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্যে তাঁকে কেন আমরা পাচ্ছি না?' সে লক্ষ করল, তার বড়সড় দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে প্রেসিডেন্টের সাথে একা শুধু চীফ এইড রয়েছে, বাকি সবাই চুপচাপ।

'সান ফার্নান্ডো ভ্যালির একটা স্যানাটোরিয়ামে রয়েছেন তিনি,' উত্তর দিল স্যাম ফোলি, সিনেটরের চোখের দিকে তাকাল না। 'এইচ.ই.ডব্লিউ., ক্যালিফোর্নিয়ায় ফেরার পথে গুরুতর স্ট্রোকে আক্রান্ত হন ড. ওয়ান…'

'ঠিক তোমাদের সুবিধেমত সময়ে,' ক্ষোভ প্রকাশ করল সিনেটর।

'দুঃখিত, কিন্তু এই মুহূর্তে ড. ওয়ানকে আমরা পাচ্ছি না। এবার ফ্লু প্রসঙ্গে…'

'ফ্লু? বাজে প্যাচাল বাদ দেবে, ফোলি?' আবার বাধা দিল সিনেটর।

একজন রিপাবলিকান বলল, 'মারকুয়েটিতে ওরা রোগটাকে ডেড বেসিন প্লেগ বলছে, মি. ফোলি।'

'আমার মতে, নামকরণে ভুল হচ্ছে,' জবাব দিল স্যাম ফোলি। 'আতংক ছড়াবার কোন ইচ্ছে আমাদের নেই, জেন্টলমেন।'

'কেন, কেন আপনি বলছেন নামকরণে ভুল হচ্ছে?' একজন স্বাস্থ্য বিজ্ঞানী প্রশ্ন করল। 'সাধারণত ভাবা হয়, নির্দিষ্ট একটা ব্যাকটেরিয়াম দ্বারা রোগ ছড়ালে সেটা প্লেগ। ব্যাকটেরিয়ামের নাম—পাস্তুরেলা পেসটিস। কিন্তু অন্য একটা সংজ্ঞাও আছে, মি. ফোলি। যে মহামারীতে ব্যাপক প্রাণহানি ঘটে সেটাও প্লেগ। অজেয় ভাইরাস, ব্যাপক মৃত্যুহার, অকস্মাৎ সংক্রমণ, বহু লোকের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়া—এসব দেখা গেলে তাকে প্লেগ না বলে উপায় নেই।'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে বিজ্ঞানীর যুক্তি সমর্থন করল স্যাম ফোলিও, চোখ নামিয়ে হাতের নোটবুকটা দেখে নিল একবার। কোন সন্দেহ নেই ওরা রক্তপান করতে এসেছে।

'ফোলি, সময় হয়েছে তোমরা এবার কোদালকে কোদাল বলবে,' সিনেটর ওয়াল্টার হিল তাগাদা দিল। 'পাঁয়তারা না কষে রোগটা সম্পর্কে খুলে বলো আমাদের।'

বৈঠকের এই পর্যায়ে নার্ভাস ভঙ্গিতে প্রেসিডেন্টের দিকে তাকাল স্যাম ফোলি। চীফ একজিকিউটিভ ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালেন।

'ন্যায্য দাবি, সিনেটর,' বলল স্যাম ফোলি। 'আপনারা যখন বিশেষজ্ঞ নিয়ে হাজির হয়েছেন, আমরাও একজন বিশেষজ্ঞের সাহায্য নেব।' দরজায় দাঁড়ানো গার্ডকে ইঙ্গিত দিল সে। 'ভদ্রলোক,' সদ্য পাশে এসে দাঁড়ানো ছোটখাট, বৃদ্ধ লোককে দেখাল সে, 'ড. আলেকজান্ডার ফুলারটন, জন হপকিন্স ইউনিভার্সিটির। মাইক্রোবায়োলজিস্ট হিসেবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি আছে তাঁর, এখানে আমরা তাঁকে ড. ওয়ান চু-র ভূমিকা পালন করতে দেখব।'

'মি. প্রেসিডেন্ট, সিনেটর ওয়ালটার হিল, জেন্টলমেন,' ড. ফুলারটন শান্ত

সুরে শুরু করলেন, 'ভাইরাসের প্রকৃত স্বভাব জানা...'

বাধা দিল সিনেটর হিল, 'ড. ফুলারটন, আমাদেরকে ফুল বানাতে হলে আরও জোরে কথা বলতে হবে...'

সবাই একটু হাসল, শুধু প্রেসিডেন্ট আর স্যাম ফোলি বাদে।

হাসি হাসি মুখেই বৃদ্ধ ড. ফুলারটন মাথা ঝাঁকালেন। 'ভাইরাসের প্রকৃত স্বভাব জানা এখনও সম্ভব হয়নি। আমরা ইতিমধ্যে সব ধরনের ক্যান্সার ভাল করতে শিখেছি, কিন্তু মাইক্রোবায়োলজিতে আমাদের সাফল্য মোটেও আশাপ্রদ নয়। এখনও এমন অনেক ভাইরাস আছে, যার সম্পর্কে কিছুই আমরা জানি না। এখনও আমরা পুরোপুরি নিশ্চিত নই ভাইরাস একটা লিভিং অর্গানিজম, নাকি কেমিক্যাল বা মলিকিউলার পদার্থ—যেটা জ্যান্ত টিস্যুতে রিপ্রডিউস করার ক্ষমতা রাখে। আমি, ব্যক্তিগতভাবে, জানি না যে...'

'কি জানেন সেটা শুনতে চাই,' সিনেটরের গলা থেকে চাপা গর্জন বেরিয়ে এল।

চোখ পিট পিট করে তাকালেন বৃদ্ধ বিজ্ঞানী, পিছনের প্রজেকশন স্ক্রীনের দিকে তাকিয়ে নিচু গলায় বললেন, 'আলো নেভান, প্লিজ।'

দরজার কাছে দাঁড়ানো গার্ড কয়েকটা বোতাম টিপে আলো নেভাল। কনফারেন্স টেবিলের এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকা একজন অডিও-ভিডিও টেকনিশিয়ান একটা স্লাইড প্রজেক্টর চালু করল। স্ক্রীনে একটা ইমেজ ফুটে উঠল—পিরামিড আকৃতির, কিনারাগুলো নরম আর কণাবহুল।

'স্ক্রীনে আপনারা, জেন্টলমেন, একটা ডেড বেসিন ভাইরাস দেখতে পাচ্ছেন,' বললেন, ড. ফুলারটন। 'আটলান্টা ডিজিজ কন্ট্রোল সেন্টার এটার নামকরণ করেছে, ফেজ টি-নাইন প্লাস। আলোচনার সময় এই নামটাই ব্যবহার করব আমি।

'ফেজ টি-নাইন প্লাস এসিড বাথ, অ্যালকালিজ, এবং কস্টিক গ্যাস রেজিস্ট করতে পারে। এটার সাথে খুব কাছাকাছি মিল আছে এর আগে অ্যানটার্কটিকে পাওয়া একটা ভাইরাসের সাথে, ওগুলো ওখানে অ্যালজি অর্থাৎ এক ধরনের সীউইডকে আক্রমণ করে। অ্যান্টার্কটিক এলাকার জীব-জন্তু যারা অ্যালজি খেকো মাছ খায় তাদের টিস্যুতে অচল অবস্থায় এই ভাইরাস পাওয়া গেছে।'

প্রজেক্টর ক্লিক করে উঠল, ফেজটি-নাইন প্লাসের আরেকটা মাইক্রোস্কোপিক ক্লোজ-আপ ফুটে উঠল স্ক্রীনে।

'আমাদের উদ্বেগের কারণ,' আবার শুরু করলেন বৃদ্ধ বিজ্ঞানী ফুলারটন, 'ফেজ টি-নাইন প্লাস আর অ্যান্টার্কটিক ভাইরাসের মধ্যে পার্থক্যটুকু। টি-নাইন প্লাসের গায়ে দুর্ভেদ্য একটা আবরণ রয়েছে, যার সাহায্যে যে-কোন আক্রমণ ঠেকাতে পারে সে। এখনও জানা যায়নি এটা অ্যান্টার্কটিক ভাইরাসের পরিবর্তিত রূপ কিনা। আলো, প্লিজ।'

আলো আসার পর ফুলারটন বললেন, 'আমরা আরও জানতে পারিনি টি-নাইন প্লাস কেন ট্র্যান্সফার হয়। এটা যদি অন্য কোন ভাইরাসের পরিবর্তিত রূপ হয়ে থাকে, তাহলে ধরে নিতে হয় রূপ পরিবর্তনের সাথে সাথে আলাদা একটা

বৈশিষ্ট্যও লাভ করেছে–মানুষের শরীর পেলে সচল, উগ্র, অর্থাৎ বিষাক্ত হয়ে উঠতে পারে। এটা প্রায়ই ঘটতে দেখা গেছে যে এক হোস্ট থেকে আরেক হোস্টের শরীরে আর্টিফিশিয়াল ট্র্যান্সফার করা হলে অচল ভাইরাস সচল হয়ে ওঠে। এর কারণ আজও মাইক্রোবায়োলজিস্টরা পুরোপুরি বোঝে না।'

'আপনি আর্টিফিশিয়াল ট্র্যান্সফার বললেন?' ন্যাশনাল হেলথের একজন জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ,' জবাব দিলেন ফুলারটন, 'ল্যাবরেটরি অপারেশনের কথা বলছি। কিন্তু প্রকৃতির ক্ষেত্রে, হোস্ট যখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, একটা ভাইরাস তখন জ্যান্ত অন্য কোন টিস্যু খুঁজে নেয়। আমি কিন্তু এ-কথা বলছি না যে টি-নাইন প্লাস পরিবর্তনশীল ভাইরাস বা এক হোস্ট থেকে আরেক হোস্টে ট্র্যান্সফার হয়ে সচল হতে পারে…'

বাধা দিল সিনেটর হিল, 'তাহলে কি আপনি বলতে চাইছেন, ডক্টর?'

'আমি বলতে চেষ্টা করছি,' চেহারায় খানিকটা অস্বস্তি নিয়ে বললেন ফুলারটন, 'একটা ভাইরাস অনির্দিষ্টকাল নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকতে পারে, এবং তারপর হঠাৎ করে একসময় কোন আদর্শ হোস্টের শরীরে ঢুকে অবিশ্বাস্য দ্রুত হারে সংখ্যাবৃদ্ধি করতে পারে। কেন ওগুলো সক্রিয় হয়ে ওঠে, আজও পরিষ্কার জানা সম্ভব হয়নি।'

'সাদামাঠা ভাষায় বোঝাতে পারেন কি, এই ভাইরাস কোত্থেকে কিভাবে মিশিগান আপার পেনিনসুলায় এল?' সরাসরি প্রশ্ন করল সিনেটর হিল।

'অনেকভাবেই তো আসতে পারে। অ্যান্টার্কটিকে যে মাছ আছে, ওগুলোর কথা ধরুন। ওখানে যে টেমপারেচার, তাতে মাছের শরীরে ভাইরাসটা নিষ্ক্রিয় থাকে। ধরুন ওটা একটা ছোট মাছ, বড় কোন মাছ বা কোন স্তন্যপায়ী প্রাণী খেয়ে ফেলে চলে এল অপেক্ষাকৃত গরম পানিতে, এবং মারা গেল। ওই বড় মাছ বা স্তন্যপায়ী প্রাণীর ডিকমপোজড সেল ভাইরাসটাকে রিলিজ করে দিতে পারে।'

'আপনি বলতে চাইছেন টি-নাইন প্লাস ছড়াতে শুরু করেছে একটা মাছ থেকে?'

'না, তা আমি বলছি না, সিনেটর হিল,' ক্লান্ত স্বরে উত্তর দিলেন ফুলারটন। 'ভাইরাসটা একটা মাইক্রো অর্গানিজম, শুধু ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে দেখা যায়। অসম্ভব ছোট একটা জিনিস। কিন্তু হোস্টের গোটা শরীর দখল করে নিতে পারবে মাত্র একটি নিঃসঙ্গ ভাইরাস, কারণ ভাইরাসটা রিপ্রডিউস করতে সক্ষম। একটা ছবি দেখুন, তাহলে আরও ভালভাবে বুঝতে পারবেন।'

গার্ডকে ইঙ্গিত দিলেন ফুলারটন। আলো নিভে গেল, চালু হলো দ্বিতীয় একটা প্রজেক্টর কামরার সামনের স্ক্রীনটা উজ্জ্বল সবুজ আর লাল স্ফটিকসদৃশ বিভিন্ন ধরনের নকশায় ভরে উঠল।

'ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের নিচে তৈরি হয়েছে এই ফিল্ম, পোলারাইজড আলোর সাহায্যে,' ফুলারটন বললেন। 'এতে আপনারা দেখছেন বিভিন্ন ধরনের ভাইরাস কি দ্রুত কলোনি বিস্তার করে।'

বাদাম, মোচা, কলা, পিরামিড ইত্যাদি আকৃতির ভাইরাসগুলো দ্রুত ছড়িয়ে

পড়ছে আলো আর ছায়ার ভেতর। তিন মিনিট একটানা ওগুলোর সংখ্যাবৃদ্ধি চাক্ষুষ করল ওরা সবাই। নতুন একটা রঙ যোগ হলো স্ক্রীনে, ফুলারটন বললেন, 'দেখুন, ওষুধের কি প্রতিক্রিয়া!' অর্থাৎ কোন প্রতিক্রিয়াই নেই, বিরতিহীন সংখ্যা বৃদ্ধি চলছে তো চলছেই।

'অ্যান্টিবায়োটিকের বহুল ব্যবহার আমাদের মস্ত ক্ষতি করেছে,' বললেন ফুলারটন। 'মানুষের শরীর এখন আর আগের মত ব্যাকটেরিয়াকে পরাস্ত করতে পারে না। ধীরে ধীরে মধ্য-যুগে ফিরে যাচ্ছে মানব সমাজ, মহামারী আর প্লেগ নিত্যদিনের সাথী হয়ে উঠছে।'

আলো আবার ফিরে আসার পর হেলমুট কোহলার একটা প্রশ্ন করলেন, 'ভুল হলে শুধরে দিন, ডক্টর-আপনার কথা থেকে যতটুকু বুঝলাম, সামান্য একটু ভাইরাস, এই ধরুন এক টেস্ট টিউব, লাখ লাখ বা কোটি কোটি মানুষকে আক্রমণ করতে পারে?'

গভীর একটা শ্বাস নিলেন ফুলারটন। 'আরও কম ভাইরাস, আরও বেশি লোককে আক্রমণ করতে পারে, স্যার। একজন মানুষের শরীরে নিঃসঙ্গ একটা ভাইরাসই যথেষ্ট, কারণ মানুষের শরীর তার জন্যে আদর্শ একটা হোস্ট, ওখানে সে ঢোকার সাথে সাথে সংখ্যা বৃদ্ধির কাজে লেগে যাবে।'

'বেশ, তাহলে মিশিগানে যদি টি-নাইন প্লাসকে থামানো না যায়, কি হবে?' ফ্লোরিডার রিপাবলিকান সদস্য ঢোক গিলে জানতে চাইল।

এবার কথা বলার পালা ডানকান ডকের। ছ'ফিট পাঁচ ইঞ্চি লম্বা শরীরটা নিয়ে দাঁড়ালেন তিনি, টেবিলে বসা প্রত্যেকের দিকে একবার করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। 'সেজন্যেই আপনাদেরকে এখানে ডেকেছি আমি, জেন্টলমেন,' শান্ত ভাবে বললেন তিনি। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রতিটি আমেরিকানকে প্রতিষেধক দিতে হবে আমাদের।'

কারও চোখে পলক নেই। কেউ নড়ল না।

বড়সড় মাথাটা নাড়লেন প্রেসিডেন্ট, তাঁর চেহারা ম্লান এবং বিষণ্ণ। 'একবার কেউ টি-নাইন প্লাসে আক্রান্ত হলে তাকে বাঁচানোর কোন উপায় নেই। এটা তিক্ত, দুঃখজনক, মর্মান্তিক, অসহনীয় বাস্তব-কিন্তু বাস্তব। সেজন্যেই আমি দেশব্যাপী জাতীয় ইমিউনাইজেশন প্রোগ্রাম চালু করার প্রস্তাব রাখছি। মি. ফোলি এরইমধ্যে দেশের সাতটা প্রথম শ্রেণীর ওষুধ কোম্পানীর টেন্ডার পেয়েছেন। টেন্ডারগুলো সকালে আমি কংগ্রেসে পেশ করব।'

'এর আগে সোয়াইন ফ্লুকে কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল আমাদের জানা আছে,' সিনেটর ঝাঁঝের সাথে বলল। 'মি. প্রেসিডেন্ট, আপনারাও কি ডেড বেসিন প্লেগকে সেভাবে ব্যবহার করতে চান?'

ফ্লোরিডার রিপাবলিকান সদস্য চিৎকার করে বলল, 'উত্তর পাওয়া চাই, হিল!'

'ব্যাপারটাকে আমরা পার্টি-পলিটিক্সের উর্ধ্বে জ্ঞান করছি, সিনেটর,' উত্তর দিলেন প্রেসিডেন্ট, সরাসরি ওয়াল্টার হিলের চোখে তাকিয়ে আছেন। 'গোটা দেশের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন।'

'বিশ্বাস করার কি এমন কারণ ঘটেছে যে রোগটা থামবে না, ছড়াতেই থাকবে?' সিনেটরের গলায় আগের মতই ঝাঁঝ। 'মানুষকে বোকা বানানো এত সোজা নয়, মি. প্রেসিডেন্ট। ভিক্টোরিয়া আর সোয়াইন ফ্লু-র অভিজ্ঞতা এখনও মানুষ ভোলেনি, রোগগুলো যতটা না মারাত্মক ছিল তারচেয়ে অনেক বেশি ছড়ানো হয়েছিল আতঙ্ক। সবাই বুঝবে, রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করা হচ্ছে। মাঝখান থেকে কোটি কোটি ডলার খরচ...অপব্যয় করা হবে...'

সিনেটরকে বাধা দিয়ে থামিয়ে দিলেন প্রেসিডেন্ট। 'প্রোগ্রামটার কাজ কেন এখুনি শুরু করা দরকার, আপনাকে দেখাচ্ছি। ফোলি, ছবিগুলো।'

আট ইঞ্চি লম্বা, ছয় ইঞ্চি চওড়া রঙিন ফটোগুলো হাতে হাতে ফিরতে লাগল। যে-ই দেখে, শিউরে উঠে বন্ধ করে চোখ। 'উহ্, অসহ্য!' গুঙিয়ে উঠল ফ্লোরিডার রিপাবলিকান।

'গড, ওহ্ গড!' চোখে হাত চাপা দিল ন্যাশনাল হেলথের একজন বিজ্ঞানী।

সিনেটর ওয়াল্টার হিল মুখে কিছু না বললেও, তার হাত দুটো কাঁপতে লাগল।

টি-নাইন প্লাসে আক্রান্ত রোগীদের ফটো ওগুলো, রানার তোলা। প্রায় সবগুলোই মৃত্যু দৃশ্য। রোগীর চেহারা টকটকে লাল হয়ে গেছে, মুখের ভেতর এত ফুলে গেছে জিভ যে জায়গা হয় না। প্রতিটি রোগীকে দেখে মনে হলো, আগুনে ঝলসানো হয়েছে। ফোস্কাগুলো দগদগে ঘায়ের মত, ফেটে গিয়ে তরল পদার্থ বেরিয়ে আসছে। পচে গলে গেছে চোখ। আঙুল আর হাত আলাদা ভাবে চেনার উপায় নেই, ফুলে এক হয়ে গেছে। চুল দেখা যায় না, পুঁজে ঢাকা পড়ে আছে।

হাতের ফটোটা উল্টো করে টেবিলে রাখল সিনেটর হিল।

'এখন আপনারা বুঝতে পারছেন কেন আমি ড. ওয়ান চু-র ভ্যাকসিন ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছি?' শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন প্রেসিডেন্ট।

মাথায় হাত দিয়ে সিনেটর বলল, 'প্লিজ, মি. প্রেসিডেন্ট, ভ্যাকসিন পাঠাতে শুরু করুন!'

হেসে খেলে নেচে বেড়িয়ে দিন কাটাচ্ছে ওরা।

লে নিউফ পোইজোঁ ইল সুলে ভঁৎ-এ ব্যারনেস লিনার হলিডে আইল্যান্ড। লিনার আমন্ত্রণে আজ পনেরো দিন হলো বেড়াতে এসেছে রানা। নয়টা দ্বীপ একটা বৃত্ত রচনা করেছে, মাঝখানে আটকে থাকা লেগুনের পানি এত স্বচ্ছ যে কোরালের প্রতিটি শাখা স্রোতের সাথে কিভাবে মোচড় খাচ্ছে পরিষ্কার দেখা যায়, যেন পানির ওপর রয়েছে। গোটা এলাকা ফাঁকা আর নির্জন, উঁকি দিয়ে কেউ দেখার নেই কি করছে ওরা। সাতটা দ্বীপ স্রেফ বালির বিস্তৃতি, এখানে সেখানে সার সার পাম গাছ। বাকি দুটো আকারে বড়, জমাট বাঁধা নিরেট লাভায় মোড়া।

নিঃসঙ্গ চাঁদের হলদেটে আলো গায়ে মেখে লেগুনের শান্ত স্বচ্ছ পানিতে গভীর রাতে সাঁতার কাটে ওরা, নির্জন দুপুরের দোলনায় পাশাপাশি বসে গাছের ছায়ার নিচে হাওয়া খায়, সূর্য ওঠার আগে ছোট একটা দ্বীপের উন্মুক্ত সৈকতে হাত

ধরাধরি করে হাঁটে–পরনে সংক্ষিপ্ত বস্ত্র। পালা করে নয়টা দ্বীপেই সময় কাটাচ্ছে ওরা। কলোনিতে মিলিত হতে দেখেছে পাখিদের, দেখেছে কিভাবে ডিম পাড়ে। 'আমাকে একটা বাচ্চা দেবে তুমি,' হুকুমের সুরে রানাকে বলল লিনা। খোলা সাগরে বেরিয়ে এসে একটা রাত কাটাল ওরা, ভেলার ওপর, তারা জ্বলা গোটা আকাশ চোখের ভেতর নিয়ে ভালাবাসার গান গাইল ব্যারনেস।

ব্যারনেসের আগে ঘুম ভাঙল রানার। ওর নড়াচড়ায় চোখ পিট পিট করে তাকাল লিনা, রানাকে তার ওপর ঝুঁকে থাকতে দেখে ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল চেহারা, হাত দুটো মাথার পিছনে নিয়ে গিয়ে পরম পুলকে পিঠ বাঁকা করল, যেন অলস একটা অজগর আড়মোড়া ভাঙছে।

'তুমি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ। এসো ভান করি এই সুখ যেন চিরস্থায়ী হয়।' তার নিঃশ্বাস আর শরীরে মেয়ে-মেয়ে গন্ধের সাথে মিশে আছে গোলাপের মৃদু সুবাস। দু'হাত বাড়িয়ে রানাকে তুলল বুকের ওপর, চুমো খেলো। 'শেরি, মাই লাভ!' গুঙিয়ে উঠল লিনা।

নয়

কৃতিত্বটা হোয়াইট হাউসের, পরিচয় এবং পেশা বদলে নতুন মানুষ হয়ে উঠল মাসুদ রানা। ও এখন উইলবার নড, ইউনাইটেড স্টেটস এয়ার ফোর্সের একজন ক্যাপটেন। মাত্র পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে এই আমূল পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে। কাগজ-পত্র, রেকর্ড, আই.ডি., অন্যান্য সামরিক প্রশংসা-পত্র, সব সরাসরি পেন্টাগন থেকে এল, সাথে সর্বশেষ এয়ার ফোর্স প্রটোকল সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য।

চুল কাটানো হলো রানার, ইউনিফর্ম পরানো হলো, তারপর পৌঁছে দেয়া হলো এনড্রুজে এয়ার ফোর্স বেসে। কালো একটা লিমুসিনে চড়ে এল রানা, সাথে সব সময় সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট থাকছে। এনড্রুজে একটা মিনি-জেট অপেক্ষা করছিল ওর জন্যে, পাইলট একজন মেজর।

ওখান থেকে টেনেসি-তে চলে এল রানা, সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টরা ওকে এসকর্ট করে নিয়ে এল ভ্যানডারবিল্ট ইউনিভার্সিটিতে। ড. অ্যান্থনি নিউলি, মাইক্রোবায়োলজি আর জেনেটিকস-এর ডিপার্টমেন্ট প্রধান, তাঁর সাথে জোট বাঁধতে হবে রানাকে। ভাইরোলজি সম্পর্কে রানাকে জ্ঞানদান করবেন তিনি, ওকে যাতে সয়্যারে গিয়ে বোকা হতে না হয়।

এ-ধরনের একটা কঠিন সাবজেক্ট দ্রুত হজম করতে পারছে দেখে রানার প্রতি শ্রদ্ধা এসে গেল ড. নিউলির। ছ'ঘণ্টা ক্লাস করার পর তিনি তাঁর ছাত্রকে সার্টিফিকেট দিলেন, 'ভুয়া, কিন্তু সহজে কেউ ধরতে পারবে না।' দু'জনের ভালই বনল।

পরদিন সকালে মিনি-জেট রওনা হলো সয়্যার এয়ার ফোর্স বেসের উদ্দেশে প্লেনে বসে পেন্টাগন থেকে পাওয়া নির্দেশগুলোর ওপর চোখ বুলাল রানা,

নিঃশব্দে হাসল ও, দেখল সমস্ত কাগজ-পত্রে সই করেছে জেনারেল ভ্যালেন্টাইন মনিয়ের।

কিন্তু হাসিটা ধীরে ধীরে নিভে গেল চেহারা থেকে। নিখুঁত-দেহ-সৌষ্ঠব আর সাদা মিনি-কন্টিনেন্টালের কথা মনে পড়ে গেছে। দুটোরই মালিক জিনিয়া মেইন। কি কারণে পরিষ্কার নয়, ক্যাপটেন উইলবার নড (সেই সাথে মাসুদ রানাও) তার কথা মন থেকে সরাতে পারল না।

বাড়িতে বসেই সাগরের গর্জন আর লোনা স্বাদ পাচ্ছে জর্জ বুকান। ধীরে ধীরে আবার আগের মানুষ হয়ে উঠছে সে। হারিয়ে ফেলেছিল নিজেকে, পথের দিশা খুঁজে পেয়ে ফিরে আসছে জীবনে।

পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা কাগজ বের করে আবার পড়তে শুরু করল সে। তার ছেলে মার্ক বুকানের চিঠি।

মার্কের বয়স পঁচিশ, কিছু দিন হলো মায়ামি ইউনিভার্সিটি থেকে মেরিন বায়োলজিতে গ্রাজুয়েশন করেছে। এখন সে বিখ্যাত বায়োলজিস্ট, উইলিয়াম শেফার্সের সহকারী হিসেবে কাজ করছে।

ছেলেকে নিয়ে খুব গর্বিত জর্জ বুকান। গত বছর ভাল কাজ দেখাতে পেরেছে বলেই তো ইউ.এস. নটিক্যাল রিসার্চ ট্রলার গোল্ডেন প্রিন্স-এ ক্রু-মেম্বার হবার সুযোগ হলো। ট্রলারটার কাজ হলো একটানা দু'বছর তিমি নিয়ে গবেষণা করা, এবং দুনিয়া জোড়া পরিবেশ দূষণের ফলে সাগরে কি প্রতিক্রিয়া ঘটছে তার রিপোর্ট তৈরি করা। কিন্তু বাজেট ঘাটতির অজুহাতে সময়সীমা বারো মাসে কমিয়ে আনা হয়, সরকার গোল্ডেন প্রিন্সকে আর কোন ফুয়েল দিতে পারবে না বলে জানিয়ে দেয়। তাই, এই ক'দিন হলো বিমিনি দ্বীপে, ছোট্ট একটা মেরিন স্টেশনে বদলি করা হয়েছে মার্ককে।

'বিমিনি, মাই গড!' সবিস্ময়ে বলল জর্জ বুকান। 'এর মানে কি জানো তুমি, লুসি?'

নেভিগেশনাল চার্ট থেকে মুখ তুলে বাবার দিকে তাকাল মেয়ে। বাবার প্রস্তাবিত আনন্দ ভ্রমণের শেষ অংশটার ছক আঁকছিল সে। রাগ-দুঃখ-ক্ষোভ অভিমান, এ-সব কিছুই বাপ-বেটির মধ্যে নেই আর। গত হপ্তার তিক্ত ঘটনাটা ঘটে যাবার পর জর্জ বুকান মেয়ের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে রীতিমত জেদি হয়ে ওঠে। কখন নরম হয়ে ডাকবে, সে অপেক্ষাতেই ছিল মেয়ে। দু'জনের এখন ভারি মিল

'জানব না কেন,' শান্ত গলায় বলল লুসি। 'মানে হলো আমরা আর মার্ক একই সময় ক্যারিবিয়ানে থাকব। মানে মায়ামি থেকে রওনা হবার পর ইচ্ছে করলে ওর সাথে আমরা দেখা করতে পারি।'

'কোন কিছুতেই দেখছি তোমাকে আশ্চর্য করতে পারি না!' মেয়েকে চমকাতে না পেরে একটু হতাশ হলো জর্জ বুকান।

'পারো, ড্যাডি,' আগের মত শান্ত, কিন্তু একটু গম্ভীর সুরে বলল লুসি বুকান। 'জন মিকের বাড়িতে আমাকে তুমি আশ্চর্য করেছ।'

জর্জ বুকানের কান দুটো গরম হয়ে উঠল। মাসুদ রানাকে সাথে নিয়ে সে-রাতে যে কাণ্ডটি ঝোঁকের মাথায় করেছে সে, এখন বোঝে একদম উচিত হয়নি। সন্দেহ নেই জন মিক বিকৃত মানসিকতার অধিকারী, কিন্তু ওভাবে লুসিকে বিব্রত করা ঠিক হয়নি। কমান্ডো হামলাটা সম্পর্কে বন্ধুরা এখনও ঠাট্টা করে লুসিকে।

লজ্জায় মেয়ের দিকে তাকাতে পারল না জর্জ বুকান।

'আরও একবার তুমি আমাকে আশ্চর্য করেছ, ড্যাডি,' আড়চোখে বাবাকে একবার দেখে নিয়ে গম্ভীর সুরে বলল লুসি। 'ওরা তোমার চাকরি কেড়ে নেয়ার পর খুব মুষড়ে পড়েছিলে। তারপর দেখলাম খুব সাহসের সাথে ধাক্কাটা তুমি সামলে নিতে চেষ্টা করছ। আমার মনে হলো, এটাই আমার ড্যাডির আসল চেহারা–কেউ ধাক্কা দিলেই পড়ে যায় না।'

'চাকরি কেড়ে নেয়নি,' নিচু গলায় বলল জর্জ বুকান। 'আমি অবসর নিয়েছি।' মনে মনে ভাবল, মেয়েটা সত্যি আমাকে ভালবাসে। মুখ তুলে তাকাল সে। 'এই একটা সুযোগ তোমার মাকে রাজি করানোর। মার্ককে দেখতে পাবে শুনলে যেতে আপত্তি করবে না। তোমার কি মনে হয়?'

'মামিকে তুমি বোঝো, এ-কথা বলতে পারলে খুশি হতাম,' পাকা গিন্নীর মত মন্তব্য করল লুসি। 'মামি তো আসলে তোমার সাথে যেতেই চায়, কিন্তু তোমার বলার মধ্যে ভুল থাকছে বলে "না" না বলে তার উপায় কি।'

'কিভাবে বললে শুদ্ধ করে বলা হবে?' জর্জ বুকানের কণ্ঠস্বর ব্যঙ্গাত্মক নয়, আগ্রহের নির্ঝর।

'তাকে বুঝতে দিতে হবে সিদ্ধান্তটা সে নিচ্ছে...'

এই সময় সিঁড়ি বেয়ে তর তর করে নেমে এল কালো একটা ভীষণ দর্শন কুকুর, আহ্লাদে ঘন ঘন লেজ নাড়ছে। দেখেই ক্যাঙারুর মত লাফিয়ে উঠল জর্জ বুকান। 'সর্বনাশ!' মেয়ের দিকে কটমট করে তাকাল সে। 'আবার তুমি দরজা খোলা রেখেছ?'

কুকুরটা লাফ দিয়ে তার গায়ে আশ্রয় নিল, লকলকে মস্ত জিভ বের করে চেটে দিল নাক-মুখ। মানুষ এবং কুকুর দু'জনেই হাঁপাচ্ছে। জর্জ বুকান চেষ্টা করছেন ওটাকে ঠেলে আবার সিঁড়ির ওপর তুলতে।

'ও এখানে থাকুক না, ড্যাডি, প্লিজ!' অনুরোধ করল লুসি।

'আমার সমস্ত চার্টে পেচ্ছাব করে ব্যাটা,' খেঁকিয়ে উঠল জর্জ বুকান। 'তারপর শুকালে ওগুলো বেঁকে যায়!'

প্রায় কোলে তুলে কুকুরটাকে সিঁড়ির মাথায় নিয়ে এল জর্জ বুকান, বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে মেঝেতে নামাল ওটাকে, নিতম্বে ঝেড়ে একটা লাথি দিয়ে খেদিয়ে দিল, গজগজ করতে করতে ঢুকল কিচেনে। ফ্রিজ থেকে একটা বিয়ার বের করে দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়াল। ক্যানে চুমুক দিচ্ছে আর সমুদ্রভ্রমণের কথা ভাবছে। মাসুদ রানার কথা মনে পড়ল।

রানাকে তার ভাল লাগে, কেন লাগে তার ব্যাখ্যা এখনও পায়নি সে। বয়স, সামাজিক অবস্থান, পেশা, স্বভাব, কোনটাই মেলে না অথচ বিনা শর্তে পরস্পরকে তারা সাহায্য করছে। এই তো, পাওয়া গেছে একটা মিল। বিনা শর্তে সাহায্য

করার মানসিকতা রয়েছে ওদের।

রানার কাজটা খুব উত্তেজনাকর পর্যায়ে উঠে আসছে, টের পায় জর্জ বুকান। সে-ও কাজটার সাথে সামান্য একটু হলেও জড়িত, ভাবতে ভাল লাগল। যদিও আসলে কি ঘটছে, রানা কত দূরে এগোল, কিছুই তার জানা নেই। তার আশা, কেসটা মীমাংসা হবার সময় ওয়াশিংটনেই থাকবে সে। লুসি স্কুল থেকে না বেরুনো পর্যন্ত ওরা রওনা হতে পারবে না।

ওপরতলা থেকে ভ্যাকুম ক্লিনারের আওয়াজ পেয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল জর্জ বুকান। মাস্টার বেডরূমে কাজ করছে এলভিরা।

'ওভারকোটটা নিয়ে বিপদে পড়েছি, বুঝলে,' বেডরূমে ঢুকেই বলল জর্জ বুকান। 'নোংরা তো হয়েইছে, কয়েক জায়গায় সেলাইও খুলে গেছে।'

'কেন, তোমাকে বলিনি সেলাই করে ধুয়ে দিই?'

আকাশ থেকে পড়ার ভান করল জর্জ বুকান। 'বলেছ নাকি? কই, মনে নেই কেন?'

'কি-ই বা তোমার মনে থাকে!' মুখ ঝামটা দিল এলভিরা।

'যাক, সমস্যার সমাধান তাহলে তো হয়েই গেল। তবে একটু তাড়াতাড়ি করো, প্লিজ।'

'তারমানে?' কাজ থামিয়ে স্বামীর দিকে কেমন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল এলভিরা বুকান। 'তুমি ওটা সত্যি সেলাই করতে দেবে?'

'কি আশ্চর্য, কেন দেব না!'

অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল এলভিরা। 'কি যেন একটা পরিবর্তন লক্ষ করছি!'

'তেমন কিছু না, আরেকটা সমস্যা।'

'কি?' সন্দিহান দৃষ্টিতে স্বামীকে বিদ্ধ করল এলভিরা।

'সমস্যাটা হলো বিমিনি।'

'বিমিনি? বিমিনিতে কি আছে?'

'মার্ক। আজ সকালেই ওর চিঠি পেয়েছি। এখন ওখানেই কাজ করছে সে।'

স্বামীর দিকে পিছন ফিরে বিছানা পরিষ্কার করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল এলভিরা। 'তা বিমিনি বা মার্ক সমস্যা হয়ে উঠল কেন?'

স্ত্রীর পিছনে এসে দাঁড়াল জর্জ বুকান। তার বুকের ভেতর হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে। 'এলভিরা!'

আবেদন ভরা স্বামীর কণ্ঠে আরও কিছু ছিল, স্থির পাথর হয়ে গেল এলভিরা। মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সে, 'কি ব্যাপার?'

'মার্ককে আমার দেখতে ইচ্ছে করছে,' নিচু গলায় বলল জর্জ বুকান।

'হুম!' বিছানার আরেক প্রান্তে সরে গেল এলভিরা। 'লক্ষ করছি, ছেলেমেয়েদের প্রতি হঠাৎ তোমার দরদ গজিয়েছে।'

'ওরা তো ভালবাসার সিঁড়ি, তোমার কাছে পৌঁছুবার,' শেষ দিকে জর্জ বুকানের গলা ধরে এল।

ঝট্ করে স্বামীর দিকে ফিরল এলভিরা। 'তোমার আজ হয়েছে কি বলো

তো?'

'মার্ক লিখেছে মাকে তার খুব দেখতে ইচ্ছে করে,' ফিসফিস করে বলল জর্জ বুকান।

দ্রুত, প্রায় ছুটে স্বামীর সামনে চলে এল এলভিরা। 'আর কি লিখেছে? আমার ছেলে ভাল আছে তো?'

'এবার থেকে তোমার সব পার্টিতে থাকব আমি,' বলল জর্জ বুকান। 'তবে একটা শর্ত আছে। মার্ককে তুমি দেখতে যাবে।'

'মার্ক...!'

'তার কিছু হয়নি, এলভিরা—শুধু হোম-সিকনেসে ভুগছে।'

স্বামীর দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর এলভিরা বুকান থেমে থেমে বলল, 'জর্জ বুকান, তুমি আমাকে ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করছ!'

'না, তোমাকে যেতেই হবে তা বলছি না। সিদ্ধান্তটা তুমি নেবে। এমনকি আমার আর লুসির যাওয়ার ব্যাপারটাও তোমার ওপর ছেড়ে দিলাম। তুমি না গেলে আমরাও যাব না—টেকনিক্যাল অসুবিধে আছে।'

'টেকনিক্যাল অসুবিধে?'

'আমরা সাগরে গেলে, বিমিনিতে না গিয়ে পারব না,' বলল জর্জ বুকান। 'কিন্তু আমাদের সাথে তুমি নেই দেখলে মার্ক ভীষণ আঘাত পাবে—আমরা সবাই জানি, মা-ভক্ত ছেলে সে। তাকে দুঃখ দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

খানিক ইতস্তত করে এলভিরা বলল, 'মার্ককে দেখতে যেতে পরলে সত্যিই ভাল হত। কিন্তু, তোমার সাথে ডুবে মরার কোন ইচ্ছে আমার নেই।'

'তুমি যাবে না বললেও অদ্ভুত স্বস্তি বোধ করছি,' স্বীকারোক্তির মত শোনাল জর্জ বুকানের কথাগুলো। 'মাথা থেকে একটা বোঝা নেমে গেল।'

'তারমানে কি, প্ল্যানটা বাতিল করছ তুমি?'

মৃদু হাসল জর্জ বুকান। 'আমি নই, তুমি, মাই ডিয়ার—তুমি উদ্ধার করলে আমাকে। যেতে পারলে ভাল হত, কিন্তু তোমাকে ছাড়া মার্কের সামনে দাঁড়াতে পারব না আমি।' বিছানায় বসল সে, স্ত্রীর একটা হাত ধরল।

টানতে হলো না, নিজে থেকেই সরে এল শরীরটা। স্ত্রীর কোমরের হাড়ে গাল ঘষল সে। 'আগের চেয়ে অনেক স্লিম হয়েছে তুমি, এলভিরা।'

'তবু ভাগ্য যে লক্ষ করলে!' অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল এলভিরা, কিন্তু স্বামীর কাছ থেকে নড়ল না।

'আরও একটা, এলভিরা,' আবার ফিসফিস করে বলল জর্জ বুকান।

'কি আরও একটা?' ভুরু কুঁচকে স্বামীকে দেখল এলভিরা।

'সিদ্ধান্ত। স্বামীকে আরেকটা সুযোগ দেবে কিনা ভেবে ঠিক করো।'

'কি বলছ? কিসের সুযোগ?' এলভিরার চেহারায় বিস্ময় এবং সংশয়।

'তুমি জানো না?' বলে স্ত্রীকে আরও কাছে টানল জর্জ বুকান, কোন রকম প্রতিরোধ এল না।

'দিনের বেলা, দরজা খোলা, কি শুরু করলে...' তার কথা থেমে গেল, স্বামীর টানে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

কিন্তু আজও ব্যর্থ হলো জর্জ বুকান। লজ্জায়, নিজের প্রতি ধিক্কারে মাটির সাথে মিশে যেতে ইচ্ছে করল তার।

'দাঁড়াও, দরজাটা বন্ধ করে আসি,' নিচু গলায়, চোখে দুষ্টামির ঝিলিক নিয়ে বলল এলভিরা, বিছানা ছেড়ে মেঝেতে নামল সে, দরজা বন্ধ করে ফিরে এল তখুনি। 'মেয়েটা যদি উঁকি দেয়!'

একটা সিগারেট ধরিয়ে স্বামীর ঠোঁটে গুঁজে দিল এলভিরা। 'নট নড়নচড়ন, চুপচাপ শুয়ে থাকো–দেখি কি হয়েছে তোমার।' স্বামীর বুকে মুখ ঘষল সে, মুখটা নামতে নামতে নাভির কাছে পৌঁছুল। জর্জ বুকানের সারা শরীরে দাঁড়িয়ে গেল রোমকূপ। 'এলভিরা, সুগার!' স্ত্রীর মুখ আরও নিচে নামছে দেখে যতটা না পুলকিত হলো সে তারচেয়ে বেশি হলো আশ্চর্য। এলভিরা আগে কখনও এটা করেনি।

হঠাৎ হাসতে শুরু করল জর্জ বুকান। শুধু জীবন নয়, সে তার যৌবনও ফিরে পেয়েছে। এরপর যা ঘটল তাকে শুধু পাল তোলা নৌকায় বাতাস লাগার সাথেই তুলনা করা চলে–সাবলীল এবং নির্বিঘ্ন।

দু'নম্বর আস্তানায় ফোনের বেল বাজল–দু'বার বেজে থেমে গেল। দশ সেকেন্ড পর আবার বাজল। জোসেফ ফালকেন, ডি.আই.এ-র ডেপুটি ডিরেক্টর, রিসিভার তুলল।

অপরপ্রান্ত থেকে নরম একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'দুঃখ এই যে একটাই জীবন আমার…'

'দেশের জন্যে উৎসর্গ করার।'

'স্পাইডারম্যান?' নরম কণ্ঠস্বর থেকে প্রশ্ন হলো।

'হ্যাঁ, সুপারম্যান।'

'রানা তোমার এজেন্টদের ফাইলে চোখ বুলিয়েছে।'

'এত তাড়াতাড়ি?' জিজ্ঞেস করল স্পাইডারম্যান, অবাক হয়েছে সে।

'হ্যাঁ, এবং এবার সে সয়্যারে যাচ্ছে–আমাদের ধারণার চেয়ে আগে।'

স্পাইডারম্যান এক সেকেন্ড চুপ থাকার পর বলল, 'তোমাকে আমি আগেই বলেছিলাম, এই কাজের জন্যে অতিরিক্ত যোগ্য এজেন্ট সে।'

'বাইরে থেকে তথ্য পাবারও একটা উৎস আছে তার। এ-ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। তেমন কিছু এসে যায় না, তবু সয়্যার থেকে সে ফিরলে টারজানকে আমি বলব তার পিছনে লোক লাগাতে।'

'তাকে আমরা নাচাতে পারছি বটে, কিন্তু সে বোকা নয়,' ঠিক প্রশংসা নয়, যেন স্বীকার করল স্পাইডারম্যান।

'খুব তাড়াতাড়ি দুয়ে দুয়ে চার বানিয়ে ফেলছে সে। যেভাবেই হোক তারচেয়ে এগিয়ে থাকতে হবে আমাদের। কারণ অফিশিয়ালি এখন আর তাকে বাদ দেয়ার উপায় নেই, জানোই তো সরাসরি প্রেসিডেন্টের কাছে রিপোর্ট করছে।'

'বাদ দেয়ার আরও অনেক উপায় আছে, সুপারম্যান,' শান্তস্বরে বলল ডি.

আই.এ.-র ডেপুটি ডিরেক্টর।

তিন ঘণ্টা পরের ঘটনা, ওয়াশিংটন থেকে বেশ খানিক উত্তর-পশ্চিমে একটা মোটেলের লাউঞ্জে জিনিয়া মেইনের সাথে দেখা করল জেনারেল ভ্যালেন্টাইন মনিয়ের। বারের দূর প্রান্তে বসে ব্র্যান্ডির অর্ডার দিল সে। গ্লাসের শ্যাম্পেনটুকু শেষ করে, জেনারেলের উপস্থিতি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার ভান করে, লাউঞ্জ থেকে বেরিয়ে গেল জিনিয়া মেইন।

বিশ মিনিট পর তার কামরায় নক করল জেনারেল। আধ ঘণ্টার মধ্যে দু'জনেই বিবস্ত্র অবস্থার আশ্রয় নিল বিছানায়।

আরও পাঁচ মিনিট পর দরজার হাতল ধীরে ধীরে, নিঃশব্দে ঘুরতে শুরু করল। জেনারেল মনিয়ের ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে, জিনিয়ার গলা থেকে গোঙানির আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। দরজার তালা খোলার আওয়াজ হলো ক্লিক করে, কিন্তু কেউ ওরা শুনতে পেল না। ধীরে ধীরে, নিঃশব্দে, খুলে গেল কবাট।

উত্তেজনা যখন তুঙ্গে, বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত ক্যামেরার ফ্ল্যাশলাইট জ্বলে উঠল। পরস্পরের কাছ থেকে ছিটকে দূরে সরে যাবার আগেই চার বার টেপা হয়ে গেল ক্যামেরার শাটার। মনিয়ের ট্রাউজার পরা শেষ করার আগে আরও ছ'টা ফটো তুলল লোক দু'জন। কাজ সেরে দ্রুত কামরা থেকে বেরিয়ে গেল তারা।

জিনিয়া মেইন তখনও সম্পূর্ণ বিবস্ত্র, চেহারায় দিশেহারা ভাব। তার সামনে দাঁড়াল জেনারেল। 'কারা ওরা? ওরা কারা?'

কেঁদে ফেলল জিনিয়া মেইন। 'জানি না, ভ্যালে,' ফুঁপিয়ে উঠে বলল সে। 'ঈশ্বরের দিব্যি, সত্যি আমি জানি না!'

পরদিন সকালে সয়্যার এয়ার ফোর্স বেসে পৌঁছুল ক্যাপটেন উইলবার নড এবং ড. অ্যান্থনি নিউলি। পথ দেখিয়ে কর্নেলের অফিসে নিয়ে যাওয়া হলো ওদেরকে, সি-বি-আর, আর-অ্যান্ড-ডি-র দায়িত্বে রয়েছে সে। অনাদরে অভ্যর্থনা জানানো হলো ওদেরকে।

'কোন্ বেআক্কেল পাঠিয়েছে আপনাদের?' আগন্তুকদের পরিচয়-পত্রে চোখ বুলিয়ে গর্জে উঠলেন কর্নেল বাচ কেলভিন ওয়াকি, তাঁর মাথার সামনের আধখানা টাক এরইমধ্যে ঘেমে গেছে।

ক্যাপটেন নড ওরফে মাসুদ রানা বদমেজাজী লোকটার মুখের ওপর হাসল। 'সেক্রেটারি অভ ডিফেন্স, কর্নেল, স্যার। তিনি চান আমরা তদন্ত করে দেখি ডেড বেসিন ফ্লুর ব্যাপারটায় কোন রকম এসপিওনাজ বা স্যাবোটাজ তৎপরতার সম্পর্ক আছে কিনা। আমি ল্যাব অফিসার, আমার সাথে ইনি ড. নিউলি একজন ভাইরোলজিস্ট।'

টেবিলের ওপর প্রচণ্ড ঘুসি মারল কর্নেল ওয়াকি। 'গডড্যাম ইট! এই প্ল্যান্ট আমি ড্রামের মত নিশ্ছিদ্র রেখেছি। রেকর্ড-পত্রে কোথাও কোন খুঁত নেই। ল্যাবগুলো থেকে আমার অনুমতি ছাড়া একটা পিঁপড়ের পা পর্যন্ত বেরুতে পারে না! তারপরও তদন্ত দল পাঠায়, কি ভেবেছে কি ওরা!'

'আপনার চিন্তার কোন কারণ নেই, স্যার,' টেবিলের দিকে ঝুঁকে সহাস্যে বলল রানা। 'এ স্রেফ একটা আনুষ্ঠানিকতা মাত্র, রিপোর্টটা পেলে পেন্টাগন আশ্বস্ত করতে পারবে কংগ্রেসকে।' হঠাৎ কণ্ঠস্বর খাদে নামাল ও, 'কর্তারা চান না কংগ্রেস জানুক এখানে জীবাণু-যুদ্ধ নিয়ে গবেষণা চলছে।'

কটমট করে তাকিয়ে থাকল কর্নেল ওয়াকি।

'রিপোর্টে কি লিখতে হবে, বলে দেয়া হয়েছে আমাদের,' বলল রানা।

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠল কর্নেল। 'বোঝা যাচ্ছে কর্তারা কতটুকু বিশ্বাস করে আমাকে!'

'বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন নয়, কর্নেল, স্যার,' আবার হাসল রানা। 'জানেনই তো, কংগ্রেস তদন্তের ভারি ভক্ত। চিন্তা করবেন না, তদন্তে যাই পাই, লিখে দেব সব ঠিক আছে। রিপোর্টটা হবে, এ-ওকে।'

কর্নেল সরাসরি প্রশ্ন করল, 'আপনি কি ইঙ্গিতে বলতে চাইছেন, ক্যাপটেন নড, মহামারী ছড়ানোর ব্যাপারে সয়্যার দায়ী?'

সিধে হলো রানা। 'না, স্যার! আপনি ভুল বুঝছেন, স্যার!'

রাগ কমার সাথে সাথে কর্নেলের মুঠোও আলগা হলো। 'ঠিক আছে, বাইরে গিয়ে মাস্টার সার্জেন্ট ওয়েস্টম্যানকে বলুন, আপনাদের ল্যাব বিল্ডিঙে যাবার অনুমতি দেয়া হয়েছে। একটা জীপ দেবে সে। দয়া করে বেরিয়ে যান এবার!'

ঠকাস করে একটা স্যালুট ঠুকল ক্যাপটেন নড। 'সবকিছুর জন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ, স্যার।'

করিডরে বেরিয়ে আসার পর ড. নিউলির সাথে একা হতেই রানার কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। 'লোকটা অমন ঘাবড়ে গেল কেন?'

'তার জায়গায় তুমি হলে ঘাবড়াতে না?' প্রৌঢ় ড. নিউলি হাসলেন।

'অতটা নয়,' অন্যমনস্কভাবে বলল রানা। 'শালা নিজে ঘাবড়ে গিয়ে আমাকেও ঘাবড়ে দিয়েছে।'

'তোমার ঘাবড়াবার কারণ?'

'আমার ভয় হচ্ছে, লোকটা খারাপ কিছুর সাথে জড়িত,' বলল রানা। 'আমি বিপদের গন্ধ পাচ্ছি।'

আধ ঘণ্টা পর সয়্যার এয়ার ফোর্স বেসের পরিত্যক্ত একটা কামরায় ঢুকল কর্নেল ওয়াকি। কামরাটা এক সময় টেকনিক্যাল স্কোয়াড্রনের ফটোল্যাব হিসেবে ব্যবহার করা হত।

'সুপারম্যান?' ফোনে কথা বলছে সে। 'আমি কিং কং।'

'কি ব্যাপার?' একজন বিস্মিত লোকের কণ্ঠস্বর।

'ওখানে কি শুরু হয়েছে কি! এইমাত্র একজন ক্যাপটেন এসে বলল আমার প্ল্যান্টে তদন্ত চালাবে! মনিয়ের নিজে নাকি অর্ডার দিয়েছে।'

'মনিয়ের সম্পর্কে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না, কিং কং। অপারেশন ব্লু ফিল্ম কাল রাতে সফল হয়েছে। তদন্তটা স্রেফ একটা আনুষ্ঠানিকতা মাত্র।'

'তুমি তো বলেই খালাস!' ঝাঁঝের সাথে বলল কর্নেল ওয়াকি। 'ভ্যানডারবিল্ট

থেকে একজন বিশেষজ্ঞকে নিয়ে এসেছে সে। শোনো, এখুনি আমি ওয়াশিংটন রওনা হয়ে যাচ্ছি। তিন নম্বর আস্তানায় সন্ধে সাতটায় সবাইকে আসতে বলো। ওদের সাথে আমার কথা হওয়া দরকার।'

'কিন্তু…'

'কোন কিন্তু নয়!' বলেই ঝনাৎ করে রিসিভার নামিয়ে রাখল কর্নেল।

দশ

সয়্যার এয়ারফোর্স বেসের রানওয়ে ধরে একটা প্লেন ছুটে যাচ্ছে, ১৯৯৯ সালে এটা একটা দুর্লভ দৃশ্য। এফ বি/একশো বিশের এঞ্জিন চালু হতেই যে যার কাজ ফেলে ঘাড় ফেরাল ফ্লাইট লাইনের দিকে। আগ্রহ আর উত্তেজনার সাথে প্লেনটাকে টেক-অফ করতে দেখল তারা, তাকিয়ে থাকল যতক্ষণ না অদৃশ্য হয়।

সবার চেয়ে বেশি আনন্দ পাইলটের। তবে তার পাশে বসা অফিসারের মনে আনন্দের লেশমাত্র নেই, প্রচণ্ড রাগে বেলুনের মত ফুলছে সে। বিকেলের নরম রোদেও ঘামছে কর্নেল বাচ কেলভিন ওয়াকি, তার মন এখনই পৌঁছে গেছে এক ঘণ্টা পর প্লেনটা যেখানে তাকে নিয়ে যাবে সেখানে।

সয়্যার থেকে রওনা হবার আগে নিজের অফিসে একজন অফিসারের সাথে নিভৃতে কথা বলেছে কর্নেল ওয়াকি। ক্যাপটেন ডেভিড গ্রাহামের মাথায় লাল চুল, একহারা গড়ন। কর্নেলের ভারি বিশ্বস্ত লোক সে। ক্যাপটেন নড আর ড. নিউলি বেসের টপ-সিক্রেট ল্যাব পরিদর্শন করবে, ওদের সুবিধে-অসুবিধে দেখার জন্যে দায়িত্ব দেয়া হলো তাকে। ভিজিটরদের সাথে কি ধরনের ব্যবহার করতে হবে সে-সম্পর্কে বিশ মিনিট ধরে নির্দেশ দিয়েছে কর্নেল ওয়াকি।

এই মুহূর্তে ক্যাপটেন গ্রাহাম লাল আর সাদা রঙ করা একটা ভবনের সামনে ক্যাপটেন নড আর ড. নিউলির সাথে দাঁড়িয়ে রয়েছে। জীপে করে এসেছে ওরা, আশপাশে আর কোন বিল্ডিং নেই। দশ ফুট উঁচু কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘেরা ভাইরোলজি ল্যাব বিল্ডিংটা এয়ার ফোর্স বেসের সর্ব দক্ষিণে দাঁড়িয়ে আছে।

গার্ড হাউসে ঢুকে ক্যাপটেন গ্রাহাম বলল, 'নামের বানানগুলো বলুন, প্লিজ।' বলল ওরা, হাসিখুশি ক্যাপটেন গ্রাহাম ডেস্কে বসে খসখস করে লিখে নিল সব। ক্লিয়ার‍্যান্স ব্যাজ ইস্যু করা হলো, ডেস্কে বসা এ.পি. নিজের হাতে সেগুলো ওদের বুকের ওপর শার্টে পিন দিয়ে আটকে দিল। এরপর ক্যাপটেন গ্রাহামকে অনুসরণ করে ল্যাব বিল্ডিঙের ভেতর ঢুকল ওরা।

'দুঃখ এই যে কর্নেল ওয়াকির সঙ্গ থেকে বঞ্চিত হলাম আমরা,' খেদ প্রকাশ করল রানা।

'কর্নেল খুব ব্যস্ত মানুষ, ক্যাপটেন নড,' জবাব দিল গ্রাহাম।

'দায়িত্ববান মানুষ,' প্রশংসা করল রানা। 'গত মাসে মেল্ট-ডাউন ইমার্জেন্সির ঘটনাটা নিশ্চয়ই তিনি ছোট করে দেখেননি।'

কথাটা রানা নিরীহ ভঙ্গিতে বললেও, প্রায় চমকে উঠে তির্যক দৃষ্টি হানল ক্যাপটেন গ্রাহাম। যখন বা যে-কারণেই হোক, ভাইরোলজি ল্যাবের বিশাল ওয়াক-ই ফ্রিজারে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিলে মেল্ট-ডাউন টার্মটা ব্যবহার করা হয়। এ-ধরনের ঘটনা ঘটলে ফ্রিজারের থার্মোমিটার গজে মার্কারি শেষ সীমা পর্যন্ত উঠে যায়, সেই সাথে ফ্রিজারের ভেতর রাখা ভয়ঙ্কর ভাইরাসগুলোর তৎপর হবার অনুকূল পরিবেশ তৈরি হয়।

অল্প সময়ের জন্যে হলেও, মার্চের দু'তারিখে এয়ার ফোর্স বেসে বিদ্যুৎ ছিল না। কেন বিদ্যুৎ চলে গিয়েছিল, আজও তার কোন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। গোটা বেস অন্ধকার হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে ভাইরোলজি ল্যাবের ফ্রিজারও অচল হয়ে পড়ে, অচল হয়ে পড়ে ওটার সবগুলো অ্যালার্ম সিস্টেম। ভাগ্য ভাল বলতে হবে সর্বনাশা ভাইরাসগুলো তৎপর হয়ে ওঠার উপযোগী তাপ পাবার আগেই ফিরে আসে বিদ্যুৎ। তবে ভয়ঙ্কর একটা কিছু সে-রাতে ঘটতেই পারত। পরিবেশ দূষণের সম্ভাবনা কতটুকু ছিল ভাবতে গেলে গা শিউরে ওঠে। সয়্যারে প্রথম মহামারী দেখা দেয়ার মাত্র হপ্তা তিনেক আগে মেল্ট- ডাউন ইমার্জেন্সির ঘটনাটা ঘটে। যদিও ওটার সাথে এখনকার টি-নাইন প্লাস ছড়াবার ব্যাপারটার কোন সম্পর্ক এখনও খুঁজে পায়নি রানা।

'কর্নেল নিশ্চয়ই খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছিলেন?' সরল ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল রানা।

'জানার পর, হ্যাঁ,' বলল গ্রাহাম। 'আসলে, ঘটনাটা যখন ঘটে তখন তিনি এখানে ছিলেন না।'

গ্রাহামের দিকে তাকিয়ে হাসল রানা। মনে মনে নিজের ওপর অসন্তুষ্ট বোধ করল ও। টি-নাইন প্লাস ছড়িয়ে পড়ার সাথে কোনভাবেই কর্নেল ওয়াকিকে জড়াতে পারা যাচ্ছে না। 'ও, তাই নাকি, ছিলেনই না!'

'ওয়াশিংটনে,' বলল গ্রাহাম, 'চীফের সাথে মীটিঙে ছিলেন।'

'তাই? কোন্ চীফ?' রানার মুখে বন্ধুত্বের হাসি। 'প্রেসিডেন্ট?'

'নাহ্,' লাল চুল নেড়ে বলল গ্রাহাম। 'আমাদের চীফ, জেনারেল ভ্যালেন্টাইন মনিয়ের, সি-বি-আর, আর-অ্যান্ড-ডি প্রধান।'

ক্যাপটেন নড, হিসেব মেলাতে পারছ না কেন? প্রশ্ন করল রানা। সংখ্যা তো অনেক–ওয়াশিংটন, মনিয়েরের, ড. ওয়ান চু, টি-নাইন প্লাস...এবং সয়্যার! যোগফল একটা কিছু বের হওয়া উচিত নয়? জেনারেল মনিয়ের জিনিয়া মেইনের সাথে প্রেম করছে গোপনে। আচ্ছা, ড. ওয়ান চু কি জেনারেল মনিয়েরকে চেনেন?

মেল্ট-ডাউন ঘটনার সময় কর্নেল ওয়াকি সত্যি ওয়াশিংটনে ছিল কিনা খোঁজ নিতে হবে। তখনই একমাত্র সুযোগ ছিল ল্যাব থেকে টি-নাইন প্লাস বের করার। কর্নেল হয়তো সত্যি ওয়াশিংটনে ছিল, সন্দেহের বাইরে থাকার জন্যে। আরেকটা ব্যাপার, ওরা পৌঁছুবার সাথে সাথে লোকটা পালিয়ে গেল কেন?

হঠাৎ করেই ডাক্তার জিল আয়ারল্যান্ডের কথা মনে পড়ে গেল রানার। ভদ্রলোক কোন সূত্র পেলেন কিনা কে জানে। আশ্চর্য, ওর সাথে তিনি যোগাযোগ করেননি কেন? নিজেকে মনে করিয়ে রাখল রানা, আজ রাতেই তাঁর খোঁজ নিতে

হবে।

'যা ঘটার ঘটে গেছে, এ-ধরনের ঘটনা আর ঘটবে না,' রানাকে আশ্বস্ত করল গ্রাহাম। 'কর্নেলের নির্দেশে ল্যাব বিল্ডিঙে জেনারেটর বসানো হয়েছে। বিদ্যুৎ চলে গেলেও এখন আর চিন্তার কিছু নেই।'

'বুদ্ধিমানের কাজ করেছেন কর্নেল,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল রানা। 'তবে আরও আগে জেনারেটর বসানো উচিত ছিল।'

'এদিকে, ক্যাপটেন নড,' বলে একটা বোতামে চাপ দিল গ্রাহাম। যান্ত্রিক গুঞ্জনের সাথে ভারি ইস্পাতের দরজা খুলে গেল। দরজার ওদিকে, কাঁচমোড়া দুটো কম্পিউটর রুম দেখল রানা, প্রতিটি প্রেশার ডোরের সাহায্যে সীল করা, প্রতিটির সামনে কাপড় বদলাবার জন্যে ফাঁকা একটু জায়গা। ওখানে পৌঁছে হাত তুলে ওদেরকে একটা র‍্যাক দেখাল গ্রাহাম, র‍্যাকে সাদা সুট আর ফেস মাস্ক রয়েছে। তিনজনই পরল ওগুলো, গ্রাহামের পিছু পিছু রানা আর ড. নিউলি স্টেরিলাইজেশন চেম্বারে ঢুকল।

চেম্বারের আরেক দিকে একটা করিডরে বেরিয়ে এল ওরা, দু'পাশে দুটো দরজা। একটা দরজায় ভারি তালা ঝুলছে, কবাটের ওপর দিকে খুলির নিচে আঁকা রয়েছে গুণ চিহ্ন, নিচে লেখা, 'সাবধান, রেডিয়েশন'।

গ্রাহাম ওদেরকে দ্বিতীয় দরজাটা দিয়ে ভেতরে নিয়ে এল।

একটা হল পেরিয়ে আরেক দরজার সামনে চলে এল ওরা। এটার গায়ে লেখা রয়েছে, 'ভাইরোলজি'। চাবি বের করে তালা খুলল গ্রাহাম, তার পিছু পিছু মৃদু সবুজ আলোর ভেতর ঢুকল রানা। ভাইরোলজি ল্যাবে অন্য কোন আলো নেই। গায়ে কাঁটা দিল রানার। আগেও মনে হয়েছে ওর, সবুজের সাথে কি যেন একটা সম্পর্ক আছে মৃত্যুর।

কামরাটা লম্বা, চারকোনা। একটা প্রজেক্টর চালু করা হয়েছে, জ্যান্ত হয়ে উঠল স্ক্রীন। নিচের দিকের এক কোণ থেকে স্ক্রীনে বেরিয়ে আসছে লাল আর সবুজ বিন্দু আর খুদে সরলরেখা, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে গোটা স্ক্রীনে। প্রজেক্টরের পাশে একজন ল্যাব অফিসার বসে আছে, ওদেরকে গ্রাহ্যই করল না। নিজের মনে নোট বুকে তথ্য টুকছে সে।

'জলাতংক, তাই না?' জিজ্ঞেস করল রানা। ওর ফটোগ্রাফিক মেমোরি কাজে এল। ক্যাপটেন গ্রাহাম উত্তর দেয়ার জন্যে মুখ খুলল, ছাত্রের সাফল্যে খুশি হয়ে মাথা নাড়লেন ড. নিউলি।

'হ্যাঁ,' বলল গ্রাহাম। 'শিয়াল কুকুরের শরীর থেকে নমুনা নিয়ে এখানে আমরা প্রচুর পরিমাণে নিজেরাই তৈরি করেছি। কেমন হয় যদি বিদেশে যত কুকুর আছে সবগুলোকে এক ডোজ করে দেয়া যায়? খুব বেশি নেই, এরই মধ্যে অর্ধেকের বেশি ধরে খেয়ে ফেলেছে। আর এক দু'মাসের মধ্যে বাকিগুলোও মানুষের পেটে চলে যাবে··'

মনে মনে শিউরে উঠল রানা, এ লোক ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে পারে। হাসতে না পারলেও, প্রশ্ন করার সময় শান্ত থাকল ও, 'মেল্ট-ডাউনের সময়ে তুমি ডিউটিতে ছিলে?'

'ছিলাম না মানে? ঠিক এই জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ দেখি আলো নেই, চারদিক অন্ধকার। আর একটু হলে হার্ট-অ্যাটাকে মারা যাচ্ছিলাম। অন্ধকারে হাতড়ে কোন্ দিকে যাচ্ছি না যাচ্ছি কিছুই বুঝছিলাম না। ভাগ্যিস ফেজ বক্সের ভ্যাকিউম-সেফটি আগেই বন্ধ করেছিলাম। তা না হলে আমাকে আর বাঁচতে হত না।'

'কর্নেল ওয়াকি বস্ হিসেবে কেমন? কাজ করে আরাম আছে?'

'কঠিন প্রকৃতির মানুষ, তারমানেই তো সৎ আর যোগ্য, তাই না?'

উল্টোটাও হতে পারে, ভাবল রানা।

'কিসে তুমি এক্সপার্ট, ক্যাপটেন নড?'

'রেজিস্ট্যান্স।' ড. নিউলি খুক করে একবার কাশলেন।

'এই যে এখানে এটা ফেজ টি-নাইন প্লাস।' কাছাকাছি একটা ল্যাব টেবিলের ওপর রাখা প্রেশার বক্সের দিকে হাত তুলল গ্রাহাম। 'মৃত্যুহীন একটা কলোনি। যাই দেয়া হোক–পেনিসিলিন, অ্যানথ্রোমাইসিন, স্ট্রেপটোমাইসিন, অ্যামপিসিলিন, এমনকি অ্যাসপিরিনও–মরে না। কোনভাবেই ওগুলোকে থামানো সম্ভব নয়। ইচ্ছে হলে চেক করে দেখতে পারেন।' ঘুরে হেঁটে গেল ল্যাব অফিসারের দিকে, অফিসারের মাথার ওপর একটা ওভারহেড প্রজেক্টর রয়েছে।

টেবিলে রাখা নেগেটিভ প্রেশার বক্সের সামনে চলে এল রানা আর ড. নিউলি। ভাইরোলজিস্ট ভদ্রলোক ডায়াল ঘুরিয়ে বক্সের ভেতরকার আলো সহনীয় উজ্জ্বল পর্যায়ে তুলে আনলেন। তারপর হাত দিলেন মাইক্রোম্যানিপুলেশন কন্ট্রোলে, বক্সের ভেতর কুৎসিত দর্শন একজোড়া ধাতব হাতকে নিয়ন্ত্রণ করে ওটা। ধ্যানমগ্ন সাধুর মনোযোগ দিয়ে জটিল ইনস্ট্রুমেন্টটা চালু করলেন ড. নিউলি, আদর্শ ছাত্রের মত চুপচাপ তাকিয়ে থাকল রানা।

ধাতব হাত দুটো ছোট একটা শিশি তুলে নিল, লেবেলে লেখা রয়েছে ফেজ টি-নাইন প্লাস। এরপর আরও ছোট একটা ক্রিস্টাল রড তুলে ডোবানো হলো শিশির ভেতর। শিশি থেকে তুলে এবার ওটাকে রাখা হলো ছোট, গোল একটা কালচার ডিস্কে। সব মিলিয়ে চারটে ডিস্ক রয়েছে, প্রতিটিতে আলাদা আলাদা অ্যান্টিবায়োটিক। প্রতিটি ডিস্কে ফেজ টি-নাইন প্লাসের নমুনা রাখা হলো।

'শোনো হে বৎস,' ক্যাপটেন নডকে বললেন ড. নিউলি, জানেন গ্রাহাম ওদের কথা শুনতে পাচ্ছে না। 'ভাল করে দেখো। ডিস্কের ভাইরাস যদি সংশ্লিষ্ট অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট করতে না পারে, ওগুলো মারা পড়বে। ডিস্কে তখন তুমি কি দেখবে? স্বচ্ছ লাল সর, বুঝেছ? আর যদি রেজিস্ট করতে পারে অর্থাৎ যদি বেঁচে থাকে তাহলে কি দেখবে? যা দেখছ তাই, সাদাটে স্বচ্ছ তরল পদার্থ।'

ভুরু থেকে গড়িয়ে ঘাম পড়ল রানার চোখে। সেফটি সুটের ভেতর সেদ্ধ হচ্ছে শরীরটা। ড. নিউলি আর ওর মাঝখানে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ, সরে এসে সেটায় চোখ রাখল রানা।

'আরে আরে, একি!' জীবাণু সম্পর্কে সাধারণ একটা ধারণা আছে রানার, কিন্তু এ-ধরনের বিদঘুটে আকৃতি আগে কখনও দেখেনি ও। হাতি-ঘোড়া আকৃতির স্বচ্ছ কি যেন দেখতে পাচ্ছে, কোনটাই নড়াচড়া করছে না। 'সম্ভবত বিরাট কিছু

আবিষ্কার করে ফেলেছি, ড. নিউলি।' গলা আরও খাদে নামাল ও, 'টি-নাইন প্লাসগুলো সব মারা গেছে।'

মাইক্রোম্যানিপুলেশন কন্ট্রোল ছেড়ে সরে এলেন ড. নিউলি, রানাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বললেন, 'গবেট! দেখতে দাও আমাকে!' ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের আই-পীসে চোখ রাখলেন। 'যা ভেবেছি! গ্লাস স্লাইডের মলিকিউলার স্ট্রাকচার দেখছিলে তুমি!'

'আস্তে,' ফিসফিস করে বলল রানা, 'গ্রাহাম শুনে ফেলবে!'

'নাও, চেক করো,' মাথা ঝাঁকিয়ে প্রেশার বক্সটা দেখিয়ে বললেন ড.নিউলি। কালচার ডিস্কের দিকে তাকাল রানা। সাদাটে স্বচ্ছ হয়ে রয়েছে নমুনাগুলো, কোন পরিবর্তন নেই। এটাই বৈশিষ্ট্য টি-নাইন প্লাসের, মৃত্যুহীন খুনী সে। হঠাৎ শিউরে উঠল রানা, বীভৎস মৃত্যু থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে ওদেরকে শুধু একটা কাঁচ।

এরপর ড. নিউলি ভ্যাকিউম চেম্বারটা পরীক্ষা করলেন, তীব্র বিষাক্ত যত রকম ফেজ টাইপ ভাইরাস আছে সব ওখানে রাখা হয়। ভ্যাকিউম চেম্বার থেকে বেরিয়ে র‍্যাকে রাখা অনেকগুলো খাঁচার সামনে দাঁড়াল ওরা, ওগুলোয় সাদা ইঁদুর রয়েছে। একটা খাঁচায় দুটো ইঁদুর দেখল রানা। একটার গায়ে অসংখ্য টিউমার আর ফোস্কা। দেহের কোথাও কোন লোম নেই, সব খসে পড়েছে। বিরতিহীন কাশছে ওটা, প্রতি মুহূর্তে ঝাঁকি খাচ্ছে শরীর। পাশে অপর ইঁদুরটা মারা গেছে। খাঁচার গায়ে লেবেল–'টি-নাইন প্লাস'।

'এসো,' রানাকে নিয়ে ওখান থেকে সরে এলেন ড. নিউলি। 'ফ্রিজারটা চেক করি।'

মারা যাবার পর কোথায় যায়, কি গতি হয় ইঁদুরদের? গ্রাহাম পথ দেখিয়ে বেসমেন্টে নিয়ে যাচ্ছে ওদেরকে, প্রশ্নটা উঁকি দিল রানার মাথায়। সেফটি সুট আর সবুজ আলো একদম সহ্য হচ্ছে না ওর, নিজেকে মনে হলো শব্দহীন এবং বৈরী একটা গ্রহে সদ্য নেমে আসা একজন মহাশূন্যচারী।

ফ্রিজারের সামনে দাঁড়াল ওরা। দরজার ডান দিকে বড় একটা গোলাকৃতি থার্মোমিটার রয়েছে। রিডিং চেক করল ক্যাপটেন গ্রাহাম। ফ্রিজারের দরজার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ঘামে ভেজা পিঠে ভয়ের একটা ঠাণ্ডা স্রোত অনুভব করল রানা। ঠিক তখনই ভারি মেটাল ডোর খুলে ফেলল গ্রাহাম।

ফ্রিজারটা চওড়ায় দশ ফুট, লম্বায় চব্বিশ ফুট–হেঁটে ঢোকা যায় ভেতরে। ভ্যানডারবিল্ট ইউনিভার্সিটিতে ড. নিউলি কি বলেছিলেন মনে পড়ে গেল রানার, 'এক্সট্রিমলি লো টেমপারেচারে ভাইরাস সংখ্যাবৃদ্ধি করে না।'

ফ্রিজারের ভেতর ঢোকার সময় নিজেকে অভয় দিল রানা, বিদ্যুৎ চলে গেলও এখন আর কোন ভয় নেই, জেনারেটার চালু হয়ে যাবে। কিন্তু তারপরই ভাবল, কোন কারণে যদি যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয় ফ্রিজারে, টেমপারেচার যদি দ্রুত বাড়তে শুরু করে? কোনভাবে আবার যদি একটা মেল্ট-ডাউন ইমার্জেন্সি দেখা দেয়? কিংবা যদি এমন হয়, বাইরে থেকে বন্ধ হয়ে গেল ফ্রিজারের দরজা, খোলা যাচ্ছে না, এই সময় যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিল? কি করবে তখন তুমি, মাসুদ

রানা? কোথায় থাকবে তোমার কেরামতি? এত যে কারাতে শিখেছ, শূটিং প্র্যাকটিস করেছ, প্যাঁচ কষতে জানো বুদ্ধির, আসবে কোন কাজে? সত্যিকার বিপদে পড়লে, কোন্ দিক থেকে ওই ইঁদুরটার চেয়ে শ্রেয় তুমি?

দেয়ালে সাঁটা একটা তালিকা দেখে বরফে পরিণত ইঁদুরগুলো গুণলেন ড. নিউলি। সংক্রমিত কোন ইঁদুর মারা গেলে ফ্রিজারে নিয়ে এসে রাখা হয়।

জোরাল তাগাদা দিয়ে ফ্রিজার থেকে ওদেরকে বের করে আনল গ্রাহাম, ড. নিউলি ক্ষোভ প্রকাশ করায় সে ব্যাখ্যা দিল, ফ্রিজারের ভেতর বেশিক্ষণ কাউকে থাকতে দেয়ার নিয়ম নেই। তাছাড়া, কর্নেলের নির্দেশের মধ্যে ফ্রিজার পরিদর্শন অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

ফ্রিজার থেকে বেরিয়ে এসে রীতিমত তর্ক জুড়ে দিলেন ড. নিউলি। গোটা ফ্রিজার ভালমত একবার চেক করতে হবে তাঁকে। এক সময় পরাজয় স্বীকার করে হাসল গ্রাহাম, আপোষ করতে রাজি। 'ঠিক আছে, রাত ন'টার পর আপনারা একা এসে আরেকবার নাহয় দেখে যাবেন, এবার খুশি তো? তখন ল্যাব বিল্ডিঙে লোকজন তেমন একটা থাকবে না। বোঝেনই তো, আমি এখানে চাকরি করি!'

না, দুঃখিত, ওদের সাথে তখন সে থাকতে পারবে না। তবে সিকিউরিটি ডেস্কে বলে রাখবে, ক্লিয়ার‍্যান্স ব্যাজ পেতে কোন অসুবিধে হবে না ওদের।

ল্যাব বিল্ডিং থেকে বেরিয়ে এসে জীপে চড়ল ওরা, গ্রাহাম ওদেরকে ব্যাচেলার অফিসার্স কোয়ার্টারের সামনে নামিয়ে দিল, ওখানেই দু'জনের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। জীপ থেকে নেমে গ্রাহামকে রানা বলল, 'সন্ধের সময় জীপটা লাগবে, আমরা একবার মারকুয়েটি যাব।'

'তাহলে রেখেই যাই, হেঁটে চলে যাব কোয়ার্টারে।' জীপটা ওদেরকে দিয়ে বিদায় হলো গ্রাহাম।

নিজের কামরা থেকে বেরিয়ে ডাইনিং হলে যাবার আগে খানিকটা কারিগরি জ্ঞান ফলাল রানা। ওর অ্যালার্ম ক্লকের মুখের ভেতর খুদে একটা ক্যামেরা লুকাল, সুপার ওয়াইড-অ্যাঙ্গেল লেন্স সহ। ক্যামেরার অটোমেটিক শাটার কাজ করবে দরজার চৌকাঠে লুকানো একজোড়া সেনসর-এর নড়াচড়ায়। দ্বিতীয় জোড়া জুতোর একটা বিছানার তলায় কাত হয়ে পড়ে আছে, ভেতরে থাকল বিল্ট-ইন কনডেন্সর মাইক সহ একটা খুদে টেপ রেকর্ডার। ক্যামেরার ইলেকট্রনিক শাটার প্রথমবার তৎপর হওয়ামাত্র টেপ-রেকর্ডার চালু হয়ে যাবে। ওর অনুপস্থিতিতে কেউ যদি কামরায় ঢোকে, ফিরে এসে জানতে পারবে রানা।

'ফ্রিজারে ফিরে যাবার জন্যে অস্থির হয়ে আছি, রানা,' নিজের কামরা থেকে রানার সাথে করিডরে বেরিয়ে এসে বললেন ড. নিউলি, ডাইনিং হলের দিকে যাচ্ছে ওরা। 'তালিকাটা আরও খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে চাই আমি। এ-পর্যন্ত অসংখ্য ইঁদুর মারা গেছে, সবগুলো কি আছে ফ্রিজারে? টি নাইন প্লাস সবচেয়ে নিরাপদে পাচার করার উপায় কি জানো?'

'টি-নাইনে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে যে ইঁদুরটা, ফ্রিজার থেকে নিয়ে সেটাকে বরফ ঠাসা একটা ফ্লাস্কে ভরে বেরিয়ে এলাম, তারপর বেসের বাইরে কোথাও যত

তাড়াতাড়ি সম্ভব অন্য একটা ফ্রিজারে ঢুকিয়ে রাখলাম–ব্যস, লাখ লাখ মানুষ খুন করার মারণাস্ত্র এসে গেল আমার হাতে।'

'কাজেই আমাকে জানতে হবে,' ড. নিউলি গম্ভীর সুরে বললেন, 'ফ্রিজার থেকে কোন ইঁদুর চুরি গেছে কিনা।'

এগারো

উত্তর ক্যারোলিনা উপকূলে ন্যাগস্ হেড সৈকত এক সময় আকর্ষণীয় বিউটি স্পট ছিল, কিন্তু পানি দূষিত হয়ে পড়ায় এখন আর রোদ পোহাতে বা স্নান করতে কেউ এখানে আসে না। একাধিক জাহাজের খোল থেকে উপচে পড়া তেলে সৈকতের বালি পিচ্ছিল, থকথকে হয়ে আছে। পাখির ঝাঁকগুলোও উধাও, পুরানো দিনের কথা মনে করে যদি বা দু'একটা উড়ে আসে, বেশিক্ষণ থাকে না।

নকশা করা খাটে ঝালর লাগানো বড় বিছানা, মখমল চাদরের নিচে ঢাকা পড়ে আছে জিনিয়া মেইনের বিবস্ত্র শরীর। বালিশে মাথা, চিৎ হয়ে শুয়ে আছে সে, ভাঁজ করা হাত দুটো বুকের ওপর। মোটেলে যা ঘটে গেছে তার ধাক্কা এখনও সামলে উঠতে পারেনি জিনিয়া। দু'জন লোক পাঠিয়ে ওদের আপত্তিকর ফটো তোলানো হয়েছে। জীবনে আর কোনদিনই বোধহয় স্বাভাবিক হতে পারবে না ভ্যালেন্টাইন মনিয়ের।

কারা এর জন্যে দায়ী জানা আছে তার, জানে ব্যবহার করা হয়েছে তাকে। তার আর মনিয়েরের অশ্লীল ছবিগুলো এয়ার ফোর্স জেনারেলকে ব্ল্যাকমেইল করার কাজে ব্যবহার করা হবে, এ-ব্যাপারে নিশ্চিত সে। ভ্যালেন্টাইন মনিয়েরকে পছন্দ করে জিনিয়া, কল্পনাও করেনি তার দ্বারা বেচারার এ-ধরনের মারাত্মক একটা ক্ষতি হয়ে যাবে। কিন্তু যা ঘটেছে তার জন্যে সে দায়ী নয়। সে জানতই না!

বীচ হাউসের সামনের দরজা খোলার আওয়াজ হলো। নিচের হলে তারপরই শোনা গেল ভারি পায়ের আওয়াজ। চোখ বন্ধ করে হাত-পা টান টান করল জিনিয়া, হঠাৎ মধুর উত্তেজনা আর আবেশে আপ্লুত হয়ে উঠল সারা শরীর। তিনি আসছেন! তিনি আসছেন!

আনন্দ-উত্তেজনায় কি করবে না করবে কিছুই ঠিক করতে পারল না জিনিয়া। ঝট্ করে একবার উঠে বসল বিছানায়, পরমুহূর্তে আবার শুয়ে পড়ে মখমলে বুক ঢাকল। বাইরের করিডরে চলে এসেছে পায়ের শব্দ। আবার বসল জিনিয়া, এলো চুল ছড়িয়ে দিল সারা পিঠে। দরজা খোলার আওয়াজ হতেও পিছন ফিরে তাকাল না।

'ওহ্ গড!' ফিসফিস করে বলল জিনিয়া, কাঁধ আর বুক মখমলে ঢাকা, চোখ দুটো বন্ধ, ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে। অবশ শরীরটা ধীরে ধীরে পিছন দিকে ঢলে পড়ল, বালিশে মাথা রাখল সে।

ঘরে শুধু চাঁদের আলো। ভারি একটা পুরুষকণ্ঠ শোনা গেল। জিনিয়া, নাম ধরে ডাকল তাকে। ভারি এবং ভরাট কণ্ঠস্বর, জিনিয়ার সারা শরীরে বিদ্যুৎ ছড়িয়ে দিল। জীবনে এই একজনকেই ভালবেসেছে সে।

'কত দিন পর!' ফিসফিস করে বলল সে।

'হ্যাঁ, অনেক দিন হলো,' মার্জিত কণ্ঠস্বর, ক্ষীণ হলেও আবেগের রেশ টের পাওয়া যায়। 'কিন্তু প্রতিটি নিঃসঙ্গ রাতে তোমার কথা মনে পড়ে আমার।'

কাঁধে একটা হাত অনুভব করে শিউরে উঠল জিনিয়া। মুখ ঘুরিয়ে হাতটায় ঠোঁট ছোঁয়াল সে। 'আজও কি আমাকে আপনি আগের মত ভালবাসেন?'

'আগের মত নয়,' কোমল সুরে বললেন তিনি। 'তোমাকে আমি আগের চেয়েও অনেক বেশি ভালবাসি।' অবশেষে চোখ মেলল জিনিয়া, তাকাল মুখ তুলে। 'আপনাকে না পেয়ে আমি খুন হয়ে গেছি...'

বিছানার কিনারায় বসলেন তিনি, হাতচাপা দিলেন জিনিয়ার মুখে। 'বোকা মেয়ে, কে বলল পাওনি আমাকে?' জিনিয়ার হাতটা তুলে নিজের বুকে চেপে ধরলেন। 'এখানে একা শুধু তোমার বাস।' তারপর, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট সামনের দিকে ঝুঁকে বুকে টেনে নিলেন জিনিয়া মেইনকে।

পাশাপাশি শুয়ে আছে ওরা, প্রেসিডেন্টের কানে ঠোঁট ঠেকিয়ে জিজ্ঞেস করল জিনিয়া, 'পালালেন কিভাবে? কেউ দেখে ফেলেনি তো?' দু'জনেই ওরা জানে, ডানকান ডকের বীচ হাউসে ওদের রাত কাটানোর ঘটনা ফাঁস হয়ে গেলে কেলেংকারির আর সীমা থাকবে না।

'গ্লেনডা আর আমি ভাইস প্রেসিডেন্টের বাগান-বাড়িতে ছুটি কাটাতে এসেছি, এখান থেকে বেশি দূরে নয়।' মৃদু শব্দে হাসলেন প্রেসিডেন্ট ডানকান ডক। 'বাগান-বাড়ির চারদিকে সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট আর ডি.আই.এ. অপারেটর গিজগিজ করছে, সবার ধারণা ফার্স্ট লেডীর পাশের কামরায় অঘোরে ঘুমাচ্ছি আমি। জানাজানি হয়ে গেলে রিপলের বিলিভ ইট অর নটে জায়গা করে নেবে ঘটনাটা।' আবার একটু হাসলেন তিনি। 'জানালা গলে, দেয়াল বেয়ে, পাঁচিল টপকে, গাছ থেকে লাফ দিয়ে ঝোপে নেমে ছুটে এসেছি তোমার কাছে।'

'ধ্যেৎ, আমি বিশ্বাস করি না! সত্যি বলছেন কেউ জানে না আপনি ওখানে নেই?' জিনিয়ার বিশ্বাস হচ্ছে না।

'সিক্রেট সার্ভিসের দু'জন মাত্র জানে, দু'জনই আমার গ্রামের ছেলে। প্রয়োজনে ওরা আমার জন্যে প্রাণ দেবে। এখানে আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ—আপাতত।'

আনন্দ এবং বিষাদ, একইসাথে দু'ধরনের অনুভূতি হলো জিনিয়ার। আজ কত বছর হলো প্রেসিডেন্টের সাথে প্রেম চলছে তার, সেই যখন ডানকান ডক কংগ্রেস সদস্য ছিলেন। কিন্তু অশুভ ঘোড়ার মূর্তি ধারণ করে যেই তিনি প্রেসিডেন্ট পদের জন্যে নমিনেশনের পিছনে ছুটলেন, ওদের সম্পর্কটা এক রকম বাতিল হয়ে গেল।

শেষবার ওদের দেখা হয়েছে চার বছর আগে। ডানকান ডকের স্ত্রী গ্লেনডা ওদের ব্যাপারটা জানে। কিন্তু ভার্জিনিয়ার মেয়ে সে, এ-ব্যাপারে কখনও কোন

প্রশ্ন করেনি স্বামীকে। তবে তার মায়াভরা চোখ ডানকান ডকের বাইবেলের মতই বিষাদ ছড়ায়। ডানকান ডক এবং তাঁর স্ত্রী সাত বছর এক বিছানায় শোন না। সাত বাইবেলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা সংখ্যা...

স্যাম ফোলি আর জিনিয়ার ব্যাপারটা কিছুই জানেন না ডানকান ডক, জানেন না ভ্যালেন্টাইন মনিয়েরের সাথেও জিনিয়ার একটা সম্পর্ক আছে। জিনিয়াকে এখনও তিনি সতী নারীর প্রতীক হিসেবে কল্পনা করেন। আজ দেখা হবার আগে থেকেই সব বলে নিজেকে হালকা করার জন্যে সাহস সঞ্চয় করার চেষ্টা করছে জিনিয়া, কিন্তু বলতে পারছে না। বললে তাঁকে শুধু আঘাতই দেয়া হবে, জানে সে। ঘন ঘন সাক্ষাৎ না ঘটলেও, তিনি যে ওকে ভালবাসেন তার প্রমাণ অনেক বার বহুভাবে দিয়েছেন গত চার বছরে। আর কিছু না হোক, কয়েক লাখ ডলার মূল্যের উপহার তো পেয়েছে সে। নগদ টাকার কথা নাহয় বাদ দেয়া যাক।

জিনিয়া জানে, তার সম্পর্কে আসল কথাটা ডানকান ডক জানেন না। সাহস করে সে কোনদিন বলতেও পারবে না তাঁকে। বলতে পারবে না, কারণ প্রেসিডেন্ট তাকে ভাল না বাসলে তার বেঁচে থাকার কোন অর্থ থাকবে না। তারচেয়ে এই ভাল, ভালবাসাটা থাক। তাকে যে কী মূল্য দিতে হচ্ছে, তার জীবন যে কী ভীষণ জটিল আর বিপজ্জনক, নাই বা জানলেন প্রেসিডেন্ট।

ডানকান ডকের লোমশ বুকে মুখ রেখে জিনিয়া মেইন ভাবতে লাগল কিভাবে পেশাটা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। মনে হলো, এই ফাঁদ থেকে তার মুক্তি নেই, অন্তত বেঁচে থাকা পর্যন্ত ওরা তাকে মুক্তি দেবে না।

এ-সব চিন্তা এখন বরং থাক, ভাবল জিনিয়া। অন্তত এই মুহূর্তে তো সে ডানকানের সান্নিধ্য উপভোগ করছে, এটুকুই তার পরম পাওয়া।

এনড্রুজ এয়ার ফোর্স বেসে প্লেন থেকে নেমে প্রথমেই সয়্যারে ফোন করল কর্নেল ওয়াকি।

'ক্যাপটেন গ্রাহাম বলছি,' অপরপ্রান্ত থেকে সাড়া পাওয়া গেল।

'ক্যাপটেন, কর্নেল ওয়াকি।'

'ইয়েস, স্যার! বলুন, স্যার। নিরাপদে পৌঁচেছেন তো, স্যার?'

'আমি ভাল আছি। গ্রাহাম, একটা কাজ শেষ করে আসিনি, তোমার মনে আছে?'

'জ্বী, স্যার। মনে আছে, স্যার!'

খালি অফিসে কেউ না থাকলেও গলা একেবারে খাদে নামালেন কর্নেল ওয়াকি, 'জানোই তো আমার সমাপ্ত কাজটা তোমাকে শেষ করতে হবে...'

'জানি, স্যার।'

'যান্ত্রিক যে গোলযোগটা দেখা দেবে সেটা কাল সকালের মধ্যে দেখা দিলেই ভাল, মানে আমি ফেরার আগেই।'

'না, স্যার!' চাপা উত্তেজনার সাথে বলল গ্রাহাম। 'আমি ব্যবস্থা করছি আজ রাতেই যাতে গোলযোগটা দেখা দেয়। শুভ কাজে দেরি করতে নেই...'

'ভেরি গুড।'

*

ইয়ট ওয়রলককে এইমাত্র পানিতে নামানো হয়েছে ডক থেকে। হাতে শ্যাম্পেনের গ্লাস, হুইলহাউসে নাচানাচি করছে জর্জ বুকান, বাপকে জড়িয়ে ধরে ডকে দাঁড়ানো মাকে উদ্দেশ্য করে হাত নাড়ছে লুসি। শ্যাম্পেনের খোলা বোতল ধরা হাতটা বাপ-বেটির উদ্দেশে নাড়ল এলভিরা বুকান। সাগরে ভেসে থাকতে পারবে ওয়রলক, এখনও তার বিশ্বাস হচ্ছে না।

'বেটিকে ভালমত মেরামত করা হয়েছে, মি. বুকান,' সদ্য চাকরি পাওয়া স্কিপার মার্লোন ফেটুচিনি সন্তুষ্টচিত্তে বলল।

'কার কথা বলছ হে?' সকৌতুকে জিজ্ঞেস করল জর্জ বুকান। 'আমার ইয়ট, নাকি আমার স্ত্রীর কথা?'

ঘন কালো বাবরি নেড়ে অট্টহাসি হাসল মার্লোন ফেটুচিনি। তার চোখ দুটো লাল ডিম, পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চি চওড়া ছাতি, সাড়ে ছ'ফিট লম্বা। দেড়মাস পর ওয়রলক নিয়ে ক্যারিবিয়ান পাড়ি দেবে সে। জর্জ বুকানের কয়েকজন বন্ধু পরামর্শ দেয়ায়, ছ'জন প্রার্থীর মধ্যে থেকে বাছাই করা হয়েছে তাকে। সম্প্রতি দেনার দায়ে নিজের বোট পাওনাদারদের হাতে তুলে দিয়েছে সে, সৎভাবে বেঁচে থাকার জন্যে একটা চাকরি তারও খুব দরকার ছিল। মায়ামির লোক, সাগরে জাহাজ চালানোর বিশ বছরের অভিজ্ঞতা আছে।

স্কিপারের হ্যাট থেকে ক্যানভাস শূ পর্যন্ত সব তার সাদা। নিচের পাটির একটা দাঁত সোনার, মুখ খুললেই সেটা ঝিক্ করে ওঠে। রিঙ পরেছে একটা কানে। লুসির খুব পছন্দ হয়েছে তাকে, বাবাকে চুপিচুপি বলেছে, 'ঠিক যেন মধ্যযুগের দুর্ধর্ষ জলদস্যু।'

প্রথম যেদিন বোটে এল মার্লোন ফেটুচিনি সেদিনই তাকে ভালবেসে ফেলল জর্জ বুকান। বগলদাবা করে একটা কাঠের বাক্স নিয়ে এল সে। আলাপের শুরুতেই জানিয়ে দিল, 'এটা আমার সৌভাগ্যের বাক্স, কেউ কোন বিরূপ মন্তব্য করতে পারবে না। আমি থাকলে ওটাও থাকবে।'

'কি আছে ওতে?'

'খুলেই দেখুন···না, হাত লাগাবেন না, সাবধান! দাঁড়ান, আমিই খুলে দেখাচ্ছি।' মার্লোন ফেটুচিনি নিজেই খুলল বাক্সটা।

উঁকি দিয়ে ভেতরে তাকিয়ে এক পা পিছিয়ে এল জর্জ বুকান। 'একি! সাপ!'

'আগে সাপটাকে দেখতে পেলেন,' আহত কণ্ঠে বলল মার্লোন ফেটুচিনি। 'দেখতে পাচ্ছেন না একটা বেজিকে ঘিরে কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে?'

'কিন্তু সাপ আর বেজি···কি সাপ, দেখে তো মনে হচ্ছে জাতসাপ!'

'কেউটে,' বলল স্কিপার। 'তবে বারবাডোসে ঝড়ে পড়েছিলাম গত বছর, ওটার বিষদাঁত ভেঙে গেছে। বাক্সের ভেতরই রাখা আছে, ফেলিনি, ভাল একজন ডেন্টিস্ট পেলে লাগানো হবে।'

'আর বেজিটার চোখ···' কোন বেজির চোখ এত বড় হয় জানা ছিল না জর্জ বুকানের।

'ড্যাডি, তুমি ধরতে পারোনি!' হঠাৎ চিৎকার করে উঠল লুসি। 'খেলনা!

নকল! সত্যিকার সাপ বা বেজি নয়!'

সেই প্রথম মার্লোন ফেটুচিনির অট্টহাসি শুনতে পেল ওরা। সে অভিজ্ঞতা ভোলার নয়, ঠিক যেন আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণের সাথে ভূমিকম্প শুরু হয়েছে।

বোটের এঞ্জিন, খোল, সবগুলো সেইল, দড়িদড়া, হুইলহাউস, একে একে সব পরীক্ষা করে সার্টিফিকেট দিল মার্লোন ফেটুচিনি, 'বাঁশির পরিষ্কার সুরের মত নিখুঁত, এই বোট নিয়ে আমি সাত সমুদ্র পাড়ি দিতে পারি!'

চোখের পানি লুকাবার জন্যে তাড়াতাড়ি হুইলহাউস থেকে পালিয়ে এল জর্জ বুকান।

সিকিউরিটি ডেস্কের এ.পি. স্যালুট করতে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল ক্যাপটেন গ্রাহাম। ল্যাবে ঢুকতে হলে যে খাতায় সই করতে হয় সেটা টেনে নিয়ে খুলল সে। নিজে সই করার আগে ইতোমধ্যে যাদের নাম লেখা হয়েছে সেগুলোর ওপর চোখ বুলাল। দুটো নাম দেখে সন্তুষ্ট হলো গ্রাহাম। ড. অ্যান্থনি নিউলি এবং ক্যাপটেন উইলবার নড। হাতের লেখা একজনের।

এরপর খাতার অপর পৃষ্ঠায় চোখ বুলিয়ে গ্রাহাম দেখল ল্যাবে লোকজন নেই বললেই চলে। সে আন্দাজ করল, জোড়া গিনিপিগ বরফে ঘুরে বেড়াচ্ছে—ফ্রিজারের ভেতর।

'পরিবেশ একটু গরম করা যাক,' মনে মনে বলে ল্যাব বিল্ডিঙে ঢুকে পড়ল গ্রাহাম।

তাড়াতাড়ি সেফটি সুট পরে বেসমেন্টে নেমে এল সে। ইতোমধ্যে গোটা বেসমেন্ট খালি হয়ে গেছে। লোক আছে শুধু ফ্রিজারে।

বিশাল দরজার গায়ে কান ঠেকাল গ্রাহাম। ভেতরে কে যেন হাঁটাহাঁটি করছে। এক পাশে সরে এসে, ফ্রিজারের বাইরের তালার বোল্টে হেলান দিল সে। হোলের ভেতর ঢুকে গেল বোল্ট, অপরপ্রান্তের মেটাল প্লেটে গিয়ে ধাক্কা খাওয়ায় ধাতব শব্দ হলো জোরাল। তারপর একটু একটু করে, ধীরে ধীরে, বোল্টটা টানতে শুরু করল সে, যতক্ষণ না হোলের ভেতর নামমাত্র ঢুকে থাকে। এভাবে থাকার ফলে মনে হবে কেউ ভেতরে ঢুকে খুব জোরে দরজা বন্ধ করায় বোল্টটা হোলের ভেতর আটকে গেছে।

এরপর মাথার ওপর হাত তুলে এক মুঠো তার ধরল গ্রাহাম, তারগুলো থার্মোস্ট্যাট থেকে ফ্রিজারে গিয়ে ঢুকেছে। ধীরে ধীরে টেনে ওগুলো আলগা করল সে। দেখে মনে হবে অ্যাক্সিডেন্ট।

দরজার ওপর চোখ রেখে পিছু হটতে শুরু করল গ্রাহাম। পায়ের আওয়াজ পাচ্ছে সে। ভেতর থেকে কেউ খোলার চেষ্টা করায় হাতলটা ঘুরছে। কাজ হচ্ছে না দেখে ভেতর থেকে চাপ আর ধাক্কা দেয়া শুরু হলো দরজায়। কিন্তু খুলবে না, বাইরে থেকে বন্ধ।

আওয়াজটা বাড়তে শুরু করল। তাড়াতাড়ি করিডরে বেরিয়ে এসে এদিক ওদিক তাকাল গ্রাহাম। কেউ কোথাও নেই। খাতায় দেখে এসেছে, বেসমেন্ট খালি। ওপরতলায় দু'একজন থাকলেও শব্দটা তারা কেউ শুনতে পাবে না।

নিজেকে সন্দেহমুক্ত রেখেছে গ্রাহাম, শুধু ল্যাবে ঢোকার অনুমতি চেয়ে খাতায় সই করেছে সে। এ.পি.-কে বলে এসেছে, একটা মাইক্রোস্কোপ নিতে হবে, মেরামতের জন্যে পাঠাতে হবে কারখানায়।

ফ্রিজারের সামনে ফিরে এসে বাইরের থার্মোমিটার মার্কারির দিকে তাকাল গ্রাহাম। ধীরে ধীরে ওপর দিকে উঠছে মার্কারি। কাল সকালে লোকজন ডিউটিতে আসার আগে ফ্রিজারের ভেতর টেমপারেচার আকাশে উঠে যাবে। সেই সাথে একটা মেল্ট-ডাউন ঘটনার কথা জানবে সবাই। থার্মোস্ট্যাটের তারগুলো জোড়া লাগানো হবে আবার, ক্যাপটেন নড আর ড. নিউলিকে উদ্ধার করার আগে ফ্রিজারের টেমপারেচার নামানো হবে চূড়ান্ত পর্যায়ে। কিন্তু ইতোমধ্যে টি-নাইন প্লাসে সংক্রমিত হবে ওরা।

ফ্রিজারের ভেতর চিৎকার শুরু হলো। কে যেন আর্তনাদ করছে। ভোঁতা, অস্পষ্ট।

মার্কারির উত্থান আরেকবার দেখল গ্রাহাম। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে আলো নেভাল সে, উঠে এল বেসমেন্ট থেকে। আপনমনে হাসছে। কর্নেল তার ওপর যা খুশি হবে না!

ধাপ ক'টা তরতর করে টপকে হোয়াইট হাউসে ঢুকলেন প্রেসিডেন্ট ডানকান ডক। ভোরের আলো মাত্র ফুটতে শুরু করেছে।

রাত শেষ হবার আগেই বীচ হাউস থেকে ভাইস প্রেসিডেন্টের বাগান-বাড়িতে ফিরে আসেন প্রেসিডেন্ট, এসে দেখেন স্ত্রী তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে। স্বামীকে তিরস্কার করার জন্যে নয় অবশ্য, যদিও তার ভাল করেই জানা আছে ডানকান ডক জিনিয়া মেইনের কাছ থেকে ফিরল।

দরজা দিয়ে স্বামীকে ভেতরে ঢুকতে দেখেই বলল সে, 'লিয়ন ক্যারি ফোন করেছিল। হোয়াইট হাউসে এখুনি তোমাকে দরকার।'

স্ত্রীর চোখে বিষাদ, লক্ষ করে ব্যথা পেয়েছেন ডানকান ডক, কিন্তু অনেক দিন হলো কেউ তাঁরা কাউকে পরস্পরের দুঃখের কথা খুলে বলেন না। সময়ও ছিল না, গ্রামের ছেলে দুই সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টকে নিয়ে গাড়িতে উঠতে হলো তাঁকে। ফিরে এলেন হোয়াইট হাউসে।

'কি ব্যাপার, জেন্টলমেন?' ওভাল অফিসে ঢুকে উপদেষ্টাদের দিকে পালা করে তাকালেন প্রেসিডেন্ট।

মাথা নাড়ল লিয়ন ক্যারি। 'আমার ভয় হচ্ছে, ডক, চরম মূল্য দিতে হবে আমাদের।' আয়ান ক্যামেরন আর হেলমুট কোহলার, দু'জনেই মাথা ঝাঁকিয়ে তার কথায় সায় দিল। 'ড. ওয়ান চু শত্রুদের হাতে পড়েছেন!'

'কি বলতে চাও?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন প্রেসিডেন্ট। 'মাসুদ রানা রিপোর্ট করার জন্যে আবার এখানে এসেছিল?'

'না, কিন্তু আমাদের হাতে অন্য প্রমাণ এসেছে, মি. প্রেসিডেন্ট,' বলল হেলমুট কোহলার। 'উত্তর আফ্রিকায় প্লেগ দেখা দিয়েছে।'

'তারমানে? এ-সব ঘটছে কি?' হঠাৎ কয়ে প্রশ্ন তুলে সটান উঠে দাঁড়াল স্যাম

ফোলি, দৃঢ় পায়ে এগোল প্রেসিডেন্টের সামনে গিয়ে দাঁড়াবার উদ্দেশ্য নিয়ে। 'আপনারা…আপনি আমার কাছে কি গোপন করছেন, মি. প্রেসিডেন্ট?'

কথা বলার সময় বিষণ্ন দেখাল প্রেসিডেন্টকে, 'সান, মাই ডিয়ার সান, শুধু জাতীয় নিরাপত্তার কারণে ড. ওয়ান চু সম্পর্কে সব কথা তোমাকে আমি বলতে পারি না। না, তোমাকেও বলা সম্ভব নয়।'

স্যাম ফোলি মাঝপথে দাঁড়িয়ে পড়ল। 'এ-সব কি শুনছি আমি, মি. প্রেসিডেন্ট!' কর্কশ, অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর। 'ড. ওয়ান চু সম্পর্কে আর কি কথা থাকতে পারে?'

উত্তর দেয়ার আগে বড় করে শ্বাস টানলেন প্রেসিডেন্ট। 'ড. ওয়ান চু সম্ভবত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাইরোলজিস্ট, ফোলি।' আবার তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'তিনি যে শুধু টি-নাইন প্লাসকে বাধা দেয়ার জন্যে একটা ভ্যাকসিন আবিষ্কার করেছেন তাই নয়,' তাঁর গলা কেঁপে গেল, 'টি-নাইন প্লাস সৃষ্টিও করেছেন তিনি।'

স্যাম ফোলির চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল। 'মাই গড! তারমানে কি আপনি বলতে চাইছেন, উত্তর আফ্রিকায় যে প্লেগ দেখা দিয়েছে তার সাথে ড. ওয়ান চু-র সম্পর্ক আছে?'

মাথা ঝাঁকালেন প্রেসিডেন্ট। 'ড. ওয়ান চুকে যারাই কিডন্যাপ করে থাক,' থেমে থেমে বললেন, তিনি, 'তারা এখন তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে টি-নাইন প্লাস ব্যবহার করতে পারবে। আমরা এখনও জানি না, আমরাও তাদের শত্রু কিনা।'

বারো

ফ্রিজারের ভেতর থেকে তখনও ভোঁতা, আতঙ্কিত চিৎকার বেরিয়ে আসছে। সেই সাথে হাঁটু, কনুই আর কপালের বাড়ি পড়ছে দরজার গায়ে। সাদা সেফটি সুট পরা একটা ছায়ামূর্তি ঢুকল বেসমেন্টে, কয়েক সেকেন্ড অন্ধকারে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থেকে আশপাশে আর কেউ আছে কিনা বুঝতে চেষ্টা করল, তারপর আলো জ্বালল।

ফ্রিজারের সামনে দাঁড়াল ছায়ামূর্তি। 'ড. নিউলি?'

নাম শুনে ফ্রিজারের ভেতর কয়েক মুহূর্তের জন্যে বোবা হয়ে গেলেন ড. নিউলি। 'হ্যাঁ।' আগন্তুক শুনতে পেল, তিনি ঘন ঘন হাঁপাচ্ছেন। 'রানা?'

'আদি এবং অকৃত্রিম।'

'ফর দা লাভ অভ গড, আমাকে বের করো!'

ফ্রিজারের দরজার দিকে ঝুঁকল রানা, থার্মোমিটারের রিডিং পড়ল। 'ড. নিউলি, ক্রিটিকাল পয়েন্টটা জনাবেন আমাকে? টেমপারেচার কত হলে টি-নাইন প্লাস অ্যাকটিভ হয়?'

কয়েক মুহূর্ত ফ্রিজারের ভেতর থেকে কোন আওয়াজ এল না। বাস্তবতাকে মেনে নেয়ার মানসিক প্রস্তুতি নিচ্ছেন ড. নিউলি। রানার আশঙ্কা ভিত্তিহীন না-ও হতে পারে, এরই মধ্যে তিনি হয়তো টি-নাইন প্লাসে আক্রান্ত হয়েছেন। দ্রুত

হিসেব করলেন তিনি।

ফ্রিজারের বাইরে ঘামতে শুরু করেছে রানা। কঠিন একটা সিদ্ধান্ত নিতে হলো ওকে। ফ্রিজারের টেমপারেচার ক্রিটিকাল পয়েন্টে অর্থাৎ মেল্ট-ডাউন পর্যায়ে উঠে গিয়ে থাকলে ধরে নিতে হবে ড. নিউলি রয়েছেন প্যান্ডোরার বাক্সে একেবারে তলার দিকে, যেখান থেকে উদ্ধার পাবার কোনই আশা নেই।

টেমপারেচার নির্দিষ্ট সীমার ওপরে উঠে গিয়ে থাকলে ড. নিউলিকে বাইরে বের করা যাবে না। দু'দিনের পরিচয়েই ভদ্রলোক রানার প্রিয় ব্যক্তি হয়ে উঠেছেন, তবু সঙ্গত কারণেই এখানে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁর মৃত্যু নিশ্চিত করতে হবে রানাকে। ফ্রিজারের ভেতর ভয়ঙ্কর এমন সব জীবাণু এত বেশি পরিমাণে আছে, গোটা যুক্তরাষ্ট্রের সব লোককে মেরে ফেল্যার জন্যে যথেষ্ট।

সান্ত্বনা এইটুকু যে জীবাণুগুলো সচল হয়ে পড়লেও ফ্রিজার না খোলা পর্যন্ত ওগুলোর বাইরে ছড়িয়ে পড়ার কোন আশঙ্কা নেই। প্রেশার-সীলড ফ্রিজারে ফিল্টার করা বাতাস সরবরাহ করা হয়, না খোলা একটা ড্রামের মতই নিশ্ছিদ্র। জীবাণুগুলোকে আবার অচল করার জন্যে টেমপারেচার আগের পর্যায়ে কমিয়ে আনতে হবে, তারপর ড. নিউলিকে বাইরে বের করা যেতে পারে। তাতেও কোন লাভ নেই, সচল জীবাণুর সংস্পর্শে এসে থাকলে ড. নিউলির মৃত্যু অনিবার্য। টি-নাইন প্লাসের কোন চিকিৎসা নেই।

ড. নিউলির ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর শুনতে পেল রানা, 'অ্যান্টার্কটিক ভাইরাসের সাথে টি-নাইনের মিল আছে, ওটার সেফটি মার্জিন হলো...,' ঝাড়া তিন সেকেন্ড চুপ থাকার পর বললেন, 'জিরো ডিগ্রী ফারেনহাইট।'

থার্মোমিটার স্কেলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল রানা, আটকে থাকা দম সশব্দে বেরিয়ে এল নাক দিয়ে। নির্দিষ্ট টেমপারেচারের চেয়ে এখনও দুই ডিগ্রী নিচে রয়েছে স্কেলের কাঁটা। খপ্ করে দরজার হাতল ধরে সজোরে টান দিল ও।

ফ্রিজারের খোলা দরজা দিয়ে সম্পূর্ণ অচেনা এক লোক বেরিয়ে এল। আক্ষরিক অর্থেই আকারে-আয়তনে ছোট হয়ে গেছেন ড. নিউলি, সাদা সেফটি-সুটের ভেতর থরথর করে কাঁপছেন। দরজা বন্ধ করার সময় তাঁর মুখ দেখতে পাচ্ছে না বলে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল রানা।

'দাঁড়ান এখানে,' ভাইরোলজিস্ট ভদ্রলোককে দেয়ালের গায়ে দাঁড় করিয়ে আরেক দিকে ছুটে গেল রানা, বেসমেন্ট করিডর থেকে ফোন করল মেইন্টেন্যান্স অফিসে। দু'মিনিটের মধ্যে একজন টেকনিশিয়ান চলে এল। তাকে থার্মোস্ট্যাটের আলগা তারগুলো দেখিয়ে ড. নিউলিকে নিয়ে বেসমেন্ট থেকে উঠে এল রানা।

অদ্ভুত একটা ব্যাপার, ড. নিউলির ব্যাকুলতাই ওদের দু'জনের প্রাণ বাঁচিয়েছে। অফিসার্স মেসে ডিনার খাওয়ার পর মারকুয়েটিতে গিয়েছিল ওরা, সেখানে পৌঁছে ড.. জিল আয়ারল্যান্ডের সাথে দেখা করার জন্যে কমিউনিটি হাসপাতালে থামে রানা। কিন্তু ড. নিউলি ফ্রিজারটা আরেকবার চেক করে দেখার জন্যে এমন অস্থির হয়ে ছিলেন, বাধ্য হয়ে তাঁকে জীপটা ছেড়ে দেয় ও। ড. নিউলি জীপ নিয়ে সয্যার ফিরে আসেন, রানা হাসপাতালে ঢোকে।

হাসপাতালে ঢুকে রানা প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খায়। একজন নার্স ওকে জানাল, ডাক্তার জিল আয়ারল্যান্ড মারা গেছেন।

কয়েকজন ডাক্তারের সাথে মৃত্যুটা সম্পর্কে কথা বলে সয়্যারে ফিরল রানা, একজনের গাড়িতে লিফট পেয়ে।

ইতোমধ্যে ড. নিউলি একাই ফ্রিজারে ঢুকে পড়েছিলেন।

'আমারটার নিচে তোমার নামটাও লিখে দিলাম,' কাঁপুনি থামার পর প্রথম মুখ খুললেন তিনি। 'কেন যেন মনে হয়েছিল, বেসমেন্টে ঢুকে কেউ যদি দেখে ফ্রিজারে আমি একা আছি তাহলে হয়তো নাক গলাতে পারে। কিন্তু ঘটল কি? ঢোকার খানিক পরই বাইরে থেকে বন্ধ হয়ে গেল দরজা। থার্মোমিটারের দিকে তাকিয়ে দেখি, সর্বনাশ, টেমপারেচার বাড়তে শুরু করেছে। নিজের প্রশংসা করতে হয়, হার্টফেল করিনি। কি বলার আছে তোমার, মাই বয়, অ্যাক্সিডেন্ট?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'হতে পারে, জানি না।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন প্রৌঢ় ড. নিউলি, 'তোমার কাজটা সঠিক হয়েছে। টেমপারেচার না জেনে ফ্রিজার খুললে তোমাকে আমি আমার ছাত্র বলে স্বীকার করতাম না।'

বেরুবার সময় সিকিউরিটি ডেস্কে থামল রানা। খাতাটা টেনে নিয়ে চোখ বুলাল একবার। ড. নিউলি যখন অ্যাক্সিডেন্টে পড়েন, গোটা ল্যাব বিল্ডিঙে তখন মাত্র তিনজন অফিসার উপস্থিত ছিল। তাদের নাম–নেলসন, ব্রাউন, এবং…ক্যাপটেন গ্রাহাম।

পরদিন সকালে কর্নেল ওয়াকি যখন পৌঁছুল, রানা আর ড. নিউলি তখন তার অফিসেই অপেক্ষা করছে। দরজা খুলে ওদেরকে দেখতে পেল কর্নেল, শ্যেন দৃষ্টিতে তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করল রানা। আত্মনিয়ন্ত্রণের আশ্চর্য ক্ষমতা থাকলেও, পদক্ষেপে এক পলকের ইতস্তত ভাব, চুল পরিমাণ বিস্ফারিত চোখ, নাকের ফুটোর ক্ষীণ কাঁপন তাকে ফাঁসিয়ে দিল।

'কেমন আছেন, স্যার?' বিনয়ের অবতার সাজল রানা। 'এখনও কেউ আসেনি, স্যার, তাই আমরা নিজেরাই ঢুকে বসে আছি।'

নাক টানল কর্নেল ওয়াকি। 'আশা করি সব ঠিকঠাক আছে, ক্যাপটেন নড?' তীক্ষ্ণসুরে জিজ্ঞেস করল সে।

'সব ঠিক,' মিথ্যে বলল রানা, স্যালুট ঠুকল ঠকাস করে, ইচ্ছে করেই একটু দেরিতে। 'আজ বিকেলে ওয়াশিংটন ফিরে যাবার কথা আমার। এখান থেকে আমাদের পাইলটকে ডাকতে পারি তো?'

ডেস্কে বসে কাগজ পত্র নাড়াচাড়া করছে কর্নেল ওয়াকি, ওদেরকে গ্রাহ্য না করার ভাব।

ফোনে কথা বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা। 'আপনার সহযোগিতার কথা কখনও ভুলব না, স্যার,' কর্নেলকে বলল ও। 'আপনার মত কিছু মানুষ এখনও আছে বলেই তো আমেরিকা তলিয়ে যাচ্ছে না। অসংখ্য ধন্যবাদ, স্যার। আবার আমাদের দেখা হবে।'

চোখ তুলে রানার দিকে শ্বাপদের ঠাণ্ডা দৃষ্টি হানল কর্নেল ওয়াকি, হেলমুট কোহলারের চোখেও এই একই দৃষ্টি লক্ষ করেছে রানা। 'মনে হয় না,' কর্কশ কণ্ঠে বলল কর্নেল। 'এখানের কাজ তো শেষ করেই ফিরছেন।'

'এখানে বা অন্যখানে,' হাসতে হাসতে বলল রানা, 'কোথাও না কোথাও। দেখা হয়ে যেতে পারে না?'

বিরক্তিসূচক একটা শব্দ করে হাত নাড়ল কর্নেল ওয়াকি, ভাবটা আপদ বিদায় হও। শালা, মনে মনে গাল দিয়ে ড. নিউলিকে নিয়ে বেরিয়ে এল রানা অফিস থেকে।

করিডরেই দেখা হয়ে গেল ক্যাপটেন গ্রাহামের সাথে। 'সহযোগিতার জন্যে ধন্যবাদ, ক্যাপটেন,' আনন্দে মুখর হলো রানা। গ্রাহামের চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে, কর্নেলের মত মনের ভাব গোপন করতে পারল না সে। ড. নিউলির কঠিন দৃষ্টির সামনে আরও নার্ভাস হয়ে পড়ল। রানা হাত বাড়াতে করমর্দন করল সে, তার হাত কাঁপছে।

'হ্যাঁ,' জীপে ওঠার সময় ড. নিউলিকে বলল রানা, 'এখন বোঝা যাচ্ছে ওটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল না। ওরা দু'জনেই জড়িত।'

'দেখো বাপু, যত তাড়াতাড়ি পারো এই জাহান্নাম থেকে বের করো আমাকে!' তাগাদা দিলেন ড. নিউলি।

জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন প্রেসিডেন্ট, চারটে নামকরা প্রচার সংস্থার টেকনিক্যাল ক্রুরা আলো আর ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ফিট করছে হোয়াইট হাউসে। চারদিকে লোকজন, হৈ-চৈ, ব্যস্ততা। বর্তমান জটিল সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট ডানকান ডক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন গোটা ব্যাপারটা সরাসরি আমেরিকান নাগরিকদের জানাবেন তিনি।

প্রেসিডেন্টের আজ বিকেলের এই ভাষণ রেডিও ও টেলিভিশন থেকে সব জায়গায় শোনা এবং দেখা যাবে। সাধারণত তাঁর সব ভাষণই পার্সোনাল সেক্রেটারী বা প্রেস সেক্রেটারী লিখে দেয়, কিন্তু আজকেরটা তিনি নিজে লিখেছেন, এবং এখনও সেটার ওপর কারও চোখ বুলাবার সুযোগ হয়নি।

ব্যান্ডে বেজে উঠল, 'হেইল টু দি চীফ।' দৃঢ় পায়ে কামরার ভেতরে ঢুকলেন ডানকান ডক, ভাব গম্ভীর চেহারা। স্বচ্ছ প্লাস্টিক মোড়া ডায়াসে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি, শত্রু মিত্র সবাই জানে ওটা বুলেট প্রুফ। ভাঁজ খোলা কাগজটা শেষ একবার দেখে নিলেন প্রেসিডেন্ট, তারপর টেলিভিশন ফ্লোর ম্যানেজারের ইঙ্গিতে শুরু করলেন তিনি।

'ইউনাইটেড স্টেটস অভ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হেসেবে, পরম করুণাময় ঈশ্বরের নির্দেশে, এবং এই মহান জাতির স্বাধীন নাগরিকদের প্রতিনিধি ও কণ্ঠস্বর হিসেবে, মাতৃভূমির সন্তানদের কাছে আমার এই আবেদন। আমি ছেলে-মেয়ে, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, কালো-ফর্সা, ধনী-গরীব সবাইকে সম্বোধন করে বলছি।'

ওল্ড টেস্টামেন্টের একজন প্রফেটের মত কর্তৃত্বের সুরে বলে চললেন প্রেসিডেন্ট, তাঁর কণ্ঠস্বর গম্ভীর এবং ভরাট। চল্লিশ কোটি লোকের মধ্যে খুব কমই

এই মুহূর্তে ভিডিস্ক্রীনের সামনে অনুপস্থিত।

'সব কিছুর নির্দিষ্ট একটা সময় আছে,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'জন্ম বা মৃত্যু সময়ের আগে বা পরে আসে না, ঠিক সময়টিতে আসে। উদ্দেশ্য পরিণতি পায়, সে-ও সময়মত। প্রেম, ভালবাসা, ঘৃণা, এ-সবের উদ্রেক হয় যথার্থ সময়ে। এবং বীজ বপনের সময় বীজ বপন করা হয়, শস্য কাটা হয় শস্য কাটার সময়। এখন, এই মুহূর্তে আমেরিকার মাটিতে যে মউশুম শুরু হয়েছে, মাতৃভূমির সন্তানদের ঠিক এই সময়টিতে জ্ঞান এবং দূরদৃষ্টির সাহায্যে বীজ বপন করতে হবে, যাতে তারা নিরাপদে শস্য কেটে ঘরে তুলতে পারে।

'ইতিমধ্যে ডেড বেসিন ফ্লু সম্পর্কে সব আপনারা জেনেছেন। সবাই আমরা বুঝতে পারছি, মাতৃভূমির ওপর ঈশ্বরের ভয়ংকর গজব নেমে এসেছে। এবং বুদ্ধি, জ্ঞান, দূরদৃষ্টি, আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তির সাহায্যে আমরা যদি বীজ বপন না করি ঈশ্বরের অভিশাপে এই মহান জাতি দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, আমরা শস্য হিসেবে ঘরে তুলব আতঙ্ক, মৃত্যু, এবং ধ্বংস।'

সামনের সারিগুলোতে বসা সাংবাদিকরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি শুরু করল। সবাই তারা আশা করেছিল প্রেসিডেন্ট নাটকীয় কোন ঘোষণা দেবেন, কিন্তু তার বদলে তিনি এমন সব কথা বলছেন, যার ফলে আমেরিকান নাগরিকদের শুধু আতঙ্কিতই করা হবে।

'আজ সকালে আমার প্রস্তাবিত ন্যাশনাল ইমিউনাইজেশন প্রোগ্রাম অনুমোদন করেছে কংগ্রেস,' বলে চলেছেন প্রেসিডেন্ট ডানকান ডক। 'আমার প্রিয় আমেরিকান ভাই এবং বোনেরা, এখানে দাঁড়িয়ে আপনাদের মনে আমি আতঙ্ক ছড়াচ্ছি না, কিংবা এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত কোন চালও নয়।' ডানকান ডকের কণ্ঠস্বর ম্লান হলো, 'এরইমধ্যে হাজার হাজার লোক মারা গেছে মিশিগানে। ডেড বেসিন প্লেগের ভয়ংকর দিকটা হলো: এর কোন চিকিৎসা নেই।'

সাংবাদিকদের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। প্রেসিডেন্ট ইচ্ছে করেই 'প্লেগ' শব্দটা ব্যবহার করেছেন।

'এই অভিশপ্ত খুনীর হাত থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় আক্রান্ত হবার আগে প্রতিষেধক নেয়া। কাজেই এই মহান জাতিকে বাঁচাতে হলে সব মানুষের জন্যে প্রতিষেধকের ব্যবস্থা করতে হবে।' কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকলেন প্রেসিডেন্ট, তাঁর আগুন ঝরা দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে ভিডিক্যামেরা লেন্সে। 'একটা ভ্যাকসিন তৈরি করা হয়েছে, টি-নাইন প্লাসের কার্যকরী প্রতিষেধক হিসেবে প্রমাণিত। বহু করপোরেশন টেন্ডার দিয়েছিল, তাদের মধ্যে থেকে তিনটে জাতীয় ড্রাগ করপোরেশনকে বাছাই করা হয়েছে–এই মুহূর্তে পুরোদমে চলছে ভ্যাকসিন তৈরির কাজ।

'প্রতিটি আমেরিকান নাগরিককে ভ্যাকসিন দিতে হবে, এবং এর কোন বিকল্প নেই। বুড়ো হোক বা বাচ্চা, আমাদের সব মানুষের জন্যে সহজ প্রাপ্য করা হবে ভ্যাকসিন। এখনই যদি আমরা বুদ্ধির সাথে বীজ বপন না করি, বাধ্য হয়েই শস্য হিসেবে ঘরে তুলতে হবে আতঙ্ক।'

আবার বিরতি নিলেন প্রেসিডেন্ট, ছ'ফিট পাঁচ ইঞ্চি শরীরটা টান টান

করলেন। 'আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে,' বললেন তিনি, 'আমি নাকি মহামারীটাকে আমার ব্যক্তিগত রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার স্বার্থে ব্যবহার করতে চাইছি। কথাটা সত্যি নয়।

'আর তাই আজ এখানে দাঁড়িয়ে আমি ঘোষণা করছি, আমার আন্তরিকতা এবং ইমিউনাইজেশন প্রোগ্রামের ওপর আমি কতটা গুরুত্ব দিই তার প্রমাণ হিসেবে, আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন থেকে আমি আমার প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে নিলাম।'

চমকপ্রদ এবং অপ্রত্যাশিত। এক মুহূর্তে প্রতিটি আমেরিকানের অন্তরে ঠাঁই করে নিলেন প্রেসিডেন্ট ডানকান ডক। গোটা আমেরিকা জুড়ে তাঁর নামে জয়ধ্বনি শোনা গেল।

সাংবাদিকরা, কোন রাজনৈতিক ঘটনাই যাদেরকে অস্থির বা ভাবাবেগে আপ্লুত করতে পারে না, তারাও আজ ঘোষণাটা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল। তারপর শুরু হলো তুমুল করতালি।

'হাই, মিউজিক ম্যান!' পেন্টহাউসের দরজা খুলে যেতেই একটা মিষ্টি মধুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'ওয়াশিংটনেই আছ তাহলে?'

হানি হাসলারের অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকে স্মিত হাসল রানা। 'তোমার হাঁটা দেখতে এলাম।'

বিকেলের আলোয় হানি হাসলারের গায়ের রঙ মধুর মতই গাঢ় লাগল রানার চোখে, শরীরের গোলগাল ভাব নিঃশ্বাস কেড়ে নেয়। সোনার নেকলেসটা, মাথাচাড়া দিয়ে থাকা দুই স্তনের মাঝখানে, সন্ধ্যাতারার মত জ্বলজ্বল করছে।

'এখানে সেই মেয়েটা নেই, যার সাথে তুমি একই পেশায় আছ,' রানার হাত ধরে পাশে, সোফায় বসাল হানি হাসলার। 'কাজেই আমাকে তুমি চুমো খেতে পারো।'

চুমো খাবার সময় দুটো শরীর যখন কয়েক মুহূর্তের জন্যে এক হলো, হানি হাসলারের শরীর এত গরম লাগল রানার, মনে হলো সেদ্ধ হয়ে যাবে। রানার কানের লতিতে ছোট্ট, আদুরে একটা কামড় দিয়ে সরে বসল সে। 'তা কি মনে করে আসা হলো? হানি হাসলারের সাথে সম্পর্ক রাখা ভাল, ভবিষ্যতে কখন কি কাজে লাগে, এই তো?'

হেসে ফেলল রানা। সম্পূর্ণ না হলেও, কথাটা আংশিক সত্যি। 'তুমি কোন রাস্তায় হাঁটো জানা থাকলে রোজ সেখানে আমাকে দেখতে পেতে—বিশ্বাস হয় না?'

'না, ঠাট্টা নয়,' সোফা ছেড়ে দাঁড়াল হানি হাসলার। 'এর আগে যতবার ওয়াশিংটনে এসেছ, রোজ আমার সাথে দেখা করেছ।' রানার হাত ধরে দাঁড় করাল সে। বেডরুমের দিকে এগোল ওরা।

'কি রকম ব্যস্ত বোঝাতে পারব না, সুগার,' বলল রানা। 'শুধু লবিইস্টরা নয়, এসপিওনাজ এজেন্টরাও ব্যস্ত সময় কাটায়। বেডরুমে নিয়ে এলে যে? ফোনে বললে কি যেন খাওয়াবে?'

'প্রেমের খোরাক বেডরুমেই খেতে হয়, তাও জানো না?' খিলখিল করে হেসে

উঠল হানি হাসলার। রানার হাত ছেড়ে দিয়ে বিছানায় বসল সে, তারপর শুয়ে একটা গড়ান দিল। 'আর প্রেমের খোরাক যদি মিউজিক হয়,' লাল টুকটুকে জিভের ডগা বের করে ভেঙচাল রানাকে, 'বাজাও, মিউজিক ম্যান!'

সাবধান করে দিল রানা, 'তুমি আমার পুরুষত্বকে চ্যালেঞ্জ করছ!'

'দুয়ো, দুয়ো,' বাচ্চা মেয়ের মত হাসির সাথে ব্যঙ্গ করল হানি হাসলার, 'বাজাতে পারে না, দুয়ো!'

'তবে রে···' কোমরের বেল্টে হাত দিল রানা।

'এত অন্যমনস্ক কেন, এই?' ডি.আই.এ. হেডকোয়ার্টার, নিজের ডেস্কের ওপর ঝুঁকে জিজ্ঞেস করল সিলভিয়া পিকঅল। 'আর কিছু না হোক, একটা চুমো তো খেতে পারো। আমরা তো এখানে একাই, তাই না?'

বিড়বিড় করে কি বলল রানা শোনা গেল না, সিলভিয়ার ডেস্কে স্তূপ করা কাগজ-পত্রের ভেতর কি যেন খুঁজছে ও। জিনিসটা পাবার পর হাত বাড়াল, নাকটা ধরে মৃদু টিপে দিল সিলভিয়ার।

'ইটালিয়ান সিনেমার নায়কের মত,' বিদ্রূপ করে বলল সিলভিয়া। 'অ্যাই, কি হয়েছে কি? কিসের এত উদ্বেগ?'

'কই, সবই তো ঠিক আছে,' মিথ্যে বলল রানা।

'না, নেই। কি হয়েছে বলো আমাকে।'

সিগারেট ধরিয়ে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'বেশ, শোনো।' ডাক্তার জিল আয়ারল্যান্ডের মৃত্যু, সয়্যার পরিদর্শন, শয়তানের প্রতিভূ কর্নেল ওয়াকির সাথে সাক্ষাৎ, সংক্ষেপে সবই বলল ও। শুধু বাদ দিয়ে গেল হানি হাসলার প্রসঙ্গ। হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'ড. ওয়ান চু সম্পর্কে কি জানতে পেরেছ বলো।'

'শুনে তোমার আগ্রহ বাড়বে,' দেরাজ থেকে মোটা, সাদা একটা এনভেলাপ বের করে রানার হাতে ধরিয়ে দিল সিলভিয়া। 'আমার সি. আই.এ. কন্ট্যাক্ট অনেক ঝুঁকি নিয়ে এ-সব যোগাড় করে দিয়েছে। অবশ্য তোমার নামটা বলতে হয়েছে তাকে। বলল, তার কাছে নাকি একটা উপকার পাওনা ছিল তোমার, এই কাজটা করে দিয়ে সেটা শোধ দিল।' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'তোমার মি. ওয়ান চু কিসের সাথে জড়িত ছিলেন, জানো? ছ'ছ'টা বছর তিনি জার্ম ওঅরফেয়ার রিসার্চের কাজ করেছেন। টি-নাইন প্লাস তাঁর তৈরি। প্রেসিডেন্ট কিন্তু কাল তাঁর ভাষণে কথাটা বলেননি।'

শিরদাঁড়া খাড়া করে রানা বলল, 'এবং তিনি টি-নাইন প্লাস তৈরি করেছেন সয়্যারে বসে! তখন সি-বি-আর প্রধান ছিল ওই শালাই···ওয়াকি, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'আগেই আন্দাজ করেছি, টি-নাইন প্লাসের সাথে ও-ব্যাটাও জড়িত। ড. নিউলি আর আমাকে সেজন্যেই খুন করার চেষ্টা করে সে, যদি ব্যাপারটা জেনে ফেলি। ওর সব ক'টা দাঁত আমি গলা দিয়ে নামিয়ে দেব!'

'বুঝলাম না কি বলছ!'

'বুঝে দরকারও নেই। কেসটা আমার, তোমার নয়। কিন্তু···' সামনের দিকে

ঝুঁকে সিলভিয়ার গালে চুমো খেলো রানা। 'তোমাকে সতর্ক থাকতে হবে, যে-কোন মুহূর্তে তোমার সাহায্য চাইতে পারি আমি।'

'আজ রাতে আসছ নাকি আমার ঘরে?' চোখে প্রত্যাশা নিয়ে জিজ্ঞেস করল সিলভিয়া।

মাথা নাড়ল রানা। 'সময় পাব না। এক ঘণ্টার মধ্যে প্রেসিডেন্টকে রিপোর্ট করতে হবে। তারপর এক গাদা হোমওঅর্ক আছে।' চেয়ার ছেড়ে বিদায়ের প্রস্তুতি নিল ও।

'এখন যাচ্ছ কোথায়?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল সিলভিয়া।

'নিচে, তোমাদের ফটোল্যাবে। আমার অনুপস্থিতিতে ঘরে কেউ ঢুকেছিল কিনা জানা দরকার।'

মিনি রেকর্ডারে কয়েক ধরনের আওয়াজ পাওয়া গেছে, কিন্তু কোন কথা রেকর্ড হয়নি। ফটোল্যাব থেকে ডেভেলপ করা ছবিগুলো পরীক্ষা করতে গিয়ে জানা গেল, সয়্যারে ওর কামরায় পরিচিত খুনীই ঢুকেছিল–ক্যাপটেন গ্রাহাম। তারমানে কর্নেল ওয়াকির নিজস্ব লোক সে, তার নির্দেশেই বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়েছিল ফ্রিজারের দরজা। 'তালিকায় তুমি দু'নম্বরে থাকলে, গ্রাহাম,' বিড়বিড় করে বলল রানা।

ডি.আই.এ. হেডকোয়ার্টার থেকে বেরুবার সময় আবার অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল ও। মন বলছে, গোটা ব্যাপারটায় সি.আই.এ-র বড় ধরনের ভূমিকা না থেকে পারে না, কিন্তু কোথায় কিভাবে তারা জড়িত, জানা যাচ্ছে না। চিয়াং আর ফেং, কারা ওরা? কিডন্যাপিঙের ঘটনার সাথে চীন বা রাশিয়া জড়িত, এরকম একটা ধারণা বিভিন্ন মহল থেকে দেয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে, তারমানেই ব্যাপারটা তা নয়। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, ড. ওয়ান চু কোথায়?

ভাষণের প্রসঙ্গ তুলে প্রেসিডেন্টকে অভিনন্দন জানাল রানা, তারপর মৌখিক রিপোর্টের সাথে ড. নিউলির লিখিত রিপোর্টটাও দাখিল করল। কর্নেল ওয়াকি সম্পর্কে কি জানে, ভুলেও সেটা ফাঁস করল না। সবই বলবে, কিন্তু এখনই নয়। তার বিরুদ্ধে আরও তথ্য প্রমাণ যোগাড় করে নিক। কর্নেল ওয়াকির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করার সময় একটু নড়েচড়ে বসল রানা, যাতে উপদেষ্টাদের মুখভাব আরও ভাল করে লক্ষ করা যায়। ওর দৃঢ় বিশ্বাস, সয়্যার থেকে ওদের কারও সাথেই দেখা করার জন্যে ওয়াশিংটনে এসেছিল কর্নেল ওয়াকি। কোন সন্দেহ নেই, শুরু থেকেই টি-নাইন প্লাস নিয়ে বড় ধরনের কোন প্ল্যানের সাথে জড়িত এরা। ভুরুর নড়াচড়া, নিঃশ্বাসের দ্রুত পতন, ইত্যাদি লক্ষ করে চারজনের মধ্যে একজনকে সন্দেহ হলো ওর। কর্নেল বোধহয় তার সাথেই দেখা করতে এসেছিল। তবে ওর সন্দেহ মিথ্যেও হতে পারে। কিন্তু একটা কথা ঠিক, এই চারজনের একজন জানে আসলে কি ঘটেছে ড. ওয়ান চু-র ভাগ্যে।

আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে রানাকে বিদায় দিলেন প্রেসিডেন্ট। ধন্যবাদ দিতে কার্পণ্য করলেন না, যদিও রানার তদন্ত আবার অচলাবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে।

প্রেসিডেন্টের চেহারায় উদ্বেগ আর উত্তেজনা লক্ষ করে মন খারাপ হয়ে গেল রানার।

'এই! থাক্ না, বাজুক!' অন্ধকার ঘরে জরুরি ভঙ্গিতে বলল এলভিরা বুকান, টেলিফোনের ঝনঝন শব্দকে ছাপিয়ে উঠল তার গলা, 'ফোনে কথা বলতে গেলে সব আবার মাটি হয়ে যাবে।'

'জরুরি ফোন হতে পারে, সুইটহার্ট,' বলল জর্জ বুকান, হাঁপাচ্ছে। এলভিরা বুকানের বুকে চাপ বাড়ল, হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে ফোনের রিসিভার তুলল প্রাক্তন উপদেষ্টা। বেডরুমে এই মুহূর্তে কোন ভিডিফোন না থাকায় খুশি সে।

স্বামীর হাত থেকে রিসিভারটা কেড়ে নিল এলভিরা বুকান। 'হ্যালো, এত রাতে কে?'

'আপনার স্বামী বাড়িতে আছেন, ম্যাডাম?' রানার কণ্ঠ থেকে প্রশ্ন ভেসে এল। 'তার সাথে জরুরি কথা ছিল আমার।'

স্ত্রীর হাত থেকে রিসিভার নিল জর্জ বুকান। 'হ্যালো? জর্জ বুকান বলছি।'

'এই যে, মি. বুকান, কেমন আছেন? কি করছেন বলুন তো?' রানার গলায় সন্দেহ এবং বিস্ময়।

'না-না, কিছু করছি না···এই, মানে শুয়ে আছি আর কি।' অপ্রতিভ হলো জর্জ বুকান। 'কি খবর কি, মিস্টার মাসুদ রানা?'

'আপনার জন্যে ছোট্ট একটা অ্যাসাইনমেন্ট আছে, মি. বুকান। আমি চাই কাল আপনি একবার ক্যাপিটল হিলে যান, পুরনো কন্ট্যাক্টগুলোর সাথে দেখা করে ড. ওয়ান চু সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করুন।'

'ড. ওয়ান চু? যিনি ভ্যাকসিন আবিষ্কার করলেন, তারপর হার্ট অ্যাটাকে অসুস্থ হয়ে···'

'হ্যাঁ, তাঁর কথাই বলছি। আমার ধারণা, প্রেসিডেন্টের ইনার সার্কেলে যারা আছে তাদের কারও সাথে এই ভদ্রলোকের নিখোঁজ হওয়ার একটা সম্পর্ক আছে।'

'দাঁড়াও হে, মাসুদ রানা–লিখে নিই।' টেবিল ল্যাম্প জ্বালল সে, প্যাড আর পেন্সিল টেনে নিল। স্ত্রীর হাত দুটো থেমে নেই, তাই মাঝে মধ্যে হাসি পাচ্ছে তার, কখনও কেঁপে কেঁপে উঠছে গোটা শরীর। 'হ্যাঁ, বলো, রানা। তুমি নিশ্চয়ই আয়ান ক্যামেরনকে সন্দেহ করো না?'

'কাউকেই সন্দেহ করি না, আবার সবাইকে করি,' বলল রানা। 'ড. ওয়ান চু সয়্যারের সাথে জড়িত ছিলেন, ঠিক? কাজেই জানতে চেষ্টা করুন তাঁকে ওখানে পাঠাবার চিন্তাটা কার মাথায় প্রথম আসে। হোয়াইট হাউসের কারও মাথায়? নাকি সি.আই.এ-র কারও মাথায়? কিংবা পেন্টাগনের কেউ উৎসাহ দেখিয়েছিল কিনা–জেনারেল ভ্যালন্টাইন মনিয়েরের আন্ডারে কাজ করেছেন তিনি। অর্থাৎ কর্নেল ওয়াকির তত্ত্বাবধানে।'

'ওয়াকি কে?' এখনও হাঁপাচ্ছে সে।

'সয়্যারে সি-বি-আর প্রধান। জানতে চেষ্টা করুন ড. ওয়ান চু-কে কে

পাঠাতে চেয়েছিল, কে আপত্তি তুলেছিল। ঠিক আছে?'

প্যাডে খস খস করে লিখল জর্জ বুকান। 'কাল রাতে আটটার দিকে ফোন কোরো আমাকে।' নিচু গলায় বলল সে।

'কি ব্যাপার?' হঠাৎ জানতে চাইল রানা। 'অমন হাঁপাচ্ছেন কেন?'

'আমার অবস্থায় পড়লে তুমিও হাঁপাতে...'

কারণটা হঠাৎ বুঝতে পেরে হেসে ফেলল রানা। 'ঠিক আছে ঠিক আছে, হ্যাভ ফান। কাল কথা হবে। গুড নাইট, কিউপিড।'

চরম উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্ত, কান থেকে রিসিভার নামাবার কথা মনে থাকল না জর্জ বুকানের। প্রথমবার ক্লিক করে আওয়াজ হলো, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল রানা। একই আওয়াজ আরেকটা হলো, রিসিভার নামিয়ে রাখল কেউ। কিন্তু দুটোর কোনটাই শুনতে পেল না জর্জ বুকান। সে এবং তার স্ত্রী, দু'জনেই তখন পাগল হয়ে গেছে।

পরদিন ওয়াশিংটনের প্রভাবশালী মহলের বেশ কয়েকজন ব্যক্তি জর্জ বুকানের সান্নিধ্য লাভ করে একাধারে খুশি এবং বিস্মিত হলো। মাঝখানে কয়েক দিন অদৃশ্য হয়ে থাকার পর জর্জ বুকান যেন নতুন মানুষ হয়ে উদয় হয়েছে। সে তার পুরানো দিনের প্রাণচাঞ্চল্য এবং আত্মবিশ্বাস পুরোটাই আবার ফিরে পেয়েছে।

সারাটা দিনই পুরানো বন্ধু-বান্ধবদের সাথে গল্প-গুজব করে কাটাল জর্জ বুকান। নিজের আসল উদ্দেশ্য টের পেতে না দিয়ে সিরিয়াস অনেক প্রসঙ্গেও তাদেরকে কথা বলাল, এর তার কাছ থেকে টুকটাক তথ্য যা পেল সব জোড়া লাগিয়ে মনে মনে সন্তুষ্টই হলো সে।

রাতে জর্জটাউনে ফিরল গণপরিবহন বা বিদ্যুৎ বিভাগকে একবারও অভিশাপ না দিয়ে। শরীরের সাথে সাথে তার মনটাও সুস্থ হয়ে উঠেছে, জানে এই সম্পদ ধরে রাখতে পারলে স্ত্রীও আর বাইরে রাত কাটাবে না।

নিজেকে নিয়ে এত খুশি আর উৎফুল্ল জর্জ বুকান, খেয়ালই করল না ট্রলি থেকে নামার পরও সবুজ রঙের ফোর্ড কমপ্যাক্টটা দূর থেকে অনুসরণ করছে তাকে। গাড়িটায় ওরা দু'জন লোক। সারাদিনই জর্জ বুকানের ওপর নজর রাখছে।

'জেন্টলমেন,' সবাই যে যার আসন গ্রহণ করার পর প্রেসিডেন্ট তাঁর উপদেষ্টাদের বললেন, 'আমাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে।'

লিয়ন ক্যারি, স্যাম ফোলি, হেলমুট কোহলার, এবং আয়ান ক্যামেরন, চারজন ওরা ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল প্রেসিডেন্টের দিকে।

'উত্তর আফ্রিকার মহামারী সম্পর্কে বিশদ রিপোর্ট চার ঘণ্টা আগে এসেছে,' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'এতক্ষণ ওটা পড়ছিলাম। সমস্ত টেস্টের রেজাল্ট পজিটিভ। এখন আর কোন সন্দেহ নেই যে ওখানে দাবানলের মত যে ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ছে সেটা ফেজ টি-নাইন প্লাসই।'

উপদেষ্টারা ক্লান্তভাবে মাথা ঝাঁকাল।

'সর্বশক্তিমান ঈশ্বর জানেন কিভাবে ওটা ওখানে গেল,' অনেকটা স্বগতোক্তির সুরে বললেন প্রেসিডেন্ট। 'তাঁর মত আমরাও সবাই জানি।'

চোখ বন্ধ করে কপালে হাত ঘষল আয়ান ক্যামেরন। 'ড. ওয়ান চু এখন কমিউনিস্টদের হাতে,' প্রায় গুঙিয়ে উঠল সে।

'কিন্তু কোন্ কমিউনিস্ট?' সেক্রেটারী অভ স্টেটস লিয়ন ক্যারি প্রশ্ন তুলল। 'চীন, নাকি রাশিয়া?' মাংসল, চর্বি থলথল গলায় টাইয়ের নটটা ঢিল করল সে।

'তাতে কিছু এসে যায় কি, লিয়ন?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল হেলমুট কোহলার। কথা বলার সময় তার শ্বাপদের ঠাণ্ডা দৃষ্টি প্রেসিডেন্টের ওপর স্থির হয়ে থাকল। 'মহামারী দেখা দিয়েছে আমেরিকা আর উত্তর আফ্রিকায়–দুটো এলাকাই খনিজ সম্পদে ভরপুর। এরপর কোথায় দেখা দেবে মহামারী? যে-সব দেশে বিপুল তেল সম্পদ আছে? আরেকটা আমেরিকান সামরিক স্থাপনায়? আমরা আসলে কি প্রত্যক্ষ করছি? আমরা প্রত্যক্ষ করছি দুনিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদের দখল নিয়ে যুদ্ধ শুরু হয়েছে।' ওভারহেড নিওনের আলো লেগে তার চোখ দুটোকে সাইবেরিয়া স্তেপের হিংস্র নেকড়ের চোখের মত জ্বলজ্বলে মনে হলো।

'স্যার, এই মুহূর্তে জাতিসংঘের মহাসচিবকে অনুরোধ করা উচিত নিরাপত্তা পরিষদের জরুরি মিটিং ডাকার জন্যে···,' শুরু করল স্যাম ফোলি।

তাকে থামিয়ে দিয়ে আয়ান ক্যামেরন শান্তভাবে বলল, 'অনেক দেরি হয়ে গেছে, স্যাম।' লিয়ন ক্যারি আর হেলমুট কোহলার মাথা ঝাঁকিয়ে তাকে সমর্থন করল।

'জেন্টলমেন,' আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন প্রেসিডেন্ট, 'জীবন এবং মৃত্যুর কিনারায় দাঁড়িয়ে আছি অমরা। অচিরেই আমরা আরও কঠিন পরীক্ষার সামনে দাঁড়াব, সেই চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবার জন্যে অবশ্যই আমাদেরকে প্রস্তুত থাকতে হবে।'

কেউ নড়ল না বা কথা বলল না।

'পদাধিকার বলে, অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত সামরিক বাহিনীর কমান্ডার-ইন-চীফ হিসেবে,' বলে চলেছেন প্রেসিডেন্ট, তাঁর চোখ দুটো যেন দু'টুকরো জ্বলন্ত কয়লা, 'ইতিমধ্যেই আমি সমস্ত বাহিনীর জন্যে রেড অ্যালার্ট ঘোষণা করেছি।'

'গড, ওহ্ গড!' বিড়বিড় করে উঠল স্যাম ফোলি।

প্রেসিডেন্ট আবার আসন গ্রহণ করলেন। বাকি তিনজন নিজেদের মধ্যে চাপা উত্তেজিত কণ্ঠে কি যেন আলোচনা করছে।

খোলা বাইবেলটা ডেস্কের এক ধার থেকে নিজের দিকে টেনে নিলেন ডানকান ডক। খোলা পাতার ওপর, নিচের দিকে স্থির হলো তাঁর আঙুল। তিনি পড়তে শুরু করলেন।

'অ্যান্ড দি ফিফথ অ্যাঞ্জেল সাউন্ডেড, অ্যান্ড আই স এ স্টার ফল ফর্ম হেভেন আনটু দি আর্থ: অ্যান্ড টু হিম ওয়াজ গিভেন দ্য কী টু দ্য বটমলেস পিট।'

'ঠিক আছে। এবার বলো, জোনাথন, হোয়াইট হাউসে আসলে ঘটছে কি?'

সি.আই.এ. অফিসার জোনাথন ব্ল্যাক অস্বস্তির সাথে তাকাল স্যাম ফোলির

দিকে, কথাগুলো ফিসফিস করে বলেছে স্যাম ফোলি। প্রধান উপদেষ্টার নীল সরকারী গাড়ির সামনের সিটে বসে রয়েছে ওরা দু'জন, শহরের বাইরে একটা নির্জন শপিং সেন্টারের পার্কিং লটে রয়েছে গাড়িটা। ডানকান ডক তাঁর চীফ এইডকে ছোট করে দেখেছেন। স্যাম ফোলির নিজস্ব কন্ট্যাক্ট আছে সি.আই.এ-তে।

জোনাথন প্রকাণ্ড দেহের অধিকারী, মাথায় সোনালি চুল, চোখ জোড়ায় সব সময় একটা ভেজা ভেজা ভাব। তার চওড়া চোয়াল বারবার উঁচু হয়ে উঠল, ফুলে ফুলে উঠল চ্যাপ্টা নাকের ফুটো। বৈবাহিক সূত্রে স্যাম ফোলির আত্মীয় সে, চীফ এইডের মামাতো বোনকে বিয়ে করেছে। প্রেসিডেন্ট সহ সবার কাছেই সম্পর্কটা গোপন রেখেছে স্যাম ফোলি, রাজনৈতিক অস্তিত্ব রক্ষার একটা বিপদকালীন হাতিয়ার।

'মানে…সব এখনও জানতে পারিনি। বুঝতেই পারেন, কাজটা সহজ নয়,' সে-ও ফিসফিস করে কথা বলল। 'তবে ইতিমধ্যে যতটুকু জেনেছি, আপনার ভাল লাগবে না।'

'আহ্, ভূমিকা বাদ দাও তো!' ধৈর্য হারাবার উপক্রম করল স্যাম ফোলি। 'কি জেনেছ বলে ফেলো তাড়াতাড়ি!'

'মানে…আমাদের কর্মকর্তাদের একজন এই টি-নাইন প্লাসের সাথে জড়িত। এমন একজন কেউ…'

'কে?' বাধা দিল স্যাম ফোলি।

'ডিরেক্টর স্বয়ং,' মস্ত একটা ঢোক গিলে গলা আরও খাদে নামাল জোনাথন ব্ল্যাক। 'তার সাথে কাজ করছে সয়্যারের কর্নেল ওয়াকি। ভুল হলো, এখন আর কর্নেল নয়, জেনারেল। তার কোড নেম টারজান।'

'কার কোড নেম?'

'ডিরেক্টরের। ওয়াকির কোড নেম কিং কং।'

'হোয়াইট হাউসের লোকটা কে, জোনাথন?' ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল স্যাম ফোলি।

মাথা চুলকে সি.আই.এ. অফিসার বলল, 'সেটা এখনও আমি জানতে পারিনি…'

পকেট থেকে এক তাড়া নোট বের করে তার হাতে ধরিয়ে দিল স্যাম ফোলি। তাড়াটা নিয়ে দ্রুত পকেটে ভরল জোনাথন ব্ল্যাক।

'তোমাকে জানতে হবে লোকটা কে, জোনাথন–আজকালকের মধ্যেই।'

'হ্যাঁ, জানি।' অস্পষ্ট একটু হাসল জোনাথন ব্ল্যাক। 'আরও একটা তথ্য আছে।'

'বলো!'

'হোয়াইট হাউসে লোকটা কে তা জানতে পারিনি, কিন্তু তার কোড নেম জানতে পেরেছি,' থেমে হাই তুলল সে, তার দিকে ঝুঁকে পড়ল স্যাম ফোলি, আগ্রহে জ্বলজ্বল করছে চোখ দুটো। 'কোড নেম যখন জানা গেছে, আসল পরিচয়টাও আজকালকের মধ্যে জানতে পারব।'

'নামটা বলো!'
'সুপারম্যান।'

স্থল, অন্তরীক্ষ, সাগর, এবং সাগরতলে যেখানে যত মার্কিন সামরিক বাহিনী আছে সবগুলোর কাছে পৌঁছে গেল টপ-সিক্রেট কোড মেসেজ। সয়্যার এয়ার ফোর্স বেস থেকে শুরু করে বিশালকায় ট্রাইডেন্ট সাবমেরিন পর্যন্ত, সবখানে পৌঁছুল জরুরি যুদ্ধাকালীন নির্দেশ।

ইউ.এস.এস. বুমেরাঙের ক্যাপটেন কোড ভাঙা মেসেজটা থেকে চোখ তুলল। 'রেড অ্যালার্ট,' মৃদু কণ্ঠে বলল সে, তাকিয়ে আছে একজিকিউটিভ অফিসারের দিকে। 'সমস্ত ক্রুকে এই মুহূর্তে স্ট্যান্ড-বাই অবস্থায় রাখো।' চোখ বন্ধ করে আবার খুলল সে। 'এসো প্রার্থনা করি, যেন পারমাণবিক বোমা ছুঁড়তে না হয়।'

পেন্টাগন সদর দফতরে বসে একই মেসেজ পেল জেনারেল বাচ কেলভিন ওয়াকি। তার কামরায় সে একা, চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ বুজল সে। 'শুরু হয়েছে,' চাপা উত্তেজিত গলায় শুধু এই একটা কথাই বারবার বলতে লাগল সে, 'ব্যাপারটা শুরু হলো তাহলে।'

'তারপর? তারপর?' হাসিমুখে জিজ্ঞেস করল রানা। 'থামলে কেন, বলো!'

গভীর রাত, আকাশে বিরাট চাঁদ, নির্জন সৈকত। সাগরের কিনারা ধরে বালির ওপর হাত ধরাধরি করে হাঁটছে ওরা। চাঁদের আলোয় চিক চিক করছে ওদের গায়ে জলকণাগুলো, এইমাত্র সাগর থেকে উঠেছে ওরা।

'তারপর?' হঠাৎ চেহারা ম্লান হয়ে গেল ব্যারনেস লিনার। 'তারপর–দুঃখিত, রানা–তারপর স্বপ্নটা ভেঙে গেল!'

'অসম্ভব! মিথ্যে কথা!' মারমুখো হয়ে উঠল রানা, তীব্র প্রতিবাদে ফেটে পড়ল। 'হতেই পারে না! ভাল হবে না বলে দিচ্ছি!'

'মেরে ফেললেও আমার কোন উপায় নেই,' অসহায় দেখাল ব্যারনেস লিনাকে। 'সত্যি বলছি, আমার ঘুম ভেঙে যায়।'

'তাহলে তুমি শুরু করলে কেন?' রেগে গেল রানা।

ছায়ার দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে মুচকি হাসল লিনা। 'শুরু যখন করেছি, শেষও করব, চিন্তা কোরো না।'

'কিভাবে শেষ করবে?' দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। 'এই না বললে...

'ঘুম ভাঙলে তারপর আর মানুষের ঘুম আসে না?' রহস্য করে জানতে চাইল লিনা। 'প্রথমবার ঘুম ভাঙার পর কি ঘটেছে সেটা বলি, শোনো। শুনবে তো?'

মুখ হাঁড়ি করে জিজ্ঞেস করল রানা, 'কি ঘটেছে?'

'দেখলাম তুমি ঘুমাচ্ছ, ঘুমের মধ্যে ভেউ ভেউ করে কাঁদছ।' রানা ধরার চেষ্টা করছে দেখে স্যাৎ করে দূরে সরে গেল লিনা। 'কি আশ্চর্য! সত্যি কথা বললেই দোষ? কেন, তুমি কি–কেঁদেছ জানাজানি হয়ে গেলে সম্মান যাবে বুঝি?'

'কেন কাঁদলাম?' হিসহিস করে জিজ্ঞেস করল রানা।

‘কেন আবার, বাচ্চা ছেলেরা যে কারণে কাঁদে। বেলুনে বাতাস ভরতে গিয়ে ওটা তুমি ফাটিয়ে ফেলেছিল।’

‘এ-সব আসলে মিথ্যে ভণিতা,’ বলল রানা। ‘তুমি আসলে চাইছ তোমাকে আদর করি।’

‘এসো, না, এসো, দেখি পারো কিনা।’ বাঁকা নারকেল গাছে হেলান দিয়ে চোখ ইশারায় ডাকল লিনা।

এগিয়ে গেল রানা। চোখে চোখ রেখে হাসল। ‘তারপর বাকিটুকু বলবে তো?’

***

কালপ্রিট-২

-প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৮

এক

তাল লয়-ছন্দ ঠিক না থাকলেও, মাসুদ রানা যে নাচছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিংবা মনে হতে পারে উন্মত্ত একজন মানুষ, পাইকারী হত্যাকাণ্ডে মেতে উঠেছে।

আমেরিকার রাজধানীতে প্রথম শ্রেণীর সরকারী অ্যাপার্টমেন্ট, তারই হাল যদি এই হয়, তাহলে গোটা দেশটা সম্পর্কে কি বলা যেতে পারে। ঘটনার শুরু কিচেনে ঢোকার পরমুহূর্ত থেকে। চৌকাঠ পেরোতেই নাকের সামনে ঝুলে পড়ল মস্ত একটা মাকড়সা, হাত ঝাপটা দিয়ে সেটাকে সরাতে যাবে, ঘাড়ের ওপর আছড়ে পড়ল পৃথিবীর প্রাচীনতম পোকাটি—আরসোলা। দেয়ালের গা থেকে সকৌতুকে ব্যঙ্গ করল টিকটিকি, সেটার দিকে কটমট করে তাকাল রানা। ঠিক তখনই অনুভব করল ঘাড় থেকে শার্টের ভেতর অর্থাৎ শিরদাঁড়া বেয়ে নেমে যাচ্ছে আরসোলা। রানার প্রতিক্রিয়াটাকে পিঠ-নৃত্য বলা যেতে পারে, শার্টের ভেতর জ্যান্ত হয়ে উঠল পেশীগুলো, যেন কেউ কাতুকুতু দিচ্ছে ওকে। চোখ একটা বন্ধ হয়ে গেল, কারণ ষড়যন্ত্রের জাল রচনার উদ্দেশ্য নিয়ে ওর গালে ল্যান্ড করেছে মাকড়সা, সুতো ছাড়তে ছাড়তে পাপড়ি থেকে ভুরুর দিকে রওনা হয়েছে।

পায়ের আঙুলে কিসের স্পর্শ, তাকাতেই দেখতে পেল নেংটি ইঁদুর। সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল ওটার ওপর। স্যান্ডেল পরা একটা পা দিয়ে ওটাকে চ্যাপ্টা করতে চেষ্টা করল, ছুটে গিয়ে সেটা ঢুকল সিঙ্কের নিচে ঝাঁঝরি ভাঙা নর্দমার মুখে। হিংস্র দৃষ্টিতে চারদিকে তাকাল রানা, আর কিছু দেখতে না পেয়ে ভারি একটা বালতি টেনে এনে বসিয়ে দিল নর্দমার মুখে। 'সরকারী বাসার নিকুচি করি!' বলতে বলতে দ্রুত মাথা ঝাঁকাল, পটাপট বোতাম খুলে গা থেকে খসিয়ে ফেলল শার্টটা। ছোঁ দিয়ে ধরতে যাবে, কিন্তু তার আগেই সিলিঙের দিকে উড়ে গেল আরসোলা। এই সময় দেখল সিলিং থেকে ঝুলছে মাকড়সাটা, ওর ঠিক নাগালের বাইরে। লাফ দিল রানা, কাঁধের সাথে ধাক্কা খেয়ে নড়ে উঠল কাঠের র‍্যাক, ঝন ঝন শব্দে মেঝেতে পড়ে চুরমার হলো কয়েকটা কাচের প্লেট-তশতরী। লাভের মধ্যে শুধু সুতোটা ছিঁড়তে পেরেছে রানা, মেঝেতে পড়ে আট পায়ে ছুটে পালাচ্ছে মাকড়সা। 'শালারা, এটা কি শাপলা চত্বর, সমাবেশ করতে এসেছ!' রাগে গর গর করতে করতে ফ্রিজের দরজা খুলে ভেতর থেকে বিয়ারের একটা ক্যান বের করল রানা, ফিরে এল লিভিংরুমে, ঘর্মাক্ত কলেবর এবং পর্যুদস্ত।

সোফায় বসে ক্যানে চুমুক দিল রানা, কফি টেবিল থেকে কালো একটা ফোল্ডার তুলে টাইটেল পেজটা পড়ল।

ডোমেস্টিক ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি
সিকিউরিটি অ্যান্ড রেকর্ডস সেকশন
সাবজেক্ট: ওয়াকি, বাচ কেলভিন, ইউ.এস.এ.এফ.।

আজ সকালের দি ওয়াশিংটন পোস্টে খবরটা পড়ার পর থেকে লোকটা সম্পর্কে আগ্রহ আরও বেড়ে গেছে রানার। খবরটা অবশ্য বাচ কেলভিন ওয়াকি সম্পর্কে নয়, জেনারেল ভ্যালেন্টাইন মনিয়ের সম্পর্কে। হঠাৎ করে পেন্টাগন থেকে পদত্যাগ করেছে সে, কারণ হিসেবে জানিয়েছে শারীরিক অসুস্থতা।

কিন্তু মাত্র এই ক'দিন আগে রানা যখন তাকে জিনিয়া মেইনের সাথে দেখল, মহা শক্তিশালী ষাঁড়ের মতই লাগছিল জেনারেলকে। আসল কারণটা তাহলে কি? জিনিয়া মেইন তার কোন ক্ষতির কারণ হয়নি তো? এ-ধরনের মেয়েদের সাথে গোপন সম্পর্ক রাখলে কোলেংকারি এড়ানো প্রায় অসম্ভব। রানা অবশ্য জানে না, ওর চিন্তা-ভাবনা সঠিক পথেই এগোচ্ছে। জিনিয়া মেইনের সাথে একটা মোটেল কামরায় ছিল জেনারেল মনিয়ের, প্রেম করছিল, এই সময় দু'জন লোক ওদের আপত্তিকর ছবি তুলে নিয়ে যায়।

পেন্টাগনের চাকরি সূত্রে সয়্যার এয়ার ফোর্স বেসের সি-বি-আর উইপনস আর-অ্যান্ড-ডি-র প্রধান ছিল জেনারেল মনিয়ের, পদটা এখন ওয়াকির দখলে। কর্নেল থেকে রাতারাতি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বনে গেছে সে। আমার তালিকায় তুমি এক নম্বর শত্রু, ওয়াকি।—মনে মনে বলল রানা।

হঠাৎ ভুরু কুঁচকে উঠল রানার। ব্যাপারটা কি, জিনিয়া মেইনকে মন থেকে সরানো যায় না কেন? নিখুঁত দেহ-সৌষ্ঠব সন্দেহ নেই, কিন্তু সিলভিয়া বা হানিও তো তার চেয়ে কম যায় না। কি এমন আছে মেয়েটার মধ্যে যে ভোলা যায় না? তাকে এত পরিচিতই বা মনে হয় কেন?

ওর জানা নেই। সেটাই অস্বস্তির কারণ। ঠিক আছে, আপাতত গুলি মারো, কিছু কাজ বরং এগিয়ে রাখা যাক।

কফি টেবিলে কয়েকটা ফটোগ্রাফ রাখল রানা। একটা একটা করে তুলে পরীক্ষা করল গভীর মনোযোগের সাথে। সবগুলোই ওয়াকির ছবি, বিভিন্ন বয়সের। মেডিকেল স্কুলে গ্র্যাজুয়েশন পরীক্ষা দিচ্ছে, এয়ার ফোর্স একাডেমিতে ট্রেনিং নিচ্ছে, ভারত সফরে গিয়ে সামরিক স্থাপনা পরিদর্শন করছে নব বিবাহিতা স্ত্রীর সাথে, ঘানার একজন মন্ত্রীর সাথে করমর্দন করছে, পেন্টাগন মিটিঙে বসে আছে, দাঁড়িয়ে আছে জেনারেল মনিয়েরের পাশে। একটা জিনিস লক্ষ করে সন্তুষ্ট হলো রানা, বয়স বাড়ার সাথে সাথে দেখতে আরও কুৎসিত হয়েছে লোকটা।

ডি.আই.এ. সিকিউরিটি ক্লিয়ারান্স রিপোর্টের দ্বিতীয় পাতাটা খুলল রানা, উন্নতির সিঁড়িগুলো কিভাবে টপকেছে ওয়াকি পড়ল আরেকবার।

৫/৩/'৮২-তে কমিশন পেয়েছে, কলোরাডোয়।

৮/৩১/'৮৫-তে প্রমোশন পেয়ে ফার্স্ট লেফটেন্যান্ট, উইচিটা ফলস, টেক্সাসে।

৪/৩/'৮৬-তে সার্ভিস ও সাপ্লাইয়ের দায়িত্ব নিয়ে চীফ মেডিকেল অফিসার।

১০/৫/'৮৯-তে ক্যাপটেন হিসেবে প্রমোশন। জার্মানীতে বদলি, মাইক্রোবায়োলজিকাল রিসার্চ ফ্যাসিলিটি-তে গবেষণা।

১১/৩/'৯০-তে বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে হু (ডব্লিউ-এইচ-ও) রিসার্চ ব্যাকটেরিয়োলজি, নিউ দিল্লী, ইন্ডিয়ায় বদলি। একই বছর ডরোথি ডেকানের সাথে বিয়ে, বোস্টনের মেয়ে, হু-তে আর.এন. হিসেবে কর্মরত ছিল।

৯/১৪/৯২-তে পদোন্নতি হয়ে লেফটেন্যান্ট কর্নেল। ওক রীজে বদলি। সি-বি-আর সেন্টারে অপারেশন বিশেষজ্ঞ হিসেবে বদলি। ব্যাকটেরিয়োলজিক্যাল রিসার্চ, উইপনস ইমপ্রুভমেন্ট-এর ওপর কাজ করছে ওখানে।

শালা তরতর করে উঠে গেছে, আশ্চর্য হয়ে ভাবল রানা। তার ওপর, সন্দেহ নেই, বরাবর ওপরমহলের কারও সুদৃষ্টি ছিল।

১১/২/৯৪-তে এ-এফ-বি, সি-ও উইপনস আর-অ্যান্ড-ডি ফ্যাসিলিটি উইচিটা ফলসে বদলি।

৪/৬/'৯৮-তে প্রমোশন পেয়ে কর্নেল, বদলি হয়ে সয়্যার এ-এফ-বি-তে। একই সাথে দায়িত্ব পায় হোয়াইট হাউস অ্যাডভাইজরি বোর্ড-এর কনসালট্যান্ট হিসেবে।

ওয়াশিংটন! একটা প্যাটার্ন তাহলে পাওয়া গেল। ভুরু কপালে তুলল রানা। উইচিটা ফলসে দু'বার বদলি হয়েছে ওয়াকি। কে জানে এটার বিশেষ কোন তাৎপর্য আছে কিনা।

রিপোর্ট এখানেই শেষ, তবে ওয়াকির রেকর্ডে নতুন আরও কিছু যোগ করতে পারে রানা।

পেন্টাগন, ওয়াশিংটন ডি.সি-তে বদলি। প্রমোশন পেয়ে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল। ফার্স্ট ইন কমান্ড, সি.বি.আর ফ্যাসিলিটিজ, ফরেন অ্যান্ড ডোমেস্টিক। ফার্স্ট ইন কমান্ড, অল মেডিকেল রিসার্চ, ইউ.এস.এ.এফ। ফার্স্ট ইন কমান্ড...।

'শালা দেখছি সবকিছুরই ফার্স্ট ইন কমান্ড,' রাগে পিত্তি জ্বলে গেল রানার। ভাবল, জিনিয়া মেইনেরও ফার্স্ট ইন কমান্ড কিনা কে জানে!

উইচিটা ফলস ওকলাহোমার নীচে। ওয়েস্টার্ন স্টেটস-এর একটা ম্যাপ বের করে মাইলেজ স্কেল পরীক্ষা করল রানা।

বাজার্ড নেস্ট–ড. ওয়ান চু-কে ওখানেই ট্রেন থেকে নামানো হয়েছে, উইচিটা ফলস থেকে মাত্র দু'শো মাইল দূরে। সাদা অ্যাম্বুলেন্সটার কথা মনে পড়ল, বিজ্ঞানী ভদ্রলোককে নিয়ে বাতাসে মিলিয়ে গেছে। একটা অ্যাম্বুলেন্সের পক্ষে দুশো মাইল পাড়ি দেয়া কোন ব্যাপারই নয়।

সম্পর্কগুলো মেলাতে বসল রানা। ওয়াকি একজন মেডিকেল অফিসার, উইচিটা ফলসে রয়েছে বড় ধরনের মেডিকেল ফ্যাসিলিটি, অ্যাম্বুলেন্স একটা মেডিকেল বাহন, এবং বেসে নিশ্চই অনেকগুলো অ্যাম্বুলেন্স থাকার কথা...।

উঠে দাঁড়াল রানা। একটু নড়াচড়া করা দরকার এবার। হলঘর পেরোবার সময় আয়নার দিকে চোখ পড়ল। কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে নিজেকে স্যালুট করল ও। 'টেকো টাউট, আমি আসছি!'

*

সয়্যার এয়ার ফোর্স বেসের ফ্লাইট লাইনে দাঁড়িয়ে এখুনি ওয়াশিংটনের উদ্দেশে রওনা হয়ে যাবে, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বাচ কেলভিন ওয়াকি করমর্দন করল ক্যাপটেন গ্রাহামের সাথে। প্রমোশন পাবার সাথে সাথে সদ্য পদত্যাগ করা জেনারেল ভ্যালেন্টাইন মনিয়েরের পেন্টাগন পদটাও পেয়েছে ওয়াকি, নতুন দায়িত্ব বুঝে নেয়ার জন্যেই যাচ্ছে ওয়াশিংটনে।

'সীটল সম্পর্কে আবার আমাকে বলো,' লালচুলো ক্যাপটেনকে নির্দেশ দিল সে। দু'জনেই দাঁড়িয়ে আছে জেটের পাশে। 'একটা দায়িত্ব তুমি পালন করতে পারোনি, তবু তোমাকে ক্ষমা করেছি। কিন্তু এরপর যদি...।' কথা শেষ না করে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল জেনারেল ওয়াকি।

ল্যাব বিল্ডিঙের ফ্রিজারে ড. নিউলি এবং ক্যাপটেন নড ওরফে মাসুদ রানাকে খুন করতে ব্যর্থ হয়েছে ক্যাপটেন গ্রাহাম, সেজন্যে যথেষ্ট গালমন্দ খেতে হয়েছে তাকে।

'রাইট, স্যার। সীটল। তিন দিন আগে ড্রপ করা হয়েছে জিনিসটা। সেই রাতেই সার্জেন্ট হাইনম্যান রিপোর্ট করেছে আমাকে। ছুটির পর কাল কাজে জয়েন করবে সে। এখন থেকে যে-কোন মুহূর্তে ঘটতে শুরু করবে ঘটনা।'

'করলেই ভাল, গ্রাহাম। জয়েন্ট চীফস অভ স্টাফ আর সেক্রেটারী অভ ডিফেন্সকে কনভিন্স করানোর জন্যে সীটলে একটা আলোড়ন তোলা চাই।'

'যে-কোন মুহূর্তে শুরু হবে, জেনারেল।'

গ্রাহামের মুখে নতুন টাইটেল শুনে হাসল ওয়াকি। 'সীটলে ওটা ভালমত ছড়ালে,' ক্যাপটেনকে প্রতিশ্রুতি দিল সে, 'দু'হপ্তার মধ্যে তোমাকে আমি পেন্টাগনে নিয়ে যাব...উড-বি মেজর গ্রাহাম।'

'আপনার দয়া, জেনারেল,' ঠকাস করে স্যালুট ঠুকে একগাল হাসল ক্যাপটেন গ্রাহাম।

হানি হাসলারের বেডরূমে সঙ্গীত রচনার সময় যতটা উত্তেজিত ছিল রানা, তারচেয়ে বেশি উত্তেজনার সাথে প্রেসিডেন্ট এবং তাঁর উপদেষ্টাদের জানাল ও, ওখান থেকে সরাসরি এনড্রুজ এয়ার ফোর্স বেসে চলে যাবে সে, ওখান থেকে প্লেন নিয়ে যাবে দক্ষিণ-পশ্চিমে...উদ্দেশ্য অ্যাম্বুলেন্স-সূত্র অনুসরণ।

রানার অনুকূলে ঈশ্বরের সহানুভূতি কামনা করলেন প্রেসিডেন্ট, চোখে আশার আলো জ্বেলে ওর দিকে তাকালেন। প্রসঙ্গ বহির্ভূত একটা বিষয়ে কথা তুলে মনোবেদনা প্রকাশ করল রানা–আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচন থেকে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে নিয়ে ডানকান ডক মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন সত্যি কথা, কিন্তু আপামর জনগণ তাঁর এই সিদ্ধান্তে দুঃখিত এবং শোকাভিভূত। হোয়াইট হাউস থেকে বেরিয়ে আসার সময়, রানা যখন সিঁড়ির ধাপ টপকে তর তর করে নামছে, মনের আনন্দে একা একা হাসতে দেখা গেল ওকে।

রানা বিদায় নেয়ার দশ মিনিট পর সুপারম্যান ছদ্মনামধারী হোয়াইট হাউস

কর্মকর্তাও পেনসিলভানিয়া এভিনিউয়ে বেরিয়ে এল। হন হন করে খানিক দূর হেঁটে এসে একটা পাবলিক বুদে ঢুকল সে, ফোন করার আগে চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিল কেউ তাকে অনুসরণ করে এসেছে কিনা।

'আমি নিজেদের দায়িত্ব নিতে চাই, যারা অসহায় এবং দুঃস্থ,' রিসিভারে বলল সে।

'যারা নিজেদের স্বার্থের ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন নয়,' অপরপ্রান্ত থেকে জবাব এল।

'টারজান, মাসুদ রানা উইচিটা ফলসের উদ্দেশে রওনা হয়ে গেছে। টোপ গিলেছে সে।'

'তারমানে কিংকংকে কোণঠাসা করে ফেলবে সে, এখন মাত্র সময়ের ব্যাপার।'

সুপারম্যান হাসল। 'হ্যাঁ, তাই কাল জয়েন্ট চীফস এবং মরিসের সাথে মিটিঙে বসবেন প্রেসিডেন্ট। কিংকংও থাকবে। মিটিঙের পর, তাকে আর আমাদের দরকার হবে না। যায় যাক খরচ হয়ে।'

'আপনার কি মনে হয়, রানা ওকে খুন করবে?'

'ভাল একটা সম্ভাবনা আছে, টারজান। রানার রেকর্ড দেখেননি? শত্রুকে চিনতে পারলে তার জড় রাখে না। স্পাইডারম্যান ওর সম্পর্কে খুব বড় সার্টিফিকেট দিয়েছে, মনে নেই? সয়্যারে আমাদের কন্ট্যাক্ট রিপোর্ট করেছে, ওয়াকি এরই মধ্যে রানাকে সরাবার চেষ্টা করেছিল, পারেনি। মনে হয় না রানা তার ওপর দয়া দেখাবে।'

'তারমানে আমাদের আশা পূরণ হতে যাচ্ছে।'

'ধারণা করি। কিন্তু বিকল্প একটা ব্যবস্থা আপনার হাতেও থাকা দরকার, টারজান।'

'ধরে নিন, ব্যবস্থা হয়েছে,' দৃঢ় আশ্বাস দিল টারজান। 'ও, ভাল কথা, প্রাক্তন একটা হোয়াইট হাউস উপদেষ্টার কাছ থেকে ইনফরমেশন পাচ্ছে রানা–জর্জ বুকান।'

'বুকান,' বিড়বিড় করে বলল সুপারম্যান। হঠাৎ স্পষ্ট হলো কণ্ঠস্বর, 'আচ্ছা, ঠিক আছে, তারও একটা ব্যবস্থা করুন তাহলে, টারজান।'

'এখুনি।'

'চু?' জিজ্ঞেস করল সুপারম্যান।

'কাল রাতে চলে গেল। হার্ট অ্যাটাক।'

'ও আচ্ছা–বেশ, গুডবাই, টারজান।' ক্রেডলে রিসিভার রাখল সুপারম্যান, রোদ লেগে ঝিক্ করে উঠল ডান হাতের আঙুলে পরা আংটিটা। সোনার আংটি, অনিকস পাথরের মাঝখানে বড় একটা হীরে। এই আংটি সব সময় পরে থাকে সুপারম্যান।

'স্যাম, তোমার সাথে আর দেখা হবে না। আমি ওয়াশিংটন ছেড়ে চলে যাচ্ছি।'

'কোথায়, ক'দিনের জন্যে?'

'শেষ যাওয়া, স্যাম, আর কখনও ফিরব না।' দু'জন আগন্তুক ওর আর জেনারেল ভ্যালেন্টাইন মনিয়েরের নিরাবরণ ফটো তোলার পর থেকে ভারি নার্ভাস হয়ে আছে জিনিয়া মেইন। তারপর আজ কাগজে দেখল পেন্টাগন থেকে পদত্যাগ করেছে মনিয়ের। বুঝতে অসুবিধে হলো না, ভেতরে ভেতরে খুব খারাপ একটা কিছু ঘটছে।

হঠাৎ করে তার মনে আশংকা দেখা দিয়েছে স্যাম ফোলিরও কিছু একটা বিপদ হতে পারে। শুধু স্যাম ফোলি নয়, তার পুরুষ বন্ধু সবার বিপদ হতে পারে। এমনকি ডানকান ডকও সম্ভবত নিরাপদ নন। মাঝে মধ্যে ইচ্ছে হচ্ছে বটে ওদেরকে ডেকে সাবধান করে দেয় সে, কিন্তু জানে সে-ধরনের কিছু করতে গেলে নিজের জীবনের ওপর মারাত্মক ঝুঁকি নিতে হবে।

জিনিয়ার কথা শুনে স্যাম ফোলির মুখ ঝুলে পড়ল। 'জিনি, এ-সব কি বলছ তুমি! কেন?'

'কেন জানতে চেয়ো না, স্যাম। চলে যাচ্ছি এটুকুই শুধু জানো।'

এগিয়ে এসে জিনিয়ার একটা কব্জি চেপে ধরল প্রেসিডেন্টের প্রধান উপদেষ্টা। 'আর কেউ আছে?' ঈর্ষায় তার চোখ জ্বলে উঠল। 'আমার চেয়ে বেশি ভালবাসে?'

'স্যাম, লাগছে!' নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করল জিনিয়া। হাত ছাড়িয়ে ফিসফিস করে বলল, 'যেতে দাও আমাকে! জীবনের ওপর আমার ঘেন্না ধরে গেছে।'

কয়েক সেকেন্ড বোবা হয়ে থাকল স্যাম ফোলি, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাবে?'

ছোট্ট করে মাথা নাড়ল জিনিয়া। 'জানি না। এখনও জানি না।'

'কিন্তু জিনিয়া,' ফিসফিস করে বলল স্যাম ফোলি, এবার নরম হাতে আলিঙ্গন করল জিনিয়াকে, 'এভাবে তুমি চলে যেতে পারো না! আমাদের সম্পর্ক...'

'সাধারণ একটা সম্পর্ক ছিল, স্যাম। তার বেশি কিছু না।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর মুখ তুলল স্যাম ফোলি। 'আমার কাছে কিন্তু অতটা সাধারণ বলে মনে হয়নি কখনও।'

চোখ নামিয়ে নিল জিনিয়া। 'দুঃখিত, স্যাম। আমি নিরুপায়।'

উইচিটা ফলস বেস হেডকোয়ার্টার বিল্ডিঙে ঢোকার সময় মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল রানা, ওয়াকির শেষ দেখে ছাড়বে সে। ডাক্তার জিল আয়ারল্যান্ডের স্ত্রীর কথা মনে পড়ল, মৃত্যুর সময় তার বিছানার পাশে ছিল ও। মারকুয়েটির আরও অনেক বীভৎস, রোমহর্ষক মৃত্যু চাক্ষুষ করেছে, ছবি তুলেছে। কেন যেন বারবার মনে হয়েছে ওর, এই সব মৃত্যুর সাথে বাচ কেলভিন ওয়াকির সম্পর্ক আছে। ফেজ টি-নাইন প্লাস সয়্যার এয়ার ফোর্স বেসে তৈরি করা হয়। ওয়াকি জড়িত, জড়িত ড. ওয়ান চু।

ক্যাপটেন উইলবার নড হিসেবে পরিচয় দিয়ে জাল অনুমতিপত্র দেখাল রানা। পদোন্নতি হবার পর পেন্টাগনে বদলি হয়েছে ওয়াকি, তার জায়গায় এসেছে কর্নেল লবসন। রানা ব্যাখ্যা করল, এয়ার ইন্টেলিজেন্সের পক্ষ থেকে নতুন জেনারেলের সিকিউরিটি ক্লিয়ার্যান্স নিশ্চিত করার জন্যে এটা একটা রুটিন চেক। 'জেনারেল ওয়াকি মানুষ হিসেবে কেমন?' কর্নেল লবসনকে প্রশ্ন করল ও।

হাসি-খুশি লোক কর্নেল লবসন, মাথা ভর্তি পাকা চুল। চোখ-মুখ উজ্জ্বল করে বলল, 'গ্রেট ম্যান, গ্রেট অফিসার!' ঊর্ধ্বতন অফিসারের প্রশংসা করে নিয়ম রক্ষা করছে সে, সত্যি কথা বলে ঝুঁকি নিতে ইচ্ছুক নয়। 'কাজ আদায়ে তার জুড়ি নেই। আমি তার ভক্ত।'

মনে মনে একটা গাল দিয়ে বেসের রেকর্ড রূমে চলে এল রানা। উইচিটা ফলসে প্রথমবার দায়িত্ব নিয়ে এসেছিল ওয়াকি পঁচাশি সালে। তখনকার ফাইল চেক করে গুরুত্বপূর্ণ কিছুই পেল না। ঠিক করল সাদা অ্যাম্বুলেন্স রহস্য ভেদ করতে হলে বেসের মটর পুল সাপ্লাই এবং রিকুইজিশন রেকর্ড চেক করে দেখতে হবে। গত পাঁচ বছরের ফাইল নিয়ে বসে পড়ল ও।

বেসের স্টোর থেকে তিনটে বিয়ার আনিয়ে নিয়েছে রানা, স্রেফ সতর্কতার কারণে বাইরে কোথাও পানি খাচ্ছে না। কয়েক ঘণ্টা কাজ করার পর চোখ ব্যথা করতে লাগল ওর। তবে আগ্রহ জন্মাবার মত একটা বিষয় জানা গেছে। তিন নম্বর ফাইলে একটা কাগজ পাওয়া গেল, শিরোনাম লেখা রয়েছে– 'সেপ্টেম্বর, উনিশশো পঁচানব্বুই যানবাহন ক্রয় সংক্রান্ত অনুমতি-পত্র'। একটা এনিট্রর পাশে স্থির হয়ে গেল রানার আঙুল। তিনটে নতুন অ্যাম্বুলেন্স কেনার অনুমতিপত্রের নিচে টানা হাতে সই করেছে কর্নেল ওয়াকি। অ্যাম্বুলেন্সগুলো কোন্ কোম্পানীর, সিরিয়াল নম্বর কি কি, সব টুকে নিল রানা।

মটর পুলে এসে দু'একজনের সাথে খোশ-গল্প করল রানা, বিয়ার আর সিগারেট খাওয়াল। তাদের সহযোগিতায় অ্যাম্বুলেন্স তিনটের হদিশ বের করা সহজ হলো। প্রথম দুটো দেখে হতাশ হলো রানা, সন্দেহ করার মত কিছুই নেই।

তবে তিন নম্বরটা দেখেই উত্তেজিত হয়ে পড়ল। গাড়িটার পিছনে চলে এসে সিরিয়াল নম্বরের চারপাশের ধাতব আবরণে হাত বুলাল–খরখরে, কর্কশ। তারমানে এটা বদলানো হয়েছে।

গাড়ির রঙটা পরীক্ষা করে সাফল্যের আনন্দে নেচে উঠল মন। বেশি দিন হয়নি রঙ করা হয়েছে অ্যাম্বুলেন্স। পিছনের দরজার চকচকে গায়ে নাক ঠেকিয়ে শুকল রানা, তাজা রঙের গন্ধ পেল। রঙ হয়তো দু'বার করা হয়ে থাকতে পারে, আন্দাজ করল ও। প্রথমবার সমস্ত চিহ্ন ঢাকার জন্যে, দ্বিতীয়বার সয়্যার এয়ার ফোর্স বেসের মার্কিংগুলো নতুন করে আঁকার জন্যে।

একা কিনা বোঝার জন্যে চারপাশটা ভাল করে দেখে নিল রানা। পকেট-নাইফ বের করে খুলল, পিছনের বাম দরজার গায়ে ফলা দিয়ে আঁচড় কাটল কয়েকটা। মৃদু হাসি মুখে সিধে হয়ে দাঁড়াল ও, সাদা এবং তাজা রঙের নিচে আরেক প্রস্থ সাদা এবং তাজা রঙ রয়েছে। আর কোন সন্দেহ নেই, চিয়াং আর

ফেং এই অ্যাম্বুলেন্সটাই ব্যবহার করেছিল ড. ওয়ান চু-কে কিডন্যাপ করার সময়।

মটর পুল অফিসে এসে আরও একটা জিনিস আবিষ্কার করল রানা। ড. ওয়ান চু কিডন্যাপ হবার দিন সন্ধ্যায় সয়্যার এয়ার ফোর্স বেস থেকে অ্যাম্বুলেন্স বের করার অনুমতি-পত্রে সই করে যে অফিসার তার নাম ক্যাপটেন গ্রাহাম। ল্যাব বিল্ডিঙের ফ্রিজারে সে-ই ড. নিউলি আর রানাকে খুন করার চেষ্টা করেছিল। লোকটা যে ওয়াকির কুকর্মের সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত, আরেকবার প্রমাণিত হতে যাচ্ছে। সেদিন সন্ধ্যায় টেমপোরারি ডিউটিতে ছিল গ্রাহাম।

আধ ঘণ্টা পর অফিসার্স ক্লাবে কর্নেল লবসনের সাথে কথা বলার সময় মনের ভাব সযত্নে গোপন রাখল রানা। 'আপনার সহযোগিতা কখনও ভুলব না, স্যার,' হাসিমুখে বলল ও। 'অবশ্যই আমার রিপোর্টে আপনার এই সহযোগিতার কথা লেখা থাকবে। ও, হ্যাঁ, আরেকটা কথা, ভুলেই গিয়েছিলাম। জেনারেল ওয়াকির পুরানো সহকারী ক্যাপটেন গ্রাহামের রেকর্ডও চেক করতে হবে। কিছুদিন আগে এখানে টেমপোরারি ডিউটি করার সময় একটা অ্যাম্বুলেন্স বের করার অনুমতি দেয় সে। তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়, তবে ব্যাপারটা সম্পর্কে বিশদ জানতে পারলে আমার রিপোর্ট লিখতে সুবিধে হবে।

কর্নেল লবসনের ব্যাখ্যা শুনে চেয়ার থেকে পড়ে যাবার অবস্থা হলো রানার। প্রায় অকারণেই একটা সন্দেহ ছিল ওর মনে, ফেজ টি-নাইন প্লাস অর্থাৎ মহামারীর সাথে সি.আই.এ-র একটা সম্পর্ক থাকতে পারে, আজ হঠাৎ করে জানা গেল সন্দেহটা মিথ্যে নয়।

'সি.আই.এ-র তরফ থেকে এ-ধরনের অনুরোধ মাঝে মধ্যে আসে,' বলল কর্নেল লবসন। 'ক্যাপটেন গ্রাহাম তো এখানে কাজ করছিল সি.আই.এ-র স্পেশাল একটা ট্রেনিং মিশনের অংশ হিসেবে।'

সেদিন বিকেলে কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিল প্রেসিডেন্টের প্রাক্তন উপদেষ্টা জর্জ বুকান। কাজ মানে পুরানো বন্ধু-বান্ধবদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ এবং গল্প-গুজব। সদ্য পরিচিত শুভানুধ্যায়ী মাসুদ রানা এই দায়িত্বটা দিয়েছে তাকে। টি-নাইন প্লাস, হোয়াইট হাউস, সি.আই.এ., সয়্যার এয়ার ফোর্স বেস, ড. ওয়ান চু, প্রেসিডেনশিয়াল অ্যাডভাইজার–কিসের সাথে কার কি গোপন সম্পর্ক ছিল বা আছে জানতে হবে তাকে।

ট্রলি থেকে নেমে জর্জ টাউনের নির্জন একটা রাস্তা ধরে বাড়ি ফিরছে জর্জ বুকান, মোড়ের কাছে পৌঁছে থামল। ট্রাফিক লাইট বদলে সবুজ হতে রাস্তা পেরোতে শুরু করল সে। এঞ্জিনের আওয়াজটা হঠাৎ করে শুনতে পেল। ঘাড় ফেরাতেই, উল্টোদিক থেকে শব্দ হলো সাইকেল বেলের ক্রিং ক্রিং। তার পিছন থেকে কে যেন চিৎকার করে উঠল, 'সাবধান! সাবধান!'

লাফ দিয়ে পিছিয়ে এল জর্জ বুকান, ডান দিক থেকে তীরবেগে ছুটে এসে নাকের ডগা দিয়ে স্যাঁৎ করে বেরিয়ে গেল সাইকেলটা। আপাদমস্তক শিউরে উঠল জর্জ বুকান গর্জনে গাড়িটাও পৌঁছে গেছে ট্রাফিক লাইট অমান্য করে। তাকে

পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গিয়েই গাড়ির সামনে পড়ল যুবক সাইকেল আরোহী। কর্কশ ধাতব শব্দের সাথে শোনা গেল ভয়ার্ত চিৎকার।

বিস্ফারিত চোখে জর্জ বুকান দেখল গাড়ির ধাক্কায় শূন্যে ছিটকে পড়ল সাইকেল সহ যুবক আরোহী। রাস্তার কিনারা ঘেঁষে ঝড়ের বেগে ছুটে গেল গাড়িটা, ড্রাইভার থামছে না। ছুটে রাস্তা পেরোল সে, দলা পাকানো শরীরটার পাশে এসে হাঁটু মুড়ে বসল। বুকের ভেতর হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে–তারই এই অবস্থা হতে যাচ্ছিল!

যুবকের জ্ঞান নেই। নিজের রক্তের মাঝখানে পড়ে আছে সে। মুখ, নাক, কান দিয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছে তার। চিন্তাটা মাথা থেকে সরাতে পারছে না জর্জ বুকান, তার বদলে যুবকটি মারা যাচ্ছে। সামনের দিকে অকস্মাৎ ব্রেক করার আওয়াজ হলো। ঝট্ করে মুখ তুলে তাকাল সে। বাদামী রঙের ফোর্ডটাই, ইউ টার্ন নিয়ে আবার ফিরে আসছে এদিকে।

স্বস্তি বোধ করল জর্জ বুকান। অ্যাক্সিডেন্ট করে ড্রাইভার পালাচ্ছে না। যুবকটিকে এখুনি হাসপাতালে পাঠানো দরকার। সিধে হয়ে দাঁড়াল সে, গাড়িটা পাশে এসে থামার অপেক্ষায় থাকল।

পরমুহূর্তে আঁতকে উঠল সে, বুঝতে পারল ফোর্ড আলট্রাকমপ্যাক্ট থামবে না। সরাসরি ওর দিকে ছুটে আসছে যন্ত্রদানব।

ভয়ার্ত চিৎকার করে পার্ক করা দুটো গাড়ির মাঝখানে লাফ দিয়ে পড়ল জর্জ বুকান। ওকে জায়গা বদল করতে দেখে ফোর্ডের নাক ঘুরে গেল, কর্কশ আওয়াজ উঠল চাকার সাথে কংক্রিটের ঘর্ষণে। ফোর্ডের গর্জন ছাড়া কিছুই শুনতে পেল না জর্জ বুকান। দুটো গাড়ির মাঝখানে ফাঁকা জায়গায় পড়ল সে, ফোর্ডের নাক ঘষা খেলো একটা পার্ক করা গাড়ির নাকের সাথে। পার্ক করা গাড়ির মাডগার্ড জর্জ বুকানকে ঠেলে তুলে দিল রাস্তা থেকে ফুটপাতের ওপর। লাফ দিয়ে কংক্রিটের ওপর পড়ার সময় কাঁধে ব্যথা পেয়েছে সে, তবে জ্ঞান হারাল স্রেফ ভয়ে।

প্রেম-ভালবাসার পাট চুকিয়ে কাজের কথা পাড়ল রানা। ডি.আই.এ. এজেন্ট সিলভিয়া পিকঅল পাল্টা প্রশ্ন করল ওকে, 'জেনারেল ভ্যালেন্টাইন মনিয়ের পদত্যাগ করেছে, সত্যিকার কারণটা তুমি জানো?'

মাথা নাড়ল রানা।

'আসল কারণ তলপেটের নিচে।'

'তারমানে জিনিয়া মেইন, বলতে চাইছ? তারমানে কি সেই সেটার সাথে এর সম্পর্ক আছে?'

বিস্মিত হলো সিলভিয়া। 'তুমি জানলে কিভাবে সি.আই.এ.? বাইরের একমাত্র আমি ছাড়া এ-খবর আর কারও জানার কথা নয়!'

'জানি না, আন্দাজ করছি,' বলল রানা। 'ইদানীং সব কিছুতেই ওদের অশুভ ছায়া দেখতে পাচ্ছি আমি।'

বালিশের তলা থেকে কমলা রঙের দুটো ফোল্ডার বের করল সিলভিয়া।

'তোমার চিয়াং আর ফেং সম্পর্কে প্রায় সব কথাই জানা গেছে।'

'তোমার তুলনা হয় না।' সিলভিয়ার কানের লতিতে চুমো খেলো রানা। 'কোন সন্দেহ নেই, এরাও সি.আই.এ-র লোক?'

'অবশ্যই। তোমার সম্পর্কে আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল, লেডিকিলার। তুমি অদ্ভুত, শার্লক হোমসের চেয়ে খুব বেশি হলে মাত্র এক ডিগ্রী কম।'

'দাও, দেখতে দাও।' ফোল্ডারগুলো খুলল রানা, তথ্যগুলো সব গেঁথে নিল মনে। চিয়াং আর ফেং অর্থাৎ বার্নাড চাম আর ইউজিং পেং, যথাক্রমে চীনা ও কোরিয়ান, জন্মসূত্রে আমেরিকান। দু'জনেরই আত্মীয়স্বজন আছে বিদেশে। চীনা আর কোরিয়ান ভাষা জানে। দুই দেশেই একসাথে বেশ কয়েকবার কাজ করেছে ওরা।

'এখন ওরা ল্যাংলির সাথে সরাসরি জড়িত,' বলল সিলভিয়া। ল্যাংলি, ভার্জিনিয়া, সি.আই.এ. হেডকোয়ার্টার।

'ডি.আই.এ. এজেন্টরাও ল্যাংলিতে ট্রেনিং পায়,' চিন্তিতভাবে বলল রানা। 'তোমাদের কোন এজেন্ট এ-সবের সাথে জড়িত কিনা…'

'বিশেষ কাউকে সন্দেহ করছ?'

'তোমাদের ডেপুটি ডিরেক্টর জোসেফ ফালকেন উঁকি দিচ্ছে মনে।'

মুখ হাঁড়ি করল সিলভিয়া। 'তুমি আসলে তাঁকে পছন্দ করো না।'

'পছন্দ করব? সি.আই.এ. গোটা দুনিয়ার ওপর ছড়ি ঘোরাচ্ছে, আর সি.আই.এ-র ওপর ছড়ি ঘোরাচ্ছে তোমাদের এই ডেপুটি ডিরেক্টর। তাকে আমি ঘৃণা করি! সুযোগ পেলে আমি তার…'

'আজ তুমি খুব রেগে আছ,' মন্তব্য করল সিলভিয়া।

'ভীষণ! শুধু জোসেফ ফালকেনের ওপর নয়—জেনারেল ওয়াকি, ক্যাপটেন গ্রাহাম, হেলমুট কোহলার, লিয়ন ক্যারি, আয়ান ক্যামেরন, স্যাম ফোলি, বার্নাড চাম, ইউজিং পেং, ড. ওয়ান চু, এদের সবার ওপর আমি রেগে আছি। নিজের এবং ডানকান ডকের ওপরও রাগ কম নয়। ঘৃণা করি টি-নাইন প্লাস, এই মহামারী, নিজের ব্যর্থতা…'

রানার মুখে হাত চাপা দিল সিলভিয়া। 'থামো, আমার ভয় করছে!'

আড়ষ্ট হাসি দেখা গেল রানার ঠোঁটে। 'ভয় নেই, নিজের ওপর শ্রদ্ধা ফিরিয়ে আনার জন্যে সম্ভাব্য সব আমি করব, সিলি। বিশ্বাস করো, সাধ্যের বাইরে চেষ্টা করব আমি।'

শিউরে উঠল সিলভিয়া পিকঅল। 'আমার ভয়টা তো সেখানেই, রানা। আমি তোমাকে হারাতে চাই না।'

দুই

'রানা, তুমি বিশ্বাস করবে না,' জর্জ বুকান তার শুভানুধ্যায়ীকে ফোনে বলল, 'কাল

আমাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে।' বাদামী ফোর্ডের অশুভ তৎপরতা সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিল সে, মনোযোগের সাথে চুপচাপ শুনে গেল রানা। 'গাড়িটা দ্বিতীয়বার ফিরে আসার সময় আশপাশের অনেক বাড়ির জানালা খুলে গিয়েছিল, ফলে পালিয়ে যায় ওরা। আমার অবশ্য জ্ঞান ছিল না।'

'কোথেকে বলছেন আপনি?'

'বাড়ির কাছাকাছি এক বুদ থেকে। ভাবলাম আমার ফোনে আড়িপাতা যন্ত্র থাকতে পারে...'

স্বস্তিবোধ করল রানা। 'সত্যি আমি দুঃখিত, মি. বুকান। আমার জন্যেই বিপদটায় জড়িয়ে পড়েছেন আপনি। আপনার ব্যাপারে আরও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল আমার...'

'এখনও সময় আছে, দয়া করে আমাকে খুন হতে না দিয়ে চির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করো,' কৌতুক করলেও, জর্জ বুকানের গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে।

'কি করতে হবে বলছি। বেড়াতে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাই না? এক কাজ করুন, কালই আপনারা বেরিয়ে পড়ুন...'

'সম্ভব নয়,' প্রতিবাদ করল জর্জ বুকান। 'লুসির স্কুল ছুটি হতে দেরি আছে...'

'বেঁচে থাকলে তারপর তো লেখাপড়া? লুসিও বিপদের মধ্যে আছে। ওকে করেসপন্ডেন্স কোর্সে ভর্তি করে দিন...'

'রানা, আসলে কি ঘটতে চলেছে বলো তো?'

'যত কম জানবেন ততই মঙ্গল। তবে সন্দেহ নেই মহাকাব্য লেখার ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে।'

'আরও খোলসা করে বলতে হবে। রানা, তোমার জন্যে প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিয়েছি আমি!'

'আচ্ছা, আচ্ছা। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করুন, কাউকে কিছু বলবেন না বা নিজে থেকে কিছু করতে যাবেন না। বেশি সময় নেব না, সব কিছু ওলটপালট করে দিচ্ছি।'

'করলাম প্রতিজ্ঞা।'

'উত্তর আফ্রিকা আর ডেড বেসিন প্লেগের সাথে সম্পর্ক আছে। ওই দু'জায়গার প্লেগের সাথে সম্পর্ক আছে সয়্যারের। সয়্যারের সাথে হোয়াইট হাউস জড়িত। হোয়াইট হাউস জড়িত সি.আই.এ-র সাথে।'

'তুমি পাগল হয়ে গেছ!'

'আমি সিরিয়াস, মি. বুকান। সমস্ত সূত্র হোয়াইট হাউসের দিকে ইঙ্গিত করছে। আমার সন্দেহ, খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন কেউ প্রেসিডেন্ট ডানকান ডকের পতন ঘটাবার ষড়যন্ত্র করছে।'

'তাঁকে তুমি সাবধান করেছ?'

'তদন্ত আগে শেষ হোক তো,' বলল রানা। 'আপনাকে কি করতে হবে

শুনুন...'
'এক মিনিট,' বলে পেন্সিল আর প্যাড টেনে নিল জর্জ বুকান।
অপর প্রান্ত থেকে নির্দেশ দিল রানা, 'কালই ইয়ট নিয়ে বেরিয়ে পড়বেন আপনারা। যেখান থেকে পারেন একজন স্কিপার যোগাড় করুন। কোথায় যেন যাচ্ছিলেন আপনারা?'
'ক্যারিবিয়ান।'
'কিন্তু এখন আপনারা যাচ্ছেন বারমুডা।'
'কি! বারমুডা?'
'ধ্যেৎ, না শুনেই শুধু চিল্লান!' বিরক্তি প্রকাশ করল রানা। 'বন্দর কর্তৃপক্ষকে জানাবেন বারমুডা যাচ্ছেন। এটা একটা কাভার, বুঝলেন? তারপর খোলা সাগরে পৌঁছে ডান দিকে ঘুরিয়ে নেবেন ইয়ট, ক্যারিবিয়ানের দিকে যাবেন। আমি ছাড়া আর কেউ জানবে না কোথায় আছেন আপনারা।'
'ঠিক আছে, বুঝেছি।' হঠাৎ চিন্তার রেখা ফুটল জর্জ বুকানের কপালে। 'কিন্তু বাড়িটার কি হবে?'
'বাড়িটার কি হবে মানে? ও, আচ্ছা, তাই তো! কেন, বিশ্বাস করতে পারেন এমন কাউকে ভাড়া দিন।'
'একদিনের নোটিশে ভাড়াটে পাব?' কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল জর্জ বুকান। 'মাইকেল পনসনবাইকে বলে দেখতে পারি। আমার বাড়িটা ওর খুব পছন্দ।'
'ভদ্রলোককে বোধহয় চিনি, তাই না?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আপনার অবসর প্রাপ্তি উপলক্ষে সেই পার্টিটায় ছিলেন, অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে নিয়ে?'
'হ্যাঁ-হ্যাঁ। সরকারী কোয়ার্টার ছাড়তে পারলে বেঁচে যায় ওরা। ওদের আমি বিশ্বাস করি, পনসনবাইয়ের সাথে হোয়াইট হাউসে কাজ করেছি এক সময়।'
'আর কোন সমস্যা থাকল না। কোন একটা পাবলিক বুদ থেকে কাল আমাকে ফোন করবেন, সন্ধ্যে সাতটা থেকে রাত ন'টার মধ্যে, জনি'স বারে। টেলিফোন গাইডে নম্বর পাবেন। আপনি আমাকে জানাবেন সাগর থেকে মেসেজ পাঠাবার কি ব্যবস্থা করতে পারলেন।'
'কেন?'
'কারণ আপনার সাথে আমার যোগাযোগ থাকা দরকার। আপনার নিরাপত্তা এখন আমার দায়িত্ব।' যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল রানা।

সেদিনই আরও গভীর রাতে হোয়াইট হাউসের রুদ্ধদ্বার কনফারেন্স রুমে গোপন বৈঠক বসেছে। সব ক'টা দরজার বাইরে শিরদাঁড়া খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছে সশস্ত্র মেরিন ডিটাচমেন্টের সদস্যরা। প্রেসিডেন্ট ডানকান ডক আর তাঁর ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টাদের সাথে বৈঠকে মিলিত হয়েছেন সেক্রেটারী অভ ডিফেন্স এবং জয়েন্ট চীফস অভ স্টাফ। আরও একজন উপস্থিত রয়েছে–ইউ.এস.এ.এফ সি.বি.আর উইপনস রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট-এর নতুন প্রধান কর্মকর্তা, পদোন্নতি দিয়ে

জেনারেল্ ভ্যালেন্টাইন মনিয়েরের জায়গায় বসানো হয়েছে তাকে–ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বাচ কেলভিন ওয়াকি।

প্রেসিডেন্টকে বাদ দিলে বৈঠকে উপস্থিত সবার চেয়ে দীর্ঘদেহী ব্যক্তি হলেন সেক্রেটারি অভ ডিফেন্স। আর ওয়াকিকে বাদ দিলে তাঁর টাকটাই সবার চেয়ে প্রশস্ত ও চকচকে। মাংসল একটা পাহাড়, চেহারায় গৌতম বুদ্ধের প্রশান্তি আর ধ্যানমগ্ন ভাব নিয়ে বসে আছেন। তিনি যে বেঁচে আছেন এবং উদ্বিগ্ন, ঘন ঘন নিঃশ্বাসের পতন থেকে তা টের পাওয়া যায়।

মার্শাল অ্যারন মরিসের দু'পাশে জয়েন্ট চীফস অভ স্টাফরা বসেছেন। বাঁ দিকে অ্যাডমিরাল ল্যাংলি–রোগাপাতলা, পক্বকেশ, বদমেজাজী। তার পাশে এয়ার ফোর্স জয়েন্ট চীফ জেনারেল হ্যানস রবিনসন। লালমুখো কিন্তু শান্তশিষ্ট, রবিনসন ওদের মধ্যে সবচেয়ে সুদর্শন। মার্শাল মরিসের ডান দিকে রয়েছেন জেনারেল ডেভিড ওয়ার্নার, গম্ভীরদর্শন, রক্ষণশীল। তাঁর পাশে বুলডগ মুখাকৃতি নিয়ে মেরিন জয়েন্ট চীফ জেনারেল ডেসমন্ড কোরি–মাটির পৃথিবীতে সবচেয়ে নির্দয় ডাইনীর পুত বলা হয় তাঁকে।

ডানকান ডক সময় নষ্ট করলেন না। প্রথমে কুশলাদি বিনিময় হলো। তারপর সংক্ষেপে সেক্রেটারী অভ স্টেটস লিয়ন ক্যারি সংকটের বর্ণনা দিল। সে থামতেই মুখ খুললেন প্রেসিডেন্ট।

'জেন্টলমেন, এখন আর সন্দেহের কোন অবকাশ নেই যে মিশিগান আর উত্তর আফ্রিকার প্লেগ একই জিনিস,' তাঁর ভরাট কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠল কামরার ভেতর। 'ফেজ টি-নাইন প্লাস দুটো মহাদেশে একই সময়ে আঘাত হেনেছে। প্রথম টার্গেট ছিল যুক্তরাষ্ট্রের একটা স্ট্র্যাটেজিক এয়ার কমান্ড বেস...,' জেনারেল হ্যানস রবিনসন এ-কথা শুনে ঠোঁট কামরালেন। '...দ্বিতীয় টার্গেট ছিল খনিজ সম্পদে ভরপুর একটা রাষ্ট্র।'

প্রেসিডেন্ট বিরতি নিয়ে সবার দিকে একবার করে তাকালেন। কেউ নড়ল না। আবার শুরু করলেন তিনি, 'ড. পিটার ওয়ান চু, যিনি টি-নাইন প্লাস ডেভেলপ করেছেন এবং আবিষ্কার করেছেন এর বিরুদ্ধে কার্যকরী ভ্যাকসিন,–তাঁকে কিডন্যাপ করা হয়েছে, খবরটা আপনারা আগেই সেক্রেটারী অভ স্টেটসের মুখ থেকে শুনেছেন। এই মুহূর্তে ড. ওয়ান চু শত্রুদের হাতে। আপনাদের এখানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে আমাকে পরামর্শ দেয়ার জন্যে, কারণ আজ রাতেই আমাকে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এই মুহূর্ত থেকে প্রতিটি সেকেন্ড গণনা করা হবে মানুষের প্রাণের বিনিময়ে।'

'মি. প্রেসিডেন্ট,' মুখ খুললেন সেক্রেটারী অভ ডিফেন্স মার্শাল অ্যারন মরিস, 'আসলে এই মহামারী ঠিক কতটুকু ভয়ঙ্কর? আমাদের অ্যাডভান্সড মেডিকেল টেকনোলজি কি এটার বিস্তার রোধ করতে সক্ষম নয়?'

কনফারেন্স টেবিলের আরেক দিকে বসা অফিসারের দিকে ইঙ্গিত করলেন প্রেসিডেন্ট। 'মি. সেক্রেটারী, আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবেন জেনারেল ওয়াকি।'

'সেক্রেটারী মরিস,' কর্কশ কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব নরম করে বলল জেনারেল

ওয়াকি, 'টি-নাইন প্লাসের মত ভয়ংকর রোগজীবাণু মানুষ আর কখনও দেখেনি। এককথায়, গোটা মানবজাতিকে ধ্বংস করে দেয়ার একক ক্ষমতা রাখে এই টি-নাইন প্লাস। এই মুহূর্তে শুধুমাত্র ড. চু-র ভ্যাকসিন প্লেগটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। একবার কেউ আক্রান্ত হলে, তাকে বাঁচানোর সাধ্য দুনিয়ার কারও নেই।'

সেক্রেটারী মরিস স্তম্ভিত বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকলেন।

'আপনি কি বলতে চাইছেন এই রোগজীবাণুর সংস্পর্শে যেই আসুক, তাকে মরতেই হবে?' জিজ্ঞেস করল জেনারেল ওয়ার্নার।

'কিছু লোক, তাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য, ভাইরাসের সংস্পর্শে এলেও সংক্রমণের শিকার হয় না,' বলল ওয়াকি। 'জন্মসূত্রে তাদের শরীরে রয়েছে ভাইরাস প্রতিরোধ করার ক্ষমতা। আগেই বলেছি, তাদের সংখ্যা অতি নগণ্য। বাকি সবাই মারা যাবে, হ্যাঁ।'

সেক্রেটারী মরিস প্রশ্ন করলেন, 'টি-নাইন প্লাস কি ধরনের ভাইরাস, একটু ব্যাখ্যা করবেন কি?'

'টি-নাইন প্লাস আসলে পরিবর্তিত একটা ভাইরাস। ইন ফ্যাক্ট, ভাইরাসটা তৈরি করা হয়েছে লেযার টেকনোলজির সাহায্যে। লেযার উৎপাদিত এক ধরনের প্রোটিন আবরণ রক্ষা করছে ওটাকে, ন্যাচারাল ভাইরাসে যার অস্তিত্ব নেই। শুধু যদি সুস্থ একটা মানব দেহে ড. চু-র ভ্যাকসিন থাকে, টি-নাইন প্লাস সেই দেহের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।'

'বেশ,' জেনারেল রবিনসন বললেন। 'এদিকে আমরা তো প্রেসিডেন্টের ইমিউনাইজেশন প্রোগ্রাম চালু করতে যাচ্ছি, তাই না? আমাদের রক্ষা করার জন্যে সেটা কি যথেষ্ট নয়?'

'আরও দু'একহপ্তার আগে প্রচুর পরিমাণে ভ্যাকসিন তৈরি হবে না,' জবাব দিল হেলমুট কোহলার। 'তার আগেই আমেরিকার সমস্ত বড় বড় সামরিক স্থাপনায় অনুপ্রবেশ এবং সংক্রমণ ঘটতে পারে।'

'ঠিক কি বলতে চাইছেন আপনি, মি. কোহলার?' অ্যাডমিরাল ল্যাংলি জানতে চাইলেন। 'কি আমাদের করা উচিত বলে মনে করেন আপনি, সেটাই যদি কেস হয়?'

টেবিলের উল্টোদিকে বসা ভদ্রলোককে হেলমুট কোহলার বলল, 'কি করা হবে সে-সিদ্ধান্ত আপনারা নেবেন, জেন্টলমেন। সেজন্যেই আজ এখানে আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।'

রাখ-ঢাক না করে জেনারেল ওয়ার্নার বললেন, 'ল্যাংলি, উনি আগেই পরামর্শ দিয়েছেন, আমাদের উচিত টি-নাইন প্লাস শত্রুদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া হোক।'

'একথা তো ঠিক যে,' বললেন জেনারেল কোরি, 'ড. চু যদি রুশ বা চীনাদের হাতে পড়ে থাকেন, তাঁর কাছ থেকে ওরা ভ্যাকসিন আদায় করে নেবে।'

'সত্যি কথা, জেনারেল,' একমত হলো লিয়ন ক্যারি। 'তবে আমরা এরইমধ্যে ওটা তৈরি করতে শুরু করেছি। শত্রুরা তৈরি করতে চাইলে ওদের কয়েক হপ্তা সময় লেগে যাবে, যদি ধরে নিই ড. চু এরই মধ্যে ওদেরকে ফর্মুলাটা

দিয়ে ফেলেছেন।'

সবাই ওরা, প্রায় একযোগে, ডানকান ডকের দিকে তাকাল। দুই হাতে মুখ ঢেকে বসে আছেন প্রেসিডেন্ট। হাত সরিয়ে যখন তিনি তাকালেন, স্যাম ফোলির মনে হলো চীফ একজিকিউটিভের বয়স দশ বছর বেড়ে গেছে।

'ব্যাপারটা কোন্ দিকে গড়াচ্ছে, সবাই আপনারা বুঝতে পারছেন,' মৃদু, দুঃখভারাক্রান্ত কণ্ঠে বললেন প্রেসিডেন্ট। 'ঈশ্বর সাক্ষী, এই সংকট থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্যে বিকল্প ব্যবস্থা কোথাও খুঁজতে বাকি রাখিনি আমি। কিন্তু বিকল্প সমাধান কোথাও নেই। সমাধান পাবার আশায় আমি প্রার্থনা করেছি, এমন গভীর ধ্যান সারা জীবনে আর কখনও করিনি।' শেষের দিকে তাঁর কণ্ঠস্বর স্তিমিত হয়ে এল। ধীরে ধীরে তিনি তাঁর প্রকাণ্ড মাথাটা নাড়লেন। 'ভয় এবং আতংকের সাথে আমি উপলব্ধি করেছি, বিকল্প কোন উত্তর নেই।'

'আমরা সবাই যখন রেড অ্যালার্ট পজিশনে তৈরি হয়ে রয়েছি,' জেনারেল কোরি চাপা কণ্ঠে গর্জে উঠলেন, 'কেন তাহলে বেজন্মাদের আঘাত হেনে ধ্বংস করে দিচ্ছি না? আমাদের যা কিছু আছে...'

'তোমার কি মাথা খারাপ হলো?' শিউরে উঠে প্রতিবাদ জানালেন সেক্রেটারী অভ ডিফেন্স মার্শাল মরিস। 'এই দেশটাকে ওরা মাটির সাথে মিশিয়ে দেবে!'

'না, একটা নিউক্লিয়ার কনফ্রন্টেশনের ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না,' ওদেরকে জানাল লিয়ন ক্যারি। 'সেটা হবে আত্মধ্বংসী।'

'কিন্তু আঘাত ওদেরকে অন্যভাবেও করা যায়,' শীতল হাসির সাথে বলল হেলমুট কোহলার।

এয়ার ফোর্সের জয়েন্ট চীফ অভ স্টাফ মাথা ঝাঁকালেন। 'এখানেই জেনারেল ওয়াকিকে দরকার আমাদের।'

'আপনারা বুঝতে চান বা না চান, জেন্টলমেন,' মার্শাল মরিস কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'এখানে আমরা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধাবার পাঁয়তারা কষছি।'

হঠাৎ করে কনফারেন্স রুমের একটা দরজা সবেগে খুলে গেল। মেরিন ডিটাচমেন্টের ইনচার্জ, একজন মেজর, ঋজু ভঙ্গিতে ভেতরে ঢুকল। এগিয়ে এসে প্রেসিডেন্টকে স্যালুট করল সে, বাড়িয়ে দিল একটা এনভেলাপ। আবার একবার স্যালুট করে ঘুরল সে, গট গট করে বেরিয়ে গেল কামরা থেকে।

এনভেলাপ খুলে ভেতরের কাগজটা পড়লেন প্রেসিডেন্ট। যখন মুখ তুললেন, মনে হলো একটা ঘোরের মধ্যে আছেন তিনি। চেহারা ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে, চোখে বেদনা আর ক্লান্তি। 'জেন্টলমেন,' কর্কশ কণ্ঠে বললেন তিনি, 'আমাদের হাতে আর সময় নেই। এইমাত্র খানিক আগে সীটলে প্লেগ ছড়িয়ে পড়েছে। এ-ও একটা এস.এ.সি বেসে, শহরের উত্তর প্রান্তে।'

'এ-ও কি টি-নাইন প্লাস?' রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করলেন অ্যাডমিরাল ল্যাংলি।

'তাছাড়া আর কি হতে পারে, ল্যাংলি!' জেনারেল ওয়ার্নার ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়লেন।

টেবিলের ওপর ঝুঁকে মার্শাল মরিস আর জয়েন্ট চীফস অভ স্টাফদের দিকে

কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল হেলমুট কোহলার। 'এই গ্রহের সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ জবর দখল করার মতলবে ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে কমিউনিস্টরা। তাদের পথে একমাত্র বাধা ইউনাইটেড স্টেটস অভ আমেরিকা। আমরা যদি এই মুহূর্তে তৎপর না হই, দুনিয়ার বুকে আমেরিকা বলে কিছু থাকবে না।'

'তাহলে আমি বলি, বেজন্মাদের নরকে পাঠাও!' জেনারেল ডেসমন্ড কোরি গর্জে উঠলেন, প্রচণ্ড রাগে থরথর করে কাঁপছেন তিনি। 'টি-নাইন প্লাস ঢেলে যাও ওদের গায়ে। ওরা যখন ব্যবহার করতে দ্বিধা করছে না, আমরা কেন ইতস্তত করব?'

জেনারেল ওয়ার্নার মাথা ঝাঁকিয়ে মৃদু হাসলেন। 'হয় ওরা, না হয় আমরা,' বললেন তিনি, কণ্ঠে বা চেহারায় ভাবাবেগের চিহ্ন মাত্র নেই।

অ্যাডমিরাল ল্যাংলি কথা বলার আগে সশব্দে বড় একটা শ্বাস টানলেন। 'অনিচ্ছাসত্ত্বেও, ডেভিডের সাথে একমত হতে বাধ্য হচ্ছি আমি।' ডেভিড ওয়ার্নারের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালেন তিনি।

জেনারেল হ্যান্স রবিনসনও নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকালেন।

'সেক্রেটারী মরিস,' জিজ্ঞেস করল হেলমুট কোহলার, 'আপনি কি বলেন? আপনিও একমত, স্যার?'

দম আটকে চুপ করে থাকলেন সেক্রেটারী অভ ডিফেন্স। কামরার ভেতর পিন-পতন স্তব্ধতা। সবাই তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। 'আমি জানতাম, একদিন না একদিন এই প্রশ্ন উঠবে,' ব্যথিত কণ্ঠে বললেন তিনি। 'ঈশ্বরের কাছে করুণা ভিক্ষা চেয়ে বলেছি, সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় আমাকে তুমি বাঁচিয়ে রেখো না। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে, তাঁর ইচ্ছে অন্য রকম। তিনি আমাকে দিয়ে একটা ভূমিকা পালন করাতে চান।' কয়েকবার চোখ পিট পিট করলেন তিনি। 'সবাই সাক্ষী, ঈশ্বরকে আমি ভুলে যাইনি। তিনি আমাকে সাহায্য করুন—আমি একমত।'

এরপর বিস্তারিত যে আলোচনা শুরু হলো, পুরোটা সময় মৌনব্রত অবলম্বন করলেন প্রেসিডেন্ট ডানকান ডক। বাম বা ডান, কোন দিকেই তাকালেন না, তাঁর দৃষ্টি স্থির হয়ে থাকল টেবিলের ওপর খোলা বাইবেলের পৃষ্ঠায়।

'টি-নাইন প্লাস আনলোড করা হবে কিভাবে?' জেনারেল ডেসমন্ড কোরি জানতে চাইলেন।

'জেনারেল ওয়াকির একটা প্ল্যান আছে,' সবাইকে জানাল লিয়ন ক্যারি। 'প্ল্যানটা করার সময় লক্ষ রাখা হয়েছে যাতে সম্ভাব্য সর্বাধিক টার্গেট এরিয়া কাভার করা যায় এবং যারা আনলোড করার ব্যাপারে জড়িত থাকবে তাদের প্রাণহানির আশংকা সর্বনিম্ন পর্যায়ে সীমিত রাখা যায়। জেনারেল ওয়াকি।'

ঠাণ্ডা শ্বাপদের দৃষ্টি তুলে তাকাল জেনারেল ওয়াকি, তার কপাল আর টাকে চিকচিক করছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। 'জেন্টলমেন, টি-নাইন প্লাস ছাড়াবার সবচেয়ে নিরাপদ উপায় হলো মেগালোপলিটান ওয়াটার সিস্টেম পেনিট্রেট করা,' শান্ত, দৃঢ় কণ্ঠে বলল সে। 'চীন এবং রাশিয়া, দুই রাষ্ট্রই ব্যবহার করছে কোস্টাল ডিস্যালিনাইজেশন সিস্টেম। ইনল্যান্ডে আমরা লোকাল এজেন্টদের কাজে

লাগাব–এরইমধ্যে তাদের রিক্রুট করেছে সি.আই.এ.।'

আগ্রহের সাথে জানতে চাইলেন অ্যাডমিরাল ল্যাংলি, 'ডিস্যালিনাইজেশন স্টেশনগুলো কিভাবে পেনিট্রেট করা সম্ভব?'

'নিউক্লিয়ার সাবমেরিন ব্যবহার করব আমরা, অ্যাডমিরাল। সীল করা ক্যানিস্টারে করে ডেলিভারি দেয়া হবে টি-নাইন প্লাস। সাবমেরিনে করে পাঠানো হবে ওগুলো।'

'ক্যানিস্টারগুলো কত বড় হবে, জেনারেল ওয়াকি?'

'লম্বায় চার ফিট, চওড়ায় দু'ফিট, স্যার,' জবাব দিল ওয়াকি। 'ওগুলোর ভেতর ক্লোরিন গ্যাস থাকবে, স্থানান্তর করার সময় টি-নাইন প্লাসকে নিষ্ক্রিয় করে রাখার জন্যে দরকার। প্রতিটি ক্যানিস্টারের সাথে ডিটোনেশন মেকানিজমও থাকবে, প্রিসেট অবস্থায়। ডিস্যালিনাইজেশন স্টেশনের গেটে, অর্থাৎ ইনটেক ইউনিটের ডেপথ্‌লেভেলে বিস্ফোরিত হবে ওগুলো।'

অ্যাডমিরাল ল্যাংলির চেহারায় অস্বস্তি ফুটে উঠল। 'সে তো মাত্র একশো ফিট গভীরতা। এত কম গভীরতায় সাবমেরিন নিয়ে ঘোরাফেরা খুব কঠিন কাজ। মনে রাখতে হবে, নিউক্লিয়ার সাবমেরিন আকারে ছোট নয়। তারচেয়ে খানিকটা দূর থেকে ফ্রগম্যান পাঠালে ভাল হত না কি?'

মাথা ঝাঁকাল ওয়াকি। 'সে সম্ভাবনাও বিবেচনার মধ্যে রাখা হয়েছে। আমাদের ট্রাইডেন্ট সাবমেরিন এমনিতেই প্রচুর ক্যানিস্টার বহন করতে পারবে, মিসাইল সরিয়ে জায়গা খালি করার দরকার হবে না। তাছাড়া আমরা ট্রাইটন সাবমেরিনও ব্যবহার করতে পারব।'

'ইনল্যান্ড রিজারভয়ার কিভাবে দূষিত করা হবে?' প্রশ্নটা সেক্রেটারী অভ ডিফেন্স মার্শাল মরিসের।

'সাবমেরিনে করে শত্রু উপকূলে নামিয়ে দেয়া হবে এজেন্টদের। সেখান থেকে রওনা হয়ে এজেন্টরা মিলিত হবে স্থানীয় সহকারীদের সাথে–একটা টিম তৈরি হলো। প্রতিটি টিমের জন্যে আলাদা করে দেয়া হবে একটা করে রিজারভয়ার, প্রতিটি রিজারভয়ারে ছোট সাইজের কয়েকটা ক্যানিস্টার ফেলবে তারা।'

'দেখেশুনে মনে হচ্ছে পুরোটা কাজই নেভিকে করতে হবে,' জেনারেল ডেসমন্ড কোরি বললেন। 'জানতে পারি মেরিনদের ভূমিকা কি হবে?'

'সব যখন মিটে যাবে, জেনারেল,' আয়ান ক্যামেরন শান্তভাবে বলল তাকে, 'ঈশ্বরকে এই বলে আপনি ধন্যবাদ দেবেন যে ভাগ্যিস কোন ট্রুপস ল্যান্ড করাতে হয়নি।'

জেনারেল রবিনসন বললেন, 'ওই ক্যানিস্টার সম্পর্কে বিস্তারিত আরও জানতে চাই আমি।'

'ব্যাখ্যা করা সহজ, স্যার,' জবাব দিল ওয়াকি। 'দুনিয়া জুড়ে মিউনিসিপ্যালিটির পানি বিশুদ্ধ করার জন্যে যে ক্যানিস্টার ব্যবহার করা হয়, এগুলো সেই একই জিনিস। আমরাই ওগুলো তৈরি করি, বিক্রি হয় দুনিয়ার

সবখানে। বলতে পারেন এটা আমাদের একচেটিয়া ব্যবসা। শুধু রাশিয়া নিজেদের ক্যানিস্টার নিজেরাই তৈরি করে। তিনটে আমেরিকান বড় কেমিকেল কোম্পানী বাকি দুনিয়ার চাহিদা পূরণ করছে।'

'টি-নাইন প্লাস ক্যানিস্টারে আপনি ভরবেন কিভাবে?' সেক্রেটারী মরিস জানতে চাইলেন।

'ভরা কোন সমস্যাই নয়, মি. সেক্রেটারী। টি-নাইনকে শুধু যে নিষ্ক্রিয় রাখবে তাই নয়, ক্লোরিন অত্যন্ত বিষাক্ত গ্যাসও বটে। টি-নাইনের সাথে ক্লোরিন মেশাবার কাজটা করা হবে প্ল্যান্টে। সাহসী লোকের অভাব নেই আমাদের, শুধু গ্লাভস পরে কাজটা করবে তারা। সি.আই.এ-র তত্ত্বাবধানে।'

'কিন্তু ক্লোরিন টি-নাইনের কার্যক্ষমতা কমিয়ে দেবে না তো?' জেনারেল ডেভিড ওয়ার্নার জিজ্ঞেস করলেন।

মাথা নাড়ল ওয়াকি। 'ক্যানিস্ট্যারের বাইরে ডিটোনেটর বিস্ফোরিত হলে কন্টেইনার খুলে যাবে, তখন পাতলা একটা সীল করা চামড়ার পর্দার ভেতর থাকবে গ্যাস আর টি-নাইন প্লাস। চামড়ার পর্দাটা খুব তাড়াতাড়ি গলে যাবে পানিতে, ক্লোরিনের সাথে রিলিজ হবে টি-নাইন প্লাস। ধীরে ধীরে পানিতে ছড়িয়ে পড়বে গ্যাসটা, সেই সাথে অ্যাকটিভ হয়ে উঠবে ভাইরাস। বাকিটুকু আপনি জানেন, জেনারেল।'

ওয়ার্নার মাথা ঝাঁকালেন। 'মিশিগানে যা ঘটেছে তারই পুনরাবৃত্তি...তবে আরও বড় স্কেলে।'

ওয়াকি মন্তব্য করল, 'প্রতিটি ক্যানিস্টার বড় একটা শহরকে কাভার করার জন্যে যথেষ্ট।'

'কিন্তু কমিউনিস্টরা যদি জেনে ফেলে, তখন কি হবে?' মার্শাল মরিস প্রশ্ন তুললেন।

'এই ভাইরাস যদি জ্যান্ত টিস্যুতে আশ্রয় না পায়,' ওয়াকি জানাল, 'দু'এক হপ্তার ভেতর সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যাবে। আর যদি মহামারী দেখা দেয়, মাঝখানে এত সময় পেরিয়ে যাবে, সম্ভাব্য সমস্ত এনভায়রনমেন্টাল নমুনা পরীক্ষা করলেও কোনটাতে ভাইরাসের অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যাবে না।'

'ওরাও আমাদের মত পারমাণবিক সংঘর্ষের ঝুঁকি নিতে চাইবে না,' নেকড়ের মত ক্রূর হেসে বলল হেলমুট কোহলার। 'আমরাই যে ছড়িয়েছি, নিশ্চিতভাবে ওরা জানবে কিভাবে? আমেরিকায় মহামারী দেখা দেয়ায় আমরা বাকি দুটো সুপারপাওয়ারকে সন্দেহ করছি। রাশিয়া এবং চীনের বেলায়ও কথাটা সত্যি—তারা পরস্পরকে অথবা আমাদেরকে সন্দেহ করবে। সন্দেহ বাড়ুক, সেই সাথে বাড়তে থাকবে মৃত্যুহার। আমাদের হাতে প্রতিষেধক থাকায় আমেরিকায় এই মৃত্যু হার আমরা কমিয়ে আনতে পারব। তারপর শুধু সময়ের ব্যাপার, বাস্তব এবং কৌশলগত সকল অর্থে ওদের চেয়ে এগিয়ে থাকব আমরা—সবাই উপলব্ধি করবে একা শুধু আমেরিকা অজেয় অবস্থায় পৌঁছে গেছে।'

জেনারেল হ্যান্স রবিনসন সবিনয়ে বললেন, 'আশা করি আপনারা সবাই

উপলব্ধি করতে পারছেন যে নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করার জন্যে এবং বিজয় সম্পূর্ণ ও সুষ্ঠু করার স্বার্থে খনিজ সম্পদে ও তেল সম্পদে সমৃদ্ধ জাতিগুলোকেও একই সাথে পঙ্গু করে দিতে হবে...ভুল হলো, আমি বলতে চাইছি, নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে।'

লিয়ন ক্যারি বিষণ্ন ভাবে মাথা ঝাঁকাল। তার চোখ ছলছল করছে। 'দুঃখজনক হলেও, সবাই মিলে এখানে আমরা সেই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছি। মানবসভ্যতাকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে দূরদৃষ্টির পরিচয় দেয়ার এখনই তো সময়।'

'কোটি কোটি অসহায় মানুষ!' বিড়বিড় করছেন মার্শাল মরিস।' 'কেউ তারা কিছু জানে না!' তাঁর কণ্ঠস্বরে আতংক।

অবশেষে বাইবেল থেকে মুখ তুলে তাকালেন ডানকান ডক। 'ঈশ্বর আমাদের আত্মাকে শান্তি দিন। কিন্তু এ-ও তো সত্যি কথা, যে আমাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখার আর কোন উপায় নেই। আমাদের পিছু হটার পথ বন্ধ হয়ে গেছে।' আবার বসলেন তিনি, বৃদ্ধ এবং বিধ্বস্ত দেখাল তাঁকে। 'একদিন এরজন্যে আমাদের সবাইকে কঠিন জবাবদিহি করতে হবে। আজ এখানে আমরা ঘূর্ণিঝড়কে বন্ধনমুক্ত করলাম।'

তিন

নরফোকের মাথায় বিকেলের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন আর নিষ্প্রভ, তীরের কাছে আটলান্টিকে পানির রঙ অনেকটা সীসার মত। অলস বিকেলের স্থির অচঞ্চল ভাবটা অকস্মাৎ বিঘ্নিত হলো ন্যাভাল বেসিনে, পানিতে বিপুল আলোড়ন তুলে মাথাচাড়া দিল কালো একটা প্রকাণ্ড জলদানব। ভয়ার্ত চিৎকার দিয়ে উড়ে পালাল এক ঝাঁক সী-গাল।

বুমেরাং শুধু জলদানব বা স্ট্রাটেজিক-মিসাইল সাবমেরিন নয়, সাত সমুদ্রে আজ পর্যন্ত যত জলযান ভাসানো হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী এবং বৃহত্তমও বটে। ষোলো হাজার টন পানি সরিয়ে সাগরের বুকে ঠাঁই নিয়েছে ওটা। বুমেরাংকে শক্তি যোগায় চারটে রিয়্যাক্টর, ট্রাইডেন্ট শ্রেণীর এই সাবমেরিন আগের যে-কোন মডেলের চেয়ে অনেক বেশি দ্রুত, সাগরের অনেক বেশি গভীরতায় নিঃশব্দে ছুটতে পারে। কোথাও না থেমে চার হাজার মাইল দৌড় দিতে পারে, নতুন করে ফুয়েল না নিয়ে সাগরতলে বিচরণ করতে পারে একটানা আট বছর।

ছয়শো ফিট লম্বা, হাঙরসদৃশ ডরসাল সেইল দোতলা সমান উঁচু। এই শ্রেণীর অন্যান্য সাবমেরিনের মত বুমেরাঙেও রয়েছে পুরোদস্তুর সচল ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল লনচিং ফিল্ড। মিসাইল রয়েছে চব্বিশটা, ছয় হাজার মাইল দূরেও আঘাত হানতে পারে। ট্রাইডেন্ট আসলে নৌ-বাহিনীর সেরা অস্ত্র, শত্রুর ক্ষতি করার জন্যে নয়, শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যে কাজে লাগবে।

এই মুহূর্তে অবশ্য রুটিন ইন্সপেকশনে নরফোক ন্যাভাল বেসিনে ফিরে আসছে বুমেরাং। গ্রোটন এবং পুব উপকূলের আরো দুটো পোর্টে একই উদ্দেশ্যে ফিরে আসছে আরও তিনটে ট্রাইডেন্ট। ইন্সপেকশনের পর চার্লেসটন ছাড়িয়ে সাগরে মিলিত হবে ওগুলো, ওখানে চার কমান্ডার টপ-সিক্রেট নির্দেশ পাবে নেভির জয়েন্ট চীফ অভ স্টাফ অ্যাডমিরাল ল্যাংলির কাছ থেকে।

চারটে ট্রাইডেন্টকে কি কারণে মিলিত হতে বলা হয়েছে, নাবিকরা কেউ তা জানে না। তবে যেহেতু আমেরিকান সশস্ত্র বাহিনীকে এখনও রেড অ্যালার্ট অবস্থায় রাখা হয়েছে, কেউই ভাল কোন খবর আশা করছে না।

মধ্যপশ্চিম আর দক্ষিণ, আমেরিকার এই দুই এলাকায় রয়েছে প্রোসেসিং প্ল্যান্টগুলো। ক্লোরিন গ্যাস আর টি-নাইন প্লাস ভরা ক্যানিস্টার প্রথম দফা ডেলিভারি দেয়া শুরু হলো। রূপালি রঙের প্রতিটি ক্যানিস্টারে বিশেষ সাংকেতিক চিহ্ন আঁকা রয়েছে। প্ল্যান্টগুলো থেকে প্রতিদিনই জাহাজে বা ট্রেনে ডেলিভারি দেয়া হয় ক্যানিস্টার, আজও তাই দেয়া হচ্ছে, তবে সংখ্যায় অনেক বেশি। দু'ধরনের ক্যানিস্টার তোলা হলো ট্রেন আর জাহাজে। বেশিরভাগ চার ফুট লম্বা, বাকিগুলো বেশ ছোট। প্ল্যান্ট, জাহাজ, আর ট্রেনে সি.আই.এ-র এজেন্টরা রয়েছে, সাংকেতিক চিহ্ন দেখে তারা বুঝতে পারবে কোনগুলোয় টি-নাইন প্লাস আছে। দুটো প্ল্যান্ট থেকে ট্রেনে তোলা হলো ক্যানিস্টার, একটা থেকে জাহাজে। আমেরিকায় ওগুলোর গন্তব্যস্থান কী ওয়েস্ট, ফ্লোরিডা। সেখান থেকে এই ভীতিকর মৃত্যুবীজ নিয়ে যাওয়া হবে দুনিয়ার বিভিন্ন সাগরে, তারপর ছড়িয়ে দেয়া হবে নির্দিষ্ট টার্গেটে।

'সুপারম্যান,' তিন নম্বর আস্তানা থেকে কথা বলছে সি.আই.এ. ডিরেক্টর, 'টি-নাইনের ব্যাপারে আরও একজন নাক গলাচ্ছে।' কোন কিছুতেই বিচলিত হবার পাত্র নয় জন কোরিগান, কিন্তু এই মুহূর্তে ভারি উদ্বিগ্ন সে। সাদামাঠা পোশাকে তাকে একজন হিসাবরক্ষক বলে মনে হয়, তবে উকিলের মত বুদ্ধির প্যাঁচ কষতে তার জুড়ি নেই।

'আরও একজন নাক গলাচ্ছে মানে?' উত্তেজিত হয়ে উঠল সুপারম্যান। 'আপনি বলতে চাইছেন রানা আর বুকান নয়, তৃতীয় কেউ?'

'হ্যাঁ, তৃতীয় একজন। আমার নিজের একজন লোক।'

'আপনার লোক!' প্রায় আঁতকে উঠল সুপারম্যান।

'জোনাথন ব্ল্যাক, সি.আই.এ. এজেন্ট,' জন কোরিগান বলল। 'স্যাম ফোলির হয়ে কাজ করছে সে।'

সুপারম্যান যেন বিষম খেলো। 'ফোলি!'

'হ্যাঁ। আমরা তাকে ছোট করে দেখেছি, সুপারম্যান। আমার ব্যক্তিগত অপারেটর রিপোর্ট দিয়েছে, এই লোকটা, জোনাথন ব্ল্যাক, কাল রাতে আপনাকে অনুসরণ করেছিল।'

নার্ভাস হয়ে পড়ল সুপারম্যান। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর প্রশ্ন করল, 'ফোলিকে আমার সম্পর্কে রিপোর্ট করেছে বলে মনে হয়?'

'এখনও করেনি, আমি জানি। তাকে চব্বিশ ঘণ্টা চোখে চোখে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

'যাক, তবু রক্ষে।' স্বস্তির হাঁফ ছাড়ল সুপারম্যান। 'এখন কি করতে হবে আপনি জানেন, টারজান। দেরি করা চলবে না, কাজটাও নিখুঁত হওয়া চাই–দেখবেন, বুকান যেভাবে ফস্কে বেরিয়ে গেছে...'

'এবার সে-ধরনের কিছু ঘটবে না,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল টারজান। 'আমি ব্যক্তিগতভাবে কথা দিচ্ছি আপনাকে। এক ঘণ্টার মধ্যে ব্ল্যাকের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।'

'এখনও যেখানে তাজা বাতাস আছে, আছে চিল আর হরিণ,' গ্রীন রিজ রেস্তোরাঁর নিয়মিত গায়ক গিটারের তারে ঝংকার তুলে গেয়ে উঠল, 'যেখানে হত্যা নেই, ঈর্ষা নেই, স্বার্থ আর আকাল নেই, আছে শুধু নির্দোষ ছেলেমানুষি, প্রিয়ার মধুর কটাক্ষ, শিশুর কলহাস্য আর পাখিদের গুঞ্জন, আমি সেখানে যেতে চাই–বিনিময়ে তোমরা কেড়ে নাও আমার একটা চোখ, একটা হাত, একটা পা, ঈশ্বরের দিব্যি স্বর্গের ওপর আমার কোন দাবি থাকবে না। সুখী হতে চাই আমি মাটির পৃথিবীতে...'

বিয়ার শেষ করে জোনাথন ব্ল্যাক বারটেন্ডারকে আবার গ্লাস ভরে দেয়ার ইঙ্গিত করল। বারটেন্ডার গ্লাস ভরছে, চেয়ার ছেড়ে টেলিফোন বুদের দিকে এগিয়ে গেল ব্ল্যাক। রেস্তোরাঁর শেষ মাথায় পাশাপাশি একজোড়া বুদ, একটা দেয়ালের আড়ালে।

দ্বিতীয় বুদে ঢুকল ব্ল্যাক। ডায়াল করে অপরপ্রান্ত থেকে সাড়া পেল সে, কথা শুরু করল নিচু গলায়। অচেনা একটা মেয়ে নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে এসে ঢুকে পড়ল পাশের বুদে, তার বাঁ হাতে কালো পোর্টফোলিও কেস।

'মন দিয়ে শুনুন, মি. ফোলি,' ফিসফিস করে বলল ব্ল্যাক, তার রক্ত উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে। 'আপনাকে এমন সব কথা বলার আছে শুনলে আপনার মাথা ঘুরে যাবে।'

পাশের বুদে ঢুকে দরজা বন্ধ করার আগে যুবতী ভাল করে পিছনটা দেখে নিল। না, কেউ তার পিছু নেয়নি।

'টি-নাইন সম্পর্কে আপনার সন্দেহ মিথ্যে নয়, মি. ফোলি। যতদূর বোঝা যাচ্ছে সুপারম্যান ছদ্মনামধারী লোকটাই হোয়াইট হাউস থেকে কলকাঠি নাড়ছে। তবে আপনি যা ভেবেছেন, আসল ব্যাপার তারচেয়েও ভয়ংকর...'

ডায়াল করল মেয়েটি, কিন্তু অপরপ্রান্ত থেকে কোন সাড়া পেল না। রিসিভার দূরে সরিয়ে দুই বুদের মাঝখানের দেয়ালে কান ঠেকাল সে। পাশের বুদ থেকে ভোঁতা আওয়াজ আসছে।

'বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, মরণখেলা এবার শুরু হতে যাচ্ছে চীন আর

রাশিয়ায়,' বলল জোনাথন ব্ল্যাক। 'আপনাকে চমকে দেয়ার জন্যে দেখুন এই খবরটা কেমন—নির্বাচনের আগেই নতুন একজন প্রেসিডেন্ট এবং নতুন একটা সরকার পেতে যাচ্ছি আমরা। বিশ্বাস হয়?'

দেয়ালের কাছ থেকে সরে আসতে শুরু করে হাতের কালো পোর্টফোলিওটা খুলল যুবতী, ভেতরে হাত ঢোকাল।

'ঠিক আছে, মি. ফোলি, ঠিক আছে,' বিড়বিড় করল জোনাথন ব্ল্যাক। 'আসল কথায় আসছি। শুনুন তাহলে বলি সুপারম্যানের আসল পরিচয়।' বড় করে শ্বাস টানল সে, জিভের ডগা দিয়ে ঠোঁট ভেজাল। তার ঘাড় আর গলা ঘামে ভিজে গেছে। 'হ্যাঁ, প্রেসিডেন্টের একজন উপদেষ্টা সে। ডানকান ডক তাকে ভারি বিশ্বাস করে। অনিকসের মাঝখানে হীরে বসানো আংটি সেই ব্যবহার করে...'

কাঠের দেয়াল ভেদ করে এল বুলেটগুলো। তিনবার ঝাঁকি খেলো জোনাথন ব্ল্যাকের শরীর। টেলিফোন বক্সের গায়ে ধাক্কা খেলো সে, বাঁ হাত থেকে খসে পড়ল রিসিভার, ডান হাত দিয়ে স্পর্শ করার চেষ্টা করল কোমরের পাশে শিরদাঁড়া।

'জোনাথন!' অপরপ্রান্ত থেকে স্যাম ফোলির চিৎকার ভেসে এল। এদিকের রিসিভার কর্ডের শেষ মাথায় ঝুলছে। 'জোনাথন, কি হলো তোমার?'

জোনাথন ব্ল্যাক উত্তর দিল না। পাশের বুদ থেকে বেরিয়ে এল মেয়েটি, সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলটা আবার আশ্রয় পেয়েছে পোর্টফোলিওর ভেতর। বাইরে বেরিয়ে এসে উঁকি দিয়ে কাঁচের ভেতর দিয়ে দ্বিতীয় বুদে তাকাল সে। স্যাম ফোলির সি.আই.এ. কন্ট্যাক্ট জোনাথন ব্ল্যাক মুখ থুবড়ে পড়ে আছে মেঝেতে। ঘুরে দাঁড়িয়ে গ্রীন রিজ রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে গেল মেয়েটা, গুনগুন করে গাইছে, 'এখনও যেখানে তাজা বাতাস আছে, আছে চিল আর হরিণ...'

ফোন বুদে জোনাথন ব্ল্যাক যখন মারা যাচ্ছে, ঠিক তখন মাইকেল পনসনবাইয়ের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর হাতে বাড়ির চাবি তুলে দিল জর্জ বুকান।

কাল সন্ধ্যায় টেলিফোনে জর্জ বুকানের প্রস্তাব পেয়ে পনসনবাই পরিবার যেমন আশ্চর্য হয়েছিল তেমনি খুশিও হয়েছিল। নরকতুল্য সরকারী কোয়ার্টার পরিত্যাগ করার এই সুযোগ হাতছাড়া করেনি তারা, আজ বিকেলে মাল-পত্তর নিয়ে জর্জ বুকানের জর্জটাউনের বাড়িতে উঠে পড়েছে।

মিসেস পনসনবাই জর্জ বুকানকে জিজ্ঞেস করল, 'মনে হচ্ছে যেন হঠাৎ রওনা দিচ্ছেন আপনারা?'

'শুভ কাজে দেরি করতে নেই,' সহাস্যে মিথ্যে কথা বলল জর্জ বুকান। 'চিন্তাটা কাল বিকেলে এল মাথায়, যাবই যখন দেরি করি কেন!'

এলভিরা বুকান অবশ্য প্রথমে ভেবেছিল তার স্বামীর মাথায় আবার ভূত চেপেছে। কিন্তু জর্জ বুকান যখন বাদামি ফোর্ডের কাহিনী ব্যাখ্যা করল, এবং আভাসে জানাল মাসুদ রানার আশংকা আবার তাকে মেরে ফেলার চেষ্টা হতে পারে, সাত তাড়াতাড়ি রওনা হতে আপত্তি করেনি সে। স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নেয়ায়

লুসি বুকান এত খুশি যে সে কোন প্রশ্নই তোলেনি। বন্দর এলাকার কয়েকটা রেস্তোরাঁয় টেলিফোন করতেই স্কিপার মার্লোন ফেটুচিনির সন্ধান পাওয়া গেল, এক হাজার ডলার উপরি দেয়ার লোভ দেখাতেই সময়ের আগে অভিযানে বেরুতে রাজি হয়ে গেল সে।

'কোন খবর দেয়ার থাকলে তোমাদের সাথে যোগাযোগ করব কিভাবে?' মাইকেল পনসনবাই জিজ্ঞেস করল।

ভাড়া করা ভ্যানে একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র তোলা হয়েছে, এলভিরা এবং লুসি বুকান ইতিমধ্যে উঠে বসেছে গাড়িতে। মার্সিডিজ-বেঞ্জটা তালা দেয়া অবস্থায় গ্যারেজেই থাকছে। যেন শুনতে পায়নি, হন হন করে ভ্যানের দিকে এগোল জর্জ বুকান।

তার পিছু পিছু ছুটছে পনসনবাই। 'আসলে তোমরা যাচ্ছ কোথায় বলো তো?' জিজ্ঞেস করল সে। 'এত বার জিজ্ঞেস করছি, বলছ না কেন?'

'যাচ্ছি? বিমি...এই মানে, বারমুডা। হ্যাঁ, বারমুডায়।' হঠাৎ হেসে উঠল জর্জ বুকান। 'চিন্তা কোরো না, মাইকেল,' বন্ধুকে মিথ্যে আশ্বাস দিল সে। 'দিন দুয়েকের মধ্যে আমিই যোগাযোগ করব।'

নির্জন হাইওয়ে ধরে জর্জ বুকানের ভ্যান অ্যানাপোলিসের দিকে ছুটছে, আর রানা তখন ওর সরকারী কোয়ার্টারের লিভিং রূমে একগাদা কাগজ-পত্রের মাঝখানে হাবুডুবু খাচ্ছে। ক্যাপটেন গ্রাহামের পুরানো গুরু ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বাচ কেলভিন ওয়াকি সম্পর্কে রীতিমত গবেষণায় বসেছে ও। প্রায় সারাটা দিন কাগজপত্র ঘেঁটে লাভ অবশ্য হয়েছে একটা, ওয়াকিকে কোণঠাসা করার ভাল অস্ত্র পেয়ে গেছে ও। মূল্যবান তথ্যটা হলো, প্রভাব খাটিয়ে এবং দেন-দরবার করে কয়েকটা বড় মাপের ড্রাগ করপোরেশনকে বিশেষ কিছু সুবিধে পাইয়ে দিয়েছিল ওয়াকি। তারপর রানা আবিষ্কার করল, সংশ্লিষ্ট সবগুলো করপোরেশনে মোটা শেয়ার আছে তার।

এরপর রানা হিসেব করে বের করল লোকটার টাকার পরিমাণ। চোখ কপালে উঠে যেতে চায়। ইচ্ছে করলে লোকটা নিজেই একটা এস.এ.সি. বেস কিনে নিতে পারে!

পরবর্তী আবিষ্কারটা আরও তাৎপর্য বহন করে। ইউ.এস. টেকনিকাল মিশনের সাথে কিছুদিন ঘানায় ছিল ওয়াকি, তখন অদ্ভুত একটা মহামারী দেখা দেয় টোগো এলাকায়। অকস্মাৎ ধূমকেতুর মত দেখা দেয় রোগটা, তারপর হঠাৎ করেই তার বিস্তার বন্ধ হয়ে যায়, তবে ইতিমধ্যে মারা পড়ে প্রায় হাজার দশেক মানুষ।

ফাইলের পাতা ওল্টাবার সময় রানা ভাবল, রোগজীবাণুগুলো টি-নাইনের প্রোটোটাইপ হওয়া বিচিত্র নয়।

ওই সময় অভ্যন্তরীণ গোলযোগ দেখা দিয়েছিল ঘানায়, নিরপেক্ষ সরকার বাম ঘেঁষা রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়ছিল। বিরাট এক আমেরিকান তেল

কোম্পানী, ঘানার উপকূলে ড্রিলিং করছিল তখন, সেটার পুঁজি আর ইকুইপমেন্ট জাতীয়করণের হুমকি দেয়া হয়।

কিন্তু রহস্যময় মহামারী এসে বদলে দেয় সব। সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতায় আসে সেনাবাহিনী, জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়, গ্রেফতার করা হয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের। আমেরিকান তেল কোম্পানী আবার পুরোদমে তাদের কাজ শুরু করে, নতুন চুক্তির ফলে আরও দীর্ঘমেয়াদে ড্রিলিং করার সুযোগ পায় তারা। টোগো এলাকা, যেখানে মহামারী দেখা দিয়েছিল, সবচেয়ে শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল কমিউনিস্টদের।

যেখানেই গেছে ওয়াকি, সেখানেই আগুন জ্বলে উঠেছে। শেষবার মিশিগানে ছিল সে, সেখানেও মহামারী দেখা দেয়। লোকটা যেন অশুভ শক্তির প্রতীক, ধ্বংস আর মৃত্যু বিলি করে বেড়াচ্ছে।

প্রায় চমকে উঠল রানা। দরজায় নক হচ্ছে।

কে হতে পারে? কারও তো আসার কথা নয়।

দরজা খুলে স্তব্ধ হয়ে গেল রানা। প্রেসিডেন্টের প্রধান উপদেষ্টা! স্যাম ফোলি! চেহারা টকটকে লাল, টোকা দিলে রক্ত ফেটে বেরুবে। হাঁপাচ্ছে ঘন ঘন। চোখে ব্যাকুল দৃষ্টি।

কোন সন্দেহ নেই স্যাম ফোলি দিশেহারা হয়ে ছুটে এসেছে রানার কাছে। প্রেসিডেন্টের সিদ্ধান্ত তাকে উদভ্রান্ত আর জোনাথন ব্ল্যাকের অসমাপ্ত টেলিফোন সংলাপ তাকে আতংকিত করে তুলেছে। হোয়াইট হাউসে ষড়যন্ত্র পাকানো হয়েছে, এই চিন্তাটায় এখনও অভ্যস্ত হতে পারেনি সে।

'মি. স্যাম ফোলি!' দরজা পুরোপুরি মেলে দিয়ে অভ্যর্থনা জানাল রানা, বিস্ময়ের ধাক্কা এখনও সামলে উঠতে পারেনি ও।

'এলিভেটর কাজ করছে না,' দম ফেলার ফাঁকে বলল স্যাম ফোলি। 'সিঁড়ি বেয়ে উঠতে হলো।'

'আসুন, প্লিজ,' বলল রানা, কৌতূহলে মরে যাচ্ছে। লিভিং রুমে নিয়ে এসে বসাল অতিথিকে। 'স্কচ?'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল স্যাম ফোলি। তারপর বলল, 'বরফ ছাড়া। একটু বেশি।'

অতিথির হাতে হুইস্কির গ্লাস ধরিয়ে দিয়ে সামনের একটা সোফায় নিজেও বসল রানা। 'এই রাতে, হোয়াইট হাউস থেকে এত দূরে–কি মনে করে, মি. স্যাম ফোলি?'

'আমি আপনাকে সাবধান করতে এসেছি, মি. রানা,' গ্লাসে চুমুক দিয়ে গম্ভীর সুরে বলল স্যাম ফোলি।

'কি ব্যাপারে, মি. ফোলি?' রানার একটা ভুরু একটু উঁচু হলো।

'এটার সাথে আপনার তদন্তের সম্পর্ক আছে,' বলল উপদেষ্টা প্রধান, লম্বা আরেকটা চুমুক দিল গ্লাসে। 'হোয়াইট হাউসের ঘটনাপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে।'

‘ষড়যন্ত্র করে প্রেসিডেন্টকে সরাতে চাইছে কেউ?’

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল স্যাম ফোলি।

‘আমার অনুমান ঠিক; মি. ফোলি?’

‘তারমানে আপনি জানেন! কিন্তু কিভাবে?’

‘ওই যে বললাম, অনুমান।’ তিক্ত একটু হাসল রানা। ‘সয়্যার এয়ার ফোর্স বেসকে আমার তদন্তের বাইরে রাখতে বলেই প্রথম ভুলটা করেছে ওরা। অথচ মহামারীটা ছড়ালই ওখান থেকে।’

মাথা ঝাঁকাল স্যাম ফোলি। ‘হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন, ওখান থেকেই ছড়ানো হয়েছে।’

‘জেনারেল ওয়াকির হাত থাকতে পারে,’ সাবধানে কথা বলছে রানা। ‘লিয়ন ক্যারি, আয়ান ক্যামেরন, অথবা হেলমুট কোহলারের সাথে কাজ করছে সে।’

‘আপনি বিপদের মধ্যে আছেন,’ হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলল স্যাম ফোলি। ‘আপনার প্রাণের ওপর হামলা হতে পারে।’

‘হামলাটা সি.আই.এ. করবে, মি. ফোলি? শুনছি ওরা অভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও নাক গলাচ্ছে। উত্তর আফ্রিকায় মহামারী দেখা দেয়ায় ধরে নিচ্ছি আন্তর্জাতিক ব্যাপারে তৎপর হতে হোয়াইট হাউসকেও প্রভাবিত করতে পারছে ওরা।’

প্রেসিডেন্টের প্রধান উপদেষ্টা কেমন যেন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। ‘মি. রানা, আপনি আমাকে কথা দিন! আমি এখানে এসেছি কেউ যেন জানতে না পারে, প্লিজ। প্রতিজ্ঞা করুন, শত নির্যাতনের মধ্যেও কথাগুলো ফাঁস করবেন না।’

‘আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, মি. ফোলি,’ প্রতিশ্রুতি দিল রানা। ‘আমার দ্বারা আপনার কোন ক্ষতি হবে না।’

‘আপনার সন্দেহ মিথ্যে নয়–ডানকান ডককে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সরাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। আর ওই তিনজনের মধ্যে একজন, কে আমি জানি না, শুধু তার ছদ্মনামটা জানি–সুপারম্যান–সি.আই.এ. এবং জেনারেল ওয়াকির সাথে কাজ করছে সে।’

আরও কিছু শোনার জন্যে অপেক্ষা করছে রানা।

‘এরইমধ্যে অনেক বেশি বলে ফেলেছি আপনাকে,’ চাপা উত্তেজনায় কাঁপছে স্যাম ফোলির গলা। ‘আপনি নিরাপদ দূরত্বে সরে যান, প্লিজ, তা না হলে মারা পড়বেন। আমি নিজেই এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়ব বলে ঠিক করেছি। এখনও আমার হাতে নিরেট কোন প্রমাণ নেই যে ডানকান ডককে সব কথা বলা চলে। তবে আজ রাতে গোটা ব্যাপারটা জানার জন্যে লোক লাগাচ্ছি আমি। আপনি সরে দাঁড়ান, তা না হলে…’

‘বেশ, তাই হবে,’ মিথ্যে কথা বলে প্রধান উপদেষ্টাকে শান্ত করতে চাইল রানা।

‘আপনার কাছে আসার আরও একটা কারণ…যদি এই উপকারটা করতে পারেন…’

‘বলুন,’ স্যাম ফোলি ইতস্তত করছে দেখে উৎসাহ দিল রানা।

'ডি.আই.এ. এজেন্টদের সাথে আপনার তো যোগাযোগ আছে, তাই না?' রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলল স্যাম ফোলি। 'তাদের সাহায্য নিয়ে দেখুন না এই মেয়েটার কোন খোঁজ পান কিনা।'

'নামটা বলুন।'

'জিনিয়া মেইন।'

'জিনিয়া মেইন?' বিস্ময় চেপে রাখল রানা।

'এই নিন তার ফটো। যতটুকু পারেন করুন, প্লিজ। আমার জন্যে ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আপনার এই উপকার আমি কোন দিন ভুলব না।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। জিনিয়া মেইন ওর কাছেও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা নোটবুক বের করল স্যাম ফোলি। 'আপনাকে একটা নম্বর দিচ্ছি, হোয়াইট হাউসে না থাকলে এখানে আমাকে পাবেন।' কলম বের করে নোটবুকে নম্বরটা লিখল সে, পাতাটা ছিঁড়ে বাড়িয়ে দিল রানার দিকে। 'জিনিয়ার কোন খবর পেলে সাথে সাথে আমাকে জানাবেন, প্লিজ।'

স্যাম ফোলি চলে যাবার পর দরজা বন্ধ করে লিভিং রূমে ফিরে এল রানা, মাথা নিচু করে চিন্তা করছে। মেঝেতে কাগজটা পড়ে থাকতে দেখে ঝট্ করে ঘাড় ফিরিয়ে বন্ধ দরজার দিকে তাকাল ও–নিশ্চয়ই স্যাম ফোলি ফেলে গেছে। কাগজটা তুলে পড়ল রানা, স্যাম ফোলির হাতের লেখা চিনতে পারল–'দামী সোনার আংটি, অনিকস-এর মাঝখানে বড় একটা হীরে…'

শুধু এইটুকু। মানেটা কিছুই বুঝল না রানা। কাগজটা রেখে দিল মানিব্যাগে, স্যাম ফোলির সাথে দেখা হলে ফিরিয়ে দেবে।

ওয়াশিংটন থেকে বেরিয়ে যাবার পথে জিনিয়া মেইনের সাদা লিংকন মিনি-কন্টিনেন্টালকে রাস্তার ধারে থামতে বাধ্য করা হলো। কালো একটা ওল্ডসমোবাইল আলট্রাকমপ্যাক্ট অনেকক্ষণ থেকেই অনুসরণ করছিল, হঠাৎ সেটা ওভারটেক করে সামনে চলে এসে ধীরে ধীরে গতি কমিয়ে একেবারে থেমে গেল।

'আরেকটু হলে অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারত!' রাগের সাথে প্রতিবাদ জানাল জিনিয়া, দরজা খুলছে। 'আমি মারা যেতে পারতাম!' সে দাঁড়াতেই তার সামনে হাজির হলো ওল্ডসমোবাইলের দ্বিতীয় লোকটা। 'আরে, আরে, কি করছেন!' লোকটা তাকে ধাক্কা দিয়ে বসিয়ে দিল কন্টিনেন্টালের সিটে, হাতের এক ঝটকায় দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজা। গাড়ির সামনে দিয়ে হেঁটে উল্টো দিকে চলে এল, দরজা খুলে ধপাস করে বসল জিনিয়ার পাশে।

'ওয়াশিংটনে ফিরে চলো,' কঠিন সুরে জিনিয়াকে বলল লোকটা। 'ডিরেক্টর তোমার সাথে কথা বলতে চেয়েছেন, জুলিয়া মেন্ডোজা!'

মুহূর্তের জন্যে মাথাটা ঘুরে উঠল জিনিয়া মেইনের। বুঝতে অসুবিধে হলো না ফাঁদে আটকা পড়েছে সে। লোকটার চেহারাই বলে দিচ্ছে, আদেশ অমান্য করলে প্রাণ হারাতে হতে পারে।

বড় একটা ইউ টার্ন নিয়ে আবার ওয়াশিংটনের পথ ধরল লিংকন মিনি-কন্টিনেন্টাল। জিনিয়া লক্ষ করল, অপর লোকটা ওল্ডসমোবাইল নিয়ে অনুসরণ করছে ওদেরকে। পাশে বসা লোকটার দিকে আড়চোখে তাকাল সে, তারপর রিয়্যার ভিউ মিররে চোখ রেখে ওল্ডসমোবাইলের ড্রাইভারকে দেখল। এদের আগে কখনও দেখেনি সে। চেহারা দেখে মনে হয় চীনা। নাকি কোরিয়ান?

শিকাগোয় এলেন ডানকান ডক। উপলক্ষ মিশিগান রিলিফ ফান্ড ডিনার। প্রধান অতিথিকে বীরোচিত অভ্যর্থনা জানানো হলো। ভাষণ দেয়ার জন্যে দাঁড়িয়েও ঝাড়া দশ মিনিট কোন কথা বলতে পারলেন না তিনি, উৎফুল্ল জনতা তাঁর নামে জয়ধ্বনিতে ফেটে পড়তে লাগল। বিশাল হলঘরে তাঁর নাম আর প্রশংসা লেখা প্ল্যাকার্ড দেখে প্রেসিডেন্টের মনে হলো তিনি যেন ডেমোক্রেটিক ন্যাশনাল কনভেনশনে উপস্থিত হয়েছেন।

'প্রথমে, অন্তরের অন্তস্তল থেকে আপনাদের আমি ধন্যবাদ জানাই,' বললেন তিনি, তাঁকে কথা বলতে শুনে চুপ করে গেছে সবাই, হলঘরে পিন-পতন স্তব্ধতা নেমে এসেছে। 'আপনারা আমার ওপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করেছেন, সেজন্যে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আমার ওপর বিপুল আস্থা প্রকাশের জন্যে।' ভিডিক্যাম নেটওঅর্কের ওপর দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন তিনি।

'শুভ একটা প্লাবন দেখা দিয়েছে,' ক্ষীণ হাসির সাথে আবার শুরু করলেন প্রেসিডেন্ট। প্রতিদিন হোয়াইট হাউসে কয়েক হাজার চিঠি আর ফোন কল আসছে, এটাকেই শুভ প্লাবন বলে আখ্যায়িত করলেন ডানকান ডক। 'আমি এটা দেখে যারপর নাই আনন্দিত। আমেরিকার মানুষ তাদের গলা চড়িয়েছে, এবং কথা বলতে শুরু করেছে আত্মার সুগভীর তলদেশ থেকে। তাদের সেই মহান চিৎকার আমি শুনতে পেয়েছি, হৃদয়ঙ্গম করেছি–আর কিছু নয়, এ হলো কর্তব্যের ডাক। আমি যদি এই কর্তব্যের ডাকে সাড়া না দিই, আমেরিকার জনগণকে অশ্রদ্ধা করা হবে।

'জনগণের ইচ্ছের কাছে নতি স্বীকার করে, মিশিগান আর ওয়াশিংটন রাজ্যে মহামারীতে নিহত অভাগাদের নামে, এবং এই মহানজাতির সার্বিক মঙ্গলার্থে আজ এই শুভ মুহূর্তে এখানে দাঁড়িয়ে আমি ডানকান ডক ঘোষণা করছি যুক্তরাষ্ট্রের আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আবার আমি একজন প্রার্থী হলাম...'

প্রেসিডেন্টের এই ঘোষণা নিঃশব্দে গ্রহণ করা হলো। এক কি দুই সেকেন্ড কোন শব্দ হলো না। তারপর আনন্দে উত্তেজনায় বিস্ফোরিত হলো মানুষ। তুমুল করতালি আর জয়ধ্বনিতে ফেটে পড়ল হলঘর।

'কি বললেন? ডিরেক্টর অ্যাক্সিডেন্ট করেছে মানে!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল স্যাম ফোলি, হতাশায় ম্লান হয়ে গেল চেহারা। 'কখন অ্যাক্সিডেন্ট করলেন? কোথায়? কেমন আছেন তিনি?'

রানার সাথে দেখা করার পরদিন আজ ডি.আই.এ. হেডকোয়ার্টারে

ডিরেক্টরের সাথে একান্তে আলাপ করতে এসেছে প্রেসিডেন্টের প্রধান উপদেষ্টা। খাতির যত্নের সাথে বসানোর পর তাকে দুঃসংবাদটা দেয়া হলো।

ডেস্কের পিছনে বসা লোকটা তাকে বলল, 'অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা, স্যার। ছুটিতে ক্যাম্প ডেভিডে ছিল বব, শুটিং প্র্যাকটিস করছিল। ছুটি শেষ হয়ে আসছিল, তাই ওয়াশিংটনে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেয়...'

অস্থিরতা দমনের জন্যে একটা ঢোক গিলল স্যাম ফোলি, উল্টো দিকে বসা লোকটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

'ফেরার সময় নিজেই ড্রাইভ করছিল গাড়িটা,' বিষণ্ন সুরে, ধীরে ধীরে বলল লোকটা। 'তখন সন্ধ্যে হব হব। গাড়িতে উঠেছে আধঘণ্টাও হয়নি।' থেমে গেল সে, যেন শোকে বিহ্বল।

'বলুন!' প্রায় ধমকে উঠল স্যাম ফোলি।

'তীক্ষ্ণ একটা বাঁক নিতে গিয়ে সরাসরি একটা ডিজেল ট্রাকের সামনে পড়ে যায় বব। হয় সে ব্রেক করতে দেরি করে ফেলেছিল, নয়তো ব্রেক করার সময়ই পায়নি। বলা যায় না, ব্রেক ফেলও করে থাকতে পারে। অ্যাক্সিডেন্টের পুরো রিপোর্ট এখনও এসে পৌঁছায়নি।'

'ডিরেক্টর...বব নিউম্যান মারা গেছে?' রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করল স্যাম ফোলি।

লোকটা মাথা নাড়ল। 'না, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। এখনও বেঁচে আছে সে।' এরপর দীর্ঘশ্বাস ফেলল একটা, 'তবে বুঝতেই পারছেন, স্যার, যখন তখন অবস্থা। তার জন্যে প্রার্থনা করা ছাড়া কারও আর কিছু করার নেই।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পর স্যাম ফোলি কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে বলল, 'জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে ডি.আই.এ-র সাহায্য দরকার আমার। তথ্যটা বব নিউম্যানকে দিতে এসেছিলাম, দায়িত্বটা এখন আপনাকে নিতে হবে। শুধু আপনি জানবেন।'

'আপনার নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হবে, স্যার,' জোসেফ ফালকেন, ডি.আই.এ-র ডেপুটি ডিরেক্টর, সবিনয় হেসে আশ্বস্ত করল স্যাম ফোলিকে।

গন্তব্যের পথে মিসিসিপি নদীতে রয়েছে টি-নাইন প্লাস। তেরপলের প্রান্ত বাতাসে সরে গেলে রোদ লাগছে রূপালি ক্যানিস্টারগুলোয়, ঝিক্ করে উঠছে মসৃণ গা। ভারি একটা টো বার্জের ডেকে নেটের ভেতর রাখা হয়েছে ওগুলো। বার্জটার পিছনে, কেব্ল্ দিয়ে সংযুক্ত, অপর একটা বার্জও একই কার্গো বহন করছে। বার্জ দুটোর সামনে রয়েছে চৌকো মুখ টাগবোট। কাইরো, ইলিনয়-এর কাছে পানির স্রোত এত তীব্র যে টাগবোট বহুকষ্টে হাঁপাতে হাঁপাতে এগোচ্ছে, যেন নাভিশ্বাস উঠে গেছে এঞ্জিনগুলোর।

গতকালের তুমুল বর্ষণে ফুলে-ফেঁপে আছে মিসিসিপি। টাগ আর টো জোড়ার চারপাশে জলরাশির বিপুল আলোড়ন টাগ ক্রুদের মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছে। টাগের ক্রু আর ক্যাপটেন সবাই প্রচণ্ড পরিশ্রমে ক্লান্ত, হাত-পা আর চলতে চায় না।

হুইলহাউসে দাঁড়িয়ে স্পীকার টিউবে চিৎকার করছে টাগের ক্যাপটেন, 'আরও পাওয়ার চাই, মোহনার মুখে পড়তে যাচ্ছি আমরা। এঞ্জিন ফেল করলে কেব্‌ল্ ছিঁড়ে যেতে পারে, তাহলেই সর্বনাশ! মোর পাওয়ার–মোর, মোর পাওয়ার!' সবাই জানে কেব্‌ল্ ছিঁড়ে গেলে বার্জগুলোকে আর ধরা যাবে না, তীব্র স্রোত তীরবেগে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে ওগুলোকে।

পানিতে ভিজে ঝাপসা হয়ে আছে হুইলহাউসের জানালা। টাগবোট থরথর করে কেঁপে উঠে জানান দিল এঞ্জিনের শক্তি বাড়ানো হয়েছে। জানালা দিয়ে বার্জ দুটোর দিকে তাকাল ক্যাপটেন। একটু স্বস্তি বোধ করল সে। বার্জ দুটো পরস্পরের কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে রয়েছে, টাগের গতি বেড়ে যাওয়ায় এখন আর ওগুলো বেশি লাফালাফিও করছে না। কাইরো শহর পিছিয়ে পড়ল, তারপর টাগ বাঁক নেয়ার সময় পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেল।

স্টারবোর্ড সাইডের জানালার বাইরে মাথা বের করে ফার্স্ট মেটকে ডাকল ক্যাপটেন। তেল চিটচিটে রুমাল দিয়ে ঘাড় মুছতে মুছতে হুইলহাউসে ঢুকল নতুন ফার্স্ট মেট। তার বয়স কম, চেহারায় অনভিজ্ঞতার ছাপ। ছোকরার ওপর তেমন আস্থা নেই ক্যাপটেনের।

'পাছাটাকে একটু বিশ্রাম না দিলেই নয়, আমি নিচে যাচ্ছি,' বলল ক্যাপটেন। 'পারো তো ডুবিয়ে দিয়ো, তোমাকে তো বিশ্বাস নেই।'

ফার্স্ট মেট লিফার গম্ভীর, দ্রুত মাথা ঝাঁকাল সে। 'আমার ওপর ভরসা রাখতে পারেন, ক্যাপটেন অটো।'

'দেখো লিফার, আমি কথায় নয়, কাজে বিশ্বাস করি। যদি দেখি তোমার দ্বারা হচ্ছে না, পোঁদে লাথ মেরে…'

হেসে ফেলল ফার্স্ট মেট লিফার, ক্রুরা সবাই জানে ক্যাপটেনের মুখ খারাপ হলেও লোক সে মন্দ নয়।

স্টীলের মই বেয়ে নিচে নেমে এল ক্যাপটেন। গরম কফির কাপে চুমুক দিয়ে জিভ পোড়াল সে, গজগজ করতে লাগল, 'ফার্স্ট মেট একটা তেলাপোকার ক্ষমতাও রাখে না। যতই গালমন্দ করো, বোকার মত শুধু হাসে।'

কুক কালা-আদমি, খুক্ করে কেশে ফোঁড়ন কাটল, 'সবাই কি আর আপনার মত হতে পারে!'

'মাসতুতো ভাই, না? এটা কি, কফি? এরচেয়ে তো গাধার পেচ্ছাবও ভাল।' কাপটা খালি করে ফ্লাস্ক থেকে আবার ভরল ক্যাপটেন।

'ফ্লাস্কে বোধহয় ভুল করে গাধার পেচ্ছাবই রেখেছি, ক্যাপটেন,' মিটি মিটি হেসে বলল কুক। 'তাই আপনার খেতে ভাল লাগছে।'

'বেয়াদপ। বেল্লিক!' ক্যাপটেন হাসছে।

পোর্টসাইড জানালা দিয়ে বাইরে চোখ পড়তেই নিভে গেল মুখের হাসি। এক পলকে চেহারায় ফুটে উঠল স্তম্ভিত বিস্ময় আর অবিশ্বাস। 'গড, ওহ্ মাই গড!' আর্তনাদ করে উঠল ক্যাপটেন, বাইরে যেখানে গভীর জঙ্গলে ঢাকা তীর দেখতে পাবার কথা সেখানে দেখা যাচ্ছে কৃষ্ণবর্ণ আকাশ আর আলোড়িত জলরাশি। ঝট্

করে সটান দাঁড়িয়ে পড়ল সে, কাপ থেকে ছলকে পড়ল গরম কফি। 'বাস্টার্ডটা সর্বনাশ করেছে!' গর্জে উঠল সে। ঢেউ আর স্রোতের মধ্যে পড়ে ঘুরপাক খেতে শুরু করেছে টাগ, কাত হয়ে পড়ছে। 'গড, ওহ মাই গড!' তার আতংকের কারণটা অমূলক নয়, টাগ আড়াআড়িভাবে এগোচ্ছে।

কম্প্যানিয়নওয়ে থেকে লাফ দিয়ে ব্রিজে ওঠার সময় আওয়াজটা শুনতে পেল ক্যাপটেন, টাগের ধাতব খোল ঘষা খাচ্ছে নদীর তলার সাথে। পরমুহূর্তে তীরের গায়ে আছড়ে পড়ল টাগ, ছিটকে ব্রিজের আরেক প্রান্তে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে, হুস্ করে বেরিয়ে গেল ফুসফুসের সমস্ত বাতাস।

হাপরের মত হাঁপাতে হাঁপাতে হামাগুড়ি দিয়ে এগোল ক্যাপটেন। ব্রিজের চওড়া জানালার সামনে এসে কাঁচে মুখ ঠেকাল। আর ঠিক তখনই সর্বনাশের ষোলো কলা পূর্ণ হলো, কেব্‌ল্ ছেঁড়ার তীক্ষ্ণ শব্দ ঢুকল কানে। ডাঙায় তোলা মাছের মত খাবি খেতে খেতে ক্যাপটেন দেখল বালির একটা চরকে পাশ কাটিয়ে জোড়া টোবার্জ স্রোতের অনুকূলে ঢেউয়ের তালে নাচতে নাচতে তীরবেগে ছুটে চলেছে, কেব্‌ল্‌গুলো সাপের মত এঁকেবেঁকে পিছু নিয়েছে।

দাঁড়াল ক্যাপটেন। 'শালা শয়তানের লেজ!' গণ্ডারের মত ছুটে গিয়ে প্রচণ্ড এক ঘুসি মারল সে ফার্স্ট মেটের চোয়ালে। অকস্মাৎ স্টারবোর্ডের দিকে কাত হয়ে পড়ল টাগ। অজ্ঞান দেহটাকে ছেড়ে দিয়ে আরেক ছুটে হুইলের সামনে চলে এল ক্যাপটেন।

ত্রিশ সেকেন্ডের মধ্যে টাগটাকে বশে আনল সে। খপ্ করে রেডিও মাইক্রোফোন ধরে বোতামে টিপ দিল। 'মে ডে। মে ডে!' মাউথপীসে আর্তনাদ করে উঠল সে। 'দিস ইজ দি ক্যাপটেন অভ দি ডিজেল টাগ, রিটা ফেয়ার, স্পীকিং। কাইরো থেকে হিকম্যান পর্যন্ত নদীপথ ছেড়ে যাও সবাই। একজোড়া বার্জ কেব্‌ল্ ছিঁড়ে পাগলা ঘোড়ার মত ছুটছে। মে ডে! মে ডে!'

আরও তিনবার সতর্কবাণী ঘোষণা করে মাইক্রোফোন রেখে দিল ক্যাপটেন।

ওদিকে ভাটি ধরে তুমুল বেগে ছুটে চলেছে বার্জ দুটো। ঢেউয়ের সাথে নাচতে নাচতে একটা বাঁক ঘুরল ওগুলো, বাতাসে পত পত করছে তেরপল। নদীর পুব তীরের পাথুরে কিনারায় আছড়ে পড়ল প্রথম বার্জটা, দ্বিতীয় বার্জটা সরু একটা চ্যানেল পেরিয়ে আটকা পড়ল বালির চরে। খানিক পর স্রোতের ধাক্কায় চর থেকে ছাড়া পেয়ে আবার নাচতে নাচতে ছুটল সেটা, এক সময় অদৃশ্য হয়ে গেল দূর সাগরে।

ছাই আর কালচে রঙের পাথুরে সৈকতে রূপালি ক্যানিস্টারগুলো ঝলমল করছে। ওগুলোর কয়েকটা আপনাআপনি হিস-হিস করে উঠল, গায়ের এবড়োখেবড়ো ফুটো থেকে বেরিয়ে আসছে ক্লোরিন গ্যাস। পাথরের সাথে বার্জের ধাক্কা লাগায় অনেক ক'টা ক্যানিস্টারের বহিরাবরণ বিস্ফোরিত হয়েছে।

খালি চোখে দেখতে পাবার কথা নয়, সাবমাইক্রোস্কোপিক ভাইরাস ছড়াতে শুরু করল। এই পানিতে মানুষ আর পশু দুই-ই আছে, নতুন আশ্রয় পেতে কোন বাধা নেই টি-নাইন প্লাসের।

*

অলস দুপুর। পাম গাছের নিচে ছায়া আর বাতাস। সামনে নির্জন সৈকত, ওরা দু'জন ছাড়া কোথাও কেউ নেই। দিগন্তরেখা পর্যন্ত টলটল করছে সাগর তরল পারদের মত।

রানার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে ব্যারনেস লিনা, পাম গাছের গোড়ায় হেলান দিয়ে বসে রয়েছে রানা।

'তোমার কি মনে হয়, ঈশ্বর আছেন?'

'আমি জানি না।'

'শেষ বিচার হবে না?'

'আমি জানি না।'

'আচ্ছা, বলো তো, মৃত্যুর পর কি?'

'মাটি।'

'কিন্তু আত্মা?'

'সত্যি আছে?'

'নিঃশেষে বিলীন হয়ে যাব, হারিয়ে যাব চিরকালের জন্যে–ভাবতে খারাপ লাগে না?'

'লাগে! তবে সান্ত্বনা এই যে আমাদের জন্ম হয়েছে। যদি না-ই জন্মাতাম, সেটা আরও দুঃখজনক হত না কি?'

'হুঁ। আচ্ছা, রানা…তোমার কী মনে হয়, মানুষের ভবিষ্যৎ কী?'

'ভাল কিছু মনে হয় না। ধ্বংসের দিকে চলেছে বর্তমান সভ্যতা।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ব্যারনেস লিনা বলল, 'হ্যাঁ। এই আশংকার কথা মনে জাগলেই বড় হতাশ হয়ে পড়ি। যুগে যুগে সংকটের মধ্যে পড়ছে সভ্যতা, একবার হয়তো সংকট কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে না। তবে কি জানো, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে, সংকট যতই কঠিন হোক, কিছু লোক সব সময় পাওয়া যাবে যারা সভ্যতাকে রক্ষার জন্যে প্রাণ বাজি ধরে লড়বে।'

'কিন্তু লড়লেই যে তারা জিতবে তা না-ও হতে পারে,' বলল রানা। 'অশুভ শক্তি জিতে গেলে কারও কিছু করার থাকবে না।'

'সংকট মুহূর্তে শুভ শক্তি কিভাবে লড়ে, সবার সেটা জানা দরকার,' বলল লিনা। 'পরবর্তী সংকটে লড়ার জন্যে প্রেরণা যোগাবে সেটা।'

'তারমানে সেই গল্পটা আবার তুমি শোনাতে চাও, বাকিটুকু?'

'আগেই বলেছি,' শুরু করল ব্যারনেস লিনা, 'তোমার নামে নাম তার…'

চার

চার্লসটন বন্দরের ত্রিশ মাইল পুবে চারটে কালো সাবমেরিন পানির ওপর মাথাচাড়া দিল। পারমাণবিক শক্তিচালিত ট্রাইডেন্ট শ্রেণীর স্ট্র্যাটেজিক মিসাইল-সাবমেরিন ওগুলো, কয়েক মিনিটের ব্যবধানে এক এক করে উঠে এল গভীর সাগরতল থেকে, চাঁদের আলোয় চকচক করছে–পিচ্ছিল। প্রতিটি সাবমেরিনের কালো স্টীল প্লেট বো-তে সাদা হরফে যার যার নাম লেখা রয়েছে–অ্যাডভেঞ্চার, সেকাতুর, প্রাইড অভ ম্যান, বুমেরাং।

'রেডিও সাইলেন্স ভাঙুন, অন্যান্য ভেসেলের কমান্ডারদের এক ছুটে চলে আসতে বলুন এখানে,' অ্যাডমিরাল ল্যাংলি নির্দেশ দিলেন বুমেরাঙের ক্যাপটেনকে। 'পাঁচ মিনিটের মধ্যে সবাইকে আমি ওয়ার্ড রুমে চাই।'

তিন মিনিটও লাগল না অ্যাডভেঞ্চার, প্রাইড অভ ম্যান, আর সেকাতুরের কমান্ডার বুমেরাঙে পৌঁছে গেল। ডাক এসেছে নেভির জয়েন্ট চীফস অভ স্টাফের কাছ থেকে, কাজেই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসেছে তারা। চাঁদের আলোয় তিনটে ছায়ামূর্তি, সরু স্টীল গ্যাংওয়ে ধরে নিঃশব্দে উঠে এল, লাইন ধরে এগোল ভিজে ডেক ধরে, মই বেয়ে পৌঁছুল মেইন হ্যাচে, তারপর সেখান থেকে নেমে এল বিশাল সাবমেরিনের পেটের ভেতর। সবাই একযোগে স্যালুট করল অ্যাডমিরাল ল্যাংলিকে, অ্যাটেনশন ভঙ্গিতে অটল দাঁড়িয়ে থাকল।

'ইজি, ইজি,' কমান্ডারদের সহজ হতে বলে সরাসরি প্রসঙ্গে চলে এলেন অ্যাডমিরাল ল্যাংলি। 'শুধু টপ-সিক্রেট নয়, এই ব্যাপারটায় গোপনীয়তাই সাফল্যের চাবিকাঠি। নির্দেশগুলো ক্ষিপ্রতার সাথে পালন করতে হবে। প্রতিটি নির্দেশ সাংকেতিক ভাষায় লেখা হয়েছে, মুখস্থ করার পর ছিঁড়ে ফেলবেন। নির্দেশগুলো আর জানবে শুধু আপনাদের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড।'

পরস্পরের দিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকাল কমান্ডাররা।

'যদি দেখেন শত্রুপক্ষ বা আর কেউ বিপদ হয়ে দেখা দিচ্ছে, ধরা পড়তেই হবে, তখন সাবমেরিন ডুবিয়ে দিয়ে মিশনের ইতি ঘটাবেন। আর যদি ধরা পড়েই যান, সবাই আপনারা অস্বীকার করবেন নির্দেশগুলো ডিপার্টমেন্ট অভ ডিফেন্স থেকে দেয়া হয়েছে।' অ্যাডমিরাল কমান্ডারদের হাতে একটা করে এনভেলাপ ধরিয়ে দিলেন।

এনভেলাপ হাতে পেয়েও কেউ নড়ল না, কমান্ডাররা সবাই হতচকিত হয়ে পড়েছে।

উদাত্ত কণ্ঠে অ্যাডমিরাল ল্যাংলি বললেন, 'দেশ ও জাতির এই সংকট মুহূর্তে মাতৃভূমির বীর সন্তানেরা আত্মত্যাগের মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন, এ-ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নেই...'

কাঁপা হাতে এনভেলাপগুলো খুলল কমান্ডাররা।

'দেরি না করে কী ওয়েস্ট ন্যাভাল স্টেশনের উদ্দেশে রওনা হয়ে যান,' প্রতিটি নির্দেশনামায় বলা হয়েছে। 'ওখান থেকে নির্দিষ্ট কার্গো তুলে টর্পেডো টিউবে রাখতে হবে। এই কার্গো নাড়াচাড়া করার সময় চূড়ান্ত পর্যায়ের সাবধানতা অবলম্বন করা বিশেষভাবে জরুরী। কোন অবস্থাতেই কার্গো ক্যানিস্টারগুলো বিদেশী শক্তির হাতে পড়া চলবে না।

'কার্গো ডেলিভারি নেয়ার পর পরই সর্বোচ্চগতিতে যার যার টর্গেটের উদ্দেশে রওনা হয়ে যাবেন, ক্রুদের জানাবেন বিশেষ একটা সামরিক মহড়া শুরু হয়েছে। এই মিশন টপ-সিক্রেট শ্রেণীভুক্ত।'

নির্দেশনামায় সই করেছেন ইউনাইটেড স্টেটস মিলিটারি ফোর্সেস-এর কমান্ডার-ইন-চীফ ডানকান ডক।

প্রত্যেক কমান্ডারের জন্য ব্যক্তিগত কিছু নির্দেশও দেয়া হয়েছে। নিজেরগুলো পড়তে গিয়ে ঘেমে গোসল হয়ে গেল অ্যাডভেঞ্চারের কমান্ডার।

'কী ওয়েস্টে যান। বিশটা বড় আর চল্লিশটা ছোট ক্যানিস্টার ডেলিভারি নিন–সাংকেতিক চিহ্ন, এন-এক্স ওয়ান/এন-এক্স-সিক্সটি। কার্গোর সাথে দশজন এজেন্টকেও তুলে নেবেন। ম্যাপে চিহ্নিত টার্গেটগুলোয় বড় ক্যানিস্টারগুলো বিলি করবেন। ম্যাপে চিহ্নিত কোস্টাল লোকেশনগুলোয় এজেন্টদের নামিয়ে দেবেন, প্রত্যেকের সাথে চারটে করে ছোট ক্যানিস্টার থাকবে। পুব থেকে পশ্চিমে এগোবেন, ভয়েজ শেষ করবেন ইউ.এস. নেভি বেস ম্যাকএনড্রু, স্কটল্যান্ডে।

'ম্যাপে টার্গেট এবং ড্রপ পয়েন্ট চিহ্নিত করা আছে। ফ্রগম্যানদের ব্যবহার করা হবে, শুধু কমান্ডারদের জ্ঞাতসারে। টার্গেটগুলো ডিস্যালিনাইজেশন স্টেশন, তালিকা দেয়া হলো: উসট পোর্ট, সোভিয়েত রাশিয়া, কারা-সী। ডিকসন, সোভিয়েত রাশিয়া, কারা-সী। টাজোভস্কয়, সোভিয়েত রাশিয়া, ওভস্কায় গুবা। নোভি পোর্ট, সোভিয়েত রাশিয়া, ওভস্কায় গুবা…।' দীর্ঘ তালিকা, বাল্‌টিক সাগরের কালিনিনগার্ড পর্যন্ত যতগুলো ডিস্যালিনাইজেশন স্টেশন আছে সবগুলোকেই টার্গেট করা হয়েছে।

দশজন এজেন্টের সম্পর্কেও বিস্তারিত নির্দেশ দেয়া হয়েছে। রুশ উপকূলের কোথায় কোথায় তাদের নামানো হবে ম্যাপ দেখলেই জানা যাবে। প্রত্যেকের সাথে দুটো করে সায়ানাইড পিল থাকবে, ধরা পড়লে খেতে হবে ওগুলো। এজেন্টদের সবারই বন্ধু-বান্ধব বা আত্মীয়-স্বজন আছে সোভিয়েত ইউনিয়নে।

একই ধরনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেকাতুরের কমান্ডারকে। তাকে লাল চীনের জলসীমায় অনুপ্রবেশ করে নিজের ভাগের ক্যানিস্টার বিলি করতে হবে। এখানেও এজেন্টরা দুটো করে সায়ানাইড পিল রাখবে সাথে।

প্রাইড অভ ম্যানকে অনুপ্রবেশ করতে হবে দক্ষিণ আমেরিকার জলসীমায়। এই মহাদেশের খনিজ এবং তেল সমৃদ্ধ দেশগুলোয় ক্যানিস্টার ও এজেন্ট নামানো হবে।

বুমেরাঙের রোমহর্ষক অভিযানে অ্যাডমিরাল ল্যাংলি স্বয়ং অংশগ্রহণ

করবেন। আটলান্টিক পেরিয়ে, কেপ অভ গুড হোপ ঘুরে ভারত মহাসাগরে পড়বে বুমেরাং, পৌঁছুবে পারস্য উপসাগরে। মৃত্যুবীজ ভরা ক্যানিস্টারগুলো বিলি করা হবে উত্তর আফ্রিকার খনিজ সমৃদ্ধ দেশগুলোয়। তারপরও তালিকায় আছে সৌদি আরব, ইরাক, কুয়েত, আরব আমিরাত, সবশেষে ইরান, পাকিস্তান, ভারত আর বাংলাদেশ।

নির্দেশনামা বাদামি এনভেলাপে ভরে নার্ভাস কমান্ডাররা অ্যাডমিরাল ল্যাংলির দিকে তাকাল।

'কারও কোন প্রশ্ন আছে?' জিজ্ঞেস করলেন অ্যাডমিরাল।

সবাই চুপ।

'কোথাও কোন অসঙ্গতি লক্ষ করেছেন কেউ?'

সবাই চুপ।

'আমার পরামর্শ, ভদ্রমহোদয়গণ, প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করুন। দেশ এবং জাতির সুন্দর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার জন্যে গৌরবময় ভূমিকা পালন করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আপনাদেরকে। আমি আপনাদের সাফল্য কামনা করি। অক্ষরে অক্ষরে নির্দেশ পালন করুন, তারপর তীরবেগে ফিরে আসুন। ঈশ্বর আপনাদের সহায় হোন।'

দিনকাল ভাল যাচ্ছে না, প্রতিদিন গতকালের চেয়ে আরও একটু বেশি দিশেহারা বোধ করছে রানা। মনে হতে লাগল যেন এইমাত্র একটা মাকড়সার জালের মাঝখানে পড়েছে সে। আর সে যদি একটা পোকা হয়, বহুদূরের ওয়াশিংটন ডি.সি. ওর দৃষ্টিসীমার মধ্যে আসে না, সব কিছুই বড়বেশি ঝাপসা আর রহস্যঘেরা।

জালের কয়েকটা সুতো কোন্ দিকে গেছে জানা থাকলেও, বাকিগুলোর খবর এখনও পায়নি রানা। একটা সুতোর শেষ মাথায় রয়েছে মিশিগান, সয়্যার এয়ার ফোর্স বেস, টি-নাইন প্লাসের জন্মস্থান। আরেকটার শেষ প্রান্তে রয়েছে ল্যাংলি, ভার্জিনিয়া, সি.আই.এ. হেডকোয়ার্টার। আরেকটা সুতো চলে গেছে, রানার যুক্তিসঙ্গত অনুমান, নিউ ইয়র্কের দিকে–কয়েকটা বড় মাপের মার্কিন করপোরেশনে। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বাচ কেলভিন ওয়াকি মোটা অংকের শেয়ারের মালিক, এই তথ্য জানার পর ব্যাপারটা অনুমানযোগ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন সন্দেহ নেই, এই জালের ভেতর অনেকগুলো মাকড়সাই ঘাপটি মেরে আছে।

জালের গভীর অন্ধকারে অশুভ শক্তি পাঁয়তারা কষছে, যে শক্তির পরিচয় বা আসল চেহারা পুরোপুরি এখনও বোঝে না রানা। অবিশ্বাস্য, ভীতিকর একটা ষড়যন্ত্র যে পাকানো হচ্ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। ষড়যন্ত্রকারীরা নিজেদের একজনকে সুপারম্যান বলে ডাকে। এবং ডানকান ডক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, নিজের অজ্ঞাতেই বিষাক্ত জালের মধ্যে আটকা পড়েছেন বলে মনে হয়। সুপারম্যান তার তিনজন ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টার মধ্যে অন্যতম।

ওদের মধ্যে একজন, হানি হাসলারের পেন্টহাউসে যাবার জন্যে এলিভেটরে চড়ার সময় ভাবল রানা। কিংবা ওরা সবাই...।

এতই দিশেহারা, ওয়াশিংটনের মাত্র তিনজনকে বিশ্বাস করতে পারছে রানা। দু'জন হলো সিলভিয়া পিকঅল আর হানি হাসলার। এই অনুভূতিটা হয়েছে যেদিন বুঝতে পারল একটা ফোর্ড আলট্রাকমপ্যাক্ট অনুসরণ করছে ওকে।

গাড়িটাকে যতবার দেখেছে রানা, সব সময় দু'জন আরোহী ছিল। ওর কেন যেন আশা হয়, ওরা চিয়াং আর ফেং হতে পারে। কিন্তু পরে যখন ওদের চেহারা দেখবার সুযোগ হলো, বুঝল ওরা ককেশিয়ান।

লুকোচুরি খেলাটা ভালই জমেছিল, এখানে আসার পথে জোঁকের মত পিছনে লেগেছিল ওরা। ট্রলিতে চড়েছে রানা, চলন্ত ট্রলি থেকে লাফ দিয়ে নেমে গলি-উপগলি পেরিয়ে রেল স্টেশনে হারিয়ে গেছে, কিন্তু নিজের গাড়ির কাছে ফিরে এসে আবার দেখতে পেয়েছে ওদেরকে। অবশেষে মাথায় একটা বুদ্ধি আসে, পাল্টা ও-ই ওদেরকে অনুসরণ করতে শুরু করে। দুই গাড়ির মাঝখানের দূরত্ব যখন বাড়তে না দেয়ার জন্যে গলদঘর্ম হচ্ছে ওরা, সেই সুযোগে স্যাঁৎ করে একটা গলিতে ঢুকে পড়ে রানা, তেরোটা বাঁক নিয়ে আবার বেরিয়ে আসে অন্য এক মেইন রোডে। পার্কিং লটে গাড়ি রেখে বাকি পথটুকু হেঁটে এসেছে ও, মনে বিশ্বাস, ফেউ খসাতে পেরেছে। যাই ঘটুক, হানি হাসলারকে এই জটিল জালের মধ্যে জড়াবার কোন ইচ্ছে ওর নেই।

অথচ অন্যভাবে মেয়েটাকে জড়াতেই যাচ্ছে রানা। হানি হাসলারকে ওর 'ড্রপ' হিসেবে দায়িত্ব পালন করাতে চাইছে ও। ইতিমধ্যে যথেষ্ট তথ্য সংগ্রহ হয়েছে, ওগুলোর সাহায্যে অন্তত একটা উপসংহারে পৌঁছুবার চেষ্টা করা যেতে পারে। আর উপসংহারে পৌঁছুতে হলে আরেকজন বিশ্বস্ত লোকের দরকার হবে রানার। বিশ্বস্তদের তালিকায় তিন নম্বর ব্যক্তি ইকবাল হাসান। জাঁদরেল সাংবাদিক হিসেবে তার খ্যাতি আকাশচুম্বি। দি ওয়াশিংটন পোস্টের অনুসন্ধানী প্রতিবেদক সে, তার কলমকে ভয় পায় না এমন লোক ওয়াশিংটন ডি. সি-তে আছে কিনা সন্দেহ। বলাই বাহুল্য সে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক। এবং বাংলাদেশেরও।

হাতের কালো অ্যাটাচি কেসটা বজ্রমুষ্টিতে ধরে আছে রানা, ভেতরে যে শুধু তথ্য সম্পদ ঠাসা তাই নয়, ওগুলো ওর বীমাও বটে। সয়্যার এয়ার ফোর্স বেস, বাচ কেলভিন ওয়াকি, ড. পিটার ওয়ান চু, ফেজ টি-নাইন প্লাস, এগারোটা করপোরেশনের সাথে ওয়াকির গোপন লেনদেন, ঘানা আর মারকুয়েটি, সি.আই.এ. ডিরেক্টর জন কোরিগান, ইউজিং পেং আর বার্নাড চাম ওরফে চিয়াং আর ফেং, ইত্যাদি এবং প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট আছে ওটায়। আরও যোগ হয়েছে ড. নিউলির তদন্ত রিপোর্ট, ক্যাপটেন গ্রাহামের পরিচয় এবং ছবি।

এলিভেটর থেকে হানি হাসলারের পেন্ট হাউস করিডরে বেরিয়ে এল রানা, আপনমনে হাসছে। বাচ কেলভিন ওয়াকিকে এক হাত দেখে নেয়ার মাল-মশলা যোগাড় হয়ে গেছে, এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

ওকে দেখে হেসে উঠল হানি হাসলার যেন ভোরের নতুন সূর্য, রানার বাহুবন্ধনে তার আত্মসমর্পণ কোকিলের সুরেলা ডাকের মত মধুর এবং নিখুঁত হলো। 'হাই, মিউজিক ম্যান!' গাত্র স্পর্শ এবং চুম্বন পর্বের শেষে ফিসফিস করল সে। 'কি গান বাঁধবে আজ শুনি?'

'ললিতে, অধম একটা উপকার ভিক্ষা চায়,' বলল রানা। 'গোপনীয়, বিপজ্জনক, জরুরী।'

'তুমি একটা মার্সেনারি বীস্ট,' রিনরিনে কণ্ঠে সুর ভাঁজল হানি হাসলার।

'কিংকঙের মৃত্যুর জন্যে কিন্তু প্লেন দায়ী ছিল না,' আবৃত্তি করল রানা। মাথাটা নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে আনল। 'ইট ওয়াজ বিউটি, শী কিলড দা বীস্ট।'

রানার মাথা বুকের সাথে চেপে ধরে খিলখিল করে হাসল হানি, বৃষ্টি ধোয়া সবুজ বনভূমির সোঁদা গন্ধ পেল রানা। 'এখন যদি আমরা প্রেম করি, সেটা আমার উপকার করা হবে,' হালকা সুরে বলল হানি। 'এমন কি করতে পারি আমি, যাতে তোমার উপকার?'

'দি ওয়াশিংটন পোস্টের এক লোকের কাছে আমার এই কেসটা পৌঁছে দিতে হবে। তার হাতে, অর্থাৎ শুধু তাকেই।'

দীর্ঘ, অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল হানি হাসলার। 'ব্যাপার নিশ্চয়ই খুব গুরুতর।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ভীষণ। কিন্তু চিন্তা কোরো না, কেউ জানছে না তুমি জড়িত। তবে, খোদার দোহাই, ভেতরে কি আছে খুলে দেখার চেষ্টা কোরো না। খুললে বোমা ফেটে যাবে। প্লিজ, হানি।' তার কাঁধে মৃদু চাপ দিল ও।

একটা চোখ টিপে হাসল হানি। 'চোখ থাকিতেও অন্ধ আমি।'

'তুমি জানো,' হঠাৎ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল রানার চেহারা, 'জীবনে এত সুন্দর চোখ আমি আর দেখিনি? ওগুলোর দিকে তাকালে জোছনায় ভাসতে দেখি দুনিয়ার দীর্ঘতম সৈকত।'

লাল টুকটুকে জিভের ডগা দিয়ে রানার কান স্পর্শ করার আগের মুহূর্তে বলল হানি, 'এতই খুশি হলাম যে তুমি আমার বেডরূমে ঢুকলেও আপত্তি করব না।'

'ব্ল্যাক অ্যাম আই, বাট কামলি, ও ঈ ডটারস অভ জেরুজালেম,' ফিসফিস করল রানা। 'অ্যাজ দ্য টেন্টস অভ কেডার, অ্যাজ দ্য কার্টেইনস অভ সলোমন।' হানির ঘাড়ে চুমু খেলো ও। 'সং অভ সলোমন।'

স্বর্গতোরণের মত প্রশস্ত আর ঝলমলে হয়ে উঠল হানি হাসলারের হাসি। 'ওহে,' সে-ও ফিসফিস করল, 'বুড়ি শিবার সাথে তাড়াতাড়ি ভেতরে এসো, গানটা শোনাও তাকে।'

মায়ামির উপকূল জলসীমা পেরিয়ে এসে যমদূতের মত একরোখা হয়ে উঠল ইউ.এস.এস. অ্যাডভেঞ্চার, তীব্রগতি এনে দিল নিউক্লিয়ার রিয়্যাক্টরগুলো। দোতলা সমান উঁচু ডরসাল সেইল পানি কেটে ছুটে চলেছে, সাবমেরিনটা যেন হাঙরকূলের জননী।

সাবমেরিনের ভেতর অকস্মাৎ হৈ-চৈ করে উঠল ক্রুরা। আলো চলে গেছে, নেমে এসেছে গভীর অন্ধকার। বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় নিশ্চয়ই কোথাও গোলযোগ দেখা দিয়েছে। কমান্ডারের নির্দেশে সার্ভিস টেকনিশিয়ানরা টর্চ নিয়ে ছুটল ক্রটি খুঁজে বের করবার জন্যে।

শোরগোলের মধ্যে ক্রুদের কেউ হিসহিস আওয়াজটা শুনতেই পেল না। একটা টর্পেডো টিউব কী যেন ইজেক্ট করল। বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার কারণে এই টিউবটার ফায়ারিং মেকানিজম শর্ট-সার্কিটের শিকার হয়েছে, কেউ জানল না সাবমেরিন থেকে ওটা কি জিনিস বেরিয়ে গিয়ে পড়ল ফ্লোরিডার পানিতে।

রূপালি ক্যানিস্টারগুলো ডুব দিল পানিতে, স্রোতের টানে পশ্চিম দিকে এগোল। মায়ামি সৈকতে পৌঁছুতে খুব বেশি সময় নেবে না। খানিকটা পিছনে পানি থেকে লাফিয়ে উঠল এক ঝাঁক চকচকে, পিচ্ছিল আকৃতি। ডলফিনের একটা দল, উচ্ছল আর আনন্দমুখর, ওগুলোও মায়ামি সৈকতের দিকে চলেছে।

একশো ফিট গভীরতায় ক্যানিস্টারের বাইরে ডিটোনেটরগুলো বিস্ফোরিত হতে শুরু করল। কয়েক সেকেন্ড পর নোনা পানির স্পর্শে চামড়ার পাতলা পর্দা গলে গিয়ে বেরিয়ে এল ক্যানিস্টারের ভিতরের পদার্থ। স্রোতের পানি আঘাত করল তীরে, সাথে করে নিয়ে গেল ক্যানিস্টার থেকে বেরিয়ে আসা ক্লোরিন গ্যাস, ছড়িয়ে দিল চারপাশের পানিতে।

ক্লোরিন গ্যাসের সাথে রয়েছে ফেজ টি-নাইন প্লাস, প্রাণধ্বংসী রোগজীবাণু। খানিক পর জীবাণুগুলো আর নিষ্ক্রিয় থাকল না, আদর্শ আশ্রয় হিসেবে পেয়ে গেল ডলফিনের ঝাঁকটাকে।

ইয়ট ওঅরলকের স্কিপার দৈত্যাকৃতি মার্লোন ফেটুচিনি হেঁড়ে গলায় গেয়ে উঠল, 'শ্যালকপ্রবর মাতাল নাবিককে নিয়ে এই ভোর অন্ধকারে, হায়, কি যে করি!'

কোরাস ধরল তার ক্রুরা, 'মরচে ধরা রেজার দিয়ে কামিয়ে দাও ওর দাড়ি!'

মায়ের দুধলোভী শিশু পেট ঢোল হয়ে ওঠার পর হাত-পা ছুঁড়ে বিছানায় খেলে, প্রেসিডেন্টের প্রাক্তন উপদেষ্টা জর্জ বুকানের অবস্থা ঠিক তার মত। সাগরের গর্জন, জলরাশির আলোড়ন, তীব্র বাতাস, উদার আকাশ, প্রখর রোদ, আর ক্রুদের মহা হৈ-চৈ-এর ভেতর কোথাও মৃত্যু বা বাদামি রঙের ফোর্ড আলট্রাকমপ্যাক্ট গাড়িটাকে দেখতে পাচ্ছে না সে।

চারদিনেই গায়ের রঙ বদলে গেছে জর্জ বুকানের, কামানো ছেড়ে দেয়ায় মুখে ছাগলদাড়ি গজাচ্ছে। বাবাকে শুধু নতুন করে ফিরে পায়নি লুসি বুকান, নতুন করে আবিষ্কারও করছে, এতে তার আনন্দের সীমা নেই। আর এলভিরা বুকান বিয়ের পর এই দ্বিতীয়বার স্বামীর প্রেমে উন্মাদিনী হয়ে উঠেছে। প্রথম দু'দিন সীসিকনেসে ভুগলেও এখন চড়ুই পাখির মতই প্রাণচঞ্চল সে, স্বামীর সমুদ্রপ্রেম তার ভেতরও সংক্রমিত হয়েছে। খড়কুটো ধরে ভেসে থাকা মানুষের মত জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকে ওরা রাতে, মিলন হয়ে ওঠে সঙ্গীত আর রহস্যময় নৃত্য।

সন্ধ্যার আগের মুহূর্তে ঢেউগুলো হয়ে উঠল রক্তবর্ণ। খানিক পর পরিবারটা

একত্রিত হলো সেলুনে।

'আমার প্রিয় জলদস্যু আসছে!' গলা খাদে নামিয়ে বলল লুসি বুকান, মুখে হাত তুলে হাসি লুকাল।

সেলুনে ঢুকল বিশালদেহী মার্লোন ফেটুচিনি, বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসছে।

মার্ক বুকানকে নিয়ে আলোচনা করছিল ওরা। মার্ক বিমিনিতে আছে। আর মায়ামি থেকে বিমিনি কতই বা দূর, একটা সী-গাল একদমে পৌঁছুতে পারে।

'চোখ বন্ধ করুন, মি. বুকান,' ভরাট গলায় অনুরোধ করল স্কিপার মার্লোন ফেটুচিনি।

'আমি কিন্তু চেয়ে থাকব!' জেদ ধরল লুসি।

জর্জ বুকান চেহারায় একটু সন্দেহ নিয়ে চোখ বুজল।

পিছন থেকে হাতটা সামনে এনে স্কিপার বলল, 'এবার খুলুন!'

তার হাত থেকে ছোঁ দিয়ে বোতলটা কেড়ে নিল জর্জ বুকান। 'জনি ওয়াকার! কোত্থেকে...?'

এলভিরা বুকান কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সাথে অভিযোগ করল, 'মি. মার্লোন ফেটুচিনি, আপনি কিন্তু আমার স্বামীকে নষ্ট করছেন!'

জবাব না দিয়ে লুসির দিকে তাকাল স্কিপার। 'মা-মণি, এবার তোমার পালা।'

'মানে?' হাঁ করে তাকাল লুসি।

'চোখ বন্ধ!' গর্জে উঠল লুসির প্রিয় জলদস্যু।

বাবা এবং মায়ের দিকে একবার করে তাকিয়ে চোখ বন্ধ করল লুসি।

পকেট থেকে হাত বের করল মার্লোন ফেটুচিনি। 'এবার খোলো।'

লুসি দেখল জলদস্যুর লোমশ হাতের আঙুলে একজোড়া সোনার ইয়ারিং ঝুলছে। চেহারায় বোকা বোকা ভাব নিয়ে ইয়ারিং জোড়া নিল সে।

'এ-সব কি?' একযোগে জানতে চাইল এলভিরা আর জর্জ বুকান।

'এবার আপনার পালা, মিসেস বুকান,' সাগরের গর্জনকে ছাপিয়ে উঠল স্কিপারের গমগমে কণ্ঠস্বর।

'কিন্তু, স্কিপার, বলবে তো...!'

'চোখ বন্ধ করুন, তা না হলে আপনার চোখে আমি সমুদ্র ঢেলে দেব,' হুমকি দিল মার্লোন ফেটুচিনি।

তাড়াতাড়ি চোখ বন্ধ করল এলভিরা বুকান।

আবার পকেট থেকে হাত বের করল স্কিপার। 'এবার খুলুন।'

স্বামীর দিকে একবার অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে স্কিপারের হাত থেকে বাক্সটা নিল এলভিরা, খুলে দেখল সোনালি ব্যান্ড সহ ভেতরে একটা লেডিস ঘড়ি রয়েছে।

তিনজনই ওরা সপ্রশ্নদৃষ্টিতে তাকাল স্কিপারের দিকে। মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া চুল নেড়ে হাসতে লাগল মার্লোন ফেটুচিনি। 'অতিরিক্ত এক হাজার ডলার ফিরিয়ে

দিলাম…'

'কিন্তু, না, কেন…,' প্রতিবাদ জানাল জর্জ বুকান।

'সময়ের আগে রওনা হবার জন্যে এই টাকাটা আমাকে দিয়েছিলেন,' বলল স্কিপার। 'কিন্তু রওনা হবার পর দেখলাম, আপনাদের সংক্রামক রোগটা আমার মধ্যেও ছড়িয়েছে, আমিও উপভোগ করছি সময়টা…'

'রোগ?'

'ফুর্তি, হাসি, রোমাঞ্চ আর উত্তেজনা। বুঝলাম, এই পরিবারের সাথে এক মাস থাকলে আমার আয়ু দশ বছর বেড়ে যাবে। তাহলে অতিরিক্ত টাকা কেন নিই?' ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগোল মার্লোন ফেটুচিনি। 'নগদ টাকা ফেরত দিলে নিতেন না, জানি, তাই…'

'ধন্যবাদ,' চিৎকার করে বলল লুসি বুকান।

দরজার কাছে গিয়ে ঘাড় ফেরাল স্কিপার, সরাসরি এলভিরা বুকানের চোখে তাকাল। 'আপনার স্বামী কতটুকু নষ্ট হলেন, আশা করি কাল সকালে আমাকে আপনি রিপোর্ট করবেন, ম্যাডাম।' সবিনয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে দোরগোড়া থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল সে।

স্কিপারের শেষ কথাগুলো মেয়ের সামনে স্বামী-স্ত্রীকে ভারি লজ্জায় ফেলে দিল, দু'জনের কেউই মুখ তুলতে পারল না। ওদেরকে উদ্ধার করল লুসিই। 'ড্যাডি, কাল কিন্তু ইয়ট একবার থামাতে হবে, সমুদ্রে সাঁতার কাটব আমরা…'

এলভিরা আঁতকে উঠে বলল, 'কিন্তু ডুবে যাব না? কিংবা যদি ভেসে যাই?'

'মামি, তুমি যে কী!' হেসে উঠল লুসি। 'কোমরে রশি বাঁধা থাকলে কেউ ডোবে?'

'আমি ভাবছি মায়ামির কথা, ওখান থেকে বিমিনি বেশি দূরে নয়,' বলল জর্জ বুকান। 'কাল বিকেল নাগাদ মায়ামিতে পৌঁছে যাব আমরা…'

প্রেসিডেন্টের প্রধান উপদেষ্টা স্যাম ফোলির সাথে কথা হবার পর থেকে ক'দিন খুব ব্যস্ত রয়েছে রানা। ড. ওয়ান চু-র ফর্মুলা নিয়ে ভ্যাকসিন তৈরি করছে কয়েকটা বড় মাপের ড্রাগ কোম্পানী, ওগুলোর অতীত রেকর্ড তদন্ত করে দেখছে ও। দেশ জুড়ে ইমিউনাইজেশন প্রোগ্রাম চালু হতে আর বেশি দেরি নেই। ওদিকে প্রতিনিধি পরিষদে খানিকটা বাধার সম্মুখীন হলেও, সমর্থকদের সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে ডানকান ডকের। নির্বাচনী প্রচারাভিযানে পুরোদমে নেমে পড়েছেন তিনি, চরকির মত এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁর জনপ্রিয়তা এখন তুঙ্গে।

রানা আবিষ্কার করছে, ভ্যাকসিন তৈরি করছে এমন সব ক'টা কোম্পানির মোটা শেয়ার কেনা আছে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বাচ কেলভিন ওয়াকির। এই তথ্য থেকেও আভাস পাওয়া যায় টি-নাইন প্লাসের সাথে অন্যায় কোন সম্পর্ক আছে লোকটার। হাতের ফাইলটা কফি টেবিলে নামিয়ে রেখে একটা সিগারেট ধরাল রানা। স্যাম ফোলির কথা ভেবে খুঁত-খুঁত করছে মনটা।

ডি.আই.এ ডিরেক্টর বব নিউম্যানের মৃত্যু সংবাদও বিচলিত করে তুলেছে ওকে। বলা হয়েছে, দুর্ঘটনায় মারা গেছেন ভদ্রলোক। বিশ্বাস করেনি রানা। ওর ধারণা, নিউক্লিয়ার ট্রেনের নিগ্রো কন্ডাক্টর টেডি বেকারের মত বব নিউম্যানকেও খুন করা হয়েছে। কিন্তু কেন?

বব নিউম্যান নামেমাত্র ডি.আই.এ-র ডিরেক্টর ছিলেন। গবেষণা, পঠন-পাঠন, ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন ভদ্রলোক, প্রশাসনিক কোন কাজে নাক গলাতেন না। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত একটা সন্দেহ খেলে গেল রানার মাথায়। স্যাম ফোলি ওকে অনুরোধ করেছিল হোয়াইট হাউস ষড়যন্ত্র সম্পর্কে ও যেন মাথা না ঘামায়, যা করার সেই করবে। তবে কি বব নিউম্যানের সাহায্য চাওয়ার ইচ্ছে ছিল তার? এবং সাহায্য চাইতে গিয়ে ডিরেক্টরকে পায়নি, না পেয়ে ডেপুটি ডিরেক্টর জোসেফ ফালকেনকে সব কথা বলে ফেলেছে?

সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে খপ্ করে ফোনের রিসিভার তুলল রানা, স্যাম ফোলির হোয়াইট হাউস নম্বরে ডায়াল করল। 'মি. স্যাম ফোলি? আমি রানা বলছি।'

'জিনিয়া মেইনের কোন খবর পেলেন?' রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করল স্যাম ফোলি।

'ধ্যেত্তেরি,' রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে নিজের ওপর বিরক্তি প্রকাশ করল রানা, জিনিয়া মেইনের খবর সংগ্রহের কথা মনেই ছিল না ওর। 'এখনও কোন খবর পাইনি, মি. ফোলি,' হাত সরিয়ে বলল ও। 'তবে চেষ্টা চলছে।'

দীর্ঘশ্বাসের শব্দ পেল রানা। 'তাহলে কি ব্যাপার, মি. রানা?'

'আপনি একটা দায়িত্ব নেবেন বলেছিলেন, মনে আছে? কত দূর কি করলেন...'

রানাকে থামিয়ে দিয়ে প্রেসিডেন্টের প্রধান উপদেষ্টা দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'দায়িত্ব নিয়েছি, কাজও শুরু হয়েছে। এ-ব্যাপারে আপনাকে আমি মাথা ঘামাতে নিষেধ করেছিলাম, মি. রানা। আর কিছু বলবেন?'

'না, তবে...'

'যোগ্য লোকের হাতে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, মি. রানা।'

'কার হাতে, মি. ফোলি?'

'দুঃখিত, মিস্টার মাসুদ রানা—সেটা গোপনীয়। গুডবাই।'

'নিজের ডেথ ওয়ারেন্ট গোপন করছেন না তো?' বিড়বিড় করে বলল রানা, কিন্তু তার আগেই অপরপ্রান্তে রিসিভার নামিয়ে রেখেছে স্যাম ফোলি।

বিশ সেকেন্ড পর অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে পড়ল রানা।

মিসিসিপির তীরে হিকনাম শহর আতংকে ছেয়ে গেল। হঠাৎ করে একসাথে বহু লোক অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ডাক্তাররা হতভম্ব এবং দিশেহারা, তাদের জানা ছিল না কোন রোগের লক্ষণ এমন বীভৎস হতে পারে।

সারা জীবন সুস্থ এবং সবল অথচ তারাই মাত্র দু'এক দিনের অসুখে পচে-

গলে মারা যেতে লাগল। অ্যান্টিবায়োটিক কোন কাজে আসছে না, ঘুমের ওষুধে মৃত্যুকষ্ট সামান্য একটু কম হয় মাত্র। আটলান্টিক ডিজিজ কন্ট্রোল সেন্টার থেকে কাইরোতে মেডিকেল বিশেষজ্ঞ পাঠানো হলো। তাদের রিপোর্ট হিকনামের ডাক্তারদের আশংকাকেই সত্যি প্রমাণিত করল। মানবসভ্যতার দুর্জয় শত্রু ডেড বেসিন প্লেগ-ই মিসিসিপির তীরে ছোবল মেরেছে। ফেজ টি-নাইন প্লাস বাসা বাঁধতে শুরু করেছে ইলিনয়ে।

ঝড়ের বেগে গাড়ি চালিয়ে এল রানা। হোয়াইট হাউসের গেটেও থামতে হলো না বেশিক্ষণ, প্রেসিডেনশিয়াল পাস দেখে চৌকশ ভঙ্গিতে স্যালুট করে পথ ছেড়ে দিল মেরিনরা। কিন্তু ভেতরে যাবার পর একজন পার্সোনাল সেক্রেটারি জানাল, আজকের মত বেরিয়ে গেছে স্যাম ফোলি।

প্রেসিডেন্টের আরেক উপদেষ্টা হেলমুট কোহলারের সাথে দেখা করতে চাইল রানা। খবর পৌঁছুবার দু'মিনিটের মধ্যে তার কামরায় ডাক পড়ল রানার। ভেতরে ঢুকে রানা দেখল, উপদেষ্টা আয়ান ক্যামেরনও রয়েছে সেখানে।

'কোথায় ওনাকে পাওয়া যাবে জানেন, মি. কোহলার?'

পাল্টা প্রশ্ন করল কোহলার, 'আমাদেরকে আপনার কিছু বলার আছে, মি. রানা?'

মাথা নাড়ল রানা। 'তাঁর সাথে ব্যক্তিগত একটা কাজ ছিল, মি. কোহলার।'

'আপনি হয়তো একটা মেসেজ রেখে যেতে চাইবেন,' বলল আয়ান ক্যামেরন। 'না এলেও, স্যাম ফোন করতে পারে।'

'নো থ্যাঙ্কস, মি. ক্যামেরন। ততটা গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়।' বেরিয়ে এল রানা।

স্যাম ফোলিকে পাওয়া যাচ্ছে না, জিনিয়া মেইনও কোথায় আছে জানা নেই, এখন তাহলে কি করা যায়? অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল ভ্যালেন্টাইন মনিয়েরের কথা ভাবল রানা। জিনিয়ার সাথে তাকে একবার দেখেছে ও। ভদ্রলোকের আকস্মিক অবসর গ্রহণ একটা রহস্য, জিনিয়ার সাথে তার মেলামেশা কেউ হয়তো ভাল চোখে দেখছিল না। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত একটা কথা মনে পড়ে গেল রানার। আচ্ছা, সেজন্যেই হানি হাসলারের পার্টিতে চেনা চেনা লেগেছিল জিনিয়াকে!

মেয়েটার আসল পরিচয় জানা গেল। তাহলে তো একবার জেনারেল ভ্যালেন্টাইন মনিয়েরের সাথে কথা বলতেই হয়।

'আপনি যে লাটসাহেবই হোন, তিনি বাড়িতে নেই,' দশাসই নিগ্রো মহিলা বলল, জেনারেল ভ্যালেন্টাইন মনিয়েরের হাউসকীপার হিসেবে আগেই নিজের পরিচয় দিয়েছে সে। 'আপনি জানেন না কত রকম সমস্যার মধ্যে আছেন তিনি? দয়া করে বিদায় হোন, তাঁকে একটু একা থাকতে দিন।'

পরিচয়-পত্রের ভাঁজ খুলে মহিলাকে দেখাল রানা, অভয় দিয়ে হাসল। 'সরকারী কাজ, ম্যাডাম।'

বিরাট বপু নিয়ে সামান্য একটু সরলো হাউসকীপার, দরজা গলে কোন রকমে

যদি ঢুকতে পারে রানা। 'সরকার-ফরকার যাই হোন তাড়াতাড়ি করবেন। আমার মালিককে বিরক্ত করা চলবে না।' রানার দিকে পিছন ফিরে নিচু গলায় জেনারেল মনিয়েরের সাথে কথা বলল সে।

একটা আরাম কেদারায় ডুবে আছেন জেনারেল ভ্যালেন্টাইন মনিয়ের, আগন্তুকের পরিচয় শুনে মৃদু মাথা ঝাঁকালেন। হাত বাড়িয়ে পাশের টেবিল থেকে একটা গ্লাস নিলেন তিনি। টেবিলে স্কচ হুইস্কির একটা বোতল রয়েছে, অর্ধেকের বেশি খালি।

ভেতরে ঢুকল রানা, গজ গজ করতে করতে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল হাউসকীপার।

'মাত্র এক মিনিট বিরক্ত করব, মি. মনিয়ের,' বলল রানা, ইঙ্গিতে ওকে একটা খালি চেয়ার দেখালেন ভদ্রলোক।

'কি জানতে চান আপনি?' জড়ানো কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন জেনারেল।

'সয়্যার এয়ার ফোর্স বেস, ফেজ টি-নাইন প্লাস, জেনারেল ওয়াকি, আর প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাদের সম্পর্কে কয়েকটা প্রশ্ন করব আমি।'

ওয়াকির নাম শুনে যেন নিজের অজান্তেই জেনারেলের চোখের পাতা শিউরে উঠল। ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন তিনি। 'আপনার কোন প্রশ্নেরই উত্তর দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

'কিন্তু, মি. মনিয়ের…'

'কোনো কিন্তু নেই, মিস্টার। আপনি ডি.আই.এ. হোন বা আই.আই.ইউ., কিছু এসে যায় না। আমি অবসর নিতে পারি, কিন্তু এখনও বেঁচে আছি।'

'আপনার এ-কথার মানে, জেনারেল?'

বোতল থেকে গ্লাসে খানিকটা হুইস্কি ঢেলে এক চুমুকে খেয়ে ফেললেন জেনারেল। 'মানে? দু'দিন পরই বুঝতে পারবেন মানেটা।' খালি গ্লাসটা চোখের সামনে তুলে সেটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন। 'শুয়োরের বাচ্চারা সব দখল করে নিয়েছে।'

এরপর আর মাত্র একটা শব্দ উচ্চারণ করলেন জেনারেল মনিয়ের, হাউসকীপারের নাম। রানা বুঝল, দোরগোড়ার বাইরেই লুকিয়ে ছিল মহিলা, ডাকতেই ভেতরে চলে এল।

'খুশি তো?' রানাকে নিয়ে হলরুম থেকে বেরুবার সময় বলল হাউসকীপার। 'আপনার মত লোকেরাই আমার মালিকের মৃত্যুর জন্যে দায়ী থাকবেন।'

কোন দিক থেকেই এগোবার পথ খুঁজে পাচ্ছে না রানা অথচ তাড়াহুড়ো করবার প্রচণ্ড একটা তাগিদ অস্থির করে তুলল ওকে। আবার জিনিয়া মেইনের কথা মনে পড়তে খানিকটা শান্ত এবং সান্ত্বনা বোধ করল ও। মেয়েটা যে শুধু নতুন নাম নিয়েছে তাই নয়, মুখের চেহারাও বদলে ফেলেছে। জিনিয়া মেইন সি.আই.এ-তে কাজ করত, তার আসল নাম ছিল জুলিয়া মেন্ডোজা।

সেজন্যেই জিনিয়াকে চেনা-চেনা লেগেছিল ওর। চেহারা বদলেছে বটে, কিন্তু

সতর্ক নীল চোখ জোড়া আগের মতই আছে। তার আগের সেই পুরুষালি চওড়া চোয়াল, বড়সড় বেঢপ নাক, বা কটা রঙের সুদীর্ঘ চুল এখন নেই। যন্ত্রণাকর কসমেটিক সার্জারির সাহায্যে চেহারাটা নিখুঁত আর সুন্দর করে নিয়েছে সে। সি.আই.এ-র সৌজন্য, সন্দেহ কি! তবে নিখুঁত দেহ-সৌষ্ঠবে কারিগরি ফলাবার কোন দরকার পড়েনি। জুলিয়া মেন্ডোজার মুখের মত শরীরটাও চেনা আছে রানার।

তারপর রানার মনে পড়ল হানি হাসলারের পার্টিতে জিনিয়ার সেই অদ্ভুত দৃষ্টি। ওর হাতের ধাক্কায় জিনিয়ার গ্লাস থেকে ব্র্যান্ডি কিংবা শ্যাম্পেন ছলকে পড়েছিল, সাথে সাথে ওর দিকে কেমন আশ্চর্য হয়ে তাকিয়েছিল জিনিয়া। অর্থাৎ ওকে চিনতে পেরেছিল সে!

ক'বছর হবে? চার কি পাঁচ বছর। সি.আই.এ-র একটা অ্যাসাইনমেন্টে একসাথে কাজ করেছিল ওরা, প্রায় দু'মাস বিভিন্ন হোটেলে একই কামরায় থাকতে হয়েছিল দু'জনকে।

শেষ পর্যন্ত তাহলে জুলিয়ার একটা আশা পূরণ হয়েছে। সুন্দর হতে পেরেছে সে।

রানা যখন তাকে চিনত, ঠিক সুন্দরী ছিল না সে। কুৎসিত ছিল, তাও বলা চলে না। সাধারণ একটা চেহারা, নাক আর চোয়াল একটু বেঢপ, কিন্তু শরীরটা পাথরে খোদাই করা গ্রীক দেবীর মত।

ছোটবেলায় জুলিয়ার সাথে ঘৃণ্য কুকুরের মত আচরণ করা হয়েছে। তিন বছর বয়সে বাবা মারা যায়। চারটে ছোট ছোট বাচ্চা নিয়ে দুনিয়ায় একা, অসহায়, এবং নিঃস্ব–এই বাস্তব অবস্থা ভুলে থাকার জন্যে তার মা রাস্তা থেকে প্রেমিক ধরে আনতে শুরু করে, প্রতিবেশীদের এটা সেটা চুরি করে জেলে যায়। সবার ছোট ছিল জিনিয়া, কেন্টাকির একটা এতিমখানায় মানুষ হতে থাকে।

জীবনে স্নেহ-ভালবাসা পায়নি, দেখতেও সুন্দর ছিল না, কিন্তু স্কুলে ভর্তি করার পর দেখা গেল জুলিয়া সাংঘাতিক মেধাবী। কোন পরীক্ষায় কখনও দ্বিতীয় হলো না সে।

প্রতিভাবানদের জন্যে বিনা খরচায় উচ্চশিক্ষা অর্জনের সুযোগ আছে আমেরিকায়, কিন্তু সুযোগ পেয়েও সেটা হাতছাড়া করল জুলিয়া। ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলো বটে, কিন্তু কোর্স শেষ হবার এক বছর আগে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে রাজনীতির সাথে জড়িয়ে পড়ল। সম্ভবত এই সময়েই তার ওপর চোখ পড়ে সি.আই.এ-র।

দু'মাস জুলিয়ার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার সময় বুঝতে পারে রানা, মেয়েটার একমাত্র দুঃখ অসুন্দর চেহারা। প্রায়ই প্লাস্টিক সার্জারির কথা বলত সে, হাতে প্রচুর টাকা এলে চেহারাটা সে বদলে ফেলবে। তার সেই আশা পূরণ করেছে সি.আই.এ.।

এখন সে জিনিয়া মেইন, সি.আই.এ-র মাতা হারি। জেনারেল মনিয়ের কথাটা নিশ্চয়ই স্বীকার করবে। রানার মনে একটা প্রশ্ন জাগল, জিনিয়ার ফাঁদে

যারা পা দিয়েছে তাদের সবার সাথেই টি-নাইন প্লাসের সম্পর্ক আছে কিনা।

মেয়েটার সাথে ওর দেখা হওয়া দরকার, ভাবল রানা। কে জানে, জেনারেল ওয়াকির সাথেও হয়তো যোগাযোগ আছে জিনিয়ার।

সি.আই.এ. ডিরেক্টরের নির্দেশ শুনে ঘাবড়ে গেল জিনিয়া মেইন, বুঝতে অসুবিধে হলো না পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। নির্দেশ দিয়ে অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে গেছে জন কোরিগান। শুধু নাক বোঁচা লোক দু'জন রয়ে গেছে।

স্যাম ফোলিকে তার অ্যাপার্টমেন্টে ডাকতে হবে।

ডিরেক্টরের সাথে তর্ক করতে ছাড়েনি জিনিয়া, কিন্তু কোন লাভ হয়নি। এক সময় স্পষ্ট করে বলেছে সে, 'আমার পক্ষে আর আপনার বা সি.আই.এ-র কাজ করা সম্ভব নয়।' চোদ্দতলা অ্যাপার্টমেন্টের ঝুল-বারান্দায় দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছিল, ঝুঁকে নিচের রাস্তায় তাকিয়ে ছিল জন কোরিগান। 'জেনারেল মনিয়েরের সর্বনাশ করেছেন আপনি, তার ক্যারিয়ার ধ্বংস হয়ে গেছে। এখন আবার বলছেন স্যাম ফোলিকে ডাকতে হবে। অসম্ভব। আমি রিজাইন করছি...এই মুহূর্তে!'

রেলিঙের দিকে পিছন ফিরে সরাসরি জিনিয়ার দিকে তাকাল জন কোরিগান। 'ভাল কথা, জিনিয়া, কিন্তু তোমার রেজিগনেশন এখনই আমি গ্রহণ করতে পারি না,' মৃদু কণ্ঠে, ঠাণ্ডা সুরে বলল সে, চোখ থেকে চশমা নামিয়ে রুমাল দিয়ে কাঁচ মুছল। 'এই মুহূর্তে তুমি একটা অ্যাসাইনমেন্টে রয়েছ। কাজটা শেষ করো, তারপর ব্যাপারটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব।'

'স্যাম ফোলিকে কেন আপনার দরকার এখানে?' ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করল জিনিয়া, একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল বসের দিকে।

'সে-কথা তোমার না জানলেও চলবে।'

মাথা নাড়ল জিনিয়া। কথা বলার সময় তার কণ্ঠস্বর কেঁপে গেল। 'এরপর কে?' রাগ চড়ছে তার। 'ডানকান ডক?'

'এরপর তুমি আর প্রেসিডেন্টের সাথে যোগাযোগ করবে না,' আদেশ করল সি.আই.এ. ডিরেক্টর। 'ন্যাগস হেডে তাঁর সাথে দেখা করে মারাত্মক একটা বোকামি করেছ তুমি।' কথাটা শুনে মনে মনে আঁতকে উঠল জিনিয়া। 'তোমার বর্তমান অ্যাসাইনমেন্ট সম্পর্কে তাঁকে কিছু বলেছ?'

'না,' ফিসফিস করে বলল জিনিয়া। 'কিছুই বলিনি।'

'আর কখনও ডানকান ডকের সাথে দেখা করবে না তুমি,' কর্তৃত্বের সুরে বলল জন কোরিগান, অন্য দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল জিনিয়া।

বাকশক্তি ফিরে পেতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল তার। 'স্যাম ফোলি...কেন তাকে দরকার আপনার?'

'শুধু এটুকু জানো, কোন কেলেংকারি হবে না।' হাত লম্বা করে টেলিফোনটা দেখাল সি.আই.এ. ডিরেক্টর। 'যাও, এবার তাকে ফোন করো। বলো, এখুনি তার সাথে তোমার দেখা হওয়া দরকার—জরুরী, খুব জরুরী।'

জন কোরিগান চলে গেছে। পথে রয়েছে স্যাম ফোলি, যে-কোন মুহূর্তে

পৌঁছে যাবে সে। জিনিয়ার ফোন পেয়ে প্রথমে আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছিল প্রেসিডেন্টের প্রধান উপদেষ্টা। তারপর জিনিয়ার উদ্বিগ্ন আহ্বান শুনে নার্ভাস হয়ে পড়ে সে। শেষ পর্যন্ত এখুনি চলে আসতে রাজি হয়, কথা দিয়েছে কোথায় যাচ্ছে কাউকে বলবে না। রিসিভার নামিয়ে রেখে কাঁদতে শুরু করল জিনিয়া। অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে যাবার সময় আপনমনে মাথা নেড়ে তাকে শান্ত হবার উপদেশ দিয়ে গেছে জন কোরিগান।

স্যাম ফোলি অ্যাপার্টমেন্টে ঢোকার পর থেকে যা ঘটল তাকে স্রেফ দুঃস্বপ্ন বলা যেতে পারে। ঘরে ঢুকেই জিনিয়াকে জড়িয়ে ধরল স্যাম ফোলি, কিচেন থেকে বেরিয়ে এসে তার মাথায় বিদ্যুৎ বেগে হাতুড়ির বাড়ি মারল নাক থ্যাবড়াদের একজন। আর্তনাদ করে উঠে পিছিয়ে এল জিনিয়া, কার্পেটের ওপর দড়াম করে পড়ে গেল স্যাম ফোলির অসাড় দেহ। দ্বিতীয় লোকটার চড় খেয়ে চিৎকার থামাল জিনিয়া, বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল বীভৎস দৃশ্যটার দিকে। অচেতন স্যাম ফোলিকে টেনে নিয়ে গিয়ে একটা চেয়ারে বসাল ওরা। তার শার্টের কয়েকটা বোতাম খোলা হলো, টাই ঢিলে করা হলো, মুখে আর মাথায় ঢালা হলো খানিকটা স্কচ হুইস্কি।

খানিক পরই জ্ঞান ফিরে এল স্যাম ফোলির। তার হাত দুটো চেয়ারের সাথে বাঁধা হলো। একজন লোক তার চোয়াল আর নাকে হাতের চাপ দিয়ে হাঁ করাল, অপরজন হুইস্কির বোতলটা উল্টো করে ধরল খোলা মুখের ওপর। প্রায় আধ বোতল হুইস্কি খাওয়ানো হলো প্রধান উপদেষ্টাকে।

বারবার বিষম খেলো স্যাম ফোলি, পা ছুঁড়ল, অনবরত কাশল, কিন্তু ওদের মনে কোন দয়া হলো না। বাঁধন খুলে দাঁড় করানো হলো তাকে। একজন তাকে সিধে করে ধরে রাখল, অপরজন তার ঘাড়ে প্রচণ্ড কারাতের কোপ মারল। আবার জ্ঞান হারাল স্যাম ফোলি।

'আমাদের ওপর নির্দেশ আছে, চেঁচামেচি করলে তোমাকেও একই রাস্তায় পাঠানো হবে,' জিনিয়াকে হুমকি দিল ওরা।

স্যাম ফোলিকে টানতে টানতে ঝুল-বারান্দায় নিয়ে এল ওরা। চেষ্টা করল জিনিয়া, কিন্তু গলা দিয়ে কোন আওয়াজ বেরুল না, যেন বোবা হয়েই জন্মেছে সে। শুধু ফোঁপাতে লাগল সে, কেঁপে কেঁপে উঠল সন্ত্রস্ত ব্যাঙের মত। চোখের সামনে ঘটে গেল অবিশ্বাস্য ঘটনাটা, কিছুই করতে পারল না সে। ঝুল-বারান্দা থেকে নিচে ফেলে দেয়া হলো স্যাম ফোলিকে।

পাঁচ

বেশ ক'দিন হলো টি-নাইন প্লাস ছড়িয়ে পড়েছে মায়ামিতে, এই সময় ওখানে পৌঁছুল ওঅরলক। কমলা রঙের ভোরে মায়ামি তীররেখা জ্বলজ্বল করছে। বন্দরে

কোন বোট দেখল না স্কিপার মার্লোন ফেটুচিনি। চার্টার বোট আজকাল দেখাই যায় না, টার্কি পয়েন্ট থেকে রেডিও অ্যাকটিভিটি ছড়াবার পর ট্যুরিস্টরা এদিকে বড় একটা আসে না। তেলের দাম বেড়ে যাওয়ায় সাধারণ স্কিপাররাও খরচ পোষাতে পারে না। খুব ধনী দু'চারজন সৌখিন লোক মাঝে মধ্যে মাছ শিকার করতে আসে বটে, আজ অবশ্য তারাও কেউ নেই।

বাতাসে ফুলে আছে ওঅরলকের সেইল, সার সার পাম গাছ আর পরিত্যক্ত হোটেল-রেস্তোরাঁর পাশ ঘেঁষে ধীর গতিতে এগোল ইয়ট। রেস্তোরাঁগুলোর খোলা জানালা যেন নিঃসঙ্গ হাবার মত শূন্য দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে।

গভর্নমেন্ট কাট-এর দিকে এগোচ্ছে ওরা, স্কিপার মার্লোন ফেটুচিনি সেইল গুটিয়ে নেয়ার নির্দেশ দিল, ডিজেল পাওয়ার চালাবে ইয়ট। পাশাপাশি চারটে রাস্তা সহ বুলেভার্ডে কোন প্রাণী নেই। খানিক পর বাঁক ঘুরে বেরিয়ে এল নিঃসঙ্গ একটা পুলিস কার, অলস ভঙ্গিতে আরেক বাঁক নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ওঅরলকের এয়ার হর্ন বেজে উঠতে ড্রব্রিজ মেকানিজমের কর্কশ ধাতব শব্দ শোনা গেল, ধীরে ধীরে উঁচু হলো রোডওয়ে। ব্রিজের ফাঁক গলে রোদ নেমেছে নিচে, রৌদ্র-ছায়ার নকশা ফুটল ইয়টের গায়ে। তাজা বাতাসে ফুসফুস ভরে নিয়ে আপনমনে হাসল জর্জ বুকান। ল্যান্ডিং স্লিপ-ওয়ের দিকে এগোচ্ছে ওঅরলক।

বেশিরভাগ স্লিপ-ই খালি, অল্প কয়েকটা শুধু সেইল বোট দেখা গেল। খালি একটায় ভিড়ছে ওঅরলক, মুখ তুলে ডকমাস্টারের বিল্ডিঙের দিকে তাকাল জর্জ বুকান।

বিল্ডিংটা থেকে বেরিয়ে এল প্রাচীন এক বৃদ্ধ, আপনমনে গজগজ করছে।

'ওহে গডফ্রে,' ক্রুদের নিয়ে ডেকে উঠে এল মার্লোন ফেটুচিনি, চিৎকার করে বুড়োর দৃষ্টি আকর্ষণ করল। 'তোমার খবর কি?'

ওঅরলকের দিকে তাকাল বৃদ্ধ, পানির অভাবে ফাটল ধরা মাটির মত মুখ তার। 'আরে ভাই ফেটু, তুমি কোত্থেকে! আজও তাহলে বেঁচে আছ? আমি তো ভাবছিলাম এক দল হাঙর তোমাকে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে গেছে!'

বুকানদের দিকে তাকাল স্কিপার মার্লোন ফেটুচিনি। 'এ হলো আমাদের সবার দাদু, ক্যারিবিয়ানের সবচেয়ে পুরানো পাপী।'

তেল চটচটে ডকের পাটাতনে তামাটে থুতু ফেলল দাদু গডফ্রে, তামাকের গন্ধে ভরে উঠল বাতাস। ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে হাসল সে, মাড়িতে কোন দাঁত নেই। ডকে নেমে এল জর্জ বুকান, তার সাথে করমর্দন করল। 'নতুন দাড়ি রাখছ, বেশ বেশ,' বলল সে। 'কিন্তু এই বয়সে বছরে এক ইঞ্চিও বাড়বে কিনা সন্দেহ!'

মুখ টিপে হাসল মার্লোন ফেটুচিনি। 'মি. বুকান, দাদুর বয়স একশোর বেশি...'

'ধ্যেৎ, বাজে বোকো না। আগামী জুলাইয়ে মাত্র নিরানব্বুইয়ে পড়ব। এখনও রোজ একবার সাগর থেকে ঘুরে আসি, অভ্যেস।' মার্লোন ফেটুচিনির দিকে তাকাল প্রাচীন বুড়ো, তার পিঠের দাঁড়া খাড়া আর চোখ বড় বড় হয়ে উঠল। 'জানো হে, কী ওয়েস্টে গত হপ্তায় অদ্ভুত একটা জিনিস দেখে এলাম।'

‘কোন পাখি, যার শিং নেই? কিংবা কোন মাছ, যেটা রেডিওঅ্যাকটিভিটি ছড়াচ্ছে না?’ সকৌতুকে জিজ্ঞেস করল স্কিপার ফেটুচিনি।

‘ওসব কিছু না,’ তোবড়ানো মুখ নেড়ে বলল বুড়ো। ‘পেল্লাই আকারের নিউক্লিয়ার সাবমেরিন। পুরানো ন্যাভাল স্টেশনে কার্গো লোড করছিল। চার চারটে সাবমেরিন…’

‘ট্রাইডেন্ট,’ মাথা ঝাঁকিয়ে বলল ফেটুচিনি।

‘কি লোড করছিল ওগুলো?’ জানতে চাইল লুসি বুকান।

‘সম্ভবত আবার পানি নোংরা করতে চাইছে ওরা,’ তিক্তকণ্ঠে বলল দাদু গডফ্রে। ‘জিনিসগুলো আগে কখনও দেখিনি। সিলভার ক্যানিস্টার, কি জানি কি আছে ভেতরে।’

এদিকে লোকজন নেই কেন?’ জিজ্ঞেস করল ফেটুচিনি। ‘সব একদম খাঁ-খাঁ করছে।’

‘রোগের ভয়ে পালিয়েছে সবাই,’ বুড়ো গডফ্রে বলল, ফেটুচিনির পিছু পিছু একটা বার-এর দিকে এগোচ্ছে ওরা। ‘হঠাৎ করে দেখা দিয়েছে এই রোগটা, বহু লোক মারা গেছে।’ জর্জ বুকানের দিকে তাকাল সে। ‘তুমি খাওয়াচ্ছ তো?’ জর্জ বুকান মাথা ঝাঁকাতে বারটেন্ডারকে বলল, ‘আমাকে একটা সীগ্রাম’স সেভেন দাও হে। আর জীবনে এই প্রথমবার গ্লাসটা কানায় কানায় ভরবে!’

‘কি ধরনের রোগ, স্যার?’ টেবিলের উপর ঝুঁকে জিজ্ঞেস করল জর্জ বুকান, ভয়ের একটা শিহরণ অনুভব করছে বুকের ভেতর। বুড়ো গডফ্রে রোগের বর্ণনা দিতে শুরু করায় তার চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল, ঠোঁট কাঁপছে।

‘কি হলো, ডিয়ার?’ আশ্চর্য হয়ে জানতে চাইল এলভিরা বুকান।

‘ড্যাডি, তোমার শরীর খারাপ?’ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল লুসি বুকান, ঘাবড়ে গেছে সে।

‘ওঠো সবাই, চলো–এখানে আর এক মুহূর্ত নয়!’ হাঁপাতে হাঁপাতে বলল জর্জ বুকান, মার্লোন ফেটুচিনিকে টানতে টানতে দরজার দিকে নিয়ে চলল। ‘ডেড বেসিন প্লেগ মায়ামিতেও পৌঁছে গেছে!’

‘কিন্তু, বাবা, আমার মদের পয়সাটা না দিয়ে চলে যাওয়াটা কি ঠিক হচ্ছে?’ প্রতিবাদের সুরে বলল গডফ্রে।

মানিব্যাগ থেকে বিশ ডলারের একটা নোট বের করে বাতাসে ছুঁড়ে দিল জর্জ বুকান। ‘এই নিন, স্যার। একশোয় পা দিতে চাইলে গ্লাসটা শেষ করে যত দূর পারেন পালিয়ে যান।’

বাতাসের মত অদৃশ্য রানা, ছায়ার মত নিঃশব্দ, স্যাঁৎ করে হানি হাসলারের বিল্ডিঙে ঢুকে পড়ল। কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় স্যাম ফোলির দুর্ঘটনার খবর ওর মানসিক অস্থিরতা বাড়িয়ে দিয়েছে।

কোথায় মারা গেল প্রেসিডেন্টের প্রধান উপদেষ্টা? না, জিনিয়া মেইনের চোদ্দতলা অ্যাপার্টমেন্টে। অ্যাপার্টমেন্টে, বা অ্যাপার্টমেন্ট থেকে পড়ে, ওই একই

হলো। এই মৃত্যুর সাথে যে জুলিয়া মেন্ডোজার সম্পর্ক আছে তাতে আর সন্দেহ কি!

পুলিস যখন ফুটপাথে স্যাম ফোলির মৃতদেহ আবিষ্কার করল, লাশের পকেটে দুই সেট চাবি পাওয়া গেছে। এক সেট চাবি ছিল জিনিয়া মেইনের চোদ্দতলা অ্যাপার্টমেন্টের। নিজে পুলিস হেডকোয়ার্টারে গিয়ে ব্যাপারটা জেনে এসেছে রানা। তার আগের দিন জিনিয়ার ঠিকানা যোগাড় করে তার সাথে দেখা করতে গিয়েছিল ও, কিন্তু দারোয়ান বলল ম্যাডাম শহরে নেই।

কিভাবে কি ঘটেছে আন্দাজ করতে পারে রানা। জিনিয়া সি.আই.এ. এজেন্ট, তার সাথে সম্পর্ক ছিল স্যাম ফোলির। ডি.আই.এ. ডিরেক্টর বব নিউম্যানকে না পেয়ে নিজের সন্দেহের কথা স্যাম ফোলি অ্যাকটিং ডিরেক্টর জোসেফ ফালকেনকে বলে ফেলে। একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে আসছে, ডি.আই.এ-র সাথে একযোগে কাজ করছে সি.আই.এ.।

রানাকে ভেতরে নিয়ে দরজা বন্ধ করল হানি হাসলার, দেরি না করে কোমরের বেল্ট খুলতে শুরু করল রানা।

'এতই ব্যস্ত তুমি, মিউজিক ম্যান?' চোখে দুষ্টামির ঝিলিক নিয়ে বলল হানি। 'আমি কি এতই সুন্দরী যে দেখামাত্র···? একটু তর সইছে না?'

'যা ভাবছ তা নয়, সুগার।' বেল্টের ভেতর থেকে ছোট্ট, চ্যাপ্টা একটা জিনিস বের করল রানা। 'তোমার যা কাজ, বহু লোকের সাথে মেলামেশা করতে হয়,' জিনিসটা হানির হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল ও। 'আমি চাই এক লোকের সাথে দেখা করো তুমি, তার কাছে রেখে এসো এটা।'

'কি জিনিস?' তালুতে নিয়ে খুদে, চৌকো ইলেকট্রনিক যন্ত্রটার দিকে তাকিয়ে থাকল হানি।

'বীপার। এটার সাহায্যেই ডি.আই.এ. তার লোকাল এজেন্টদের গতিবিধির ওপর নজর রাখে। গোপনে এক লোকের কাছে রেখে আসতে হবে। পারবে না?'

রানার দিকে অপলক কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর জিজ্ঞেস করল হানি হাসলার, 'এর মানে কি, রানা?'

'মানে আমি একটা অভিযানে বেরুব।'

'আমরা যারা বুদ্ধিমান আর কৌশলী···,' ফোনের অপরপ্রান্ত থেকে ভেসে এল কথাগুলো।

'দুনিয়াটা তাদের দখলেই থাকবে,' বাক্যটা পূরণ করল আরেক লোক, হীরে বসানো সোনার আঙটি পরে আছে আঙুলে।

'সুপারম্যান?'

'হ্যাঁ।'

'আমি কিং কং।'

'বলুন, কিং কং।'

'আমি জানতে চাই এই শালা ক্যাপটেন উইলবার নড লোকটা আসলে কে?'

রাগের সাথে জিজ্ঞেস করল কিং কং। 'এইমাত্র খবর পেলাম উইচিটা ফলস এয়ার ফোর্স বেসে গিয়েছিল সে, আমার পুরানো রেকর্ডপত্র ঘাঁটিঘাঁটি করেছে। নড মানে সেই হারামজাদা, সয়্যারেও যাকে ঘুরঘুর করতে দেখেছি। আমার লোকদের দিয়ে কম্পিউটার চেক করিয়েছি, কিন্তু না, ইউ.এস.এ.এফ. মেডিকেল অফিসারদের মধ্যে উইলবার নড নামে কেউ নেই। আসল ব্যাপারটা কি বলতে পারেন, সুপারম্যান? এসব কি ঘটছে?'

'নড আসলে ডি. আই.এ-র হয়ে কাজ করছে,' শান্তভাবে বলল সুপারম্যান। 'তবে অ্যাসাইনমেন্টটা তাকে দেয়া হয়েছে হোয়াইট হাউস থেকে।'

'হোয়াইট হাউস থেকে!' বিস্ফারিত হলো কিং কং।

'চিন্তার কোন কারণ নেই, কিং কং। তদন্ত বন্ধ করার সময় প্রায় হয়ে এসেছে।'

'কখন হবে…বন্ধ?'

'সম্ভবত কাল।'

'সম্ভবত বাদ দিন, সুপারম্যান!' ঝাঁঝের সাথে বলল কিং কং। 'এখুনি ব্যবস্থা করুন, যাতে কালকের মধ্যে অবশ্যই তদন্ত বন্ধ করা হয়।'

'ঠিক আছে, কিং কং। টারজানকে এখুনি আমি ফোন করছি।'

'করুন, তাড়াতাড়ি করুন!' খটাস করে রিসিভার নামিয়ে রাখল কিং কং।

যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হবার পর অন্য এক নম্বরে ডায়াল করল সুপারম্যান। দু'বার রিঙ হতে অপরপ্রান্তে রিসিভার তুলল কেউ। সাংকেতিক বাক্য বিনিময়ের পর সে জিজ্ঞেস করল, 'টারজান?'

'হ্যাঁ, সুপারম্যান।'

'অপারেশন ব্রিগেডিয়ার শুরু করার সময় হয়েছে বলে মনে হয়। রানা মাস্ট বি রাইপ বাই নাউ। আপনার অপারেটরদের সতর্ক করুন, প্রস্তুত থাকতে হবে ওদেরকে।'

'এখুনি ব্যবস্থা করছি, সুপারম্যান।'

'কি মজা! ডেভিল'স ট্রায়াঙ্গলে পৌঁছে গেছি আমরা!' মেয়ে আর স্ত্রীকে ঘিরে এক পাক নেচে নিল জর্জ বুকান।

'মামি, তুমিও নাচো না!' আবদার ধরল লুসি বুকান।

'সর!' হাসি চেপে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল এলভিরা বুকান।

'হুঁশিয়ার, সাবধান!' অকস্মাৎ বিশাল একটা ঢেউয়ের ধাক্কায় ঝাঁকি খেলো ইয়ট, চিৎকার করে ক্রুদের সতর্ক করল মার্লোন ফেটুচিনি. শক্ত হাতে ওঅরলকের হুইল ধরে আছে সে।

বাতাসের গতিবেগ দু'এক নট কমে আসায় হাতছানি দিয়ে জর্জ বুকানকে কাছে ডাকল স্কিপার। 'মি. বুকান, বেটির দায়িত্ব আপনাকে নিতে হয়, আমার শক্তি শেষ। পেট ভরে কফি খেতে হবে।'

হুইলের দায়িত্ব নিয়ে জর্জ বুকান ইয়ট চালাল পোর্ট বো থেকে পনেরো ডিগ্রী

কোর্সে, একটা লাল আলোর দিকে। ওঅরলক ঘুরে যেতেই সেইলগুলো ফুলে উঠল বাতাসে।

ছুটে এসে কোর্স সংশোধন করল ফেটুচিনি। 'ওই আলোর দিকে গেলে জানতেও পারব না কখন পাশ কাটিয়ে এলাম বিমিনিকে। নাক বরাবর সোজা চালান।'

ও ব্যাটা জানল কিভাবে? ভাবল জর্জ বুকান।

'আরে, কি ব্যাপার?' প্রায় আঁতকে উঠল ফেটুচিনি, হাঁ করে তাকিয়ে আছে ফ্যাদোমিটারের দিকে। ফ্যাদোমিটারের স্টাইলাস রেখা হঠাৎ লাফ দিয়েছে। খানিক আগেও ওঅরলকের নিচে পানির গভীরতা ছিল ছয়শো ফিট, এখন সেটা একশো ফিটেরও কম। এক নিমেষে শেলফ এতটা ওপরে উঠে এল কিভাবে!

ফ্যাদোমিটারের দিকে তাকাল জর্জ বুকান, মনে হলো যেন ওঅরলকের সাথে সাথে শেলফটাও একটু একটু এগোচ্ছে। 'ওটা কি একটা তিমি হতে পারে?' তার দুই কাঁধের ওপর দিয়ে ঝুঁকে আছে স্ত্রী আর কন্যা।

হাততালি দিয়ে উঠল লুসি। 'কি মজা! কি মজা!'

তাকে থামিয়ে দিয়ে ঘড় ঘড় করে উঠল মার্লোন ফেটুচিনির গম্ভীর কণ্ঠস্বর, 'আজ দশ বছর এদিকের পানিতে কোন তিমি দেখা যায়নি।'

'কে জানে, আমরা হয়তো হারিয়ে যাওয়া প্রাচীন কোন শহর আবিষ্কার করে বসেছি,' সকৌতুকে বলল লুসি। 'ভাল করে দেখো, ড্যাডি, ঠিক যেন একটা বিল্ডিং। দোতলা, লক্ষ করেছ?'

স্পর্শকাতর ইন্সট্রুমেন্টে কার্বন স্টাইলাস চার্টের আরও ওপরে রেখা টানতে শুরু করেছে। তারপর হঠাৎ রেখাগুলো নেমে গেল আগের অবস্থানে, অর্থাৎ ওঅরলক খোলের নিচে পানির গভীরতা এখন ছয়শো ফিট।

'বিল্ডিং নয়,' শান্তভাবে বলল ফেটুচিনি, থমথম করছে তার চেহারা। 'আমি জানি কি।'

'কি?' স্বামী স্ত্রী-কন্যা একযোগে জানতে চাইল।

'নিউক্লিয়ার সাবমেরিন। গডফ্রে যেগুলো দেখেছিল কী ওয়েস্টে–না, সেগুলো নয়। এটা অনেক ছোট। বোধহয় ট্রাইটন।'

'জেসাস!' বিড়বিড় করে উঠল জর্জ বুকান, বিশ্বযুদ্ধের নৌ ইতিহাস মনে পড়ে গেছে। 'এদিকের পানিতে গিজগিজ করছে সাবমেরিন। প্রশ্ন হলো সবগুলো আমাদেরই কিনা!'

'আরে না, অনেক রুশ সাবও আছে,' মন্তব্য করল স্কিপার।

রোমাঞ্চিত হলো লুসি বুকান। 'তাহলে দেখছি ডেভিল'স ট্রায়াঙ্গলে যথেষ্ট উত্তেজনা আছে!'

ডুবে থাকা সমতল প্রবাল মাঠ আর প্রবাল প্রাচীরের ওপর দিয়ে এগোল ওঅরলক, পশ্চিম দিগন্তের কাছাকাছি নেমে গেছে সূর্য। বিমিনিকে ঘিরে থাকা প্রবাল প্রাচীর পেরিয়ে এল ওরা। ট্র্যান্সমিশন টাওয়ারটা প্রথমে জর্জ বুকান দেখতে পেল। বিমিনির উত্তর আর দক্ষিণ দ্বীপ দুটোর ওটাই সবচেয়ে উঁচু কাঠামো, সার

সার পাম গাছ আর সাদা চিকচিকে বালির বিস্তৃতির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে।

হারবারটা ছোট, মাছ ধরে ফিরে আসছে স্থানীয় জেলেদের পালতোলা বোটগুলো। বাঁ দিকে তাকিয়ে ব্রাউন'স হোটেল ডক আর ব্লু ওয়াটার ম্যারিনা দেখতে পেল জর্জ বুকান। চারপাশে বাড়িগুলোর ছাদ ম্লান লালচে, সামনের বাগান ঘন সবুজ। বিগ গেম ইয়ট ক্লাব ডকের শেষ প্রান্তে নোঙর ফেলল ওঅরলক।

ক্লাবের গা ঘেঁষেই রয়েছে লার্নার মেরিন ল্যাব। দোরগোড়ায় একজন লোকের কাঠামো দেখতে পেল জর্জ বুকান। বাইরে বেরিয়ে এসে ইয়টের দিকে ছুটল সে।

'দেখো দেখো, আমার ছেলেকে দেখো!' মহা চেঁচামেচি শুরু করে দিল জর্জ বুকান। 'কত্তো বড় হয়েছে ব্যাটা আমার!'

'আরে, পড়ে যাবে যে!' চিৎকার করে উঠল লুসি আর এলভিরা। মনে হচ্ছিল ইয়ট থেকে লাফ দিয়ে পড়তে যাচ্ছে জর্জ বুকান, মা আর মেয়ে তাকে আঁকড়ে ধরে থাকল। তারাও জর্জ বুকানের সাথে সমানে গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে।

করমর্দন, কোলাকুলি, কুশলাদি বিনিময় শেষে মার্ক বুকান সবিনয়ে ওদেরকে জানাল, এখুনি তাকে কাজে বেরুতে হবে।

সবাইকে একটা মটরবোটে তুলে পিজন কী-তে নিয়ে এল সে, এখানে মায়ামি ইউনিভার্সিটির অধীনে একটা ডলফিন রিসার্চ স্টেশন রয়েছে। সবার সাথে ড. শেফার্সের পরিচয় করিয়ে দিল মার্ক বুকান।

ড. শেফার্সের অধীনেই গবেষণা করছে সে। বাবাকে জানাল, 'ড. শেফার্স দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মেরিন বায়োলজিস্ট।'

ড. শেফার্সের মাথায় কাঁচা-পাকা চুল অসম্ভব ফুলে-ফেঁপে কাকের বাসা হয়ে আছে। মানুষটা একহারা, মনে হলো একটু ধাক্কা দিলেই পড়ে যাবেন। যদিও করমর্দনের সময় জর্জ বুকান টের পেল, ভদ্রলোকের হাড় লোহার মত শক্ত। লাজুক একটু হেসে তিনি বললেন, 'আসলে নিজের প্রশংসা করছে মার্ক, ওর ধারণা আমাকে খুব বড় করে না দেখালে ওকে বোধহয় ছোট ভাববে লোকে। বোঝাতেই পারি না, বায়োলজিতে দুর্লভ একটা মেধার আবির্ভাব ঘটেছে...!'

সবাই খুব একচোট হাসল গুরু-শিষ্যের পিঠ-চুলকানোর বহর দেখে।

'খোঁয়াড়ে চলুন,' বললেন ড. শেফার্স। 'আপনাদের একটা জিনিস দেখাব।'

একটা ডিঙিতে চড়ে দ্বীপের আরেক দিকে চলে এল ওরা, টানা বাতাস দ্বীপের এই দিকটাতেই আঘাত করে। সার সার ডলফিন পেনের সামনে দাঁড়াল ওরা, নেটের ভেতর ধূসর রঙের কয়েকটা আকৃতিকে বিরতিহীন সাঁতার কাটতে দেখল জর্জ বুকান।

'চারদিন আগে পানির নমুনা সংগ্রহ করতে গিয়ে এগুলোকে পেয়েছি,' অতিথিদের জানাল মার্ক বুকান। 'জোয়ার নেমে যাবার পর কম পানিতে ছিল। একসাথে বহু ডলফিন অসুস্থ হয়ে পড়ে, কিন্তু সুস্থগুলো ওগুলোকে ছেড়ে নড়েনি। ফলে নিজেরাও মারা যাচ্ছিল।'

'ওদের কাছেও অনেক কিছু শেখার আছে আমাদের,' মন্তব্য করল জর্জ

বুকান।

‘এখানে নিয়ে এসে ওদেরকে আলাদা করে রেখেছি। ড. শেফার্স পরীক্ষা করেছেন।’

‘কি হয়েছে ওদের?’ পেনের বুক সমান পানিতে নেমে ডলফিনদের পরীক্ষা করছেন ড. শেফার্স, সেদিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল এলভিরা।

‘কেউ একজন নামো এখানে।’ নির্দেশ দিলেন ড. শেফার্স। অল্প বয়েসী একটা ডলফিন ছটফট করতে করতে কাত হয়েছে, আর সিধে হতে পারছে না। পানির তলায় মুখ খুলে চিৎকার করছে ওটা, বুঝতে অসুবিধে হয় না যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে। শব্দ নয় হাঁ করা মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে রাশ রাশ বুদ্বুদ। ‘জলদি! বাকিগুলো এত দুর্বল যে এটাকে সাহায্য করতে পারছে না।’

মার্ক, ফেটুচিনি আর জর্জ বুকান একযোগে লাফিয়ে পড়ল পেনের ভেতর। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আবার সিধে করা হলো ডলফিনটাকে। ওটার কর্কশ চামড়া লক্ষ্য করে বিস্মিত হলো জর্জ বুকান।

ওটাকে তুলে অল্প পানিতে নিয়ে আসা হলো, স্থানীয় কয়েকজন যুবক শার্ট খুলে পানিতে ভেজাল, ভেজা কাপড় জড়িয়ে রাখল ডলফিনের গায়ে।

‘কি হয়েছে ওদের?’ পরে, ড. শেফার্স আর মার্কের সাথে রাতে ডিনারে বসে জিজ্ঞেস করল জর্জ বুকান।

‘এক ধরনের ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে ওরা। গলার কফ, টিস্যু, প্যারাসাইট টেস্ট, আর রক্তের নমুনা পরীক্ষা করেছি আমরা। ভাইরাস যে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু খোলা সাগরে কিভাবে আক্রান্ত হলো বুঝতে পারছি না।’ কাঁধ ঝাঁকালেন ড. শেফার্স। ‘আটলান্টা ডিজিজ কন্ট্রোল সেন্টারে নমুনা পাঠিয়েছি, রিপোর্ট এলে জানা যাবে কি ধরনের ভাইরাস।’

অল্প বয়েসী ডলফিনটার মুখ থেকে পচা দুর্গন্ধ বেরোচ্ছিল, মনে পড়ল জর্জ বুকানের। ‘মার্লোন,’ বলল সে, ‘আমরা মায়ামি ছেড়ে আসার সময় ডকমাস্টার কি বলেছিল, তোমার মনে আছে?’

‘আগের দিন একদল ডলফিনকে দেখা গিয়েছিল…’

‘হ্যাঁ। ড. শেফার্স, মায়ামির ডলফিন খোলা সাগর হয়ে এখানে চলে আসেনি তো?’

ড. শেফার্স আর মার্কের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হলো, দু’জনেই হঠাৎ করে সতর্ক।

‘তাই যদি এসে থাকে,’ বিড়বিড় করে বলল জর্জ বুকান, ‘আটলান্টা থেকে রিপোর্ট আসার অপেক্ষায় না থাকলেও চলবে। কি ভাইরাস আমি বলে দিতে পারি।’

‘ওহ্ গড!’ অস্ফুটে বললেন ড. শেফার্স।

‘টি-নাইন প্লাস,’ আবার বিড়বিড় করল জর্জ বুকান।

‘এসো, মার্ক,’ ড. শেফার্স ঝট্ করে উঠে দাঁড়ালেন, তাঁর হাঁটুর ধাক্কায় একটা চেয়ার উল্টে পড়ল। ‘ল্যাবে কাজ করতে হবে।’

মেরিন বায়োলজিস্টরা বেরিয়ে যাবার পর নিস্তব্ধতা নেমে এল কামরার ভেতর। খানিক পর জর্জ বুকান সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'এসো, প্রার্থনা করি–আমার আশংকা যেন মিথ্যে প্রমাণিত হয়।'

সি.আই.এ. ডিরেক্টরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে জিনিয়া মেইন, দু'চোখ ভরা পানি। 'আপনি ওকে খুন করেছেন,' ধরা গলায় বলল সে। 'স্যাম ফোলি আপনার হুকুমে খুন হয়েছে।'

ওভারহেড নিওনের আলোয় জন কোরিগানের চশমার কাঁচ পারদের মত ঝলমল করছে। 'আমাকে আমার দায়িত্ব পালন করতে হয়, এজেন্ট জুলিয়া মেন্ডোজা। যা করেছি, দায়িত্ববোধের নির্দেশে করেছি।' ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে আছে জিনিয়া মেইন, তাকে সে বসতে বলল না।

'এই একই কথা বলেছিল অ্যাডলফ আইখম্যান,' জবাব দিল জিনিয়া।

'তুলনাটা আমার ভাল লাগল না, জিনিয়া।'

'এভাবে আমি হত্যাকাণ্ডে সহায়তা করতে পারব না–সি.আই.এ. বা অন্য কাউকে!'

ডেস্কের পিছনে উঠে দাঁড়াল জন কোরিগান, জিনিয়ার সন্ত্রস্ত চোখ তাকে অনুসরণ করল। 'তোমার কোন উপায় নেই,' জুলিয়াকে বলল সে। 'তুমিও এটার একটা অংশ। আমার মতই।'

ডেস্ক থেকে একটা হোমিং ডিভাইস তুলে জিনিয়ার হাতে গুঁজে দিল সি.আই.এ. ডিরেক্টর। তালুতে নিয়ে জিনিসটার দিকে তাকাল জিনিয়া, খুদে যন্ত্রটার মিনি স্কোপে একটা ব্লিপ দেখা গেল, দেখা দিয়েই আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। অস্পষ্ট, ছন্দময় একটা আওয়াজও বেরিয়ে আসছে ওটা থেকে।

'গুরুত্বপূর্ণ এক আই.আই.ইউ. এজেন্টের বীপার সিগন্যাল ওটা,' বলল জন কোরিগান। 'বীপারটা ডি.আই.এ-র, লোকটা ওদের হয়ে কাজ করছে। তার নাম মাসুদ রানা।' নামটা শুনে মনে মনে আঁতকে উঠল জিনিয়া। 'আমি চাই ওকে তুমি খুঁজে বের করো।'

'কেন?' অস্ফুটে জিজ্ঞেস করল জিনিয়া।

অভয় দিয়ে হাসল জন কোরিগান। 'সে বিপদের মধ্যে আছে, আমরা তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করব।'

স্যাম ফোলির কথা মনে পড়ল জিনিয়ার, তার বেলায়ও এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বস্। 'ঠিক আছে,' মাথা ঝাঁকিয়ে রাজি হলো সে। ইউ মার্ডারিং বাস্টার্ড, ঘুরে দাঁড়িয়ে মনে মনে গাল দিল জিনিয়া, অবশ্যই খুঁজে বের করব মাসুদ রানাকে, কিন্তু আমার সাথে দেখা হলে তাকে আর তোমরা খুঁজে পাবে না!

'শেষ তাকে দেখা গেছে জেনারেল মনিয়েরের বাড়িতে,' পিছন থেকে বলল জন কোরিগান। 'আমার পরামর্শ, ওখান থেকে শুরু করো তুমি।'

দরজার নব ধরে রীতিমত হাঁপাতে লাগল জিনিয়া মেইন। ভ্যালেন্টাইন মনিয়েরের সাথে দেখা করার চেয়ে, নরকযন্ত্রণাও ভাল!

*

পথরোধ করে দাঁড়াল নিগ্রো হাউসকীপার, জিনিয়াকে ভেতরে ঢুকতে দেবে না।

আবার বলল জিনিয়া, 'জেনারেলকে গিয়ে বলো আমি জিনিয়া মেইন, তা সাথে দেখা করতে চাই।'

'তিনি দেখা করবেন না,' স্পষ্ট জানিয়ে দিল মহিলা। এক কথা কত বা বলব!'

'ব্যাপারটা জরুরী, দেখা আমাকে করতেই হবে,' বলে পার্স থেবে সি.আই.এ. আইডেনটিফিকেশন বের করল জিনিয়া।

কার্ডটায় একবার চোখ বুলিয়ে মাথা নাড়ল হাউজকীপার। 'তুমি বাপু বুঝতে চাইছ না! আমার মালিক নেই, কারও সাথে তিনি আর দেখা করবেন না।'

'তারমানে?' ভয় পেয়ে গেল জিনিয়া।

'তোমার মত আজেবাজে লোকেরাই দায়ী। আমার মালিককে তোমর অশান্তির আগুনের মধ্যে ফেলেছিলে। কাল রাতে তিনি নিজের খুলি উড়িয়ে দিয়েছেন।' হাউসকীপারের চেহারা কঠোর হলো। 'বেঁচে থাকা তার জন্যে ভারি কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আজ সকালে ওরা তার লাশ নিয়ে চলে গেছে।'

আতংকে নীল হয়ে গেল জিনিয়া, মাথাটা হঠাৎ ঘুরে ওঠার সাথে বমি পেল তার। মুখের ওপর দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল দরজাটা। টলতে টলতে রাস্তায় বেরিয়ে এসে সাদা মিনি-কন্টিনেন্টালে চড়ল সে, ফোঁপাচ্ছে।

বাড়ির ভেতর নাচতে নাচতে জেনারেল ভ্যালেন্টাইন মনিয়েরের লিভিং রুমে ঢুকল হাউসকীপার। জেনারেলের রিভলভিং চেয়ারে বসে বার কয়েক দোল খেলো সে, তারপর ফোনের রিসিভার তুলল। ডায়াল করার পর বলল, 'এক জাতি, এক দেশ।'

'তবেই যদি শান্তি আসে,' অপরপ্রান্ত থেকে জবাব এল।

'আমি সুইটি, সুপারম্যান,' বলল হাউসকীপার।

'বলো, সুইটি।'

'মেন্ডোজা এইমাত্র মনিয়েরের সাথে দেখা করতে এসেছিল।'

'কি বলেছ তাকে?'

'কিছুই না, সুপারম্যান। জেনারেলের ব্যবস্থা আগেই করা হয়েছে।'

'তোমাকে পুরস্কৃত করা হবে,' সুপারম্যান খুশি হয়ে জানাল।

মেয়েটা কালো, কিন্তু তার হাঁটা দেখলে বেশির ভাগ সক্ষম পুরুষের বুকে ঢেঁকির পাড় পড়বে। দি ওয়াশিংটন পোস্টের সিটি রুমে যখন ঢুকল সে, উপস্থিত সবাই তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল। তাদের চোখের সামনে দিয়ে হানি হাসলার হেঁটে গেল যেন একটা সিংহী।

জলতরঙ্গের মত কণ্ঠস্বর, সিটি এডিটরকে জিজ্ঞেস করল সে, 'মি. ইকবাল হাসানকে কোথায় পাব?'

'সম্ভবত আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারি, ডিয়ার?' টেকো মাথায় হাত

বুলিয়ে আশায় আশায় জানতে চাইল সিটি এডিটর।

'আপনার খুব দয়া,' সহাস্যে বলল হানি হাসলার। 'কিন্তু আসলে আমাকে মি. ইকবাল হাসানের সাথে কথা বলতে হবে।'

'ও, আচ্ছা। হ্যাঁ, অবশ্যই,' লালচে হয়ে ওঠা চেহারা লুকাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল সিটি এডিটর। 'ওদিকে যান, ওই কোণে–ভদ্রলোকের দাড়ি আছে।'

ফ্রেঞ্চকাটের সাথে করমর্দন করল হানি হাসলার। বলিষ্ঠ চেহারা লোকটার, চোখ দুটো শিশুর মত সরল। 'ইয়েস, ম্যা'ম! বলুন আপনার জন্যে কি করতে পারি আমি?'

মাত্র দুটো শব্দ উচ্চারণ করল হানি হাসলার, 'মাসুদ রানা।'

পথ দেখিয়ে হানি হাসলারকে একটা খালি কামরায় নিয়ে এল ইকবাল হাসান। দরজা বন্ধ করে জিজ্ঞেস করল, 'কেসটা সম্পর্কে রানা আপনাকে জানিয়েছে কিছু?'

মাথা নাড়ল হানি, অনুসন্ধানী প্রতিবেদকের হাতে কালো অ্যাটাচী কেসটা ধরিয়ে দিল। 'না, আমি শুধু এটা দিতে এসেছি আপনাকে।' ম্লান হাসল সে। 'গোটা ব্যাপারটা ভারি রহস্যময়। রানা আমাকে কিছুই বলেনি।'

'তাহলে আপনার কিছু না জানাই ভাল, মিসেস হাসলার,' জবাব দিল ইকবাল হাসান, তারও মুখের হাসি ম্লান হয়ে এল।

'মি. বুকান! কেমন আছেন আপনি, বাঘা তেঁতুল?'

'রানা? মিস্টার মাসুদ রানা?' আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল জর্জ বুকান। লার্নার মেরিন ল্যাবে বসে কথা বলছে সে, দু'হাতে শক্ত করে ধরে আছে ফোনের রিসিভার।

'আপনার হাঁপানির খবর কি?' সকৌতুকে জানতে চাইল রানা। 'নিয়মিত হাঁপাচ্ছেন তো?'

'মানে?' প্রথমে বুঝতে পারল না জর্জ বুকান। তারপর মনে পড়ল রানার আরেকটা ফোন কলের কথা। তখন সে জর্জটাউনের বাড়িতে এলভিরাকে নিয়ে শুয়েছিল। মনে পড়তেই অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল সে। তারপর বলল, 'ধন্যবাদ, মাই ফ্রেন্ড! আমার এই হাঁপানিটা তোমার দান।'

'তারমানে নিয়মিত হাঁপাচ্ছেন? গুড।'

'কোথায় তুমি, রানা?'

'আছি কোথাও,' প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল রানা। 'আপনার ওদিকে সব খবর ভাল তো?'

'এরচেয়ে ভাল হতে পারে না। ছেলের সাথে আছি এখানে।' হঠাৎ ডলফিনগুলোর কথা মনে পড়ে গেল জর্জ বুকানের। 'টি-নাইন প্লাস এখানেও পৌঁছে গেছে,' উদ্বেগের সাথে বলল সে।

'সর্বনাশ! বিমিনিতে গেল কিভাবে?'

'ডলফিনরা নিয়ে এসেছে, মায়ামি থেকে।'

'ইলিয়নয়েও ছড়িয়েছে। আর সীটলের কথা আপনি তো জানেনই।'

'জেসাস,' বিড়বিড় করল জর্জ বুকান। 'শেষ পর্যন্ত কী যে হবে!'

'মায়ামি প্লেগ কিভাবে শুরু হলো?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কেউ জানে না। বোধহয় পানি থেকেই ছড়িয়েছে...,' সাবমেরিন আর রূপালি ক্যানিস্টারের কথা মনে পড়ে যেতে চুপ করে গেল জর্জ বুকান।

'মি. বুকান?'

'হ্যাঁ, লাইনে আছি,' ঘরে কেউ নেই তবু ফিসফিস করে কথা বলল জর্জ বুকান। 'রানা, কয়েকটা পয়েন্ট নোট করো, তোমার কাজে লাগতে পারে।'

'আমি রেডি,' দশ সেকেন্ড পর বলল রানা।

'এক, মায়ামি প্লেগ উপকূল থেকে ছড়িয়েছে। দুই, আক্রান্ত ডলফিনগুলোকে মায়ামির উপকূলে দেখা গিয়েছিল। তিন, প্লেগ ছড়াবার কিছু সময় আগে কী ওয়েস্টে বিরাট আকারের নিউক্লিয়ার সাবমেরিনগুলোকে দেখা গেছে, কার্গো লোড করছিল—রূপালি রঙের ক্যানিস্টার। কী ওয়েস্ট মায়ামি থেকে খুব বেশি দূরে নয়, রানা। চার, আক্রান্ত ডলফিনগুলোই বিমিনিতে প্লেগ ছড়ায়। পাঁচ, আমাদের ইয়টের তলা দিয়ে একটা নিউক্লিয়ার সাবমেরিনকে চলে যেতে দেখা গেছে, ডেভিল'স ট্রায়াঙ্গলের কাছে।'

লাইনের অপরপ্রান্ত থেকে কোন সাড়া-শব্দ এল না।

'রানা? রানা?'

'আছি, মি. বুকান।'

'শোনো, তোমার কি মনে হয় এই ঘটনাগুলোর সাথে অন্যান্য জায়গার প্লেগ ছড়াবার কোন সম্পর্ক আছে? সয়্যারের সাথে, ওয়াশিংটনের সাথে, হোয়াইট হাউসের সাথে?'

'আছে, থাকতে বাধ্য। শুনুন, মি. বুকান, শান্ত হয়ে বসে থাকুন, কোথাও নড়বেন না। কাল এই সময় আপনাকে আমি ফোন করব।'

'কি করতে যাচ্ছ আমাকেও বলা যায় না?'

'শিকারে বেরুচ্ছি, মি. বুকান। আপনি এইমাত্র আমাকে আরও কিছু গোলা-বারুদ যোগান দিলেন!'

ধীরে ধীরে রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা। ছোট্ট একটা রেস্তোরাঁয় রয়েছে ও, ধীর পায়ে হেঁটে এসে বার কাউন্টারে দাঁড়াল, বিড়বিড় করে বলল, 'এ ডাবল ওয়াইল্ড টার্কি।'

দুই চুমুকে গ্লাসটা শেষ করে আবার অর্ডার দিল রানা। দ্বিতীয়বার গ্লাসটা নামিয়ে রাখার সময় হাতটা কাঁপল। চোখে কাতর দৃষ্টি নিয়ে নিঃশব্দে মাথা নাড়ল বারটেন্ডার, আরেকজন খদ্দেরের দিকে মনোযোগ দিল।

সিগারেট ধরাচ্ছে রানা, এখনও কাঁপছে ওর হাত। নানা রকম দুশ্চিন্তায় ছেয়ে আছে মনটা, টি-নাইন প্লাসের ভয়াবহ তাৎপর্য হঠাৎ ফাঁস হয়ে গিয়ে যেন মুখ ব্যাদান করে আছে ওর গোটা অস্তিত্বের সামনে।

রেড অ্যালার্টের আসল অর্থ জেনে ফেলেছে রানা। মার্কিন কর্মকর্তারা মিথ্যে কথা বলছে। ড. পিটার ওয়ান চু তাদের শত্রুর হাতে পড়েননি। শত্রুরা টি-নাইন প্লাস ছড়াচ্ছে না। বিদেশী কোন শত্রু এর সাথে জড়িত নয়। তবে ডানকান ডকের ঘনিষ্ঠ কোন লোক প্রেসিডেন্টকে সে-কথাই বুঝিয়েছে।

তবে হ্যাঁ, ওই নিউক্লিয়ার সাবমেরিনগুলো শত্রু এলাকার দিকেই গেছে বটে। কোন সন্দেহ নেই, টি-নাইন প্লাস ছড়াবার উদ্দেশ্য নিয়ে। মনে মনে শিউরে উঠল রানা। এরইমধ্যে বোধহয় অনেক দেরি হয়ে গেছে। রাশিয়া, চীন, বা মধ্যপ্রাচ্যে যে-কোন মুহূর্তে মহামারী দেখা দিতে পারে। শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে শুধু যারা কমিউনিস্ট তাদেরকে মারবে ওরা। তৃতীয় বিশ্বকে নো ম্যানস্ ল্যান্ডে পরিণত করবে।

আমেরিকায় মহামারী ছড়ানোর পিছনে উদ্দেশ্য ছিল ডানকান ডককে আতংকিত করে তোলা এবং সামরিক বাহিনীকে পাল্টা আঘাত হানার জন্যে প্ররোচিত করা। পদোন্নতি দিয়ে ওয়াকিকে শুধু শুধু পেন্টাগনে আনা হয়নি।

চোখে ধুলো দেয়ার জন্যে টি-নাইন ছড়ানো হয়েছে আমেরিকায়। তবে মায়ামির ব্যাপারটা সম্ভবত অন্য কিছু। সামরিক বাহিনীর, এক্ষেত্রে নৌ-বাহিনীর, দুর্ঘটনা প্রবণতা সম্পর্কে জানা আছে রানার। কী ওয়েস্ট থেকে মায়ামি উপকূল হয়ে একটা সাবমেরিন সম্ভবত কোন শত্রু রাষ্ট্রের উদ্দেশে রওনা হয়েছিল, মায়ামির কাছাকাছি কোথাও দুর্ঘটনায় পড়ে।

আর কিছু নয়, এ স্রেফ গোপনে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র। শুধু হাত নয়, সারা শরীর কাঁপতে লাগল রানার, যেন প্রচণ্ড জ্বরে ভুগছে ও। শুধু ওয়াকি নয়, সুপারম্যান সহ অন্যান্য আরও অনেকে ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত। কে যে জড়িত নয় সেটাই বলা মুশকিল। যে-কোন মুহূর্তে হোয়াইট হাউসের সর্বময় কর্তৃত্ব নিজেদের হাতে তুলে নেবে ওরা। হঠাৎ কোন এক সকালে জানা যাবে সরকারকে উৎখাত করা হয়েছে, গঠন করা হয়েছে নতুন মন্ত্রীসভা…।

ডানকান ডকের জন্যে দুঃখ হলো রানার। প্রেসিডেন্ট জানেন না দম দেয়া পুতুলের মত ব্যবহার করা হচ্ছে তাঁকে…

দরজার তালায় ইউনিভার্সেল কী ঢুকিয়ে অপেক্ষা করছে জিনিয়া মেইন। মৃদু, হিসহিস একটা যান্ত্রিক গুঞ্জন বেরিয়ে আসছে তালাটার ভেতর থেকে। ডিভাইসটা সি.আই.এ-র নতুন আবিষ্কার, যে-কোন তালা খুলে ফেলতে পারে, সরকারী অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে এই জিনিস পাওয়া যাবে না।

ক্লিক শব্দের সাথে খুলে গেল তালা, যান্ত্রিক গুঞ্জনটা থামল কবাট ঠেলে রানার কোয়ার্টারে ঢুকল সে।

ভেতরে ঢুকে চারদিকে ভাল করে তাকাল জিনিয়া। বেশ ক'বছর আগে রানার সাথে কাজ করেছে সে, কথাটা মনে পড়ে যেতে খানিকটা উত্তেজনা বোধ করল। চেহারা আর পরিচয় বদলাবার কারণে রানার সান্নিধ্য থেকে এত বছর বঞ্চিত থাকতে হয়েছে তাকে। তার অনেক দুঃখের মধ্যে এটাও একটা।

যা খুঁজছিল একটু পরই পেয়ে গেল জিনিয়া। হলঘরের দিকে মুখ করে বসানো রয়েছে ডিজিটাল অ্যালার্ম ঘড়িটা। কফি টেবিলের সামনে বসে সাদা কাগজে কয়েকটা কথা লিখল সে, চওড়া নিবের ফেল্ট পেন ব্যবহার করল। লেখা শেষ করে ঘড়ির সামনে নিয়ে এল কাগজটা, লুকানো সুপার-ওয়াইড লেন্সের সামনে ধরল।

'পালাও, রানা!' জিনিয়া লিখেছে। 'সময় থাকতে প্রাণ নিয়ে পালাও! তোমার অনুগত, জুলিয়া মেন্ডোজা।'

কাগজটা পুড়িয়ে ফেলল জিনিয়া, বাইরে বেরিয়ে এসে রানার বীপার অনুসরণ করল।

ছয়

স্বর্গীয় দ্বীপ বিমিনিতে আতংকিত হয়ে উঠল জর্জ বুকান। নিউক্লিয়ার সাবমেরিনগুলোর সাথে টি-নাইন প্লাসের সম্পর্ক আন্দাজ করে ভয় তো সে পেয়েইছে, লাল ঝাণ্ডা উড়িয়ে রোগজীবাণুটাকে এদিকে আসতে দেখে একেবারে ঘাবড়ে গেল বেচারা।

ওঅরলক যেদিন এল, তার পরদিন বিমিনিতে নোঙর ফেলল আরেকটা ইয়ট। দূরে থাকতেই বোঝা গেল কোন আনাড়ি, অদক্ষ নাবিক চালাচ্ছে ওটাকে। সরু চ্যানেলে বার কয়েক পাক খেলো, ভাগ্যগুণে পেরিয়ে এল প্রবাল প্রাচীর, লাল সেইলগুলো নামানো হলো অনেক দেরি করে।

এই ইয়টের মালিক একজন ধনী ব্রাজিলিয়ান, ওটাকে চালিয়ে নিয়ে এসেছে তার স্ত্রী। স্বামী বেচারা অসহায়ভাবে শুয়ে আছে বাঙ্কে, সারা শরীরে তীব্র ব্যথা আর জ্বর, হাতের তালুতে ফোস্কা, একটা চোখ ফুলতে শুরু করেছে। ইয়টটা দুঃস্বপ্ন হয়ে এল বিমিনিতে। ব্রাজিলিয়ান কোটিপতি মারা যাচ্ছে, টি-নাইন প্লাসে আক্রান্ত হয়েছে সে।

মায়ামিতে প্লেগ ছড়াবার সময় সেখানেই ছিল ওরা। ভয় পেয়ে খোলা সাগরে বেরিয়ে আসে, সিদ্ধান্ত নেয় ব্রাজিলে ফিরে যাবে। কিন্তু রোগ ছড়াবার পরও অনেকটা সময় মায়ামিতে কাটিয়েছে ওরা, রওনা হবার কয়েক ঘণ্টা পরই আক্রান্ত হলো লোকটা। তার স্ত্রী কোন রকমে ইয়ট চালিয়ে সবচেয়ে কাছের বন্দর বিমিনিতে চলে আসে।

টি-নাইন প্লাস দ্বিতীয়বারও বিমিনিতে এল সাগরপথে। জর্জ বুকানের মনে হতে লাগল ফাঁদে আটকা পড়েছে তারা।

পাঁচটা মহাদেশে মানুষ যখন যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুবরণ করছে, যার হাত দিয়ে মহামারীটা ছড়াল সে তখন প্রকৃতির সৌন্দর্যসুধা পানে বিভোর।

ব্লু রীজ মাউন্টিনের সর্বশেষ পশ্চিম প্রান্তে অদৃশ্য হয়ে গেছে সূর্য, রাত নামতে আর বেশি দেরি নেই, সরকারী গাড়ি চালিয়ে ঢালু পথ বেয়ে নামছে বাচ কেলভিন ওয়াকি। আঁকাবাঁকা পথ, দু'পাশে পাহাড়, দুই পাহাড়ের মাঝখানে সমতল পাথুরে ভূমি, তাজা বাতাসে বুক ভরে নিয়ে গুনগুন করে উঠল ব্রিগেডিয়ার জেনারেল। হান্টিং লজে ফিরছে সে, মাত্র দু'দিন আগে লীজ নেয়া হয়েছে ওটা। একটানা প্রচণ্ড খাটাখাটনি গেছে বেশ কয়েকদিন, ছুটি নিয়ে ওয়াশিংটন থেকে পালিয়ে এসেছে সে।

গাড়ির পিছনের পাহাড়ের নিচে ছোট্ট গ্রামের মাথায় ঝুলে আছে নীলচে খানিকটা কুয়াশা। গ্রামের অস্পষ্ট আলোগুলো নিভু নিভু। রাস্তার নিচের দিকে লেকের পানি দিনের শেষ আলোয় চিকচিক করছে। গাছ আর ঝোপ-ঝাড়ের আড়াল থেকে লেকের পাশের রাস্তায় গাড়িটা বেরিয়ে আসতেই চারপাশের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল ওয়াকি। হেডলাইটের আলোয় সার সার পাম গাছ দেখা গেল। গোটা পার্বত্য এলাকায় লোকজন নেই বললেই চলে, অন্তত যতদূর দৃষ্টি যায় কোথাও কোন প্রাণীর ছায়া পর্যন্ত দেখা গেল না। এই নির্জনতা আর সৌন্দর্যের মাঝখানে হঠাৎ এসে পড়ায় নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে হলো জেনারেল ওয়াকির। তার হাত থেকে ছাড়া পেয়ে টি-নাইন প্লাস হাজার হাজার মানুষকে মেরে ফেলছে, চিন্তাটা মাথায় একবার উঁকিও দিল না।

শান্ত আর ঠাণ্ডা লেকের দিকে মুখ করে রয়েছে লম্বাটে লজ, ঝুল-বারান্দাটা সামনের রাস্তা থেকে পরিষ্কার দেখা যায়। হঠাৎ রিয়ার ভিউ মিররে একজোড়া হেডলাইটের ম্লান অলো জ্বলে উঠেই সাথে সাথে আবার নিভে গেল। সম্ভবত চোখের ভুল, তবু অস্বস্তি বোধ করল ওয়াকি। গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিয়ে একটা বাঁক নিল সে। খানিক পর আবার একবার দেখতে পেল আলোটা, এবার অনেকটা পিছনে। গাড়ির গতি আরও একটু বাড়ল। তবে রাস্তার সর্বশেষ বিস্তৃতি ধরে নাক বরাবর লজের দিকে আসার সময় আলোটা আর দেখা গেল না।

লজে ঢুকে প্রথমেই ওয়াকি সামনের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল। আলো না জ্বেলে লিভিং রূমের পিকচার-উইন্ডোর সামনে দাঁড়াল সে। বুঝতে চায় সত্যি কেউ অনুসরণ করে এসেছে কিনা।

'কাউকে খুঁজছ নাকি, ওয়াকি?' তার পিছনের অন্ধকার থেকে শান্ত, ঠাণ্ডা গলায় প্রশ্নটা এল। আড়ষ্ট হয়ে গেল ওয়াকির কাঁধ।

'কে তুমি?' আধপাক ঘুরে অন্ধকারে চোখ জ্বালার চেষ্টা করল ব্রিগেডিয়ার জেনারেল। 'কি চাই?'

'ডেস্ক ল্যাম্পটা জ্বালো,' কঠিন সুরে নির্দেশ এল। 'এক পা এক পা করে এগোও, তাড়াহুড়ো করলে ধড় থেকে মাথাটা নামিয়ে দেব।'

ডেস্কের দিকে ধীর পায়ে এগোল ওয়াকি। ডেস্কের কাছে থামল, বাঁ হাত বাড়িয়ে দিল ল্যাম্পের দিকে, ডান হাত এক চুল এক চুল করে এগোল দেরাজের দিকে।

'দেরাজের কথা ভুলে যাও, পিস্তলটা নেই ওখানে,' রহস্যময় লোকটা বলল।

'শুধু আলোটা জ্বালো, তারপর ঘরের মাঝখানে ফিরে এসে মেঝেতে বসো, জানালার দিকে মুখ করে।'

নির্দেশ পালন করার সময় ওয়াকির হাত কাঁপতে লাগল। এই কণ্ঠস্বর আগেও কোথাও শুনেছে সে, কিন্তু চিনতে পারছে না। 'কি চাও তুমি?' জোর করে গলায় ধমকের সুর আনল। 'বাঁ দিকে, নিচের দেরাজে আমার টাকা-পয়সা আছে।'

'কুত্তার বাচ্চা, তোর লাশটা শকুনকে দিয়ে খাওয়াতে চাই,' কঠিন কণ্ঠস্বর রাগে কেঁপে উঠল।

গলার আওয়াজ চিনতে পেরে আঁতকে উঠল ওয়াকি।

'তার দেরি আছে, আবার বলল লোকটা। 'আগে আমার কথার জবাব দে, শালা। ড. চু কোথায়?'

'ড. চু?' ধীরে ধীরে বলল ওয়াকি। 'কেন, তিনি তো ক্যালিফোর্নিয়ায়, একটা...'

'এখুনি মরতে চাস, ওয়াকি?' জিজ্ঞেস করল লোকটা। 'তাহলে তৈরি হ–শার্ট, ট্রাউজার, কোট সব খুলে ফেল, ওগুলো তোর গলা দিয়ে নামাব।'

'দেখো, নড, কিংবা তুমি যে-ই হও...'

এক ঝলক আগুনের সাথে গর্জে উঠল আগ্নেয়াস্ত্র। ওয়াকির মাথা থেকে দু'ইঞ্চি দূরে কাঠের প্যানেলে গিয়ে ঢুকল বুলেটটা। 'কথার জবাব দে, শালা। পরের গুলিটা হাঁটুর নিচে লাগবে।'

'মারা গেছেন, তিনি মারা গেছেন!' তাড়াতাড়ি বলল ওয়াকি, দরদর করে ঘামছে সে। 'তাঁর স্ট্রোক হয়েছিল–সত্যিকার স্ট্রোক।'

'অ্যাম্বুলেন্সে করে কোথায় তাঁকে নিয়ে যায় সি.আই.এ. আর গ্রাহাম?'

'উইচিটা ফলসে।' অকস্মাৎ নিঃশ্বাস আটকে যাওয়ায় বোঝা গেল ভারি বিস্মিত হয়েছে ওয়াকি। 'এর বেশি আর কিছু আমি জানি না।'

আবার এক ঝলক আগুনের সাথে বিস্ফোরিত হলো আগ্নেয়াস্ত্র। ওয়াকির বাঁ হাতের দুটো আঙুল উড়ে গেল এবার। ডুকরে কেঁদে উঠল সে।

'ইউ মার্ডারিং বাস্টার্ড, তুমি শালা কাঁদতেও পারো তাহলে? চোপ, একদম চোপ!' একটু বিরতি নিল লোকটা, তারপর বলল, 'আর কিছু জানো না, না? ড. চু যখন টি-নাইন প্লাস তৈরি করছেন তখন তুমি তাঁর সাথে ছিলে। ঘানায় তুমি একটা প্রোটোটাইপ ভাইরাস ছড়িয়েছ। তোমার নির্দেশে সয়্যারে মেল্ট-ডাউন ঘটনাটা ঘটানো হয়, ওখানকার ল্যাব থেকে তোমার নির্দেশে ভাইরাস চুরি করে গ্রাহাম। ড. নিউলি আর আমাকে খুন করার নির্দেশ তোমার কাছ থেকেই পেয়েছিল সে।'

'না!' আহত হাতটা বুকের সাথে চেপে ধরে ফোঁপাচ্ছে ওয়াকি। 'গ্রাহামকে আমি কখনোই এ-নির্দেশ দেইনি যে...।' আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল তার গলা থেকে, কিডনীর ওপর একটা জুতোর ছুঁচালো ডগা প্রায় গেঁথে গেছে।

পিছিয়ে এল রানা। 'হাজার হাজার মানুষকে হাসতে হাসতে মারতে পারো, আর নিজে একটু ব্যথা সহ্য করতে পারো না? ড. চু-র ভাইরাস চুরি করো তুমি,

তারপর ভ্যাকসিন আদায় করে তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দাও। ভ্যাকসিনটা গত বছরই সয়্যারে তৈরি করা হয়, তাই না?'

মাথা ঝাঁকাল ওয়াকি, আপাদমস্তক থর থর করে কাঁপছে তার।

'সীটলে রোগটা ছড়াল কিভাবে, ওয়াকি? কিংবা মিসিসিপি আর মায়ামিতে? উত্তর আফ্রিকায়? নিউক্লিয়ার সাবমেরিনগুলো কোথায় কোথায় টি-নাইন নিয়ে গেছে?'

জানালা দিয়ে ঢুকে ওয়াকির গায়ে চাঁদের আলো পড়েছে, তাকে চমকে উঠতে দেখল রানা। 'সাবমেরিন?' গলা ভেঙে গেল ওয়াকির। 'আমি তো কিছু জানি না!'

ছুটে গিয়ে ওয়াকির ঘাড়ের পেছনে লাথি মালল রানা। মেঝের সাথে নাক আর মুখ ঠুকে গেল, রক্তাক্ত হয়ে গেল কার্পেট। অসুস্থ ভেড়ার মত ছটফট করতে লাগল ওয়াকি।

'উঠে বসো,' নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল রানা, যেন কিছুই হয়নি। 'আরও কথা আছে। আমার ধারণা, সয়্যারে মেল্ট-ডাউন ঘটনার সময় আসলে কি ঘটেছে সেটা তোমরা ড. চু-কে জানতে দিতে চাওনি, তিনি জানতে পারলে হৈ-চৈ বাধাতেন, ওয়াশিংটন আর নিউ ইয়র্কে তোমার সাঙ্গপাঙ্গদের পরিচয় ফাঁস হয়ে যেত। সেজন্যেই তাঁকে মেরে ফেল তোমরা। কি, তাই না?'

ব্যথায় গোঙাতে গোঙাতে উঠে বসল ওয়াকি। তাকে এক চক্কর ঘুরে জানালার কার্নিশে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল রানা। কোন রকমে বসতে পারলেও, ওয়াকি ঢুলছে। নাকের ফুটো দিয়ে জোড়া রক্তস্রোত মন্থর বেগে নেমে আসতে দেখল রানা।

'সাবমেরিনগুলো কোন্ দিকে গেল?' প্রশ্নটা আবার করল ও।

'স-সব দি-দিকে।'

'আরে, শালা দেখি তোতলাতেও পারে! নির্দিষ্ট করে বল।'

'রাশিয়া, চীন, আরব, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, এশিয়া...'

'কি নিয়ে যাচ্ছে?'

'টি-নাইন প্লাস।' নাক টানছে ওয়াকি।

'বলতে পারিস, এখনও তোকে মারছি না কেন? কারণ মেরে ফেললে তোর উপকার করা হবে।'

'মেরো না, প্লিজ, আমাকে মেরো না,' কেঁদে ফেলল ওয়াকি।

'আবার কাঁদে!' ধমক দিল রানা। 'তোর কোড নেম বল।'

'কিং কং।'

'সি.আই.এ. ডিরেক্টরের?'

'টারজান।'

'জোসেফ ফালকেনের?'

'স্পাইডারম্যান।'

'জেনারেল মনিয়েরের হাউসকীপার আসলে কে? সেই তো জেনারেলের আত্মহত্যার ব্যবস্থা করে, তাই না?'

'সুইটি।'

'বাহ্, চমৎকার। তোমাদের মিটিং হত কোথায়?'

জানালার সামনে পায়চারি শুরু করল রানা। ওয়াশিংটনের আস্তানাগুলোর ঠিকানা দিচ্ছে ওয়াকি, ডেস্কের সামনে হেঁটে এসে কাঠের একটা পাত্র থেকে মিনি মাইক্রোফোনটা বের করল রানা, জেনারেলের পেন্সিল থাকে ওটায়। এরপর ডেস্কের ওপরের দেরাজটা খুলল, ভেতর থেকে বের করল একটা মিনিরেকর্ডার। পরীক্ষা করে দেখল এখনও চালু রয়েছে সেট, তারপর ডেস্কের ওপর নামিয়ে রাখল।

'ওয়াশিংটন সম্পর্কে আরও কিছু কথা হোক,' ওয়াকির কাছে ফিরে এসে বলল ও। 'এই ব্যাপারটার সাথে আয়ান ক্যামেরন, হেলমুট কোহলার, লিয়ন ক্যারি, এরা তিনজনই কি জড়িত?'

মাথা নাড়ল ওয়াকি। 'না।' ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে সে। 'মাত্র একজন।'

'সেই একজনই কি সুপারম্যান?'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করে মাথা ঝাঁকাল ওয়াকি।

'দাঁড়া, শালা!' হুকুম করল রানা। 'সুপারম্যানের আসল নাম বলার সময় আমার চোখে তাকিয়ে থাকবি। কই, ওঠ!'

ফোঁপাতে ফোঁপাতে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে জেনারেল। এই প্রথম রানার চোখের দিকে তাকাল সে, ভয়ের ঠাণ্ডা একটা স্রোত নেমে গেল তার শিরদাঁড়া বেয়ে।

'দাঁড়িয়েছিস, গুড। না-না, জানালায় হেলান দিবি না!' বলে ওয়াকির হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিল রানা। ব্যথায় ককিয়ে উঠল জেনারেল।

'ভাল কথা, ভুলে গিয়েছিলাম। ডেড বেসিন প্লেগ ভাল করা যায়?'

ঝাঁকি খেলো ওয়াকির মাথা। 'সম্ভব, কিন্তু এখন আর সময় নেই, অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

ডা. জিল আয়ারল্যান্ডের স্ত্রীর মৃত্যু দৃশ্য চোখের সামনে ভেসে উঠতে ঠাস ঠাস করে কয়েকটা চড় কষাল রানা ওয়াকির গালে।

থরথর করে কাঁপছে ওয়াকির গালের মাংস। চোখ থেকে পানি গড়াচ্ছে হু-হু করে।

'বেশ, এবার সুপারম্যানের পরিচয়। সিধে হয়ে দাঁড়া শালা।' শেষ কথাটা গর্জনের মত শোনাল, সন্ত্রস্ত কুকুরের মত শিউরে উঠল ওয়াকি। 'তোর মত একটা ইঁদুর মিলিটারিতে এল কিভাবে? ডাক্তারী পরীক্ষায় পাস করলি কিভাবে?'

রক্তাক্ত চেহারা নিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়াল ওয়াকি। অনবরত ফোঁপাচ্ছে।

'সত্যি কথা বলবি, ওয়াকি.' সাবধান করে দিল রানা। 'সরাসরি আমার চোখে তাকা। এবার বল, সুপারম্যান কে?'

'সু-সুপারম্যা-ম্যান?' আবার তোতলাতে শুরু করল ওয়াকি।

ইনফ্রারেড স্ক্যানসাইটে রানার দেহ-কাঠামোর রেখাগুলো লাল দেখাল। নতুন

কোল্ট এ. আর.-টোয়েনটি সিরিজের হাই-পাওয়ারড্ রাইফেলের সাথে ফিট করা রয়েছে গানসাইট। এ.আর-টোয়েনটি রাইফেল থেকে বেরুনো শেলের বৈশিষ্ট্য হলো, লক্ষবস্তুর ওপর আঘাত হেনেই ক্ষান্ত হয় না, ছিঁড়ে নিয়ে বেরিয়ে যায়। রাইফেল ব্যারেলের শেষ দিকে বেঢপ, ঢাউস আকৃতির একটা সাইলেন্সার ফিট করা রয়েছে। বার্নাড চাম গানসাইটের ক্রসহেয়ার আই.আই.ইউ. এজেন্ট মাসুদ রানার শিরদাঁড়ার ওপর স্থির করল।

'রানার জন্যে আমি রেডি,' নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল সে।

'না,' বাধা দিল ইউজিং পেং। 'আগে ওয়াকিকে মারো। নির্দেশে বলে দেয়া হয়েছে কার গুরুত্ব বেশি।'

'পার্থক্যটা কি শুনি? আমি তো দু'জনকেই মারব।' কথা বলার সময় ক্রসহেয়ার নড়ে গেছে, আবার রানার পিঠে স্থির করছে চাম।

'আগের কাজ আগে, চাম,' পেং বলল। 'প্ল্যান বদলানো উচিত হবে না।'

'ধ্যেৎ, তোমার সাথে কাজ করে আরাম নেই!' বিরক্তির সাথে বাচ কেলভিন ওয়াকির দিকে লক্ষ্যস্থির করল বার্নাড চাম।

'তুমি শালা ইনফরমেশনের খনি,' ঠোঁটে হিংস্র এক টুকরো হাসি নিয়ে বলল রানা। 'বিনিময়ে অবশ্য ধন্যবাদ নয়, আরও বেশি লাথি-ঝাঁটা জুটবে কপালে।' ডেস্কের কাছে হেঁটে এসে মিনিরেকর্ডারটা বন্ধ করল ও, সিগারেট কেসে ভরে রেখে দিল বুক পকেটে।'

'আমার কি হবে?' করুণ সুরে জানতে চাইল ওয়াকি।

'ওয়াশিংটনে নিয়ে যাব, সেখানে তোমাকে চিড়িয়াখানার বানরের খাঁচায় রাখা হবে। ট্রেনিংও দেয়া হবে, তুমি যাতে বাঁদরামি দেখিয়ে লোক হাসাতে পারো। কিছুদিন পর পাঠিয়ে দেব মিশিগানে–যারা মারা গেছে তাদের আত্মীয়রা তোমার বিচার করবে।'

প্রাণ ভিক্ষা চাইল ওয়াকি। 'না, প্লিজ! প্লিজ, না! ওদের হাতে ছেড়ে দিলে ওরা আমাকে ছিঁড়ে কুটিকুটি করবে। দয়া করে আমাকে...'

'কিসের দয়া?'

'একটা কথা এখনও আমি বলিনি...'

সাত

'অল সেট?' লেকের পাড়ে, ঝোপের আড়ালে নিজের পজিশন থেকে জিজ্ঞেস করল ইউজিং পেং।

'ইয়া।' এ.আর. টোয়েনটির ট্রিগারে চাপ বাড়াতে শুরু করে ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ছাড়ল বার্নাড চাম, টেলিস্কোপ সাইটের ক্রসহেয়ার জেনারেল ওয়াকির

পিঠের ঠিক মাঝখানে স্থির হয়ে আছে।

'বেশ, তাহলে আর দেরি কোরো না,' গুলি কারার অনুমতি দিল পেং।

'কথাটা আবার শুনতে চাই,' বিধ্বস্ত জেনারেলকে বলল রানা। 'বুঝতে চাই তোমার কোথাও ভুল হয়েছে কিনা।'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে যেই ওয়াকি মুখ খুলতে যাবে, পরপর দু'বার কে যেন মুখে হাত চাপা দিয়ে কেশে উঠল। শব্দগুলো কানে থাকতে থাকতেই ঝনঝন আওয়াজ তুলে চুরমার হয়ে গেল কাঁচ, লিভিং রুমের জানালা ঠিক মাঝখান থেকে বিস্ফোরিত হয়েছে।

ভোঁতা কাশির আওয়াজ কানে ঢুকতেই রাইফেল আর সাইলেন্সারের কথা ভেবেছে রানা। চিন্তিত সিদ্ধান্ত নয়, আত্মরক্ষার সহজাত প্রবণতা আর ট্রেনিং পরমুহূর্তে তৎপর করে তুলল ওকে। এক ঝটকায় ডেস্ক থেকে ল্যাম্পটা ফেলে দিয়ে ঘর অন্ধকার হওয়ার আগেই ডাইভ দিয়ে পড়ল মেঝেতে, হাতে আগেই বেরিয়ে এসেছে পয়েন্ট থারটি-এইট।

মাত্র এক সেকেন্ড পর চোখ-ধাঁধানো উজ্জ্বল আলোয় ভরে উঠল কামরাটা, রঙিন ফ্লেয়ার জ্বলে উঠেছে বাইরে। পরমুহূর্তে আবার খক্-খক্ আওয়াজ শোনা গেল দু'বার। চোখে না দেখে, ফ্লেয়ার দুটো কোথায় আছে আন্দাজ করে, পরপর দুটো গুলি করল রানা, গুলির শব্দ মিলিয়ে যাবার আগেই আবার ঝন ঝন আওয়াজ তুলে বিচূর্ণ হলো জানালার বাকি কাঁচ, সহস্র টুকরো হয়ে অস্তিত্ব হারাল একটা আর্মচেয়ার। পেটের ওপর ভর দিয়ে শুয়ে দু'হাতে রিভলভার ধরল রানা, লক্ষ্যস্থির করল রাইফেলের মাজল-ফ্লাশের দিকে। পয়েন্ট থারটি-এইট খালি হয়ে গেল, লেকের পাড়ে ঝোপটা কাঁপছে।

শেষ গুলিটা ছুঁড়ে শিকারী বিড়ালের ক্ষিপ্রতায় শরীরটা গড়িয়ে দিল রানা, ওয়াকির ডেস্কের পিছনে উঠে বসল।

লজের বাইরে ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল এক লোক। ঝোপের ভেতর কি যেন ভাঙল একটা, ধপ্ করে পড়ে গেল। ব্যস্ত হাতে পয়েন্ট থারটি-এইট লোড করছে রানা, আরও দু'বার গুলি হলো। একটা বুলেট ডেস্কের দূরপ্রান্তের কোণ ভেঙে নিয়ে গেল, অপরটা জানালার উল্টো দিকের দেয়াল থেকে খসিয়ে দিল কাঠের প্যানেল সহ খানিকটা প্লাস্টার।

ডেস্কের আড়াল থেকে রানা বেরুল না। 'নিচু হয়ে থাকো, ওয়াকি, খাড়া হলেই মরবে,' ফিসফিস করে বলল ও। 'ওদের হাতে ওটা এলিফ্যান্ট গান, ইনফ্রারেড সাইট লাগিয়েছে।' এক মুহূর্ত কান পাতার পর ডাকল, 'ওয়াকি?'

কোন সাড়া নেই। ডেস্কের কিনারা থেকে উঁকি দিতে হলো রানাকে। মুখ থুবড়ে কার্পেটে পড়ে আছে ওয়াকি, চাঁদের আলোয় তাকে নড়তে দেখা গেল না। শোল্ডার ব্লেডের ওপর দিকে প্রায় কিছুই নেই বলা চলে।

হামাগুড়ি দিয়ে লিভিংরুম থেকে বেরিয়ে এল রানা, সেই সাথে আরেকটা গুলি হলো। দরজার ফ্রেম বিস্ফোরিত হলো ওর মাথা থেকে ছয় ইঞ্চি ওপরে।

লজের ভেতর দিয়ে ছুটতে ছুটতে পিছনের দরজায় চলে এল রানা, ঢোকার পর খোলাই রেখেছিল ওটা। পোর্চে বেরিয়ে এসে অন্ধকারে লাফ দিল ও, রেলিং টপকে পড়ল নিচের ঝোপে।

ভেবেছিল শব্দ করবে না, কিন্তু হলো। পিছু হটে ঝোপ থেকে বেরুল, বাড়িটার বাঁ পাশে গা ঢাকা দিয়ে সিঁধেল চোরের মত তাকাল ইতিউতি। কিছুই নড়ছে না, কোন শব্দ নেই। লজ ঘিরে থাকা ঝোপের আড়াল থেকে বেরুল না, নিঃশব্দ পায়ে এগোল লেকের দিকে।

দূর থেকেও জায়গাটা চিনতে অসুবিধে হলো না, ওখান থেকে লিভিংরুমে জানালার নাক বরাবর সামনে। কয়েকমুহূর্ত অপেক্ষা করার পর রানা বুঝল, ঝোপ খালি, অন্তত সচল কিছু বা প্রাণ নিয়ে কেউ লুকিয়ে নেই। তবু সাবধানে এগোল ও, হাতে রিভলভারটা এমনভাবে তৈরি হয়ে আছে, একটা বন-মোরগ ডানা ঝাপটালেও গুলি খাবে।

ঝোপের ভেতর বার্নাড চামের লাশ পাওয়া গেল, একটা বুলেট মুখের ভেতর নিয়েছে লোকটা। রানা আন্দাজ করল, ডাইভ দিয়ে পড়ার সময় বা নিচু হতে গিয়ে গুলি খেয়েছে লোকটা। চাঁদের আলোয় তার চেহারা দেখে খুশি হলো রানা, যদিও চোখ-মুখ থেকে গাম্ভীর্য খসল না।

একজন গেছে, আরেকজন বাকি–পরিত্যক্ত এ.আর. টোয়েনটি রাইফেলটার দিকে তাকিয়ে থেকে ভাবল রানা। লাশের পাঁচ ফিট দূরে পড়ে রয়েছে ওটা। পেঙের কাছে যদি আরেকটা রাইফেল নাও থাকে, নিদেনপক্ষে একটা পয়েন্ট থারটি-এইট না থেকেই পারে না।

লজের ডান দিক ঘেঁষে এগিয়ে গেছে ঝোপের বিস্তৃতি, জঙ্গলে গিয়ে মিশেছে। আওয়াজটা সেদিক থেকে এল, অনেকটা ভোঁতা গোঙানির মত, পরিষ্কার বোঝা গেল না। এরপর অনেকক্ষণ পেং আর কোন শব্দ করল না। ডান দিকে অর্থাৎ জঙ্গলের দিকে একটু একটু করে এগোল রানা, জানে আওয়াজটা ফাঁদের একটা অংশ হতে পারে।

কে শিকার, কে শিকারী?

রানার প্রথম আর পেঙের দ্বিতীয় শব্দ একসাথে হলো। হঠাৎ কেঁপে উঠল দুটো ঝোপ, দু'জনেই ডাইভ দিয়ে পড়ল মাটিতে। পাঁচবার ঝলসে উঠল গান-মাজ্‌ল্। জোড়া পয়েন্ট থারটি-এইটের গর্জনে খান খান হয়ে গেল রাতের নিস্তব্ধতা। দু'জনেই একসাথে গুলি করেছে।

রানা যখন শিকার এবং শিকারীর ভূমিকা পালন করছে, কমবেশি প্রায় একই সময়ে অনেক দূরে রোপণ করা ওর বীপার সিগন্যালের কাছে পৌঁছে গেল জিনিয়া মেইন।

ডিপ্লোম্যাটিক প্লেট সহ পার্ক করা একটা কালো লিমুসীন থেকে আসছে সিগন্যালটা। গাড়িতে কেউ নেই, খালি। বুঝতে পেরে রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল জিনিয়ার। উদ্বেগের সাথে হন-হন করে এগিয়ে এল সে, ট্রাঙ্কের সামনে দাঁড়িয়ে

হাত দিয়ে চাপড় মারল, বুঝতে চেষ্টা করছে ভেতরটা খালি কিনা। গাড়ির ব্যাক সিট খোঁজ করলে, দুই সিটের মাঝখানে রানার বীপারটা দেখতে পেত সে।

কিন্তু জিনিয়ার জানা নেই ব্যাপারটা। পার্স থেকে ইউনির্ভাসাল কী বের করে ট্রাঙ্কের তালায় ঢোকাল সে।

হঠাৎ সিধে হলো জিনিয়া, কারণ পিছনে পায়ের শব্দ পেয়েছে। ইউনিফর্ম পরা একজন শোফার, মধ্য বয়স্ক, গম্ভীর সুরে জানতে চাইল, কে তুমি? কি করছ?'

'আপনার ট্রাঙ্কে কিছু আছে,' আড়ষ্ট সুরে বলল জিনিয়া।

'আমার সাথে আসতে হবে তোমাকে, মিস,' ইংরেজি উচ্চারণ শুনে বোঝা যায়, এশিয়ার লোক, চেহারা বেশ চ্যাপ্টা।

'কিন্তু আমি…,' কি করবে বা বলবে, মাথায় ঢুকছে না জিনিয়ার। 'আমি তো কোথাও যেতে পারব না।'

'পারতে হবে, মিস,' বলল শোফার। আর যে তর্ক চলে না, পকেট থেকে রিভলভার বের করে বুঝিয়ে দিল সে।

টেলিফোনের পাশে প্রায় দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর লার্নার মেরিন ল্যাবের অফিস থেকে বেরিয়ে এল জর্জ বুকান। বিমিনি সৈকতে সন্ধ্যা নামছে।

নির্দিষ্ট সময়ে ফোন করেনি মাসুদ রানা। অশুভ আশংকায় চেহারা ম্লান হয়ে আছে জর্জ বুকানের। হাঁটতে হাঁটতে ডকে চলে এল সে, ব্রাজিলিয়ান কোটিপতির ইয়টটাকে বাঁকা চোখে দেখল। সে ওটার নাম দিয়েছে ডেথ শিপ।

এলভিরা আর লুসি যে যার কামরায় এখনও ঘুমাচ্ছে। মার্ক আর ড. শেফার্স এখনও অসম্ভব খাটাখাটনি করছে ল্যাবে। গত চব্বিশ ঘণ্টায় ল্যাব থেকে একবারের জন্যেও বেরোয়নি ওরা। জর্জ বুকান জানে ওদেরকে বিরক্ত করা উচিত হবে না, কিন্তু অস্থিরতা দূর করার জন্যে কারও সাথে কথা না বললেই নয়।

'ড্যাডি!' বাবাকে ল্যাবে ঢুকতে দেখেই চিৎকার করে উঠল মার্ক। 'বিরাট কিছু একটা আবিষ্কার করতে যাচ্ছি আমরা! আসলে ড. শেফার্স আবিষ্কার করতে যাচ্ছেন!' হঠাৎ তার মনে হলো, নিজের ঢাক এভাবে পেটানো উচিত নয়।

'এফ.এস.এইচ.,' ড. শেফার্স বললেন, মাইক্রোস্কোপ থেকে চোখ তুলে তাকালেন তিনি। 'যোগাযোগটা ওখানেই, মার্ক। এ না হয়েই যায় না।'

'সিরিয়াসলি শুধু পুরুষগুলো আক্রান্ত হয়েছে, স্যার,' বলল মার্ক। 'মারাও গেছে ওরাই।'

'ব্যাপারটা কি?' দুই মেরিন বায়োলজিস্টের হাতে ধূমায়িত কফির কাপ ধরিয়ে দিয়ে জানতে চাইল জর্জ বুকান। 'কি ঘটছে এখানে?'

'আপনি বসুন, প্লিজ, মি. বুকান,' ড. শেফার্স বললেন। 'দু'মিনিট বিশ্রাম দরকার আমাদের। এই সুযোগে আপনাকে ব্যাখ্যা করে বললে, আমাদের চিন্তার জটও খানিকটা খুলে যেতে পারে।' ল্যাব টেবিলের পাশে একটা বেঞ্চের ওপর বসল জর্জ বুকান।

খুক্ করে কেশে গলাটা পরিষ্কার করলেন ড. শেফার্স। 'টি-নাইন প্লাসে আক্রান্ত রোগীকে সারানো সম্ভব বলে মনে হচ্ছে। অন্তত আমরা একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

'বলেন কি!' অবিশ্বাসের সাথে ভুরু কোঁচকাল জর্জ বুকান। 'তারমানে কি আপনারা ড. ওয়ান চু-র চেয়ে এক ধাপ এগিয়ে গেছেন?'

ড. শেফার্স মৃদু হেসে উত্তরটা একটু ঘুরিয়ে দিলেন, 'মাইক্রো-বায়োলজিতে ড. চু যে কাজ করেছেন, আমি তার সাথে পরিচিত।'

'উনি ড. চু-র চেয়ে কম নন, ড্যাড!'

'মার্ক,' বাধা দিলেন ড. শেফার্স, মাথা নাড়ছেন। 'এসো কাজটা আগে শেষ করি।'

'ইয়েস, স্যার!' একটু লাজুক হেসে মাথা নোয়াল মার্ক, তার অনুগত ভাব দেখে মনে মনে খুশি হলো জর্জ বুকান।

'মাত্র একটা ফিমেল ডলফিন মারা গেছে,' স্মরণ করলেন ড. শেফার্স। 'কিন্তু বয়স কম ছিল, সেক্সুয়াল ম্যাচিওরিটি আসেনি তার।' অর্থহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জর্জ বুকান। 'দুঃখিত, মি. বুকান,' ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন বিজ্ঞানী। 'ভুলে গিয়েছিলাম এখানে কি ঘটছে তার কিছুই আপনি জানেন না। আসল ব্যাপার হলো, এক ধরনের জুয়া খেলছি আমরা, কিন্তু খেলাটার ভিত্তি হলো কিছু সেলুলার মিল–ডলফিন আর মানুষ, দুটোই স্তন্যপায়ী জীব, তাই তাদের সেলেও মিল খুঁজে পাওয়া যায়। রক্তের যে নমুনা নিয়েছিলাম তা থেকে একটা ক্লু পাওয়া গেল–এফ.এস.এইচ.। ডলফিন আর মানুষের সেলুলার আর কেমিক্যাল মেক-আপ একই রকম।'

'ডলফিন স্তন্যপায়ী হলেও, এভাবে কখনও চিন্তা করিনি,' বিড় বিড় করল জর্জ বুকান। 'এফ.এস.এইচ. কি জিনিস, ডক্টর?'

'ফলিকল স্টিমুলেটিং হরমোন, ড্যাড।'

মাথার ফোলা-ফাঁপা, কাঁচা-পাকা চুলে আঙুল চালালেন ড. শেফার্স। 'বিজ্ঞানীরা প্রায়ই জুয়াড়ীদের মত ঝুঁকি নেয়, জানেনই তো–টি-নাইনে আক্রান্ত পুরুষ ডলফিনের রক্তে ওই হরমোনটা ইঞ্জেক্ট করি আমি। এফ.এস.এইচ. পাওয়া যায় শুধু সেক্সুয়্যালি ম্যাচিউড ফিমেলের কাছ থেকে।'

জর্জ বুকানের মাথা ঝাঁকানোর ভঙ্গি দেখে মনে হলো সে বুঝতে পারছে।

'তারপর,' বলে চলেছেন ড. শেফার্স, 'দেখা গেল পুরুষ ডলফিনদের অবস্থা উন্নতির দিকে যাচ্ছে। তারমানে হলো, অ্যান্টিজেন-অ্যান্টিবডি রিয়্যাকশন সম্পর্কে আমার অনুমান মিথ্যে নয়…'

'এই অংশটা, ডক্টর, আরও একটু ব্যাখ্যা করলে বোধহয় বুঝতে সুবিধে হত।'

গুরু-শিষ্য দু'জনেই হাসল। 'আমরা সফিসটিকেটেড থিওরি নিয়ে আলোচনা করছি, মি. বুকান,' বিজ্ঞানী বললেন। 'তবে আরও সহজবোধ্য করার চেষ্টা করছি।'

বোকা বোকা লাগছে নিজেকে, সেটা লুকাবার জন্যে চোখ নামিয়ে হাসল জর্জ বুকান।

'অ্যান্টিজেন হলো প্রোটিন বা কার্বোহাইড্রেট পদার্থ, অ্যান্টিবডি তৈরিতে সাহায্য করে,' ব্যাখ্যা করলেন ড. শেফার্স। 'আর অ্যান্টি বডির কাজ হলো টক্সিন, ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদিকে প্রতিহত করা। শরীরের প্রতিরক্ষা শক্তি ওগুলো, সংক্রমণ, অসুস্থতার সাথে যুদ্ধ করে। মলিকিউলার লেভেলে অ্যান্টিজেনে রয়েছে এক ধরনের ফুটো...'

'বুঝেছি!' জর্জ বুকানের চেহারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। 'ফেজ টি-নাইন প্লাস হলো অ্যান্টিজেন।'

'ঠিক তা নয়,' ড. শেফার্স হাসলেন না। 'ভাইরাসটায়, টি-নাইন প্লাসে, প্রোটিনের একটা আবরণ রয়েছে। প্রোটিন একটা আদর্শ অ্যান্টিজেন।'

'ও, আচ্ছা, বেশ।'

'আগেই বলেছি অ্যান্টিজেনে এক ধরনের ফুটো রয়েছে। এফ.এস.এইচ. অর্থাৎ-সম্ভাবনাময় অ্যান্টিবডি অ্যান্টিজেনের সাথে মিশে যায়, এক্ষেত্রে প্রোটিন আবরণের সাথে মেশে, এবং ঢুকে পড়ে ফুটোর ভেতর। ফলাফল হলো, এই রিয়্যাকশনের কারণে যে মলিকিউলস তৈরি হলো সেগুলো এত বড় যে টিস্যুর পাঁচিল পেনিট্রেট করতে পারে না।'

'আপনি বলছেন টি-নাইন প্লাস লোকালাইজড, আইসোলেটেড হয়ে পড়ে?' চোখে প্রত্যাশা নিয়ে জিজ্ঞেস করল জর্জ বুকান।

'ব্রাভো, মি. বুকান,' বললেন ড. শেফার্স, বাপের পিঠ চাপড়ে দিল মার্ক বুকান। 'এরপর যেটা ঘটে, সংখ্যায় বাড়ার সুযোগ পায় না ভাইরাস। অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে।'

'মাই গড!' আচমকা অস্থির হয়ে উঠল জর্জ বুকান, দাঁড়াতে গিয়ে বেঞ্চ থেকে পড়েই যাচ্ছিল। 'তারমানে কি বলতে চাইছেন এই এফ.এস.এইচ. যদি কাজ করে, ডেড বেসিন প্লেগ সারানো যাবে?'

'যদি কাজ করে,' বললেন ড. শেফার্স, 'তাহলে প্রাথমিক পর্যায়ে রোগটাকে থামিয়ে দেয়া সম্ভব হবে।' একটু থেমে আবার তিনি বললেন, 'তবে রোগটা চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেলে এই পদ্ধতি কোন কাজে আসবে কিনা আমি বলতে পারি না।'

'স্যার একটা সেরাম তৈরি করছেন,' ব্যাকুল সুরে বলল মার্ক। 'এক ঘণ্টার মধ্যে ব্যবহার করতে পারব আমরা।'

'টেস্ট করবে কিভাবে?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল জর্জ বুকান।

'ব্রাজিলিয়ান ভদ্রলোকের ওপর। তার স্ত্রীর সাথে কথা হয়েছে, তিনি অনুমতি দিয়েছেন।'

'তার অবস্থা তো সিরিয়াস, তাই না? রোগটা চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, ঠিক?'

'হ্যাঁ। কাজেই তার কিছু হারাবার নেই।'

সবগুলো টিভি নেটওঅর্ক অনুষ্ঠানটা প্রচার করছে।

ডানকান ডককে ক্লোজ আপে দেখানো হলো। জ্যাকেট খুলে ফেললেন তিনি, শার্টের আস্তিন গুটালেন। এগিয়ে এল তাঁর ব্যক্তিগত ফিজিশিয়ান, আলোর সামনে একটা হাইপডারমিক সিরিঞ্জ তুলে ধরল সে, সুঁই ডগা থেকে কয়েক ফোঁটা সলিউশন বেরুল। অ্যালকোহল দিয়ে মোছা হলো প্রেসিডেন্টের বাহু, ডানকান ডক নির্ভয়ে হাসছেন। বাহুতে সুঁই ফুটতে মৃদু শিউরে উঠলেন তিনি।

আস্তিন নামিয়ে জ্যাকেটটা আবার পরলেন ডানকান ডক। হোয়াইট হাউস সেলুন তুমুল করতালিতে মুখর হয়ে উঠল। চারদিক থেকে অসংখ্য ক্যামেরা ক্লিক ক্লিক করছে। ঝাড়া দু'মিনিট পর আনন্দ উচ্ছ্বাস স্তিমিত হয়ে এল, ডানকান ডক আমেরিকান জনগণের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন।

'সুদীর্ঘ যাত্রা পথে এটা হলো প্রথম পদক্ষেপ। প্রিয় দেশবাসী, এ আমার ঝুঁকির সুফল, আমার পরিশ্রমের ফসল। ডেড বেসিন প্লেগ দেখা দেয়ার পর থেকে এই পদক্ষেপ নেয়ার জন্যে সাধনা করেছি আমি।' ছয় ফিট পাঁচ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য নিয়ে টান টান হয়ে দাঁড়ালেন প্রেসিডেন্ট, মাথাটা উঁচু হয়ে আছে, তিনি হাসছেন। 'আজ থেকে তিন দিনের মধ্যে সবগুলো ইমিউনাইজেশন সেন্টার একসাথে খুলবে, আমেরিকার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে আমরা যে যেখানে আছি সবাই ভ্যাকসিন গ্রহণ করার সমান সুযোগ পাব।

'আমেরিকান জনগণকে আমি ভাগ্যবান বলি। ঈশ্বর সহায় না হলে এ সম্ভব হত না। শতাব্দীর ইতিহাসে, এমনকি সহস্র বছরের ইতিহাসে দেখা গেছে ঈশ্বর বিশেষ একটা জাতি বা সম্প্রদায়কে করুণা করেছেন, আমরা নিজেদেরকে সেই বিশেষ জাতি বা সম্প্রদায় হিসেবে কল্পনা করতে পারি। আজ ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে আছে মানবজাতি, মৃত্যুবীজ টি-নাইন প্লাস গোটা সভ্যতাকে গ্রাস করে ফেলছে। এই ভয়াবহ সংকটে ঈশ্বর আমাদেরকে সাহায্য করেছেন, শুধু আমাদেরকেই সাহায্য করেছেন। আমি গর্বের সাথে, বিনয়ের সাথে, সগৌরবে এবং সন্তোষের সাথে ঘোষণা করছি, মহামারীর বিরুদ্ধে একমাত্র আমরাই পেরেছি ভ্যাকসিনের অধিকারী হতে।

'এখানে আসার পাঁচ মিনিট আগে আমাকে জানানো হয়েছে, শুধু আমেরিকায় নয়–রাশিয়া, চীন, সৌদি আরব, ইরাক, ইরান, ভারতীয় উপমহাদেশ…সব মিলিয়ে প্রায় একশোটার মত দেশে একইসাথে আঘাত হেনেছে টি-নাইন প্লাস। ঈশ্বর পরম করুণাময়, সময় থাকতে বেঁচে গেছি শুধু আমরা।'

গোটা আমেরিকার কোটি কোটি টিভি দর্শক স্তব্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে প্রেসিডেন্টের মুখের দিকে।

'প্রথমে আমরা প্রয়োজনীয় বিপুল পরিমাণ ভ্যাকসিন তৈরি করব,' বলে চলেছেন প্রেসিডেন্ট। 'আমাদের জনগণের জরুরী প্রয়োজন মেটার পার অবশিষ্ট ভ্যাকসিন উৎসর্গ করা হবে দুর্ভাগা মানবাত্মাদের কল্যাণে।'

সেলুনের ভেতর উপস্থিত সবাই আনন্দে ফেটে পড়ল। এক মিনিট পর আবার শুরু করলেন ডানকান ডক।

'এই সংকটে আমেরিকান জনগণের কাছে আমার একমাত্র অনুরোধ নিজের মত প্রতিবেশীকেও ভালবাসুন। বাকি পরম করুণাময়ের ইচ্ছে...ধন্যবাদ। ঈশ্বর আমাদের মঙ্গল করুন।'

'টারজান, এখনও ওয়াকির কোন খবর আপনি পেলেন না?'

'না, সুপারম্যান।' জন কোরিগান ঘামছে।

'কেন, কি ঘটতে পারে? ঘণ্টা কয়েক আগেই তো খবর পাওয়া উচিত ছিল!' সুপারম্যান কঠিন সুরে বলল। 'আপনি কি আমাকে সব কথা বলেছেন, টারজান?' শেষ কথাটা হুমকির মত শোনাল।

উত্তর দেয়ার আগে সি.আই.এ. ডিরেক্টর একটা ঢোক গিলল। 'এটুকুই জানি আমি, সুপারম্যান। না, আরেকটা কথা জানি–জিনিয়া মেইন এই মুহূর্তে বার্মিজ এমব্যাসীতে বন্দী।'

'আপনার উচিত ওয়াকির খবর সংগ্রহ করা!' অপরপ্রান্ত থেকে চাপা কণ্ঠে গর্জে উঠল সুপারম্যান। 'রানারও কোন খবর পাননি?'

'ননা।'

'ওখানে বসে মাছি মারছেন নাকি?' বিস্ফোরিত হলো সুপারম্যান। 'রানা বেঁচে থাকলে এই মুহূর্তে কি করছে আন্দাজ করতে পারেন? ছুটছে সে, যে-কোন মুহূর্তে পৌঁছে যাবে ওয়াশিংটনে! জানেন, তার পরিণতি কি হতে পারে?'

'আমি তো যথাসাধ্য চেষ্টা করছি, সুপারম্যান। ঠিক আছে, দেখছি...'

'দেখুন, আর তাড়াতাড়ি রিপোর্ট করুন আমাকে! আমি চাই না শেষ মুহূর্তে সব ভণ্ডুল হয়ে যাক।'

'আপনার স্বামীর রক্তে এই সেরাম ইঞ্জেক্ট করার পর কি ঘটবে আমি জানি না,' ব্রাজিলিয়ান কোটিপতির স্ত্রীকে বললেন ড. শেফার্স। 'ঠাণ্ডা মাথায় ভাল করে ভেবে দেখুন, ঝুঁকিটা খুব বড়।'

'দিন, ইঞ্জেকশন দিন, প্লিজ!' চেহারায় ব্যাকুলতা নিয়ে অনুরোধ করল মহিলা। 'ও তো মারাই যাচ্ছে, ডক্টর! আমার অবস্থাও তো দেখছেন, ওর পরই আমার পালা! 'হাত দুটো চোখের সামনে মেলে ধরল সে, আঙুলগুলোর ফাঁকে ফোস্কা উঠতে শুরু করেছে। 'আমাকেও আপনি ইঞ্জেকশন দিন, প্লিজ। ও যদি মারা যায়, কি লাভ আমার বেঁচে থেকে!'

ইয়টের কেবিনে পায়চারি করছে জর্জ বুকান, বাঙ্কে শুয়ে থাকা রোগীর দিকে ঘন ঘন তাকাচ্ছে সে। স্বামীর পাশে বসে আছে স্ত্রী, সামনে দাঁড়িয়ে মহিলার বাহুতে অ্যালকোহল লাগাচ্ছে মার্ক বুকান।

ব্রাজিলিয়ান রোগীর দিকে তাকানো যায় না, বীভৎস একটা দৃশ্য। তার জিভ ফুলে ঢোল হয়ে গেছে, সারা গায়ে ফোস্কা, ফোস্কাগুলোর মাঝখানে গায়ের চামড়া

ছাল ছাড়ানো খাসীর মত–কোথাও সাদাটে, কোথাও লালচে। কিছু ফোস্কা গলে পুঁজ বেরুচ্ছে।

এফ.এস.এইচ. সেরাম ভরা সিরিঞ্জ হাতে নিয়ে বিড়বিড় করে প্রার্থনা করলেন ড. শেফার্স, তারপর মহিলার বাহুতে ইঞ্জেক্ট করলেন। সুঁইটা বের করে নেবেন, হঠাৎ গুঙিয়ে উঠে ধপাস করে বাঙ্কের ওপর পড়ে গেল মহিলা।

ঈশ্বর! আঁতকে উঠল জর্জ বুকান, মহিলাকে খুন করা হলো!

দুই মেরিন বায়োলজিস্ট ধরাধরি করে একটা সোফায় শুইয়ে দিল মহিলাকে। দু'জনেই তারা উদ্বিগ্ন। কেউ কোন কথা বলল না। সবাই তাকিয়ে আছে মহিলার দিকে। এভাবে কয়েক মুহূর্ত কেটে যাবার পর রোগিণীর চোখের পাতা নড়ে উঠল।

'আ-আমি দুঃখিত, ডক্টর,' ঘড়ঘড় আওয়াজ বেরিয়ে এল মহিলার গলা থেকে। 'বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। ইঞ্জেকশন নেয়ার সময় প্রতিবার এরকম হয় আমার–জ্ঞান হারিয়ে ফেলি।'

স্বস্তির একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন ড. শেফার্স।

'এবার আমার স্বামীকে দিন,' অনুনয় করল মহিলা।

ব্রাজিলিয়ান কোটিপতির বাহুতে অ্যালকোহল মাখাল মার্ক বুকান। রোগীর শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে গেছে। তবে ইঞ্জেকশন দেয়ার পর একটু শান্ত হলো সে।

জর্জ বুকান থরথর করে কাঁপছে। ড. শেফার্সের দিকে তাকাল সে, জিনিস-পত্র গোছগাছ করে ব্যাগে ভরছেন তিনি। 'এখন, ড. শেফার্স?' জিজ্ঞেস করল জর্জ বুকান। 'এখন কি ঘটবে?'

ক্লান্ত চোখ তুলে তাকালেন ড. শেফার্স। 'একমাত্র ঈশ্বর জানেন,' বিড়বিড় করে বললেন তিনি।

আট

'শালা, সেরেছিল প্রায়!' অনেক সময় ব্যথা ব্যস্ত করে তোলে মানুষকে, প্রাণশক্তি যোগান দেয়–এই মুহূর্তে রানার বেলায় ঠিক তাই ঘটছে। জেনারেল ওয়াকির লাশ আর তার লজ পিছনে ফেলে ঝোপের ভেতর দিয়ে ক্রল করে এগোচ্ছে ও, সবুজ পাতাগুলোয় লাল রক্তের প্রলেপ লাগাতে লাগাতে। জানা আছে আর খানিক দূর এগোলেই রাস্তা পাওয়া যাবে, কিন্তু দাঁড়াতে পারবে কিনা এখনও বুঝতে পারছে না। বাঁ উরুর ওপর দিকটায় আঘাত পেয়েছে ও।

'উহ্, আহ্, গেছি!' নিজের স্যাথে কথা বলে ব্যথাটা সহ্য করার চেষ্টা করছে ও। ভেতরে ঢুকে রয়ে গেছে বুলেট, বেরিয়ে যায়নি। ব্যথার ঢেউগুলো মাথাচাড়া দেয়ার সময় চোখে সর্ষে ফুল দেখছে ও, প্রায় জ্ঞান হারাবার মত অবস্থা। 'আর দু'ইঞ্চি ওপরে লাগলেই আসল জিনিস খোয়াতাম!'

রানার ত্রিশ ফিট পিছনে অবাক বিস্ময়ে হাঁ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে ইউজিং পেং, কোলে তার ভার নিয়ে নুয়ে রয়েছে ঝোপের ডালপালা। কৈ মাছের জান, এখনও মরেনি সে, অন্তত দশ মিনিট আগেও তার ঠোঁট কাঁপতে দেখেছে রানা। শার্টের সামনের দিকটা পুরোটাই লাল হয়ে গেছে রক্তে ভিজে, টকটকে লাল কিনারা সহ একজোড়া গর্ত তৈরি হয়েছে পিঠে। দু'জন একসাথে গুলি করলেও, ভাগ্য সহায়তা করেছে রানাকে।

একটা গাছের গুঁড়ি ধরে সিধে হলো রানা। চাপ পড়ায় বাঁ উরু কাঁপতে লাগল। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল ও, কাঁপুনিটা কমে আসছে। কালো ওল্ডসমোবাইলের কাছে পৌঁছুতে দু'বার আছাড় খেয়ে পড়ল।

এই ঘটনার পর নিজের গাড়ি চালানো মানে আত্মহত্যার চেষ্টা করা। সি. আই.এ-র গাড়ি এখন ওর জন্যে সবচেয়ে নিরাপদ। টেনে-হিঁচড়ে কোন রকমে ড্রাইভিং সিটে তুলল নিজেকে, ঢুলু ঢুলু চোখে তাকাল চারপাশে, 'বড় বিপদ, বাড়িতে কোন ডাক্তার আছে নাকি, ভাই?'

চোখ পিট পিট করে ঝাপসা দৃষ্টি পরিষ্কার করল রানা, কয়েকবার মাথা ঝাঁকিয়ে স্টার্ট দিল। রাস্তার ধারে রয়েছে ওল্ডসমোবাইল, কাঁকরের ওপর চাকাগুলো ঘুরতে শুরু করায় রোমহর্ষক শব্দ হলো। ব্যথার কারণে মনোযোগ ছুটে যাচ্ছে বার বার। বাঁকগুলো নেয়ার সময় প্রতিবার মনে হলো, শেষ রক্ষা বুঝি সম্ভব হলো না। ভয়ে আর ব্যথায় চোখ বুজল ও। গাড়ি খাদে পড়ছে না, পাহাড়ের গায়ে ধাক্কাও খাচ্ছে না, ব্যাপারটা অলৌকিক বলে মনে হলো। রানা ভাবল: হয়তো এভাবেই পৌঁছে যাব ওয়াশিংটন, টিপে ধরব সুপারম্যানের গলা...'

যদিও মাত্র পাহাড়ের গোড়ায় গ্রামটা পর্যন্ত পৌঁছুতে পারল রানা। গাড়ির মেঝেতে রক্ত জমতে শুরু করেছে। গ্রামে একজনই মাত্র ডাক্তার, তার স্ত্রী জানিয়ে দিল ডাক্তার নিজেই হার্টের রোগী, তার ঘুম ভাঙানো সম্ভব নয়। কথায় চিড়ে ভিজবে না বুঝতে পরে ডি.আই.এ. কার্ডটা বের করল রানা, তারপর জ্ঞান হারাল।

জ্ঞান ফিরল তিন মিনিট পর, ডাক্তারের চেম্বারে। ক্ষতটা পরিষ্কার করছে বুড়ো ডাক্তার, প্রচণ্ড ব্যথা আবার হুঁশ ফিরিয়ে এনেছে ওর। দাঁতে দাঁত চেপে, মাথা ঝাঁকিয়ে, ঘেমে গোসল হলো রানা। সচেতন, কিন্তু গুছিয়ে কিছু চিন্তা করতে পারছে না।

ডাক্তার বলল, 'ভাগ্যের জোরে উরুর হাড়টা রক্ষা পেয়েছে, আরেকটু বাঁ দিকে লাগলেই পা-টা কেটে বাদ দিতে হত।'

'আর যদি দু'ইঞ্চি ওপরে লাগত?' ছটফট করছে, নীল হয়ে গেছে চেহারা, তবু পলকের জন্যে কৌতুক ঝিক্ করে উঠল রানার চোখে।

বুড়ি নার্সের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল ডাক্তার। 'নাতনীদের কাছে গল্প করতে পারবে, রোগী হিসেবে একজন চার্লি চ্যাপলিনকে পেয়েছিলাম আমরা!' রানাকে একটা ইঞ্জেকশন দিল ডাক্তার।

দৃষ্টি, বোধ, চিন্তাশক্তি, সব একসাথে ভোঁতা হয়ে এল রানার। অজ্ঞান করা হচ্ছে ওকে, অ্যানেসথেটিক কাজ শুরু করছে। হঠাৎ জরুরী কথাটা মনে পড়ে

গেল ওর। 'ডাক্তার, শুনুন!' নিজের কানেই অস্পষ্ট শোনাল আওয়াজগুলো। 'এখুনি আমাকে ওয়াশিংটন ফিরতে হবে…'

বুড়ি নার্সের দিকে তাকিয়ে আবার চোখ টিপল ডাক্তার। 'বান্ধবীকে দেখাতে চায় দু'ইঞ্চি নিচে লেগেছে গুলি।'

অপারেটিং টেবিলে জ্ঞান হারাল রানা।

'উয়েন!' বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল জিনিয়া মেইন, কামরায় ঢোকার পর বুঝতে পারল বার্মীজ এমব্যাসীতে নিয়ে আসা হয়েছে তাকে। পথে তার কোন কথারই জবাব দেয়নি ইউনিফর্ম পরা শোফার। দাঁড়িয়ে রয়েছেন অ্যামব্যাসাডর, তাঁকে দেখেই জিনিয়ার কাঁধ দুটো যেন হাজার মণ ভার থেকে মুক্ত হলো।

ইন্টেলিজেন্স সার্ভিসে থাকার কারণে সমাজের বিভিন্ন লোকজনের সাথে মেলামেশা করতে হয়েছে জিনিয়াকে, যাদের সাথে ঘনিষ্ঠতা জন্মেছে বার্মীজ অ্যামব্যাসাডর তাদেরই একজন। শান্তশিষ্ট মার্জিত ভদ্রলোক তিনি, বৌদ্ধধর্ম শুধু বিশ্বাসই করেন না, কিছু কিছু নীতিমালা মেনে চলারও চেষ্টা করেন। জিনিয়ার সাথে আধ্যাত্মিক বিষয়ে বহুবার দীর্ঘ আলাপ হয়েছে তাঁর, বিনিময়ে তাঁর নারী-মাংসের লোভ মেটাতে যথাসাধ্য সাহায্য করেছে জিনিয়া। জিনিয়ার বুদ্ধিবৃত্তি এবং শরীর, দুটোরই ভক্ত তিনি।

'লিমুসীনের পিছনে কি করছিলে তুমি, জিনিয়া?' মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস্ করলেন তিনি, ইতিমধ্যে কামরা থেকে বেরিয়ে গেছে শোফার। জিনিয়ার মুখে তার পেশা, আসল পরিচয়, সাম্প্রতিক ঘটনাবলী ইত্যাদি শুনতে শুনতে ভদ্রলোকের বুদ্ধিদীপ্ত চোখ জোড়া বিস্ফারিত হয়ে উঠল।

'উয়েন, তোমার সাহায্য দরকার আমার!' ব্যাকুল সুরে বলল জিনিয়া। 'কয়েক হপ্তা আগেও মনে হচ্ছিল দেশের সেবা করছি। কিন্তু এখন দেখছি গোটা ব্যাপারটাই ষড়যন্ত্রের অংশ। সি.আই.এ-তে চাকরি করতে পারি, কিন্তু আমি খুনী নই। ওরা আমাকে দিয়ে খুন করাতে পারে না!'

'কি করতে চাও তুমি, জিনিয়া?'

'এ দেশে আমার থাকা চলবে না। থাকলে আমি মারা পড়ব।'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন অ্যামব্যাসাডর। 'অত্যন্ত সিরিয়াস একটা ব্যাপার, জিনিয়া। কি করা উচিত সত্যি আমি বুঝতে পারছি না।'

এগিয়ে এসে বন্ধুর হাত চেপে ধরল জিনিয়া। 'আমার কথা তুমি বিশ্বাস করছ তো, উয়েন? তুমি আমাকে সাহায্য না করলে ওরা আমাকে মেরে ফেলবে।'

ক্ষীণ একটু হেসে অভয় দিলেন অ্যামব্যাসাডর। 'অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করব, জিনিয়া। জানি, তুমি বুঝতে ভুল করোনি।'

'তোমার দেশ আমাকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেবে তো, উয়েন?'

'দেবে, তোমাকে যদি আমি কোন কেলেংকারি ছাড়া ওয়াশিংটন থেকে বের করতে পারি তবে। তারপর, ওখানে, কয়েক মাস কাটাতে হবে রিফিউজি ক্যাম্পে। তোমার ব্যাপারটা ভাল করে তদন্ত করে দেখতে চাইবে ওরা।' জিনিয়ার

হাত চাপড়ে দিলেন অ্যামব্যাসাডর। 'আবার নতুন একটা জীবন শুরু করতে অনেক সময় লেগে যাবে তোমার।'

বন্ধুকে আলিঙ্গন করল জিনিয়া। 'ধন্যবাদ, উয়েন,' ফুঁপিয়ে উঠে বলল সে, চোখে আনন্দের প্লাবন। 'তুমি আমার সত্যিকার বন্ধু।'

'সবচেয়ে আগে দরকার তোমার চেহারাটা বদলে ফেলা। যতটা সম্ভব অন্য এক চেহারা নিতে হবে তোমাকে। তা না হলে তোমাকে আমি ওয়াশিংটন থেকে বের করতে পারব না। এমনকি এমব্যাসীতেও খুব বেশি দিন নিরাপদ নও তুমি।'

মাথা কাত করে রাজি হলো জিনিয়া। 'বেশ, আমি তাহলে আমার হেয়ার ড্রেসারকে ডাকি। সাধারণ কিছু কাপড়চোপড় আর টুকিটাকি জিনিস আনিয়ে দাও আমাকে।'

'আশা করি বার্মা তোমার ভালই লাগবে,' স্মিত হেসে বললেন অ্যামব্যাসাডর।

এক নম্বর আস্তানা থেকে ফোন করার সময় হাত কাঁপছে সুপারম্যানের। এক হাতে রিসিভার, অন্য হাতটা টেবিলের ওপর পড়ে আছে, কড়ে আঙুলে পরা হীরের আংটি ঝিক্ করে উঠল আলো লেগে। 'কি বলছেন! কিভাবে ঘটল? আমাদের ক্যানিস্টারের সাথে নিউ ইয়র্কের চালান মেশে কি করে?'

'ব্যাপারটা ঘটেছে আমার অপারেটররা ওখানে পৌঁছুবার আগেই,' সন্ত্রস্ত গলায় বলল টারজান। 'প্ল্যান্টের কোন এক হারামজাদা নিউ ইয়র্ক চালানের ক্যানিস্টার কম দেখে সাংকেতিক চিহ্ন আঁকা আমাদের ক্যানিস্টার নিয়ে যায়। পরে জানা গেছে আমাদের আফ্রিকান চালানে ক্যানিস্টার কম হয়েছে। অ্যাডমিরাল ল্যাংলি অবশ্য পূরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন...'

'ভ্যাকসিন নিয়েছেন আপনি, টারজান?'

'এখনও নেইনি। পেনসিলভেনিয়া এভিনিউয়ের সেন্টারটা খুললে আমার লোকদের নিয়ে যাব ওখানে।'

'এখুনি যান,' সুপারম্যান বলল। 'দেরি করবেন না! এ-ধরনের ভুল কেন যে করেন! আপনারা প্রায়োরিটি লিস্টে আছেন, গেলেই ভ্যাকসিন দেবে ওরা, লাইন দিতে হবে না।'

'বুঝলাম না, সুপারম্যান,' জন কোরিগান কৌতূহল প্রকাশ করল। 'এত তাড়া কিসের?'

'তাড়া এই জন্যে যে,' তিক্তকণ্ঠে বলল সুপারম্যান, 'আমার দুশ্চিন্তা শুধু নিউ ইয়র্ক চালান নিয়ে নয়—ডেড বেসিন প্লেগ ওয়াশিংটনেও দেখা দিয়েছে!'

দুশ্চিন্তায় কাহিল হয়ে পড়েছে জর্জ বুকান, কিন্তু পরিবারের কাউকে ব্যাপারটা জানাচ্ছে না। আজ তিন দিন হলো ফোন করেনি মাসুদ রানা। প্রতি ঘণ্টায় সন্দেহটা প্রবল হচ্ছে, সে হয়তো বেঁচে নেই!

সকাল বেলা সন্দেহটা আরও পোক্ত হলো। ব্রেকফাস্ট খেতে বসে খিদে নেই বলে উঠে পড়ল জর্জ বুকান, স্যাটেলাইট ওয়ার্ল্ড নিউজ শোনার জন্য টিভির সামনে এসে বসল।

সংবাদ পাঠক বলে চলেছে, 'আমরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি, দুনিয়ার প্রায় সবখানে একযোগে ছড়িয়ে পড়েছে টি-নাইন প্লাস…।' রহস্যময় সাবমেরিন আর রূপালি ক্যানিস্টার কার্গো সম্পর্কে তার সন্দেহ যে মিথ্যে নয়, বুঝতে পারল জর্জ বুকান।

ঠাণ্ডা মাথায় গোটা পৃথিবীতে মহামারীর জীবাণু ছড়ানো হচ্ছে। কার হুকুমে? কে বা কারা নিচ্ছে এত বড় পাপের ঝুঁকি? অস্থিরভাবে পায়চারি শুরু করল জর্জ বুকান। এত বড় নিষ্ঠুর কে হতে পারে? না হয় পৃথিবী একটা সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল, না হয় একটানা অনেক দিন ধরে দুর্ভিক্ষের শিকার হয়েছে মানুষ, তাই বলে সবাইকে মেরে ফেলে সমস্যার সমাধান করতে হবে?

একজন, মাত্র একজন লোক এ-ধরনের সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা রাখে। শুধু তার পক্ষেই এ-ধরনের ভয়াবহ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করা সম্ভব। একমাত্র তারই রয়েছে যথেষ্ট কর্তৃত্ব আর ক্ষমতা।

ডানকান ডক।

মেইনল্যান্ড থেকে আসা খবরের কাগজ পড়েছে জর্জ বুকান। জেনারেল মনিয়ের অকস্মাৎ অবসর নিল, তারপরই আত্মহত্যা করল। বিশ্বাসযোগ্য নয়। এয়ার ফোর্স সি-বি-আর-এর হেড ছিল জেনারেল মনিয়ের–জীবাণু যুদ্ধ গবেষণার প্রধান কর্মকর্তা। মহামারীর সাথে তার অবসরগ্রহণ আর আত্মহত্যার সম্পর্ক না থেকেই পারে না। তারপরই দুর্ঘটনায় পড়ে মারা গেল স্যাম ফোলি, প্রেসিডেন্টের প্রধান উপদেষ্টা। দুর্ঘটনা? অসম্ভব!

স্যাম ফোলির কথা মনে পড়তে বুকটা টন টন করে উঠল তার। এক সাথে কাজ করেছে তারা। কই, কখনও তো তাকে মাতাল হতে দেখেনি সে!

এভাবে রুই কাতলারা যদি মারা যায়, মাসুদ রানার ব্যাপারে আশা করার কিই-বা আর থাকতে পারে? ডি.আই.এ. ওকে ধার করেছিল, মহামারীটা কিভাবে ছড়াল তদন্ত করে দেখার জন্যে। যা অবস্থা, ওরই তো সবচেয়ে আগে মরার কথা। দুর্ঘটনায়!

পায়চারি করতে করতে একটা উপসংহারে পৌঁছুল জর্জ বুকান। ডানকান ডককে চেনে সে, তাঁর পক্ষে রাতারাতি শয়তান হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। প্রেসিডেন্ট নিশ্চয়ই ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হয়েছেন। আমেরিকায় প্লেগটা ছড়ানো হয়েছে যাতে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট, সমস্ত সশস্ত্র বাহিনীর কমান্ডার-ইন-চীফ, রাশিয়া আর চীনে রোগ জীবাণুটা ছড়াতে প্ররোচিত হন।

পায়চারি থামিয়ে উত্তেজনায় কাঁপতে লাগল জর্জ বুকান। ঠিক তাই ঘটেছে, তা না হয়েই যায় না! আমেরিকা পৃথিবীর সমস্ত খনিজ সম্পদ নিজের দখলে আনার চেষ্টা করছে। এক ঢিলে দুই পাখি মারার ষড়যন্ত্র। খনিজ সম্পদ দখল, এবং সেই সাথে দুনিয়ার লোক সংখ্যা কমিয়ে আনা। প্রেসিডেন্টের ঘনিষ্ঠ যারা

তাদের কেউ এই ষড়যন্ত্রের জন্যে দায়ী। প্রেসিডেন্ট তার বা তাদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছেন।

'ড্যাড! ড্যাড!' দড়াম করে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল মার্ক বুকান। 'পেরেছি! আমরা পেরেছি!' তার চোখে সৃষ্টিসুখের উল্লাস। স্যাঁৎ করে ছুটে এসে বাবাকে জড়িয়ে ধরল সে। চোখে পানি।

'কি পেরেছ?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল জর্জ বুকান। এই বুড়ো বয়সে পাঁজরের হাড় ভাঙলে আর জোড়া লাগবে কিনা ভাবছে।

'আমরা পেরেছি, খোদার কসম পেরেছি!' হাপরের মত হাঁপাচ্ছে মার্ক বুকান, বুকের সাথে বাবাকে পিষে ফেলতে চাইছে। 'ব্রাজিলিয়ান ভদ্রলোক সেরে উঠছেন!'

'আহ্, ছাড়ো, দম আটকে আসছে!' এফ.এস.এইচ. সেরামের কথা বলছ?'

ব্যথায় কাতর বাবাকে ছেড়ে দিয়ে সবেগে মাথা ঝাঁকাল মার্ক বুকান। 'ব্রাজিলিয়ান ভদ্রলোক সেরে উঠছেন, ড্যাড! আর তার স্ত্রীর সমস্ত লক্ষণ অদৃশ্য হয়ে গেছে! ড. শেফার্স বিশ্ববিখ্যাত হয়ে যাবেন!' আকাশের দিকে দু'হাত পাতল সে। 'দাও, নোবেল প্রাইজ দাও!'

বাপ-ব্যাটার দৌড়ে বাপই জিতল, ছেলেকে পিছনে ফেলে ইয়টে প্রথম ঢুকল জর্জ বুকান–পাশ ফিরে তার দিকে তাকাল ব্রাজিলিয়ান কোটিপতি, শিশুর মত সরল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তার চেহারা। গায়ের আগের রঙ ফিরে এসেছে, শুকিয়ে আবার মসৃণ হয়ে এসেছে চামড়া, ফুলে-ফেঁপে ওঠা শরীর ফিরে পেয়েছে প্রায় আগের আকার। একটা চোখ এখনও ফুলে আছে, তবে আগের মত নয়। ফোস্কাগুলোও আছে, তবে পুঁজ বেরুচ্ছে না, আকারেও ছোট হয়ে এসেছে। সবচেয়ে ভাল অবস্থা হাতের, আঙুলগুলোর ফাঁকে ঘা বলতে গেলে একবারেই নেই। মুখ হাঁ করে দেখাল ব্রাজিলিয়ান কোটিপতি, সরু জিভ।

চোখে অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে থাকল জর্জ বুকান। 'এ-ও কি সম্ভব!'

'দুঃখ এই যে ব্রেন খানিকটা ড্যামেজ হয়েছে,' বিজ্ঞানী জানালেন। 'তবে অন্তত প্রাণটা বাঁচানো গেছে।'

ধীরে ধীরে বাঙ্কের ওপর উঠে বসল ব্রাজিলিয়ান কোটিপতি, পোর্টহোল দিয়ে বাইরে তাকাল। ডলফিনদের খেলা দেখে আপনমনে হাসছে সে। সাগরে লাফালাফি করছে ওগুলো।

'তারমানে আমরা একটা চিকিৎসা আবিষ্কার করেছি,' বলল মার্ক বুকান। সে তার স্যারের সাথে করমর্দন করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

জর্জ বুকান তখন অন্য জগতে। কি করতে হবে বুঝে ফেলেছে সে। ওয়াশিংটনে, হোয়াইট হাউসে ফিরতে হবে তাকে। ব্যক্তিগতভাবে ডানকান ডকের কাছে নিয়ে যাবে ডলফিন সেরাম, ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দিয়ে সতর্ক করবে প্রেসিডেন্টকে। তার নতুন বন্ধু মাসুদ রানা যে কাজটা শুরু করেছিল সেটা শেষ করবে সে।

এবং আবার তাকে দরকার হবে হোয়াইট হাউসে। ক্যাপিটল হিলে আবার

তার পরামর্শ কদর পাবে। আশপাশে এমন কেউ থাকবে না যারা তাকে উন্মাদ, তরল বলে ব্যঙ্গ করবে। শারীরিক বিজয় অর্জিত হয়েছে, এবার রাজনৈতিক বিজয় অর্জন করবে সে। ঝট্ করে মুখ তুলে উত্তেজিত গলায় কথা বলে উঠল জর্জ বুকান, 'শুনুন, ড. শেফার্স!'

'আমাকে উইলিয়াম বলে ডাকুন, মি. বুকান,' উদার হেসে আহ্বান জানালেন বিজ্ঞানী ভদ্রলোক। 'হাজার হোক, আমরা সবাই একসাথে ইতিহাস তৈরি করেছি!'

'ঠিক আছে, উইলি,' জবাব দিয়ে বিজ্ঞানীর হাতে মৃদু একটা ঘুসি মারল জর্জ বুকান।

'আরে, আরে,' ব্যথা পাবার ভান করে বিস্ময় প্রকাশ করলেন ড. শেফার্স। 'হোয়াইট হাউসে বোধহয় এটাই কাজ ছিল আপনার, সবাইকে ঘুসি মারা?'

'সরি। একটা ঘোরের মধ্যে ছিলাম। শুনুন, বলছি কি করব আমরা,' দ্রুত বলে গেল জর্জ বুকান। 'আপনি যে শুধু নোবেল প্রাইজ পাবেন তাই নয়, রাতারাতি হিরো বনে যাবেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডলফিন সেরাম ওয়াশিংটনে নিয়ে যেতে হবে। ডানকান ডকের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্যে আমার চেয়ে ভাল পিয়ন আর পাবেন না। এই মুহূর্তে প্রচুর পরিমাণে তৈরি করা দরকার সেরামটা, তাই না?'

'এক মিনিট,' শান্ত ভাবে বললেন ড. শেফার্স। 'আপনার প্রস্তাবে আমি রাজি, কিন্তু আমার একটা শর্ত আছে।'

'কি শর্ত?'

'আপনি আমাকে কথা দিন যে ওদেরকে আপনি বোঝাবেন, ডলফিন সেরাম তৈরি করতে হবে কৃত্রিম উপায়ে। এইচ.ই. ডব্লিউ. বিজ্ঞানীদের পক্ষে সহজেই এফ.এস.এইচ. সেরাম সিনথেসাইজ করা সম্ভব। তা না হলে ডলফিনের ঝাড়-বংশ শেষ করে ফেলবে ওরা। প্রেসিডেন্টকে দিয়ে আপনি লিখিয়ে নেবেন...'

চোখে আহত দৃষ্টি নিয়ে বিজ্ঞানীর দিকে তাকাল জর্জ বুকান। 'কেন, ভেবেছেন ডলফিনদের ওপর আমার মায়া নেই?'

'তাড়াতাড়ি খুলুন, তা না হলে ওটা দিয়ে আপনার গলায় ফাঁস লাগাব,' স্তম্ভিত নার্সকে হুমকি দিল রানা, হাত তুলে বিছানার পাশে খাড়া করা আই.ভি.ইউনিটটা দেখাল।

'এমন লোক তো দেখিনি,' কপাল থেকে পাকা চুল সরিয়ে বলল নার্স। 'চুপচাপ শুয়ে থাকুন...'

'জানি আপনি আমার ভাল চাইছেন,' বলল রানা, ঘুম থেকে যেন একটা দানব জেগে উঠেছে। 'কিন্তু গ্লুকোজ পাইপ যদি না খোলেন, ডি.আই.এ. হেড কোয়ার্টারে ধরে নিয়ে গিয়ে ইলেকট্রিক শক দেব আপনাকে!'

এই পর্যায়ে রোগীর চেয়ে নার্সেরই-গ্লুকোজের অভাব বেশি হয়ে দেখা দিল। 'ডাক্তার! ডাক্তার!' চিৎকার জুড়ে দিয়ে ছিটকে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল সে।

বাহু থেকে সুঁইটা খুলে ফেলেছে রানা, এই সময় হন্তদন্ত হয়ে ভেতরে ঢুকল

ডাক্তার। 'এ কি করছেন! বুঝতে পারছেন না কেন, আপনার কোথাও যাওয়া চলবে না! শুয়ে পড়ুন, শুয়ে পড়ুন!'

'শোবার জন্যে উঠিনি। শুনুন, ডাক্তার, আপনি আমার জন্যে অনেক করেছেন, সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ, কিন্তু তাই বলে আপনি আমার সর্বনাশ করতে পারেন না! এই মুহূর্তে ওয়াশিংটন যেতে হবে আমাকে! পা দুটো বিছানা থেকে ঝুলিয়ে দিল রানা।

'কিভাবে যাবেন? আপনি এখনও দুর্বল...'

দাঁড়াতে গিয়ে টের পেল রানা, সত্যি ভীষণ দুর্বল।

'ডাক্তার হিসেবে আমার একটা দায়িত্ব আছে, তাই না? আমি আপনাকে ডিসচার্জ করতে পারি না...ওয়াশিংটনে কি এমন কাজ আপনার যে...।' রানার পথ আগলে দাঁড়াল সে।

'জানেন না, দুনিয়াটাকে উদ্ধার করার দায়িত্ব রয়েছে আমার কাঁধে?' নিজের রসিকতায় নিজেই হাসল রানা। 'হাসবেন না, প্লিজ–ডানকান ডকের সাথে দেখা করতে যাচ্ছি আমি।'

'কি, ডানকান ডক?' একটু থমকে গেল ডাক্তার, চেহারা দেখে মনে হলো প্রভাবিত হয়েছে। 'তার সাথে আপনার কি ব্যাপার?'

'বলল ডাক্তারী বিদ্যা সব এক মুহূর্তে ভুলে যাবেন, আবার নতুন করে এ-বি-সি-ডি শেখাতে হবে আপনাকে। টপ-সিক্রেট, বুঝলেন। খোদার কসম।'

একদৃষ্টে রানার দিকে তাকিয়ে থেকে ডাক্তার বলল, 'বেশ, এতই যখন জরুরী বলছেন...কিন্তু তার আগে আপনার ড্রেসিংটা পাল্টাব আমি।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রানা, এক পা এক পা করে হেঁটে শরীরটাকে বুঝতে চাইছে। দু'একবার টলল বটে, কিন্তু পড়ে গেল না। বিছানায় ফিরে এল তাড়াতাড়ি, দুর্বল লাগছে।

'শক্ত কিছু খাবারও দেব।'

'যা দেবার তাড়াতাড়ি দিন, প্লিজ। আমার সময় নেই। আর হ্যাঁ, ফোনটা এ-ঘরে আনানো যায়?'

'এই পোলাপানদের নিয়ে পারা যায় না,' অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ডাক্তার, কামরা থেকে বেরিয়ে গেল।

'শুনুন, শুনুন,' পিছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল রানা। 'ক'দিন জ্ঞান ছিল না বলুন তো?'

'এখানে আপনি আজ নিয়ে তিন দিন আছেন।'

কাতর একটা শব্দ করে বিছানায় শুয়ে পড়ল রানা। 'সর্বনাশ!'

বুড়ি নার্স টেলিফোন সেট দিয়ে গেল বিছানায়। 'আপনার লজ্জিত হওয়া উচিত। এত বড় হয়েছেন, কচি ছেলের মত আচরণ করেন!'

'কচি ছেলে হয়ে তোমার কোলে উঠতে চাই,' নার্স কামরা থেকে বেরিয়ে যেতে সিলভিয়া পিকঅলকে বলল রানা, প্রথমবার রিঙ হতেই রিসিভার তুলেছে সে।

'কি? কে? রানা!'

'কেঁদেছ? দেয়ালে মাথা ঠুকেছ? আমার ছবি বুকে নিয়ে…'

'কোথায়, তুমি কোথায়?' অস্থির কণ্ঠে জানতে চাইল সিলভিয়া।

'নাম বললে চিনবে না, কখনও শোনোনি। শোনো, সুগার। আজ রাতে তোমার সাথে দেখা হবে।' আরলিংটনের একটা রেস্তোরাঁর নাম বলল রানা। 'সাতটায়, কেমন?'

'খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছে? এখনও সেই সেইটার পিছনে লেগে আছ বুঝি?'

'দেখা হলে সব জানতে পারবে। কাউকে বোলো না কোথায় তুমি যাচ্ছ।'

'ঠিক আছে।'

'শোনো, বুড়ো শুয়োরটা কি এখনও অ্যাকটিং ডিরেক্টর হিসেবে…?'

'না। এখন সে অফিশিয়ালি ডিরেক্টর। আজ সকালে কংগ্রেস তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট অনুমোদন করেছে।'

ভুরু কুঁচকে অসন্তোষ প্রকাশ করল রানা। 'ঠিক আছে, শালার কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকো,' সিলভিয়াকে সাবধান করে দিল ও। 'এর সাথে সে-ও জড়িত।'

'কি বলছ!'

'ঠিক বলছি।'

'হয় মারো…,' ফোনের রিসিভারে বলল টারজান।

'নাহয় মরো,' জবাব দিল সুপারম্যান।

'সুখবর,' সহাস্যে বলল সি.আই.এ.ডিরেক্টর।

'রানা?'

'হ্যাঁ। আরলিংটনের পথে তাকে দেখতে পেয়েছে আমার একটা টহল জীপ। পেং আর চামকে যে গাড়ি দেয়া হয়েছিল, সেটা ব্যবহার করছে সে।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সুপারম্যান। 'তাহলে তো বেশ ভাল খবর।' মন্তব্য শুনে টারজানও স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল। 'তবে এইটুকু ভালয় আমাদের কাজ হবে না। রানাকে ছোট করে দেখলে মারাত্মক ভুল করা হবে। বড় বেশি দুর্ধর্ষ সে।'

'বড় বেশি বিপজ্জনকও,' সায় দিয়ে বলল টারজান। 'এবার তাকে আমি নজরে রাখছি, সুপারম্যান। আর সে পালাতে পারবে না।'

'তাড়াতাড়ি সরান ওকে, টারজান, তাড়াতাড়ি,' তাগাদা দিল সুপারম্যান। 'ইমিউনাইজেশন প্রোগ্রাম শুরু হবার আগেই।'

'তাই হবে, সুপারম্যান। আজ রাতেই তাকে সরিয়ে দিচ্ছি,' প্রতিজ্ঞা করল জন কোরিগান।

একই দিন সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় একহারা গড়নের লম্বা এক যুবক ঢুকল বার্মা দূতাবাসে। তার মাথায় ঢেউ খেলানো কালো চুল চকচক করছে। সাদা পোশাক পরা সিকিউরিটি গার্ডরা গেট-হাউসে নিখুঁতভাবে সার্চ করল তাকে। সন্দেহজনক

কিছুই পাওয়া গেল না, ব্যাগে শুধু নাপিতের সরঞ্জাম রয়েছে। ভেতরে ঢুকতে দেয়া হলো তাকে।

ছোটখাট এক বার্মীজ যুবতী দুতাবাসের ভেতর সুসজ্জিত এক কামরায় নিয়ে এল তাকে, কামরার জানালা দিয়ে বাগান দেখা যায়। জিনিয়া মেইন ধন্যবাদ জানাতে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল যুবতী। 'মি. বিয়ারিঙের কি হয়েছে?' যুবককে জিজ্ঞেস করল জিনিয়া, এরইমধ্যে ব্যাগ খুলতে শুরু করেছে যুবক।

'সিনেটর ডেভিড অ্যালেনের বাসায় গেলেন তিনি,' বলল যুবক। 'আপনার ফোন পেয়ে আমাকে পাঠালেন এখানে। সিনেটরের স্ত্রীর চুল বাঁধতে হবে, আজ রাতে পার্টি আছে।' মুখ তুলে মিষ্টি করে হাসল সে।

'তোমাকে আমি আগে কখনও দেখিনি কেন?'

'নিউ অর্লিয়ন্স থেকে এলামই তো এক হপ্তা হয়নি,' সহাস্যে বলল যুবক। 'আমার নাম সমবেরি।' কামরার চারদিকে তাকাল সে, জানালা দিয়ে বাইরেটাও দেখল। 'সরি, ম্যাডাম, এই গরমে কাজ করতে পারব না। রোদের ঝাঁঝ আসছে, জানালাটা বন্ধ করে দিই।'

'দ্-দাও!' খানিক ইতস্তত করে অনুমতি দিল জিনিয়া। রোদের ঝাঁঝ খুব একটা আসছে না, ভাবল সে।

জানালা বন্ধ করার সময় আবার একবার বাইরে তাকাল যুবক, বাগান থেকে ওর দিকে তাকিয়ে মুচকি একটু হাসল একজন গার্ড।

'এয়ার কন্ডিশনারটা চালু করি?' বন্ধ জানালার দিকে পিছন ফিরে জিজ্ঞেস করল যুবক।

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল জিনিয়া। এক মুহূর্ত পর সমবেরিকে নিয়ে ড্রেসিং রুমে চলে এল সে, বলল, 'খুব ছোট করে কাটতে হবে চুল।'

'বলতেই হয় আপনি দারুণ অ্যাডভেঞ্চারাস,' মন্তব্য করল সমবেরি। সিঙ্কের সামনে টুলের ওপর বসল জিনিয়া। 'আপনার বোন স্ট্রাকচার ছোট চুলের জন্যে মানানসই। তবে বেশি ছোট করলে আবার বিচ্ছিরি দেখাবে।'

'চুলে কলপও লাগাব,' বলল জিনিয়া, চুল ভেজাতে শুরু করেছে সমবেরি। 'জেট ব্ল্যাক।'

'না-না, প্লিজ!' অনুনয় করল সমবেরি। 'আপনার চোখ নীল, বুঝতে পারছেন না! গাঢ় কালো আপনাকে একদম মানাবে না।'

'জেট ব্ল্যাক,' হুকুম করল জিনিয়া, চুলে শ্যাম্পু ঘষছে সমবেরি। গরম পানি আর যুবকের নরম হাতের ছোঁয়ায় ঘুম পেয়ে গেল তার। কাঁধ আর ঘাড় থেকে আড়ষ্ট ভাব ধীরে ধীরে দূর হয়ে যাচ্ছে।

'ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন। তবে পরে আপনাকে পস্তাতে হবে।'

বিশ মিনিট পর বার্মীজ যুবতী জিনিয়া মেইনের কামরায় ঢুকল। খানিক আগে বিদায় নিয়েছে কিউবান হেয়ারড্রেসার। ঘরে কাউকে না দেখে ড্রেসিং রুমের দিকে পা বাড়াল যুবতী। দরজা খুলে ভেতরে পা দিতে যাবে, আর্তনাদ করে উঠল সে।

চিৎকারটা থামল অ্যামব্যাসাডর এসে তাকে কামরা থেকে বের করে নিয়ে

যাবার পর। যুবতীকে অন্যান্যদের কাছে রেখে আবার তিনি ফিরে এলেন জিনিয়া মেইনের কামরায়। ড্রেসিং রূমে একাই ঢুকলেন তিনি, বীভৎস দৃশ্যটার দিকে ঝাড়া ত্রিশ সেকেন্ড একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন। তাঁর চোখে আতংক এবং অবিশ্বাস।

এখনও টুলের ওপর বসে আছে জিনিয়া মেইন, বুকটা ঠেকে আছে সিঙ্কের কিনারায়। সিঙ্কের ভেতর ডুবে আছে মাথাটা। ঘাড় থেকে ওটাকে আলাদাই বলা চলে। ট্যাপ থেকে কলকল শব্দে পানি পড়ছে, লাল পানিতে ভরে উঠেছে সিঙ্ক।

দু'হাতে মুখ ঢেকে ড্রেসিং রূম থেকে বেরিয়ে এলেন অ্যামব্যাসাডর।

নয়

'মাসুদ রানা এই মুহূর্তে আরলিংটনের একটা রেস্তোরাঁয় রয়েছে, স্যার,' বাদামি ফোর্ড আলট্রাকমপ্যাক্ট থেকে মাইক্রোফোনে কথা বলছে লোকটা, ড্রাইভারের পাশে বসে আছে। হাই এন্টারটেইনমেন্ট রেস্তোরাঁর সামনে দিয়ে ধীরে গতিতে এগোল গাড়িটা।

আবার যখন কথা বলল সে, রাস্তার ওপারে পার্ক করা গাড়িটার লাইসেন্স প্লেটের দিকে তাকিয়ে আছে, 'কালো একটা ওল্ডস নিয়ে এসেছে সে, লাইসেন্স প্লেটের নম্বর–ডি.সি. ৪৪৪৫৫।

'তাহলে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই,' ড্যাশবোর্ড স্পীকার থেকে জন কোরিগানের যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর ভেসে এল। 'পেং আর চামকে এই গাড়িটাই দেয়া হয়েছিল।'

'আমাদের কি করতে বলেন, স্যার?' জিজ্ঞেস করল লোকটা। ফোর্ড একটা বাঁক নিচ্ছে।

'সতর্ক থাকো–খুব সাবধান,' হুঁশিয়ার করে দিল সি.আই.এ. ডিরেক্টর। 'লোকটা সশস্ত্র এবং বিপজ্জনক। এরইমধ্যে সম্ভবত তিনজনকে খুন করেছে।'

'স্যার!' লোকটা উত্তেজিত। 'একটা সিলভার কালার টয়োটা এইমাত্র রেস্তোরাঁর পাশে থামল।' মন্থর হলো ফোর্ডের গতি। 'একটা মেয়ে নামছে, কালো চুল।' ফোর্ড নামমাত্র সচল। 'রেস্তোরাঁয় ঢুকছে।'

'ও নিশ্চয়ই সিলভিয়া পিকঅল,' বলল জন কোরিগান, 'রানাকে নিতে এসেছে।' এক মুহূর্ত বিরতি নিল সে। 'কি করতে হবে তোমরা জানো।'

'এর আগে চিলি, পেরু, আর ভেনেজুয়েলার খবর আপনাদেরকে জানানো হয়েছে,' রেস্তোরাঁর দেয়াল জোড়া ভিডিস্ক্রীনে সংবাদ পাঠককে শোকে ম্রিয়মান দেখাল, বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে চলেছে সে, 'প্রায় একই সময়ে টি-নাইন প্লাস ছড়িয়ে পড়ার পর তিনটে দেশেই জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। দেরিতে পাওয়া খবরে জানা

গেছে, কলম্বিয়া, উরুগুয়ে, আর বলিভিয়াতেও…'

গ্লাস ধরা হাতটা কাঁপছে সিলভিয়ার, আঙুলের ডগা সাদা হয়ে গেল। 'হোলি ক্রাইস্ট!'

'সোভিয়েত রাশিয়া এবং চীনেও জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। আফ্রিকা থেকে রয়টার জানাচ্ছে, নাইজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট সাহায্যের আকুল আবেদন জানিয়ে বলেছেন, ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেন ব্যাপক কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে না এলে মহাদেশটা নো ম্যানসন ল্যান্ডে পরিণত হবে…'

গ্লাসটা ছাড়ছে না সিলভিয়া, ছাড়তে ভুলে গেছে। 'প্লিজ, রানা, বলো আমরা দুঃস্বপ্ন দেখছি!'

স্থির চোখে তাকাল রানা। 'চোখ বুজলেই প্রলয় থামবে না, সিলি। এর সাথে তোমাদের ফালকেন জড়িত।'

'মধ্যপ্রাচ্য থেকে সদ্য পাওয়া খবরে জানা গেছে, ইসরায়েল ছাড়া আরব ভূমির সব ক'টা দেশে মহামারীজনিত মৃত্যুহার দ্রুতগতিতে বাড়ছে। ইসরায়েলের মাত্র একটা উপকূলীয় শহরে রোগ-জীবাণু ছড়িয়ে পড়ায় শহরটাকে দুর্গত এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে, আধা-সামরিক বাহিনী ঘিরে রেখেছে শহরটাকে…'

'জানোই তো কি করতে হবে.' সিলভিয়াকে বলল রানা, সিলভিয়া মাথা ঝাঁকাল। 'আমি তৈরি হতে একটু সময় নেব, কারণ ইনফরমেশন পাঠাবার আরেকটা কাজ বাকি রয়ে গেছে। ওটা শেষ করেই তোমার অ্যাপার্টমেন্টে দেখা করব আমি।'

'আমাদের নেটওঅর্ক কমপিউটরের হিসেবে দেখা যাচ্ছে,' বলে চলেছে সংবাদ পাঠক, 'আজ মাঝ রাতের মধ্যে মৃত্যু সংখ্যা ষোলো মিলিয়ন ছাড়িয়ে যাবে। এই হিসেবের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, জার্মানী, ফ্রান্স সহ আরও ছয়টি দেশকে ধরা হয়নি, কারণ সংশ্লিষ্ট দেশগুলোয় খবর পাঠানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হওয়ায়…'

'রানা এ তো জেনোসাইড!'

'এতক্ষণে বুঝলে?' কঠোর দেখাল রানাকে। 'বেজন্মাগুলো হিটলারকেও ছাড়িয়ে গেছে।'

'ঘনবসতিপূর্ণ জাপানের অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয় বলে খবর পাওয়া গেছে, মিল এলাকায় মৃত্যুহার সবচেয়ে বেশি, জাপান সরকার জরুরী অবস্থার পাশাপাশি সরকারী ছুটি ঘোষণা করেছে…'

'রানা, সি.আই. এ-র গাড়ি তোমার জন্যে নিরাপদ নয়। চলো, তোমাকে আমি নামিয়ে দেব।'

'এবার স্থানীয় সংবাদ। মহামারী দেখা দেয়ার পর ওয়াশিংটনে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটেছে। বৃহত্তর ওয়াশিংটন এলাকার প্রতিটি নাগরিককে, যাদের মধ্যে এখনো টিনাইন প্লাসের প্রাথমিক লক্ষণ প্রকাশ পায়নি, অনুরোধ করা হয়েছে তারা যেন অনতিবিলম্বে তাদের নিকটবর্তী ইমিউনাইজেশন সেন্টারে রিপোর্ট করে। আজ সকালের দিকে, পেনসিলভেনিয়া এভিনিউয়ে

রিপোর্টারদের সাথে কথা বলার সময় সিনেটর ওয়াণ্ডারম্যান বলেছেন, "সরকারের প্রতি আমার দাবি, লুটেরাদের দেখামাত্র গুলি করার নির্দেশ দেয়া হোক..." ।'

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করার পর রানা বলল, 'ঠিকই বলেছো।' উঠে দাঁড়াল ও। 'চলো, বেরুনো যাক। জায়গাটা কেন যেন নিরাপদ মনে হচ্ছে না।' মানিব্যাগ বের করে বিশ ডলার রাখল টেবিলে। 'গাড়িতে গিয়ে বসো, আমি একটা ফোন করে আসি।'

দরজার দিকে রওনা হলো সিলভিয়া, রানা তাকে অনুসরণ করল।

'কি হলো, ফোন করবে বললে না?'

'লং ডিসট্যান্স কল,' বলল রানা। 'রেস্তোরাঁ থেকে করা যাবে না।'

'তোমার পা কেমন আছে?' রানাকে সামান্য একটু খোড়াতে দেখে জিজ্ঞেস করল সিলভায়া।

'শুধু হাসলে ব্যথা পাই। তবে হাসার মতো কিছু ঘটছে না। ফালকেনের নাকের ফুটোয় একজোড়া বুলেট ঢোকাতে পারলে আবার হয়তো হাসতে পারবো।'

রাস্তা পেরিয়ে ফোন বুদে ঢুকলো রানা, রেস্তোরাঁর পাশে পার্ক করা গাড়িতে গিয়ে বসলো সিলভিয়া। লং ডিসট্যান্স কমপিউটর সিস্টেম অপারেট করে বিমিনির জন্যে কল বুক করল রানা, নগদ টাকা দিয়ে বিল মেটাল, তারপর ডায়াল করল। অপরপ্রান্তে কেউ একজন রিসিভার তুললো, রানা জিজ্ঞেস করল জর্জ বুকানকে ডেকে দেয়া সম্ভব কিনা। অপেক্ষা করছে, রাস্তার ওপার থেকে সিলভিয়াকে হাসতে দেখলো রানা।

জর্জ বুকানের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো রিসিভারে, 'মাসুদ রানা, সত্যি তুমি?'

'এখনো মরিনি– সত্যি বলছি।'

'মাই গড! আমি তো ভেবেছিলাম...।'

'আপনি একা নন, মিঃ বুকান।' দ্রুত প্রসঙ্গ বদল করল রানা, 'ওদিকের খবর কি?'

'খবর? তুমি বিশ্বাস করবে না! ওয়াশিংটনে ফিরে আসছি আমি। সাথে সেরাম নিয়ে।'

'সেরাম? কিসের সেরাম?' বিরক্তি প্রকাশ করল রানা। লোকটা কি পাগল হয়ে গেল?

'বললাম না, বিশ্বাস করবে না! সেরাম... প্লেগ সেরে যাবে!'

'কি!' রানা হতভম্ব।

'অনেস্ট টু গড, রানা! এখানে একজন মেরিন বায়োলজিস্ট জিনিসটা আবিষ্কার করেছেন! প্লেন আসছে, যে-কোন মুহূর্তে রওনা হব আমি...'

'টেরিফিক! কিন্তু সাবধান, মি.বুকান–ওয়াশিংটনেও প্লেগ দেখা দিয়েছে। মানুষের ভিড় এত বেশি, ইমিউনাইজেশন সেন্টারগুলো সামলে উঠতে পারছে না। কয়েকটা সেন্টার থেকে ডাক্তাররা পালিয়েছে, মারা গেছে বেশ কিছু নার্স।'

'আমার বাড়ি, মানে জর্জটাউনে ওঠা যাবে না?' জিজ্ঞেস করল জর্জ বুকান।

এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা। 'সম্ভবত যাবে। আপনি যে দেশ ছেড়ে গেছেন, তারা খবরটা নিশ্চয়ই রাখে। তারা নিশ্চয়ই আশা করছে না এতো তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন আপনি।'

'কাল আমি হোয়াইট হাউসে পৌঁছে দিতে চাই সেরামটা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

'মনে আছে, আপনার নিরাপত্তার দায়িত্ব আমি নিয়েছি? কাজেই আমাকে ছাড়া কোথাও আপনি যাবেন না। তাছাড়া, হোয়াইট হাউস আপনার জন্যে সবচেয়ে বিপজ্জনক জায়গা–এই মুহূর্তে।' কথা বলছে রানা, একটা কান রয়েছে রাস্তার ওপারে–শুনতে পেল গাড়ি স্টার্ট দেয়ার চেষ্টা করছে সিলভিয়া। 'শুনুন, মি. বুকান, কাল বেলা ঠিক তিনটের সময় হোয়াইট হাউসের গেটে আপনি আমার সাথে দেখা করুন।' বুদের বাইরে তাকাল রানা, রাস্তার ওপারে স্টার্ট নিল টয়োটা। কালই আমি জাল গুটিয়ে এনে কালপ্রিটদেরকে···।' কমলা রঙের আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল রানার, পরমুহূর্তে বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দে ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল বুদের সমস্ত কাঁচ।

রিসিভারটা খসে পড়লো রানার হাত থেকে, আতংক ভরা চোখে রাস্তার ওপারে তাকিয়ে আছে ও। সিলভার কালার টয়োটা নেই ওখানে, বিস্ফোরণের সাথে সাথে আগুনে ঢাকা পড়ে গেছে। 'ওহ্ খোদা!' গুঙিয়ে উঠলো রানা, কাঁচের টুকরো টপকে ফুটপাথে বেরিয়ে এল, চিৎকার করতে করতে ছুটল, 'সিলি! সিলি!'

বিস্ফোরণের ভোঁতা আওয়াজ শুনে বিমিনিতে হতভম্ব হয়ে গেল জর্জ বুকান। 'রানা? রানা? কি হয়েছে, রানা? কথা বলো রানা, প্লিজ!' আবেদন-নিবেদনে কোন কাজ হলো না, দু'মিনিট পর রিসিভার নামিয়ে রাখল সে।

আরলিংটন ফোন বুদে কর্ডের শেষ মাথায় ঝুলছে রিসিভার, তখনও একটু একটু দুলছে সেটা।

'আয়ান, তুমি ?' টান টান গলায় জিজ্ঞেস করল জর্জ বুকান, মাত্র কয়েক মিনিট আগে রানার সাথে যোগাযোগ হারিয়েছে সে।

'জর্জ? জর্জ বুকান?' আগ্রহের সাথে জানতে চাইল প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা।

'হ্যাঁ, আমি। শোনো, আয়ান, কাল বিকেলে হোয়াইট হাউসে ঢোকার জন্যে তোমার সাহায্য দরকার আমার। ডানকান ডকের সাথে দেখা করতে হবে আমাকে–তিনটের সময়।'

'কি ঘটল, জর্জ?' জিজ্ঞেস করল আয়ান ক্যামেরন।

'আমার হাতে একটা সেরাম আছে, ডেড বেসিন প্লেগ সারানো যায়–কসম, মাতাল নই। আয়ান! জিনিসটা একজন মেরিন বায়োলজিস্ট আবিষ্কার করেছেন, কয়েক বছর ধরে ড. চু-র রিসার্চ ফলো করছিলেন ভদ্রলোক···'

'অদ্ভুত কথা শোনালে,' স্তম্ভিত বিস্ময়ে ফিসফিস করে বলল আয়ান ক্যামেরন। 'তিনটের সময়? ঠিক আছে, জর্জ। তোমাকে আমি সরাসরি ডানকান ডকের কাছে পৌঁছে দেবো।'

'আমার প্লেন অপেক্ষা করছে আয়ান। যেতে হচ্ছে। কাল বিকেলে দেখা হবে।'

'ঠিক আছে, জর্জ। ফ্রন্ট গেটে মেরিনদের বলে রাখবো, ভেতরে ঢুকতে কোন অসুবিধে হবে না। গুড লাক, মাই ফ্রেন্ড।'

'এ কি বিশ্বাস করার মতো কথা?' রিসিভার নামিয়ে রেখে বলল আয়ান ক্যামেরন। 'এত থাকতে জর্জ বুকান বলে কিনা তার হাতে একটা সেরাম আছে, টি-নাইন প্লাসে আক্রান্ত রোগীদের ভাল করা যাবে!'

ওভাল অফিসের পাশের কামরায় বসে আছে ওরা। আয়ান ক্যামেরন তার রিভলভিং চেয়ারে হেলান দিল। ডেস্কের সামনে দুটো চেয়ারে রয়েছে লিয়ন ক্যারি আর হেলমুট কোহলার। দু'জন ওরা পরস্পরের দিক তাকাল। খবরটা শুনে একটু যেন থমকে গেছে ওরা।

আড়াই ঘণ্টা পর বিমিনি থেকে ওয়াশিংটনের আকাশে পৌঁছে গেল একটা মিনিজেট। সাবলীল ভঙ্গিতে ডালেস এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করল প্লেন, কয়েক মিনিট পর ফর্মুলা আর ডলফিন সেরামের নমুনা ভরা ব্রিফকেস বুকে চেপে ধরে দরজা দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে এল জর্জ বুকোন, তর-তর করে সিঁড়ি বেয়ে নামল, হন-হন করে হেঁটে ঢুকে পড়ল টার্মিনাল ভবনে। রানওয়ের দু'পাশে বিশাল আকারের ট্র্যান্সপোর্ট প্লেন সার সার দাঁড়িয়ে আছে, মহামারী আক্রান্ত বিভিন্ন শহরে ভ্যাকসিন পৌঁছে দিয়ে ফিরে এসেছে ওগুলো, আবার রওনা হবার জন্য তৈরি হচ্ছে। চারদিকে আর্মি আর এয়ার ন্যাশনাল গার্ড গিজগিজ করছে– কার্গো ভরার কাজ তদারক করছে তারা।

'পরিস্থিতি কতটুকু খারাপ?' টার্মিনালে ঢোকার মুখে এম.টেন রাইফেলধারী একজন সৈনিককে জিজ্ঞেস করল জর্জ বুকান।

অসহায় ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সৈনিক। 'এরচেয়ে খারাপ হতে পারে না, স্যার। শুধু ডি. সি. আর আশপাশের এলাকাতেই পাঁচশো লোক মারা গেছে। আক্রান্ত হয়েছে, ধরুন, আরও পাঁচ গুণ...'

'ওহ্ লর্ড!' আঁতকে উঠল জর্জ বুকান, এই ভেবে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল যে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সবাই বিমিনিতে রয়েছে।

'স্যার, আপনি নিশ্চয়ই শহরে যাবার কথা ভাবছেন না? ওয়াশিংটনে মার্শাল-ল জারি করা হয়েছে, শোনেননি? ছিনতাই আর লুটেরা পার্টি...'

'আমি মেরীল্যান্ডে যাব...'

'কিন্তু সাবধান, ডি.সি-র কাছাকাছি ভুলেও যাবেন না,' বলল সৈনিক। 'আমার পরম শত্রুও যেন ওদিকে না যায়।'

কিন্তু ওয়াশিংটনে তাকে যেতেই হবে, ভাবল জর্জ বুকান, তা না হলে জর্জটাউনের ট্রলি ধরবে কিভাবে!

বাইরে বেরিয়ে এল সে, গোটা শহরটাকে সামরিক ঘাঁটি বলে মনে হলো তার। চারদিকে সামরিক বাহিনীর সদ্যস্যরা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে, মোড়ে মোড়ে ট্যাংকও মোতায়েন করা হয়েছে। লুটেরারা গা ঢাকা দিলেও, অনেক বাড়ি আর

বিল্ডিঙের আগুন এখনও পুরোপুরি নেভাতে পারেনি দমকল বাহিনীর লোকজন। রাস্তায় যানবাহন খুব কম, তবু ট্রাফিক জ্যাম লেগে আছে, কারণ এখানে সেখানে স্তূপ হয়ে আছে কাচের টুকরো, খালি ব্যাগ আর বাক্স, এলোমেলো কাপড়চোপড়।

শহরের আরও ভেতরে ঢুকে ঘাবড়ে গেল জর্জ বুকান। অলিগলির ভেতর থেকে নারীকণ্ঠের আর্তনাদ ভেসে আসছে। ছোরা, হকিস্টিক, পিস্তল, রাইফেল হাতে ছুটোছুটি করছে গুণ্ডাপাণ্ডার দল। রাস্তার দু'পাশে দোকান-পাট একটাও অক্ষত নয়, দরজা ভেঙে জিনিস-পত্র সব নিয়ে যাওয়া হয়েছে। রাতের নিস্তব্ধতাকে খান খান করে দিয়ে চারদিক থেকে ভেসে আসছে গোলাগুলির আওয়াজ। পুলিস আর সৈনিকদের মত লুটেরারাও সশস্ত্র, কোথাও কোথাও দু'দলে তুমুল খণ্ডযুদ্ধ বেধে গেছে।

ভাগ্যগুণে একটা ট্রলি পেয়ে গেল জর্জ বুকান, ওঠার পর দেখল আরোহী সবাই আহত সৈনিক, হাত-পা বা মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা। 'ডেন্ট প্যালেসের কাছাকাছি দিয়ে যাবে নাকি?' ড্রাইভারের পাশে দাঁড়ানো সার্জেন্টকে জিজ্ঞেস করল জর্জ বুকান।

'কোয়ার‍্যানটাইন থেকে আপনি বেরুলেন কিভাবে?' ধমকের সুরে পাল্টা প্রশ্ন করল সার্জেন্ট।

'সৈনিকদের একটা ট্রেনে এসেছি,' মিথ্যে কথা বলল জর্জ বুকান। 'জর্জটাউন ন্যাশনাল গার্ড অফিসে রিপোর্ট করতে হবে আমাকে।'

নরম হলো সার্জেন্ট। পরমুহূর্তে গুলির শব্দ হলো বাইরে, ঝন ঝন শব্দে ভেঙে পড়ল ট্রলির উইন্ডস্ক্রীন। রাইফেলের বাঁট দিয়ে কয়েকটা জানালার কাঁচ ভাঙল সৈনিকরা, পাল্টা গুলি করল তারা অন্ধকার রাস্তায়।

জর্জ বুকান ভাবল, জর্জটাউনে পৌঁছুতে পারলে হয়!

'অ্যান্ড আই হার্ড আ গ্রেট ভয়েস আউট অভ দ্য টেম্পল সেইং টু দ্য সেভেন অ্যাঞ্জেলস, গো ইয়োর ওয়েজ অ্যান্ড পোর আউট দ্য ভাইয়ালস অভ দ্য রথ অভ গড আপন দি আর্থ।'

ডানকান ডকের হাত ঘামে ভিজে গেছে, ধীরে ধীরে বাইবেলটা বন্ধ করলেন তিনি। 'স্যাম।' মৃদু কণ্ঠে ডাকলেন, তারপরই তাঁর খেয়াল হলো, ক্লান্ত চোখ জোড়া পিট পিট করলেন বার কয়েক, একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলেন। স্যাম ফোলি আর কখনও তাঁর ডাকে সাড়া দেবে না। আর তার মৃত্যুর জন্য দায়ী মেয়েটাকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেছে বার্মীজ দূতাবাসে।

স্যাম ফোলির জন্যে তিনি দুঃখিত, তার অভাব কখনও পূরণ হবার নয়, কিন্তু প্রেসিডেন্ট ডানকান ডক তবু এই ভেবে খুশি যে স্যাম ফোলিকে এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড দেখতে হচ্ছে না। টি-নাইন প্লাস উজাড় করে দিচ্ছে পৃথিবী, স্যাম ফোলির মত নরম মনের মানুষ সহ্য করতে পারত না। ভালই হয়েছে নরক থেকে চলে গেছে সে।

'কাম ইন, দরজার মৃদু নকের আওয়াজ শুনে মুখ তুললেন প্রেসিডেন্ড।

জন ক্লাবট্রি, প্রেসিডেনশিয়াল প্রেস সেক্রেটারী, ওভাল অফিসের দরজা খুলে ভিতরে মাতা ঢোকাল। 'ওরা আপনার জন্যে তৈরি হয়েছে, মি. প্রেসিডেন্ট।'

ঠিক আছে জন।' ক্লান্ত দেহে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালেন ডানকান ডক। 'ভদ্রলোকদের বলো, আসছি আমি। ঈশ্বর চাইলে ওদের কাছ থেকে কিছু ভালো খবর পেতেও পারি।'

'আমিও তাই আশা করছি, স্যার,' বলে মাথাটা টেনে নিল প্রেস সেক্রেটারী।

এক মিনিট পর। হোয়াইট হাউসের কার্পেট মোড়া করিডর ধরে হাঁটছেন প্রেসিডেন্ট। করিডরের দু'পাশে তাঁর পূর্বসুরিদের পোর্টরেট টাঙানো রয়েছে, এক এক করে সবার দিকেই তাকালেন তিনি। ওয়াশিংটনের সামনে এক সেকেন্ড দাঁড়ালেন, দাঁড়ালেন কেনেডির সামনে–বিড়বিড় করে কি বললেন তিনিই জানেন। জেফারসনের দিকে তাকাতে সাহস হলো না তাঁর, অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

কনফারেন্স রুমে ঢুকেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন ডানকান ডক, টেবিলে বসা লোকগুলোর দিকে তাকালেন একবার করে। সেক্রেটারী অভ ডিফেন্স মার্শাল অ্যারন মরিস, চারজন জয়েন্ট চীফস অভ স্টাফ, জন ক্লাবট্রি, আয়ান ক্যামেরন, লিয়ন ক্যারি, আর হেলমুট কোহলার– একজন বাদে সবাই উপস্থিত।

'বসুন সবাই, বসুন,' ওদের বললেন তিনি। আবার তাঁর দৃষ্টি পড়ল অ্যাডমিরাল ল্যাংলির পাশে খালি চেয়ারটায়। 'জেনারেল ওয়াকি কোথায়?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'মি. প্রেসিডেন্ট,' মৃদু কণ্ঠে বলল হেলমুট কোহলার, বসার পর আবার উঠে দাঁড়াল সে, 'আমি অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি, জেনারেল ওয়াকি আমাদের মধ্যে নেই।'

ডানকান ডক বুঝলেন না। 'কি বলতে চাইছ, হেলমুট?'

পাথুরে মূর্তির মত স্থির দাঁড়িয়ে থাকল হেলমুট কোহলার, তারপর ধীরে ধীরে বলল সে, 'জেনারেল ওয়াকি মারা গেছেন, স্যার। ব্লু রীজ মাউন্টিনে, তাঁর লজে, মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে তাঁকে–নিহত।'

'নিহত?' প্রেসিডেন্ট ধমকে উঠলেন। 'কি বলছ! কে তাকে খুন করল?'

'আই. আই. ইউ. এজেন্ট মাসুদ রানা, স্যার।'

'রানা? বুঝলাম না!'

'আজ বিকেলে আমরা রিপোর্ট পেয়েছি, মি. প্রেসিডেন্ট, স্যার–খোদ সি. আই.এ. ডিরেক্টর মি. জন কোরিগানের কাছ থেকে। তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন, তাঁর ব্যক্তিগত চেষ্টায় মাসুদ রানার আসল পরিচয় উদঘাটন করা সম্ভব হয়েছে। মাসুদ রানা লাল চীন ইন্টেলিজেন্সের প্রতিনিধিত্ব করছে।'

লাল চীনের সাথে সম্পর্কের ব্যাপারে অজ্ঞ, তবে জানে যে ওর প্রাণের এক কানাকড়ি মূল্য নেই, শহর ওয়াশিংটনের ঠিক বাইরে ফুটপাতের ধার ঘেঁষে চুরি

করা গাড়িটা পার্ক করল মাসুদ রানা। চারদিক ভাল করে একবার দেখে নিয়ে ঢুকে পড়ল ওপেন হাউজে।

বাংলাদেশের উদ্বৃত্ত চাল আর মাছ প্রচুর পরিমাণে আমদানী হচ্ছে আমেরিকায়, আমেরিকানদের খাদ্যাভ্যাসও বদলে গেছে, হোটেল রেস্তোরাঁয় আজকাল ভাত বা রুই-কাতলা অহরহই পাওয়া যায়। রেস্তোরাঁর শেষ মাথায়, কোণের একটা টেবিলে বসে অর্ডার দিল রানা। নিন্দিত এবং অভিযুক্ত হতে পারি, সুযোগ যখন পাওয়া গেছে ভরপেট খাওয়া থেকে নিজেকে বঞ্চিত করি কেন? ভাবতে ভাবতে, সবশেষে, কফি আর অ্যাপল পাই-এর অর্ডার দিল ও। টেবিলের নিচে, ওর ডান পায়ের পাশে কালো অ্যাটাচী কেসটা রয়েছে, দিন কয়েক আগে হানি হাসলারকে দিয়েছিল যেটা।

মুখ থেকে আপেলের একটা বিচি বের করে প্লেটে ফেললো রানা, চুমুক দিল কফির কাপে। অলস এবং নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে চারদিকে চোখ বুলাল, খদ্দেরদের সবার চেহারা আর মতিগতি সম্পর্কে একটা ধারণা পেতে চায়।

কফির কাপ প্রায় খালি হয়ে এসেছে, এই সময় রেস্তোরাঁয় ঢুকল দু'জন নিগ্রো যুবক। 'রেমন টাইটেল ছিনিয়ে নেবে, এ হতেই পারে না!' দু'জনের মধ্যে লম্বা লোকটা হেঁড়ে গলায় বলল। 'তুমি দেখে নিয়ো, আরো দশ বছর হেভিওয়েটে চ্যাম্পিয়ন থাকবে গর্ডন। তাকে কাবু করার লোক আমেরিকায় এখনও জন্মগ্রহণ করেনি।'

'সত্যি যদি তাই ভেবে থাকো, নিজেকে তুমি বোকা বানাচ্ছো,' সঙ্গী খাটো লোকটা শান্ত ভাবে দ্বিমত পোষণ করল। 'গর্ডনের সাথে লেগে দেখুক না, হাগিয়ে ছেড়ে দেবে।' লোকটার হাতে কালো একটা অ্যাটাচী কেস রয়েছে!' হুবহু রানারটার মত দেখতে।

'তোমার মাথা খারাপ হয়েছে!' লম্বা লোকটা হাত ঝাপটা দিয়ে বলল, তার কনুই লেগে রানার টেবিল থেকে পড়ে গেল কফির কাপটা।

'হেই,' রেগেমেগে উঠে দাঁড়াল রানা। টেবিল থেকে গড়িয়ে ওর সুটে পড়ল কয়েক ফোঁটা কফি। 'অন্ধ নাকি, চোখে দেখো না?'

চোখ গরম করে রানার দিকে তাকাল লম্বা যুবক। 'দুঃখিত, মিস্টার,' হেঁড়ে গলায় বলল সে। 'ইচ্ছে করে ফেলিনি। অ্যাক্সিডেন্ট।'

'হাত নাড়ার সময় হুঁশ থাকে না?' রুমাল দিয়ে ট্রাউজার থেকে কফি মুছল রানা। 'যত্তোসব!'

রানার দিকে এক পা এগোল দীর্ঘদেহী। 'বললাম না অ্যাক্সিডেন্ট, কথা কানে যায় না?' তার এগিয়ে আসার ভঙ্গির মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল, টেবিল ছেড়ে এক পা পিছিয়ে এল রানা। লোকটা শুধু যে লম্বা তাই নয়, টের পাওয়া যায় কাপড়ের ভেতর পেশীগুলো কিলবিল করছে।

'ঠিক আছে,' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠলো রানা। 'অ্যাক্সিডেন্টই। তবু বলবো, তুমি একটা ইতর। এরপর ভদ্রসমাজে এলে হাত দুটো পকেটে ঢুকিয়ে রেখো।'

আচমকা হাত লম্বা করে রানার বুকে ধাক্কা দিল যুবক, ছিটকে গিয়ে রেস্তোরাঁর

সিগারেট মেশিনের ওপর পড়ল রানা। ঘটনাটা যখন ঘটছে, খাটো যুবক রানারটার সাথে নিজের অ্যাটাচী কেস বদল করতে ব্যস্ত। টেবিলের আড়ালে ঝুঁকে কাজটা সারতে এক সেকেন্ডের বেশি লাগলো না তার, কেউ লক্ষ্য করেনি।

'শালা, গোলমাল বাধাতে চাও?' শার্টের আস্তিন গুটিয়ে রানার দিকে এগিয়ে আসছে পেশীশক্তি।

'ধরো চাই,' সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে বলল রানা।

'আরে ভাই, শান্ত হোন,' খাটো যুবক দুজনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ল, সঙ্গীর দিকে ফিরল সে। 'আর লোক পেলে না, নিরীহ ভদ্রলোককে গায়ের জোর দেখাতে চাইছ? চলো, বেরোও এখান থেকে।'

'কি কাণ্ড করল দেখোনি তুমি?' প্রতিবাদ করল রানা।

'এই ভদ্রলোককে আরেক কাপ কফি দাও, লিজা,' কাউন্টারের পিছনে বসা মেয়েটাকে বলল দীর্ঘদেহীর সঙ্গী, রানার দিকে তাকাল। 'ভুলে যান, ভাই-ব্যাপারটা অ্যাক্সিডেন্টই ছিল।' বদমেজাজী সঙ্গীকে নিয়ে দরজার দিকে হাঁটা দিল সে।

গজগজ করতে করতে টেবিলে ফিরে এসে বসল রানা। টেবিল পরিষ্কার করে আরেক কাপ কফি দিয়ে গেল ওয়েট্রেস। কাপটা শেষ করে বিল মেটাল ও, বেরিয়ে এল রেস্তোরা থেকে হাতে খাটো যুবকের অ্যাটাচী কেস।

ভয়ে হাতের তালু ঘামছে, সার্জেন্টকে গুডবাই বলে জর্জটাউনে ট্রলি থেকে নামল জর্জ বুকান। উন্মত্ত জনতা পথে তিনবার থামাবার চেষ্টা করেছিল ট্রলিটাকে। তাদের আটজন, আর আরোহীদের মধ্যে থেকে দু'জন সৈনিক মারা গেছে।

নির্জন রাস্তা ধরে বাড়ি ফিরছে সে, হাতে সার্জেন্টের দেয়া একটা বেয়নেট। বিমিনির শান্তিময় পরিবেশের কথা মনে পড়ল তার। ওয়াশিংটন যেন লোহার খাঁচা, হিংস্র পশুর দল নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি করছে। অলৌকিক ব্যাপার, অক্ষত অবস্থায় এত দূর আসতে পেরেছে সে! আরেকটা কথা মনে পড়ায় নিজেকে ভাগ্যবান ভাবল সে, বিমিনিতে তার পরিবার সম্পূর্ণ নিরাপদে আছে। ফেজ টি-নাইন প্লাস ওদেরকে ছুঁতে পারবে না। বিমিনি থেকে সে রওনা হবার আগেই মায়ামি ইউনিভার্সিটির কয়েকজন পি.এইচ.ডি.-কে খবর পাঠিয়ে আনিয়েছেন ড. শেফার্স, প্রয়োজনীয় ইকুপমেন্ট নিয়ে এসেছে তারা, ড. শেফার্স যাতে বিমিনি এবং আশপাশের এলাকার জন্যে যথেষ্ট পরিমাণে ডলফিন সেরাম তৈরি করতে পারেন।

বাড়ির সিঁড়িতে পা দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল জর্জ বুকান, আশা করেনি অক্ষত শরীরে পৌছুতে পারব। এখন শুধু মাসুদ রানা বেঁচে থাকলে হয়...।

বাড়ির দরজায় বড় আকারের একটা লাল ক্রস চিহ্ন আঁকা দেখে ভুরু কুঁচকে উঠলো তার। পরমুহূর্তে মনে পড়লো, ট্রলি থেকে নামার পর এ ধরনের চিহ্ন আরও বহু বাড়ির দরজায় দেখেছে সে। 'না জানি কি ব্যাপার!' বিড়বিড় করতে করতে তালায় চাবি ঢোকাল সে, দরজা খুলে ভেতরে পা রাখল।

বাড়ির ভেতর অন্ধকার, কোথাও কোন প্রাণের সাড়া নেই। কুকুরটা ডাকে না কেন, গেল কোথায়? লিভিংরুমের আলো জ্বেলে একতলাটা ঘুরে এল, সবগুলো আলো জ্বললো এক এক করে। 'মাইক! কিচেনের আলো জ্বেলে আঁতকে উঠলো জর্জ বুকান, মাইকেল পনসনবাই ফ্রিজের পাশে মেঝেতে জড়সড় হয়ে বসে আছে, কোলের ওপর জর্জ বুকানের টুটু ক্যালিবার রাইফেল। রক্তবর্ণ চোখ তুলে তাকাল সে, কিন্তু চিনতে পারল বলে মনে হলো না। 'কি হয়েছে, মাইক? তুমি অসুস্থ?' বিস্ময়ের ধাক্কা কাটিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করল জর্জ বুকান।

শুধু তাকিয়ে থাকল মাইকেল পনসনবাই।

'মাইক, তুমি আমাকে চিনতে পারছ না?'

আরও কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর চোখ ফিরিয়ে নিল মাইকেল পনসনবাই, ওপর নিচে মাথা দোলাল সে , একবার। 'হ্যাঁ,' বিড়বিড় করে বলল সে। 'পারছি। আপনি জর্জ বুকান। এই বাড়ির মালিক।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল জর্জ বুকান। 'তুমি সুস্থ তো?' পনসনবাই আবার মাথা দোলাল। 'ভাবী কোথায়?'

পনসনবাইয়ের লাল চোখে বোবা দৃষ্টি। 'ওপরে। বিশ্রাম নিচ্ছে। ওকে বিরক্ত করবেন না। বাচ্চা হবার সময় হয়ে এসেছে, বিশ্রাম দরকার।'

কি বলবে ভেবে পেল না জর্জ বুকান।

হঠাৎ ক্লান্ত শরীর নিয়ে উঠে দাঁড়াল পনসনবাই। 'এক্সকিউজ মি, মি. বুকান। আমাকে কিছু কেনাকাটা করতে বেরুতে হবে।' রাইফেলটা কাঁধে ঝুরিয়ে নিল সে।

'আমার কুকুরটা কোথায় বলো তো?' জিজ্ঞেস করল জর্জ বুকান।

'পালিয়ে গেছে,' তাচ্ছিল্যের সাথে জবাব দিল পনসনবাই। 'রাস্তার ওপারের এক প্রতিবেশী নিয়ে গেছে তাকে। কিছু খাবার নিয়ে এখুনি আমি ফিরব।' দরজার কাছে পৌঁছে হঠাৎ ঘাড় ফেরাল সে, বলল, 'আপনি আমার প্রতিবেশী–ডিনারের জন্যে থেকে যান না, প্লিজ?'

'ঠিক আছে, মাইক,' ফিসফিস করে বলল জর্জ বুকান, বিস্ফারিত হয়ে উঠল চোখ জোড়া।

বাড়ির সদর দরজা বন্ধ হতে তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে এল জর্জ বুকান। মাস্টার বেডরুমের সামনে দাঁড়িয়ে ডাকল, ভাবী? ভাবী? ভেতরে আসব?'

কোন সাড়া নেই। আবার ডাকল জর্জ বুকান, তবু কেউ জবাব দিল না। 'আমি ঢুকছি,' বলে দরজা ঠেলে ঢুকে পড়ল সে।

অন্ধকার কামরা, সবগুলো জানালা বন্ধ। একটা দুর্গন্ধ ঢুকল নাকে, পরিচিত। তারপর মনে পড়ল, ডলফিনের মুখ থেকে এই গন্ধটা পেয়েছিল সে। ব্রাজিলিয়ান কোটিপতির গা থেকেও এই গন্ধ পাওয়া গেছে।

আলো জ্বাললো সে। বিছানায় শুয়ে আছে পনসনবাইয়ের অন্তসত্ত্বা স্ত্রী। নিজের অজান্তেই আর্তনাদ বেরিয়ে এল জর্জ বুকানের গলা চিরে। কম করেও বিছানায় ওটা দু'দিনের লাশ। সারা শরীর বেঢপভাবে ফুলে রয়েছে, খুলে গেছে

সবগুলো ফোস্কার মুখ। ডাক্তার নয়, তবু মৃত্যুর কারণটা সাথে সাথে বুঝতে পারল জর্জ বুকান–ফেজ টি-নাইন প্লাস।

মাঝরাতের পর রানা যখন হানি হাসলারের অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিঙে পৌঁছুল, ও কোথায় আছে একমাত্র ও-ই জানে। সিকি মাইল দূরে চুরি করা গাড়িটা রেখে এসেছে, নিশ্চিতভাবে জানে কেউ ওকে অনুসরণ করে আসেনি।

এলিভেটরে চড়ে উপরে ওঠার সময় সিলভিয়ার কথা ভাবলা রানা। টনটন করে উঠল বুকের ভিতরটা। কাল বিকেলে, ও জানে, জোসেফ ফালকেনকে গ্রেফতার করা হবে–শেষ পর্যন্ত বিচার হবে তার, মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। কিন্তু তার আগে, সুপারম্যান নামে পরিচিত লোকটাকে নিজের হাতে খুন করবে সে। সিলভিয়া হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নিতেই হবে তাকে।

'হাই, মিউজিক ম্যান,' বলে কেউ অভ্যর্থনা জানাল না। রানার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল বটে হানি হাসলার, কিন্তু ভয়ে আর উদ্বেগে ফোঁপাচ্ছে।

'আর চিন্তা কি, আমি এসে পড়েছি না?' হানি হাসলারের কানে ফিসফিস করল রানা। 'দেখো, সম্পূর্ণ সুস্থ।'

দু'জন জড়াজড়ি করে লিভিংরুমের দিকে এগোল। রানাকে। খোঁড়াতে দেখে নাক টানল হানি। 'তুমি আহত হয়েছ!'

'ধ্যেৎ, একে আহত হওয়া বলে? স্রেফ আঁচড় লেগেছে একটু। যার সাথে লেগেছিলাম তাকে যদি দেখতে!' দুটো গ্লাসে স্কচ হুইস্কি ঢালল রানা, নিজের গ্লাস নিয়ে বিছানায় বসল, এক হাত দিয়ে জুতোর ফিতে খুলছে। 'তোমার দুই বন্ধু অ্যাটাচী কেসটা নিয়ে গেছে। চমৎকার অভিনয় জানে, সত্যিকার প্রফেশনাল।'

'আমার বন্ধুদের মধ্যে তুমি একা লাইট হেভিওয়েট নও, রানা,' চোখ মুছে হাসল হানি।

'কাল যখন ওটা পাবে, দেরি না করে সাথে সাথে আবার ইকবালের কাছে পৌঁছে দিয়ো। শুধু তার হাতে, কেমন?'

'দেব, রানা। তখন কোথায় থাকবে তুমি?'

'হোয়াইট হাউসে, কালপ্রিটদের সাথে পাঞ্জা ধরব। অ্যাটাচী কেসটা তোমাকে সময়মত পৌঁছে দিতে হবে ওয়াশিংটন পোস্টে, যাতে দুপুরের মধ্যে সংস্করণে ছাপা সম্ভব হয়। অনেক কিছু নির্ভর করবে ওটার ওপর। তার মধ্যে আমার পৈত্রিক প্রাণটাও আছে।'

'তোমার ব্যাপারে আমি উদ্বিগ্ন, রানা,' বলল হানি, মুখের কথার চেয়ে চোখের দৃষ্টিতে আরও বেশি প্রকাশ পেল সেটা।

'এখানে, আমার পাশে,' বিছানটা দেখাল রানা, 'আসতে পারবে একবার, হানি? আমি ঠাণ্ডা মেরে গেছি। হয়তো তোমার খানিক উষ্ণতা পেলে…'

কাছে এল হানি, তার চোখ ভিজে। দীর্ঘ এবং কোমল চুমো খাবার পর রানার কানে কানে ফিসফিস করল সে, 'তুমি একটা আধপাগল আর মরিয়া মানুষ। আমার কাছে তোমার অনেক মূল্য।'

'আমার কাছে তোমারও।'

'তোমাকে নিয়ে কি ভয়ে যে আছি। অথচ সহজে ভয় পাবার মেয়ে আমি নই।'

'ধ্যেৎ, উরুতে একটা বুলেট লাগলে কি আসে যায়। সামান্য একটু অসুবিধে, তার বেশি কিছু না।'

একহাতে রানাকে বুকের ভেতর টেনে নিয়ে অপর হাতে ওর মাথার চুলে বিলি কাটল হানি। 'এইমাত্র মনে হলো, তুমি হয়তো আর ফিরে আসবে না।'

'সর্বস্ব বাজি ধরতে পারো, বান্দা ফিরে আসবে।' হানির ঘাড়ে চুমো খেলো রানা।

'এই মুহূর্তে তোমাকে পেতে ইচ্ছে করছে আমার...'

হানির চোখে চুমো খেলো রানা, ওর ঠোঁটের ছোঁয়ায় চোখ জোড়া প্রজাপতির ডানার মতো কাঁপল। 'শুধু একটু লক্ষ রেখো পা-টার ওপর যেন তোমার চাপ না পড়ে।'

পৌনে এক ঘণ্টা পর বিদায় নেয়ার জন্যে তৈরি হলো রানা। 'সব মিটে গেলে, সোজা আমার কাছে ফিরে আসবে–মনে থাকবে তো, মিউজিক ম্যান?' জিজ্ঞেস করল হানি।

'থাকবে,' দরজা খুলে ঘাড় ফেরালো রানা। 'হাসো।'

হাসল হানি, কিন্তু সেটা চোখ স্পর্শ করল না। 'রানা, আই লাভ ইউ।'

একটা চুমো ছুঁড়ে দিয়ে ঘুরল রানা, বেরিয়ে এল করিডরে, একবারও পিছন দিকে না তাকিয়ে ঢুকে পড়ল এলিভেটরে।

হানি হাসলারের গাড়ি নিয়ে শহরে আসছে রানা। শুধু গাড়ি নয়, তার হাসিটুকুও সাথে করে নিয়ে এসেছে ও।

দশ

'কোথাও না থেমে চক্কর দিচ্ছিলাম আমরা, স্যার। একটা বাঁক ঘুরে আরলিংটন রোডে আসব, এই সময় ফাটল বোমাটা,' কথা বলছে বাদামি ফোর্ড আলট্রাকমপ্যাক্ট থেকে ড্রাইভারের পাশে বসা লোকটা–নিজের চেম্বারে বসে রেডিও স্পীকারে তার যান্ত্রিক কণ্ঠ স্বর শুনছে জন কোরিগান। 'দৃশ্যটা দেখার মত, স্যার। এক পলকে দাউ দাউ আগুন ধরে গেল গাড়িতে। গাড়ি আর আরোহীরা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। রানাকে নিয়ে আমাদের আর কোন মাথাব্যথা থাকল না।'

'ভেরি গুড। বাকি টহল গাড়িগুলোকে খবরটা জানিয়ে দাও, অপারেশন এম. আর. নাইন বাতিল করা হয়েছে।'

'ইয়েস, স্যার। এখুনি জানিয়ে দিচ্ছি। ওভার অ্যান্ড আউট।'

ডেস্ক কমিউনিকেটরের সুইচ অফ করে আপনমনে হাসতে লাগলো

সি.আই.এ.ডিরেক্টর। একটা চুরুট ধরিয়ে আয়েশ করে টান দিল সে, চাপ দিল ইন্টারকমের বোতামে।

‘ইয়েস,মিঃ কোরিগান?’ পার্সোনাল সেক্রেটারী জিজ্ঞেস করল।

‘দেখো তো ডালেস থেকে আমাকে একটা ফ্লাইট ধরিয়ে দিতে পারো কিনা। রাত দশটার দিকে, নিউ ইয়র্কে যাব।’

‘সম্ভব হবে বলে মনে হয় না, স্যার। ইমার্জেন্সী কার্গো পাঠাবার কাজ এখনও শেষ হয়নি ওদের।’

‘সেক্ষেত্রে আশপাশের অন্য কোন এয়ারপোর্টে চেষ্টা করো।’

‘ইয়েস, স্যার।’

‘ভাল কথা , তুমি ভ্যাকসিন নিয়েছ?’

‘এই নেব, স্যার।

‘নেব নেব করে দেরি করছ কেন?’ রেগে গেল জন কোরিগান। ‘আমার বুকিং শেষ করেই ভ্যাকসিন নেবে তুমি। আটটা থেকে ইমিউনাইজেশন সেন্টার খুলেছে, প্রায়োরিটি-ওয়ান তালিকায় রয়েছি আমরা। কেন যে তোমারা বোঝো না! তোমার সেকশনের সবাইকে নিয়ে যাবে, বুঝলে?’

‘জ্বী স্যার। ধন্যবাদ, স্যার।’

‘নিজেদের স্বার্থের ব্যাপারে সচেতন থাকা দরকার,’ উপদেশ দিল জন কোরিগান। ‘দেশের এই সংকট মুহূর্তে আমাদের মত লোকের দরকার আছে।’

যোগযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল সি.আই.এ. ডিরেক্টর। নিভে গিয়েছিল, আবার ধরাল চুরুটটা। তারপর ফোনের রিসিভার তুলে আবার ডায়াল করল সে, এবার হোয়াইট হাউসের একটা প্রাইভেট নাম্বারে। অপরপ্রান্তে রিঙ হচ্ছে, আপনমনে হাসতে হাসতে জনান্তিকে বলল সে, ‘সুপারম্যান যা খুশি হবে না!’

দি ওয়াশিংটন পোস্টের সিটি এডিটরের রূমে আবার এল সেই কালো মেয়েটা। ভিতরে সে একাই ঢুকল, তবে দুটো গাড়িতে ছয়জন সশস্ত্র বডিগার্ড এসেছে তার সাথে। বিল্ডিংটার গেটে অপেক্ষা করছে তারা।

অনুসন্ধানী প্রতিবেদক ইকবাল হাসানকে কোথাও খুঁজে না পেয়ে নার্ভাস বোধ করল হানি হাসলার। এদিকে সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে, এরপর আর দুপুরের সংস্করণে খবরটা ছাপা সম্ভব হবে না। অথচ তার মিশনের ওপর নির্ভর করছে রানার জীবন মরণ।

ইকবাল হাসান কোথায়?

হাতের তালু ঘামতে শুরু করল হানি হাসলারের। বুঝতে পারছে, রানাকে আবার যদি দেখতে পাবার ইচ্ছে থাকে, এই মুহূর্তে একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে তাকে। যা করবার এখুনি করতে হবে।

সিদ্ধান্ত নিয়ে এডিটর-ইন-চীফের কামরায় ঢুকে পড়ল হানি হাসলার। ‘মাফ করবেন,’ বলল সে। ‘মি. ইকবাল হাসানকে আমার খুব জরুরী দরকার। কি করি বলুন তো? কোথাও তাকে খুঁজে পাচ্ছি না।’

ডেস্ক থেকে মুখ তুলে তাকাল লোকটা, মিষ্টি করে হাসল। 'ঘণ্টা দুই আগে মি. হাসান একটা অ্যাসাইনমেন্টে বেরিয়ে গেছে। হয়তো এখনি ফিরে আসবে সে। বলুন, আপনার জন্যে আর কি করতে পারি আমি, ম্যাডাম?'

'ঠিক জানেন না কখন তিনি ফিরবেন?'

'না। শহরের যা অবস্থা, আন্দাজ করাও কঠিন।'

দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটাও নিল হানি। 'সেক্ষেত্রে জিনিসটা আপনাকে দিতে হচ্ছে,' এডিটর-ইন-চীফের ডেস্কে কালো অ্যাটাচী কেসটা রেখে বলল সে। 'এতে ডেড বেসিন প্লেগ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ইনফরমেশন আছে। টেপ আর কাগজগুলো হলো প্রমাণ, ছাপা হলে জানা যাবে টি-নাইন প্লাসকে নিয়ে কি ধরনের ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। ষড়যন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য ছিল দুনিয়ার সমস্ত খনিজ সম্পদ আমেরিকান সরকারকে দিয়ে দখল করানো। এই ষড়যন্ত্রের সাথে প্রভাবশালী সরকারী কর্মকর্তা, সি. আই. এ. আর. ডি. আই. এ. অফিসার, করপোরেশন ডিরেক্টর, এবং হোয়াইট হাউস জড়িত।'

শুনতে শুনতে চীফ এডিটরের চোয়াল ঝুলে পড়ল। রানার নিষেধ সত্ত্বেও আজ সকালে অ্যাটাচী কেসের টেপ আর কাগজ-পত্র ঘাঁটাঘাঁটি করেছে হানি হাসলার। রানার নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার জন্য ব্যক্তিগতভাবে তার কিছু করার নেই, তবে কাঁধের দায়িত্বটা ঠিক মত পালন করতে চাইছে। টেপে জেনারেল ওয়াকির জবানবন্দি শুনেছে সে, বাকি সব অবিশ্বাস্য তথ্য আর প্রমাণগুলোও পড়েছে। কালো অ্যাটাচী কেস তো নয়, ওটা যেন সেই রূপকথার কালো ভ্রমর, ভ্রমরের বুকের ভেতর রয়েছে রানার প্রাণ। শুধু রানার প্রাণ নয়, আমেরিকার ভবিষ্যৎও, এবং সেই সাথে গোটা সভ্যতার অস্তিত্ব।

চীফ এডিটর ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাল। 'এখুনি আমি হাত দিচ্ছি কাজে,' বলল সে, কাঁপা হাতে তুলে নিল ডেস্ক থেকে অ্যাটাচী কেসটা। 'নিশ্চিন্ত থাকুন, ম্যাডাম, মি. ইকবাল হাসান ফিরলেই সব তাকে জানাব আমি।'

লোকটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে হানি হাসলার বলল, 'যীশুর কিরে খেয়ে কথা দিতে হবে, ঠিক আমি যা বলছি তাই করবেন আপনি। পুরো খবরটা দুপুরের সংস্করণে ছাপবেন। এর ওপর একজন মানুষের জীবন নির্ভর করছে। বুঝতে পারছের তো?'

'অবশ্যই, একশোবার।' চীফ এডিটরের চোখেও পলক নেই। 'আপনাকে আমি কথা দিলাম।'

'ধন্যবাদ,' বিড়বিড় করে বলল হানি হাসলার, বেরিয়ে এল চীফ এডিটরের কামরা থেকে।

এক মিনিট অপেক্ষা করল চীফ এডিটর, তারপর ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করল। অপরপ্রান্ত থেকে একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, তার পরিচিত। 'সবাই যোগ্য নয়, সবাই কৌশলী নয়...,' বলল সে।

'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা,' নরম সুর ভেসে এল অপরপ্রান্ত থেকে।

'সুপারম্যান?'

'ইয়েস?'
'আমি আয়রনম্যান...'

দুপুরের একটু আগে মিসেস পনসনবাইয়ের লাশ নিতে এল সৈনিকরা, তাদের সবার হাতে বা মাথায় ব্যান্ডেজ। তারপর আরও দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করল জর্জ বুকান, কিন্তু পনসনবাই সেই যে গেছে আর ফিরল না। একটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে গ্যারেজের তালা খুলল সে, অনেক দিন পর ভেতর থেকে বের করল মার্সিডিজ বেঞ্জটা।

আকাশ ঢাকা কালো মেঘের নিচে নির্জন জর্জ টাউনের রাস্তা ধরে ছুটল মার্সিডিজ, বেপরোয়া একটা ভাবের সাথে অ্যাডভেঞ্চার প্রবণ মানসিকতা ভারি উত্তেজিত করে তুলেছে জর্জ বুকানকে। রওনা হয়ে গেছে সে, ফিরে যাচ্ছে হোয়াইট হাউসে, যেখান থেকে বিদায় করে দেয়া হয়েছিল তাকে। ওরা যারা তার পরামর্শ কানে তোলেনি, তাকে বিদ্রূপ করেছে, ষড়যন্ত্র করে সরিয়ে দিয়েছে, তাদের সাথে আজ কথা হবে তার। আজ তার কথা শুনতে হবে ডানকান ডককে।

নিজেকে গালভরা একটা ধন্যবাদ দিল জর্জ বুকান, ব্যবহার না করলেও গাড়ির ট্যাংক সব সময় তেল ভরে রাখার জন্যে। তা না হলে, শহরের যা অবস্থা, হোয়াইট হাউসে যাবার কথা ভাবাই যেত না।

লুটপাট এখনও চলছে, আকাশে ধোঁয়া দেখে বোঝা গেল নতুন আরও বহু জায়গায় আগুন লাগানো হয়েছে। রাস্তায় প্রাইভেট যানবাহন নেই বললেই চলে, সবই প্রায় সামরিক বাহিনীর জীপ আর ট্রাক। সামনের দিকে এত বেশি মনোযোগ তার, খেয়ালই করল না কালো একটা লিমুসীন সেই জর্জ টাউন থেকে অনুসরণ করে আসছে তাকে।

হোয়াইট হাউস আর সিকি মাইল দূরে, মার্সিডিজটাকে থামানো হলো। চোখের পলকে গাড়িটাকে ঘিরে ফেলল দাঙ্গাবাজরা। অশ্রাব্য গাল পাড়ছে উন্মত্ত জনতা, লাথি আর ঘুসি মারছে গাড়ির গায়ে, দু'হাত দিয়ে ঝাঁকাচ্ছে। বেসবলের একটা ব্যাটের আঘাতে পিছনের জানালা ভেঙে গেল। বাইরে থেকে চিৎকার করে উঠল লোকজন, 'টেনে বের করো শালাকে! গাড়িতে আগুন জ্বালাও!' পিছনের ফেন্ডারে লোহার রডের বাড়ি পড়ল।

আতংকে নীল হয়ে গেল জর্জ বুকান, গাড়ির ভেতর ঢুকতে পারলে ওরা তাকে ছিঁড়ে ফেলবে। ঈশ্বরের নাম জপতে জপতে কি করবে চিন্তা করছে সে। সামনে জনসমুদ্র, গাড়ি চালানো সম্ভব নয়, চালাতে পারলেও কতদূরই বা যেতে পারবে সে! হঠাৎ গুলির শব্দ হলো, সেই সাথে থমকে গেল উন্মত্ত জনতা। প্রবাল প্রাচীরে ধাক্কা খেয়ে ঢেউ যে ভাবে গুঁড়িয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে লোকগুলোও সেভাবে দিক্-বিদিক্ ছুটল। একসাথে অনেকগুলো গুলি হয়েছে, রাস্তার এখানে সেখানে পাঁচ সাতটা লাশ পড়ে থাকতে দেখল জর্জ বুকান। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল সে, এতক্ষণে তার নজরে ধরা পড়ল কালো লিমুসীনটা। চারজন আরোহী, সবাই গাড়ি থেকে নেমে এসেছে, প্রত্যেকের হাতে একটা করে

রিভলভার, এখনও ধোঁয়া বেরুচ্ছে মাজল্ থেকে।

'তিনজন আরোহী লিমুসীনে উঠল, বাকি একজন ছুটে এল মার্সিডিজের দিকে। 'মি. বুকান, আর কোন চিন্তা নেই। ভেতর নিন আমাকে,' জানালায় পয়েন্ট থারটি-এইটের টোকা দিয়ে বলল সে। 'সামনে বিপদ দেখা দিলে আমি সামলাবো।' পকেট থেকে একটা কার্ড বের করল। 'রবিন, সিক্রেট সার্ভিস।' হাসলো লোকটা। মিঃ আয়ান ক্যামেরন আপনার দিকে নজর রাখার জন্যে পাঠিয়েছেন আমাদের।'

দরজা খুলে দিল জর্জ বুকান, তার চোখ ভিজে গেল।

সামনে দুর্ভেদ্য পাঁচিল হয়ে দাঁড়াল উন্মত্ত জনতা। কিন্তু গ্রাহ্য করল না রানা, হানি হাসলারের গাড়িটা সবেগে লোকজনের ওপর দিয়ে চালিয়ে দিল ও। একাধিক ভোঁতা আওয়াজ হলো, শূন্যে উঠে গিয়ে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেল দুটি দেহ। গুলির আওয়াজ হলো পিছনে, মনে হলো ঘাড়ের পিছনে একশো বা তারও বেশি সুঁই বিঁধল। আসলে সুঁই নয়, ভাঙা কাচের টুকরো।

পরবর্তী বাঁক নেয়ার সময় নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল গাড়ি, ফুটপাথ হয়ে একটা দরজা ভাঙা দোকানের ভেতর ঢুকে পড়তে চাইল। 'শালারা টায়ার ফাটিয়ে দিয়েছে!' বন বন করে হুইল ঘুরিয়ে ফুটপাত থেকে আবার রাস্তায় গাড়ি নামল ও। ধাক্কাটা এল পিছন থেকে, বাঁক নিয়েই ওর গাড়ির ওপর সওয়ার হলো একটা দৈত্যাকার বাস।

হানি হাসলারের গাড়ি চিঁড়ে চ্যাপটা হয়ে গেল, তবে রানার ভাগ্য ভালো যে মাত্র অর্ধেকটা। সামনের দরজা দিয়ে বেরুনো সম্ভব হলো না, ভাঙা উইন্ডস্ক্রীন গলে বস্তার মতো রাস্তায় পড়ল ও, লোকজন ধাওয়া শুরু করার আগেই এক ছুটে ঢুকে পড়ল একটা গলিতে।

গলি থেকে আরেক মেইন রোডে বেরিয়ে এল রানা, ইতিমধ্যে ছোটখাট তিনটে দলের সাথে হাতাহাতি মারামারি করে শার্টের আস্তিন আর কলার, ঘড়ি আর এক পাটি জুতো হারিয়েছে। অবশিষ্ট জুতোটা ফেলে দিয়ে মনে মনে নিজেকে এই বলে প্রবোধ দিল ও, তবু তো ট্রাউজারটা এখনও আছে কোমরে! আর যাই হোক, উলঙ্গ অবস্থায় আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সামনে দাঁড়ানো তার পক্ষে সম্ভব নয়।

আবার মেইন রোডে বেরিয়ে এসে উন্মত্ত জনতার অংশ হয়ে গেল রানা। ভাবল, স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে এগোনোর চেষ্টা করাই এখন সবচেয়ে নিরাপদ। কিন্তু খানিক পরই আবিষ্কার করল, জনস্রোত কোথাও যাচ্ছে না, একটা এলাকার চারদিকে ঘুরপাক খাচ্ছে। নিজেকে বিচ্ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নিলো ও, কিন্তু জনস্রোত কয়েক দলে ভাগ হয়ে পরস্পরের সাথে খণ্ডযুদ্ধ শুরু করায় তা সম্ভব হলো না। মেইন রোড ধরেই যেতে হবে ওকে, তা না হলে হোয়াইট হাউস চিনতে পারবে না ও। কাজেই একটা গলির মুখে গা ঢাকা দিয়ে খণ্ডযুদ্ধ থামার অপেক্ষায় বিশ মিনিট কাটাতে হলো। পৌঁছুতে দেরি হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারলেও

কিছু করার নেই।

হোয়াইট হাউসে ঢোকার সময় জর্জ বুকানকে ঘেরাও করে রাখল সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টরা। গেটে মেরিনদের সাথে তারাই কথা বলল, ফলে ওখানে কোন সময় নষ্ট হলো না।

ভেতরে ঢুকেই সামনেসামনি দেখা হয়ে গেল হেলমুট কোহলারের সাথে। জার্মান লোকটা শীতল এক টুকরো হাসির সাথে অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাকাল প্রাক্তন উপদেষ্টার দিকে। 'আমরা সবাই তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি, বুকান।' সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টদের দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকাল সে, ঘুরে দাঁড়িয়ে ফিরে গেল তারা।

'ভাগ্যগুণে পৌঁছুতে পেরেছি, হেলমুট,' জবাব দিল জর্জ বুকান, হেলমুট কোহলার তাকে এন্ট্রান্স হলের ভেতর দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

করিডরে বেরিয়ে এসে হঠাৎ খেয়াল করল জর্জ বুকান, ওভাল অফিসের দিকে নয়, অন্য দিকে হাঁটছে তারা। কোথায় তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে জিজ্ঞেস করতে যাবে, দেখল একটা বাঁক ঘুরে এদিকেই এগিয়ে আসছে আয়ান ক্যামেরন।

'ঠিক আছে, হেলমুট,' আয়ান ক্যামেরন বলল, জর্জ বুকানের দিকে তাকিয়ে হাসছে সে। 'বুকানকে আমার হাতে ছেড়ে দাও। ডকের সাথে এরপর ওরই দেখা করার ব্যবস্থা করেছি।'

ঠাণ্ডা চোখে তাকাল হেলমুট কোহলার, জবাব দিতে এক সেকেন্ড দেরি করল না সে। 'বেশ, তুমি যা ভাল মনে করো,' বলে কাঁধ ঝাঁকাল সে, আচমকা ঘুরে হন হন করে হেঁটে বাঁকের আড়ালে চলে গেল।

পুরনো বন্ধুকে পরম আদরে আলিঙ্গন করল আয়ান ক্যামেরন। 'আবার তোমাকে কাছে পেয়ে কি খুশি যে লাগছে , বুকান! এই ক'দিন হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছি, তোমার অভাব একমাত্র তোমাকে দিয়েই পূরণ হতে পারে।'

আবেগে জর্জ বুকানের গলা বুজে এল। 'আয়ান, তোমাকেও আমি ভুলতে পারিনি…'

'লিয়ন ক্যারির সাথে কথা বলছে ডানকান ডক,' জর্জ বুকানকে নিয়ে ওভাল অফিসের দিকে এগোল আয়ান ক্যামেরন। 'তবে এরপরই তোমার পালা, মাই ফ্রেন্ড। চলো, অ্যান্টিরূমে বসিয়ে দিই তোমাকে। প্রেসিডেন্টকে জানাতে হবে তুমি পৌঁচেছ।'

কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না জর্জ বুকান। 'সত্যি আমি আনন্দিত যে…'

তার পিঠ চাপড়ে দিল আয়ান ক্যামেরন। 'মাথা উঁচু করে, মর্যাদা আর সম্মান নিয়ে ফিরে এসেছ তুমি, জর্জ। জাতীয় বীর হিসাবে বরণ করা হবে তোমাকে।'

প্রেসিডেন্ট ডানকান ডককে জানানো হয়েছে মাসুদ রানা আসলে চাইনীজ ডাবল এজেন্ট, এই ঘটনার পরপরই ওর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে হোয়াইট হাউস কর্মচারীরা স্বস্তিবোধ করে, কারণ কনফারেন্স রূমের বাইরে আর কাউকে খবরটা জানাবার দরকার হলো না। সুপারম্যান আর টারজান যাকে মৃত বলে ভাবছে, এই মুহূর্তে

হোয়াইট হাউসের গেটে মেরিনদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে। প্রেসিডেনশিয়াল পাস দেখাতেই সসম্ভ্রম স্যালুট উপহার পেল রানা, কোথাও কোন বাধা না পেয়ে ঢুকে পড়ল হোয়াইট হাউসে।

ওভাল অফিসের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে রানা, এই সময় সংলগ্ন একটা কামরা থেকে আয়ান ক্যামেরনকে বেরুতে দেখল ও।

'মাসুদ রানা!' ওকে দেখে আঁতকে উঠল প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা। 'জন কোরিগান আমাদের বলল আপনি মারা গেছেন! বলল আপনি নাকি আসলে ডাবল এজেন্ট! বলল… '

'বলবেই তো, বলবে না!' বাধা দিল রানা। 'আমাকে মারার চেষ্টা হয়েছিল, তবে সেটা সফল হয়নি। শুনুন, মি. ক্যামেরন, টি-নাইন প্লাস ষড়যন্ত্রের সাথে সে এবং সুপারম্যান দু'জনেই জড়িত। সুপারম্যান একটা কোড নেম…!'

চোখ ভরা অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে থাকল আয়ান ক্যামেরন। 'এ সব কি বলছেন আপনি, মি. রানা!'

'চুল, দাড়ি, গোঁফ, সব আপনি বাজি ধরতে পারেন–যা বলছি ঠিকই বলছি,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল রানা। 'এখনও তো সব কথা শোনেননি। শুনলে খুলি ফেটে মগজ বেরিয়ে আসবে…।'

'আমার অফিসে আসুন, প্লিজ, মি.রানা,' ঘড়ঘড়ে গরায় অনুরোধ করল আয়ান ক্যামেরন, কাঁপা হাতে দরজার নব ধরল সে। 'আমাকে যদি বিশ্বাস করতে পারেন, এক মিনিটের মধ্যে প্রেসিডেন্টের সাথে আপনার দেখা করার ব্যবস্থা করব আমি।'

'জর্জ বুকানকে দেখেছেন? আয়ান ক্যামেরনের পিছু পিছু তার অফিসে ঢোকার সময় জিজ্ঞেস করল রানা।

ঘরের মাঝখানে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল আয়ান ক্যামেরন। 'জর্জকে আপনি চেনেন?' ঘাড় ফিরিয়ে রানার দিকে তাকাল সে।

'হ্যাঁ, এই কেসে তার অবদান আছে।'

মুখ টিপে হাসল আয়ান ক্যামেরন। 'আমেরিকা বড় ছোট জায়গা, মি. রানা। বললে বিশ্বাস করবেন না, জর্জ বুকান এই মুহূর্তে আপনার পাশের কামরায় রয়েছে।'

'সত্যি!'

'হ্যাঁ, লিয়ন ক্যারিকে বিদায় করে দিয়েই প্রেসিডেন্ট তার সাথে কথা বলবেন। বসুন, বসুন, মি. রানা। সব কথা শোনার আগে নার্ভ একটু শক্ত করে নিই, কি বলেন?' হালকা পায়ে হেঁটে বার এর সামনে চলে এল সে, রানার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়াল। 'আপনাকে কিছু দেব, মি. রানা?'

'ওয়াইল্ড টার্কি থাকলে দিন, মি. ক্যামেরন।'

'দুঃখিত মি. রানা।' হেসে উঠল প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা। 'আপনি আমাকে লজ্জায় ফেলে দিলেন। স্কচ, ব্যান্ডি, রাই, ভদকা অফার করতে পারি আমি। আর বরফ আছে প্রচুর।'

'তাহলে বরং একটু হুইস্কিই দিন, মি.ক্যামেরন,' একটা চেয়ারে গা এলিয়ে দিল রানা, হঠাৎ মনে হলো সে খুব ক্লান্ত।

রানার জন্যে একটা গ্লাসে বেশ খানিকটা হুইস্কি ঢালল আয়ান ক্যামেরন, দেরাজ থেকে বের করে হুইস্কিতে একটা হলুদ রঙের ক্যাপসুলও ফেলল। একটা চামচ দিয়ে হুইস্কিটুকু নাড়তে লাগলো সে। বলল, 'দু'চুমুক পেটে পড়লেই উত্তেজনা কমে যাবে।' জেলাটিন ক্যাপসুল দ্রুত গলে গিয়ে মিশে গেল হুইস্কির সাথে। তারপরও কিছুক্ষণ গ্লাসের ভেতর চামচ নাড়ল সে, তার হাতের আংটিতে অনিকস পাথরের মাঝখানে বসানো হীরে ঝিক্ করে উঠল আলো লেগে।

এগারো

লিয়ন শালা প্যাচাল পাড়তে ওস্তাদ!

সেক্রেটারী অভ স্টেটসকে মনে মনে গাল দিল জর্জ বুকান। লিয়ন ক্যারি ওভাল অফিস থেকে কখন বেরিয়ে আসবে তার অপেক্ষায় রয়েছে সে। দাঁত দিয়ে নখ খুঁটতে শুরু করল বেচারা, অস্থিরতা কমাতে পারছে না। শালারা হার্ভার্ড সেমিনার থেকে শুধু প্যাচাল পাড়তে শিখে এসেছে, বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করতে জানে না। কঠোর সমালোচক হয়ে উঠল সে, আরেক আঙুলের নখ খুঁটতে শুরু করল।

দরজা খোলার শব্দ হতেই ঝট্ করে দাঁড়িয়ে পড়ল জর্জ বুকান। ওভাল অফিস থেকে লিয়ন ক্যারিকে বেরিয়ে আসতে দেখে বুক ভরে শ্বাস টানল সে।

'সরাসরি ঢুকে পড়ো, জর্জ,' করমর্দনের সময় বলল লিয়ন ক্যারি। 'ডক তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

'থ্যাঙ্কস, লিয়ন,' রুদ্ধশ্বাসে জবাব দিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল জর্জ বুকান।

ওভাল অফিসের ভেতর, ডানকান ডকের শক্ত লোমশ হাত তার হাতটাকে ধরে ঝাঁকি দিল। জর্জ বুকান প্রথমেই যেটা উপলব্ধি করল, অল্প ক'দিনে প্রেসিডেন্টের বয়স যেন দশ বছর বেড়ে গেছে।

'কেমন আছ, জর্জ?' আন্তরিক অভ্যর্থনা জানালেন প্রেসিডেন্ট, তাঁর দরদ ভরা কণ্ঠস্বর মনে করিয়ে দিল এক সময় তারা পরস্পরের পরম মিত্র ছিল।

শক্ত হাতের করমর্দন অনুভব করে জর্জ বুকানের মনে হলো নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে গেছে সে। প্রেসিডেন্টের চেহারায় উদ্বেগ, ভরাট কণ্ঠস্বরে আত্মবিশ্বাস লক্ষ করে সে বুঝল, দেশ এবং জাতি যোগ্য লোকের হাতেই রয়েছে। 'আবার ফিরে আসতে পেরে আমি আনন্দিত, মি. প্রেসিডেন্ট··· দেশের জন্যে সামান্য কিছু করতে পারছি···'

'আয়ান যতটুকু বলল তার অর্ধেকও যদি সত্যি হয় তাহলে মানতেই হবে জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটা করেছিলাম তোমাকে চলে যেতে দিয়ে,' দু'জন

আসন গ্রহণের পর বললেন প্রেসিডেন্ট। 'বাইবেল কি বলে জানো তো–"জাজ নট, দ্যাট ঈ বি নট জাজড."।' আঙুল দিয়ে ডেস্কের কিনারায় মৃদু ঠকঠক আওয়াজ করছেন। 'সব আমাকে বলো, জর্জ। কিছু বাদ দিয়ো না।'

পরবর্তী পনেরো মিনিট ধরে ড. শেফার্সের ডলফিন সেরাম আর টি-নাইন প্লাসের ওপর তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে যা জানে সব ব্যাখ্যা করে প্রেসিডেন্টকে বলল জর্জ বুকান। রূপালি ক্যানিস্টার আর নিউক্লিয়ার সাবমেরিন সম্পর্কেও বলল, ওয়াশিংটন ভিত্তিক ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তার সন্দেহের কথাও গোপন করল না–তার ধারণা, দুনিয়ার সমস্ত খনিজ সম্পদ দখল করার জন্যে কে যেন বাধ্য করার চেষ্টা করছে সরকারকে। বক্তব্য শেষ করে ব্রিফকেসটা ডেস্কের ওপর রাখল জর্জ বুকান, ওতে এফ.এস.এইচ. সেরামের নমুনা, সেরাম তৈরির ফর্মুলা, ইত্যাদি আছে। পরিবর্তে প্রেসিডেন্ট তাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন, ডলফিনদের কোন ক্ষতি করা হবে না।

'আরেকটা ব্যাপার, জর্জ,' শান্তভাবে বললেন প্রেসিডেন্ট, 'ডলফিন সেরাম যারা তৈরি করেছে, সংশ্লিষ্ট সবার পরিচয়, ঠিকানা ইত্যাদি সহ একটা তালিকা দিয়ে যাও আমাকে তুমি।' ডানকান ডকের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি স্থির হয়ে থাকল জর্জ বুকানের মুখের ওপর। 'তাদের নিরাপত্তার দিকটা এখন আমাকেই তো দেখতে হবে।'

নামগুলো বলতে যাবে জর্জ বুকান, দরজা খোলার শব্দে বাঁ দিকে ঘাড় ফেরাল সে।

'স্টপ ইট, মি. বুকান!' আশ্চর্য তীক্ষ্ণ একটা কণ্ঠস্বর ওভাল অফিস যেন থামিয়ে দিল সময়কে। পাশের কামরা থেকে ওভাল অফিসে ঢুকল মাসুদ রানা। 'ওকে আর কিছুই আপনি বলবেন না!'

'রানা! তুমি বেঁচে আছ!'

'এখনও,' রানার গম্ভীর কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠল, অকস্মাৎ তার অগ্নিদৃষ্টি বিদ্ধ করল প্রেসিডেন্ট ডানকান ডককে। প্রেসিডেন্টের চোখে পলক পড়ছে না, তাঁর চোখ জোড়াও অঙ্গারের মত জ্বলছে।

'কি বলতে চাও, রানা? কেন বলব না? উনি প্রেসিডেন্ট, ডানকান ডক...' জর্জ বুকান হতভম্ব।

চীফ্ একজিকিউটিভের ওপর সারাক্ষণ স্থির হয়ে থাকল রানার দৃষ্টি। 'কারণ,' শীতল অথচ দৃঢ় গলায় বলল ও, 'আপনাদের ধার্মিক ডানকান ডকই সেই বেজন্মা, যাকে আমরা খুঁজছি। ফেজ টি-নাইন প্লাস তারই ষড়যন্ত্র। ধর্মটা আসলে ওর ব্যবসা।'

জর্জ বুকানের মুখ আর চোখ বিস্ফারিত হয়ে গেল। চোখের পাতা ফেলতে ভুলে গেল সে, ঢোক গেলার কথা মনে থাকল না। বাকশক্তি ফিরে পেতে তার গলা থেকে শুধু বেরুল, 'ঠাট্টা!'

'সর্বশেষ হিসেবে দেখা যাচ্ছে আজ দুপুরের মধ্যে মারা গেছে পঁচিশ মিলিয়ন আদম সন্তান। এরপর আর ঠাট্টা করার উপায় আছে কি?' রানা আর ডানকান ডক

পরস্পরের দিকে ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়েই আছে, দুজনেই সম্পূর্ণ স্থির।

মুখ খুলতে গিয়ে বিষম খেল জর্জ বুকান, নিজেকে কোন রকমে সামলে নিয়ে বেসুরো গলায় জানতে চাইল, 'ভেবেচিন্তে কথা বলছ তো, রানা?'

'সুস্থ মস্তিস্কে এবং সজ্ঞানে বলছি, আর যা বলছি তার প্রতিটি শব্দ সত্যের নির্যাস,' এখনও প্রেসিডেন্টের দিকে তাকিয়ে আছে রানা, গলায় ক্ষীণ ব্যঙ্গের সুর।

'ডক-মি. প্রেসিডেন্ট,' কর্কশ সুরে জিজ্ঞেস করল জর্জ বুকান, 'কি বলছে ও?'

'মিস্টার মাসুদ রানা,' মৃদু কণ্ঠ, থেমে থেমে বললেন প্রেসিডেন্ট, 'এত কথা বলছ অথচ তুমি একটা মরা মানুষ।' তাঁর লোমশ ডান হাতটা ডেস্কের কিনারায় রয়েছে, ডেস্কের গায়ে সাদা বোতামে কড়ে আঙুল দিয়ে চাপ দিলেন তিনি।

আবার রানার দিকে ফিরল জর্জ বুকান, চেয়ার থেকে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল রানার হাতে পয়েন্ট থারটি-এইটটা দেখে।

'আগেই বলেছি, এখনও মরিনি,' জবাব দিল রানা। 'তবে যদি মরি, এক পাল শুয়োরকে সাথে নিয়ে যাব আমি, লোকে যাদেরকে পাবলিক সার্ভেন্টস বলে চেনে। কারও পাপের মাত্রা বেশি হলে সে কি খুব স্পীডে নরকে ঢুকবে? তাই যদি হয়, ডকি বয়, তুমি আমাকে হ্যালির ধূমকেতুর মত ওভারটেক করবে।'

'অ্যান্ড দ্য লর্ড সেইড আনটু মোসেস,' প্রেসিডেন্ট আবৃত্তি করলেন, গোখরার সমস্ত বিদ্বেষ নিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি, দ্য ম্যান শ্যাল শিওরলি বি পুট টু ডেথ, অ্যান্ড অল দ্য কংগ্রিগেশন শ্যাল স্টোন হিম উইথ স্টোনস উইদাউট দ্য ক্যাম্প।'

'বেশ বেশ, স্ক্রিপচার কোট করছে ডেভিল,' ঠোঁট বাঁকিয়ে বিদ্রূপ করল রানা। 'কিন্তু ভুলে গেছেন, বাইবেলেই তো আছে-পরের জন্যে গর্ত খুঁড়লে সেই গর্তে নিজেকে পড়তে হয়।'

'রানা!' জর্জ বুকানের মাথায় যেন আগুন ধরে গেছে, বাঘের মত গর্জে উঠল সে। 'তুমি ইউনাইটেড স্টেটস অভ আমেরিকার প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলছ!'

'সেই সাথে আমি পাইকারী হত্যাযজ্ঞের একজন হোতার সাথেও কথা বলছি, মি. বুকান। বিশ্বাস করুন, মানবজাতির ইতিহাসে ওর মত পাপী লোক দ্বিতীয়টি জন্মায়নি।' থরথর করে কেঁপে উঠল রানা, প্রচণ্ড ঘৃণা আর ক্রোধ অস্থির করে তুলল ওকে। 'হারামজাদা ধর্মকে ব্যবহার করছে নিজের হীন স্বার্থে!'

রানার হাতে পয়েন্ট থারটি এইট ক্লিক শব্দে কক্ হলো, কিন্তু নিস্তব্ধ কামরায় বিস্ফোরণের মত শোনাল আওয়াজটা। নিঃশ্বাস ফেলতে ভুলে গেল জর্জ বুকান।

অস্ত্র ধরা হাতটা লম্বা করে দিল রানা, লক্ষ্যস্থির করল সরাসরি ডানকান ডকের দুই ভুরুর মাঝখানে। 'সময় পেলেই বাইবেল পড়া হয়, তাই না? মানুষ তার সময় সম্পর্কে জানে না, এটাও বাইবেলের কথা। কিন্তু আমি তোমার সময় সম্পর্কে জানি, ডকি বয়,' হিস হিস করে উঠল রানার গলা। 'ফুরিয়ে গেছে।'

ডানকান ডক নড়লেন না। শিরদাঁড়া খাড়া করে বসে আছেন তিনি, ডান হাতটা এখনও ডেস্কের কিনারায়। এবার নিয়ে তৃতীয় বার সাদা বোতামটায় চাপ দিলেন।

'রানা–তুমি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট–নো, ওহ্ গড, নো! তুমি ওকে খুন করতে পারো না!'

হাতের অস্ত্র নামিয়ে নিয়ে রানা বলল, 'না, এ কাজটা আইনের।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ও। 'আমেরিকানরা তোমাকে ছাড়বে না, ডানকান ডক। জনতার আদালতে তোমার বিচার হবে। তবে, অবিশ্বাস্য কোন কারণে, তোমার যদি বিচার এবং মৃত্যুদণ্ড না হয়, এই মাসুদ রানাকে আবার তুমি দেখতে পাবে। আইন হাতে নিয়ে ফিরে আসব আমি, ইউ বাস্টার্ড।'

'প্লিজ রানা, প্লিজ–আমাকে বোঝাও! এসব কি ঘটছে এখানে?'

এই প্রথম দু'সেকেন্ডের জন্যে জর্জ বুকানের দিকে তাকাল রানা, হাসল অভয় দিয়ে, তারপর আবার দৃষ্টি ফেরাল ডানকান ডকের দিকে। 'আপনাকে আগে বলার উপায় ছিল না, মি. বুকান। গোটা ব্যাপারটাই জটিল আর অবিশ্বাস্য ছিল। তারপর যখন আপনাকে জানাতে গেলাম, আমার প্রিয় এক বন্ধুকে বোমা ফাটিয়ে খুন করা হলো।' অস্ত্র ধরা হাতটা কাঁপছে। 'শুরু থেকেই ব্যবহার করা হয়েছে আমাকে। ডানকান ডক আর তার বন্ধুরাই সয়্যারে টি-নাইন প্লাস ছড়ায়, তারপর আরেক বাস্টার্ড জোসেফ ফালকেনকে দিয়ে জাতিসংঘ থেকে আমাকে আনায়। নানা কারণে আমার ওপর বিদ্বেষ ছিল, সেটা একটা কারণ। ওরা আমাকে ট্রিগার-হ্যাপি বলে ধরে নেয়, নিজেদের নোংরা কাজগুলো আমাকে দিয়ে করাবে বলে ঠিক করে। আই. আই. ইউ. এজেন্ট হিসাবে বিভিন্ন অ্যাসাইনমেন্টে কাজ করার সময় আমার হাতে কয়েকজন অপরাধী মারা যায়, সে কথা মনে রেখে ওরা ধরে নেয় আমাকে দিয়ে ওদের শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বীকে সরানো সহজ হবে।'

দম নেয়ার জন্যে থামল রানা। বাইরে থমথম করছে আকাশ, দ্রুতগতি কালো মেঘ গ্রাস করছে ওয়াশিংটনকে। সেই একই ভঙ্গিতে বসে আছেন ডানকান ডক, শান্ত চেহারা, দৃষ্টি শীতল।

'আমাকে নিজেদের কাজে লাগানোর জন্যে পুরানো একটা ইন্টেলিজেন্স ট্রিক ব্যবহার করে ওরা, মি. বুকান,' আবার শুরু করল রানা। 'সত্যি মিথ্যে মেশানো তথ্য যোগান দেয়া হয় আমাকে, ভুয়া সূত্র সরবরাহ করা হয়। জন কোরিগান আর সুপারম্যান নামে এক হোয়াইট হাউস কর্মকর্তার উদ্দেশ্য ছিল আমাকে দিয়ে জেনারেল ওয়াকিকে খুন করানো। এই বেজন্মাটাকে দিয়েই গোটা দুনিয়ায় প্লেগটা ছড়িয়েছে ওরা।'

'পেরেছ কি, তাকে তুমি খুন করতে পেরেছ কি?' জিজ্ঞেস করলেন ডানকান ডক।

'ইচ্ছে করলেই পারতাম, ডানকান ডক। সুযোগ পেয়েও তাকে আমি মারিনি। হিসেবে তোমার ভুল হয়নি, তাকে মারার জন্যে যোগ্য লোককেই বাছাই করেছিলে তুমি।'

ডানকান ডকের ঠোঁটের দুই কোণ রাবারের মত প্রসারিত হলো। রানার মনে হলো সে যেন একটা বিষধর সাপকে হাসতে দেখছে।

'ওয়াকিকে মারিনি, ভেবেছিলাম সাক্ষী হিসেবে কাজে আসবে। ওকে মারলো

জন কোরিগ্যানের এজেন্টরা–চাম আর পেং। লোকটাকে মরতে দেখে খুশি হইনি এ-কথা বলবো না।'

গলা পরিষ্কার করল রানা। 'আরও খুশি হয়েছি তার সাথে কথা বলে। তোমার ষড়যন্ত্রের কথা সেই আমাকে জানায়, ডানকান ডক।' জর্জ বুকানের দিকে ফিরল ও। 'ওয়াকি ওদের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল, মি. বুকান। তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা সীমা ছাড়িয়ে যায়, লোভ করে বসে সিংহাসনটা। সবাইকে ছোট করে দেখছিল সে। গোপন সমস্ত ব্যাপার তার জানা ছিল। জেনারেল মনিয়েরের পদটা পেয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী আর জয়েন্ট চীফস অভ স্টাফদের আতংকিত করে তোলে সে–ডানকান ডক তাকে দিয়ে এই ভূমিকাটাই পালন করাতে চাইছিল। এরপর তার নাম খরচের খাতায় লিখে ফেলা হয়। আগেই ঠিক করা ছিল কাজটা আমাকে দিয়ে করানো হবে, আমি যাই-ও। বাঁচার আশায় গড়গড় করে সব বলে ফেলে ওয়াকি।'

'আমার সাথে হাত মেলাও, রানা,' ফিসফিস করে আমন্ত্রণ জানালেন ডানকান ডক। 'তুমি আমাদেরই একজন। এবং তোমাকে আমাদের দরকার। সময় হয়েছে যোগ্য, মেধাবী আর শক্তিশালীরা এগিয়ে আসবে, তারাই তো রচনা করবে মানবজাতির নতুন ইতিহাস। তাদের হাতেই তো গড়ে উঠবে সুখ, সমৃদ্ধি আর প্রাচুর্যে ভরা নতুন পৃথিবী...'

'শালা, মারব এক চড়!'

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলেন ডানকান ডক, মনে হলো আবেগের রাশ টেনে ধরলেন। আবার একবার সাদা বোতামটায় চাপ দিলেন তিনি। ব্যাপারটা লক্ষ করে মৃদু হাসল রানা। জানে, সংকেতটা সুপারম্যানের অফিসে পাঠানো হচ্ছে।

'মাই গড, ডক!' লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল জর্জ বুকান। 'এ ধরনের রোমহর্ষক কাণ্ড কিভাবে তুমি ঘটাও! হোয়াই–ফর গডস সেক, হোয়াই? জেনেশুনে টি-নাইন ছড়িয়ে দিলে–আমেরিকায়, সারা দুনিয়ায়? কোন কারণ নেই, যুদ্ধ বাধল না, কোটি কোটি মানুষকে মেরে ফেলল?' উন্মাদের মত চিৎকার জুড়ে দিল সে। 'হোয়াই–ফর গডস সেক, হোয়াই?'

সে থামতে শান্ত গলায় রানা বলল, 'হ্যাঁ, বলুন, শোনা যাক আপনার কি বলার আছে।'

চোখে বা চেহারায় কোন লজ্জা নেই, এতটুকু অপরাধ বোধ নেই, সরাসরি জর্জ বুকানের দিকে তাকালেন ডানকান ডক। 'জর্জ,' নরম সুরে বললেন তিনি, 'তুমি অন্তত খুব ভালই বোঝো দুনিয়ার কি জঘন্য চেহারা দাঁড়িয়েছে। আর এক দশক পর এক টুকরো রুটির জন্যে মানুষ মানুষের চোখ উপড়ে নেবে। শোবার জায়গাটুকু পর্যন্ত থাকবে না–লাশের ওপর শোয়ার জন্যে জ্যান্ত মানুষকে খুন করব আমরা।'

ওভাল অফিসে নিস্তব্ধতা নেমে এল, শুধু জর্জ বুকানের ঘন ঘন নিঃশ্বাস পতনের আওয়াজ হচ্ছে।

'এভাবে চলতে থাকলে আমেরিকার অবস্থা কি হবে ভাবতে পারো?' আবার

মুখ খুললেন ডানকান ডক; তার চেহারায় দৃঢ় বিশ্বাসের কাঠিন্য। 'আমাদের লোক সংখ্যা বাড়ছে, কিন্তু সম্পদ কমে আসছে।

'এভাবে চলতে দিলে আমেরিকার অবস্থা কি দাঁড়াবে ভাবতে পারো?' আবার মুখ খুললেন ডানকান ডক, চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে, চেহারায় কাঠিন্য। 'আমাদের লোক সংখ্যা বাড়ছে, কিন্তু সম্পদ কমছে। সর্বকালের রেকর্ড ছাড়িয়ে গেছে বাণিজ্য ঘাটতি। কলকারখানা বন্ধ, উৎপাদন নেই। মূল্যমান কমতে কমতে ডলারের অবস্থা কি হয়েছে সে তো দেখতেই পাচ্ছ। তার ওপর খাদ্য ঘাটতি– নির্মম সত্যি কথাটি হলো, আমরা খেতে পাচ্ছি না। চারদিক থেকে কোণঠাসা হয়ে পড়ছে আমেরিকা। অভাব বা দারিদ্র্যের চেয়ে বড় আতংক আর কিছু হতে পারে না, সেই আতংক গ্রাস করতে আসছে আমেরিকাকে, তাই আর দেরি করা সম্ভব ছিল না...'

'কুত্তার বাচ্চা!' প্রচণ্ড রাগে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলল রানা, অস্ত্র ধরা হাতটা থরথর করে কাঁপছে। 'শালা তোর আমেরিকা-দরদ দেখে আমার বমি পাচ্ছে! নয়শো কোটি মানুষকে খুন করে আমেরিকাকে উদ্ধার করতে চাস? শালা, তোর ঈশ্বর ভীতি এই?'

ডানকান ডক সম্পূর্ণ শান্ত। 'ঈশ্বর, রানা?' বিষণ্ন সুরে প্রশ্ন করলেন তিনি। 'ঈশ্বর কিছু জানেন কি, কি ঘটছে দুনিয়ায়? যদি জানেনও, আর তিনি গাহ্য করেন না।'

'ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে!' আর্তনাদ করে উঠল জর্জ বুকান।

'সেজন্যেই আমরা নিজেদের হাতে সমস্ত দায়িত্ব তুলে নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি,' মৃদু হাসির সাথে বললেন ডানকান ডক। 'আমরা উপলব্ধি করি, দুনিয়ার সমস্ত খনিজ সম্পদ একটা দেশের হাতে থাকা দরকার। আমেরিকাকে বাঁচানোর মহৎ দায়িত্ব কাঁধে নিই আমরা...'

ঝট্ করে হাত তুলে ডানকান ডককে গুলি করল রানা। একটা ঝাঁকির সাথে চেয়ারের পিছনের গদিতে ধাক্কা খেলেন ডানকান ডক–স্রেফ ভয়ে।

চেয়ারের পিছনে, একটা তৈলচিত্র ফুটো করে দিয়েছে বুলেট। ডানকান ডক কাঁপছেন।

'না, রানা–ওকে মারা তোমার কাজ নয়,' হঠাৎ প্রায় ধমকের সুরে বলল জর্জ বুকান।

ঝট্ করে তার দিকে ফিরে প্রায় ভেংচাল রানা। 'কেন, শুনি? হিটলারকে মারতেন না আপনি?'

'কাজটা আদালতকে করতে দাও, রানা। রাষ্ট্র ওর ব্যবস্থা করুক। সরে এসে রানার একটা হাত ধরল জর্জ বুকান। 'চলো, চলে যাই আমরা,' ডানকান ডকের দিকে পিছন ফিরল সে। 'আর কিছুক্ষণ থাকলে আমিও বমি করে ফেলব।'

'দাঁড়ান,' বাধা দিল রানা। 'আপনার ব্রিফকেসটা নিন।'

রানার হাত ছেড়ে দিয়ে ডেস্ক থেকে ব্রিফকেসটা নিল জর্জ বুকান। দরজার দিকে এগোল।

'কাগজে সব কথা ছাপা হয়েছে, ডানকান ডক,' বলল রানা। 'তুমি কি জিনিস জানতে কারও বাকি নেই। যদি লজ্জা থাকে, আমরা বেরিয়ে যাবার সাথে সাথে পালিয়ে যাও নরকে। আমি তোমাকে আত্মহত্যা করতে পরামর্শ দিচ্ছি। কিছু যদি না পাও, দেয়ালে মাথা ঠুকেও সারতে পারো কাজটা।' ঘুরে দাঁড়িয়ে জর্জ বুকানকে অনুসরণ করল ও।

কয়েক পা এগিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাল রানা। ডানকান ডক শান্তভাবে বসে আছেন চেয়ারে, রানার দিকে স্থির হয়ে আছে তাঁর দৃষ্টি, এক চুল নড়ছেন না।

দরজার কাছে পৌঁছে গেল রানা। দেরাজ টানার ক্ষীণ শব্দ চরকির মত আধ পাক ঘুরিয়ে দিল ওকে। ঝট্ করে নিচু হয়েই পয়েন্ট থারটি-এইট তুলল ও, ধরল দুই হাতে।

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন ডানকান ডক, হাতে ছোট্ট একটা পিস্তল, রানার দিকে তুলছেন সেটা। সাইলেন্সার ফিট করা রানার থারটি-এইট থেকে আবার ভোঁতা কাশির আওয়াজ বেরুল। ডানকান ডকের মাংসল বুকে থ্যাচ করে ঢুকল বুলেট, থকথকে কাদা বানিয়ে ফেলল হৃৎপিণ্ডটাকে। প্রেসিডেন্টের প্রাণহীন দেহটাকে সুইভেল চেয়ারের ওপর ধপাস করে পড়ে যেতে দেখে হাউ-মাউ করে উঠল জর্জ বুকান।

এক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা নামল ওভাল অফিসে, জর্জ বুকানের মনে হলো অনন্ত কাল কোন শব্দ শুনছে না সে। মেরিনদের পালাবদল চলছে হোয়াইট হাউসের গেটে, কথাবার্তার অস্পষ্ট আওয়াজ ভেসে এল।

'ওহ্, ক্রাইস্ট!' ফোঁপাতে শুরু করল জর্জ বুকান। 'ওহ্, সুইট জেসাস ক্রাইস্ট!' মুখে রক্ত নেই, গলা কাঁপছে।

রানা স্থির, অটল। শুধু কপালের কাছে ঘন ঘন লাফাচ্ছে একটা রগ। ধীরে ধীরে অস্ত্র ধরা হাতটা নামাল ও। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে ওর, সারা মুখে পাথুরে কাঠিন্য। শান্তভাবে পকেট থেকে সাদা একটা রুমাল বের করল, প্যাঁচ খুলে সাইলেন্সার আলাদা করার সময় ব্যবহার করল ওটা।

সাইলেন্সারটা পকেটে, আর পয়েন্ট থারটি-এইট হোলস্টারে ভরল রানা। 'আসুন, মি. বুকান,' মৃদু গলায় বলল ও। 'বেরিয়ে পড়া যাক।'

এখনও বিড়বিড় করছে জর্জ বুকান। 'ওহ্ জেসাস।' রানার ডাকে দম দেয়া পুতুলের মত ঘুরল সে, দরজার দিকে এগোল। পা থেকে মাথা, সব তার কাঁপছে। পা ফেলছে এলোমেলো, কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেছে শরীরটা।

পিঠে মৃদু ধাক্কা দিয়ে ওভাল অফিস থেকে তাকে বের করে দিল রানা, পিছু পিছু নিজেও বেরিয়ে এল অ্যান্টিরুমে। ঘুরে দাঁড়িয়ে বাইরে থেকে ওভাল অফিসের দরজা বন্ধ করতে যাবে, সামনের দিকে ঝুঁকে কি মনে করে আরেকবার ভেতরে মাথা গলিয়ে দেখল লাশটা।

শুধু লাশটাই দেখল রানা, ওর বাঁ দিকের দেয়ালে ম্লান চকচকে ভাবটুকু চোখে পড়ল না। খালি চোখে হঠাৎ তাকালে দেখতে পাওয়ার কথাও নয়—একটা

শেলফে রয়েছে জিনিসটা। সুদৃশ্য পাথর, টুকিটাকি অ্যান্টিকস, প্লাস্টিকের ফুল, ইত্যাদির ভেতর মিনিভিডিক্যাম-এর খুদে ব্যারেল আর লেন্স, প্রেসিডেন্টের ডেস্কের দিকে তাক করা।

ওভাল অফিস সংলগ্ন আরেক কামরায়, সুপারম্যানের ডেস্কে রয়েছে খুদে ভিডিমনিটর স্ক্রীন, স্ক্রীনে স্থির হয়ে রয়েছে ডানকান ডকের ডেস্কসহ লাশের ছবি।

স্ক্রীনের দিকে মুখ করে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে রয়েছে সুপারম্যান, সিলিঙের দিকে তাকিয়ে আছে সে। এমন একটা ভঙ্গি, যে কেউ দেখলেই বুঝতে পারবে আয়ান ক্যামেরনের ঘাড় ভেঙে গেছে।

ডানকান ডকের লাশের ছবি হোয়াইট হাউসের আরেক ভিডিমনিটরে স্থির হয়ে রয়েছে। আরও একজন চাক্ষুষ করছে দৃশ্যটা। গম্ভীর, থমথম করছে তার চেহারা। হাত দুটো বার বার মুঠো পাকাচ্ছে। ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলছে হেলমুট কোহলার।

বারো

হোয়াইট হাউসের ভেতর দিয়ে জর্জ বুকানকে পথ দেখিয়ে বের করে আনছে রানা।

সারাক্ষণ বিড়বিড় করছে জর্জ বুকান, 'কি করে বিশ্বাস করি! এও কি সম্ভব! এভাবে দিব্যি বেরিয়ে যাচ্ছি অথচ কেউ বাধা দিচ্ছে না!' সন্ত্রস্ত চোরের মত চারদিকে তাকাল সে। 'কি করে সম্ভব হচ্ছে?' বারবার নিজেকে চিমটি কাটল সে।

'ডানকান ডক মারা গেছে কেউ জানলে তো,' শান্তভাবে বলল রানা। 'হোয়াইট হাউস থেকে বোধহয় নিরাপদেই বেরুতে পারব, গেটের মেরিনরা বাধা দেবে না। কিন্তু তারপর কি হবে আমি জানি না। ধরে নিন আমরা বেঁচে নেই, তাহলে আর "কি হবে" ভেবে ভয় লাগবে না।'

ডাঙায় তোলা মাছের মত খাবি খেলো জর্জ বুকান। হাঁটুতে কোন জোর পাচ্ছে না। গার্ডদের উদ্দেশে গালভরে হাসল রানা, ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাল, জর্জ বুকানের কাঁধে হাত রেখে ধাপ ক'টা টপকাল আস্তে-ধীরে, নেমে এল হোয়াইট হাউসের সামনের চাতালে। 'বীরের মত মৃত্যবরণ করার ইচ্ছে আছে, মি. বুকান?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল ও।

গেটের দিকে এগোল রানা, খোঁড়াচ্ছে, কিন্তু জর্জ বুকানকে ছাড়েনি।

'আমরা এখন কি করব, রানা?' প্রায় কেঁদে ফেলল জর্জ বুকান।

গেটের পাশে দাঁড়ানো মেরিন সার্জেন্টকে উদ্দেশ্য করে হাত নাড়ল রানা।

গেট পেরিয়ে এসে জর্জ বুকানকে ছেড়ে দিল ও, বলল, 'সোজা আপনার গাড়ির দিকে হেঁটে যান।' রাস্তায় একযোগে স্টার্ট নিল দুটো গাড়ি। 'কি করব

পরে বলছি।'

হোয়াইট হাউসে নিজের অফিসে বসে আছে হেলমুট কোহলার। ভিডিমনিটর স্ক্রীন থেকে চোখ তুলে ডেস্কের নিচের দেরাজটা খুলল সে, বের করে আনল ছোট্ট একটা রেডিও ইউনিট। বোতাম চাপ দিয়ে মাইক্রোফোন চালু করল সে, নিচু গলায় কথা বলল, 'টারজান, আমি ডাইনোসর।'

রেডিও ইউনিটের স্পীকার থেকে একটা যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'বলুন, ডাইনোসর।'

'চিতা আর সুপারম্যানের দম ফুরিয়েছে, টারজান। রিপিট, চিতা আর সুপারম্যানের দম ফুরিয়েছে। হোয়াইট হাউস মিশন সম্পূর্ণ সফল। রানা আর বুকান বেরিয়ে যাচ্ছে এখান থেকে। এখুনি ওদের ব্যবস্থা করো।'

'ইয়েস, ডাইনোসর,' জন কোরিগান জানাল। 'ধরে নিন ওদেরও দম ফুরিয়েছে।'

'তাড়াতাড়ি করুন! খুলুন দরজাটা!' অধৈর্য হয়ে উঠল রানা, কারণ বার বার চেষ্টা করেও তোবড়ানো মার্সিডিজের তালায় চাবি ঢোকাতে পারছে না জর্জ বুকান, তার হাত কাঁপছে।

'দেখছ না চেষ্টা করছি,' হিস হিস করে উঠল জর্জ বুকান, ভুরু থেকে ঘাম ঝরছে টপ টপ করে। অবশেষে দরজার তালায় চাবিটা ঢোকাতে পারল সে।

'এত ভয় পাবার কিছু নেই, বুঝলেন,' গাড়িতে চড়ার সময় জর্জ বুকানকে অভয় দিল রানা। 'দু'একটা কার্ড হাতে আমাদের আছে এখনও।'

ড্রাইভিং সিটে বসে বুক ভরে বাতাস নিল জর্জ বুকান, পরিচিত পরিবেশে ফিরে এসে খানিকটা স্বস্তিবোধ করল। রানা দরজা বন্ধ করছে, ফস্ করে জিজ্ঞেস করল, 'কি কাণ্ড করেছ বোঝো তুমি?' মাথার চুলে আঙুল চালাল সে। 'মাই গড, এই মাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে খুন করেছ তুমি! আর আমি তোমার পাশে বসে আছি!'

'দয়া করে স্টার্ট দিন,' তাগাদা দিল রানা। 'যদি বোমা না ফাটে, প্রথম ফাঁড়াটা কাটল।'

চাবিটা ইগনিশন কী-তে ঢোকানোই ছিল, সেটা ধরে ঘুরিয়ে দিল জর্জ বুকান, চোখ বন্ধ করে। নিটোল আওয়াজ তুলে স্টার্ট নিল এঞ্জিন। বাকশক্তি ফিরে পেয়ে রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করল সে, 'এবার কি?'

'গাড়ি ছাড়ুন, এভিনিউ ধরে এগিয়ে যান—আস্তে ধীরে, ব্যস্ততার কোন কারণ নেই।'

'কিন্তু আমরা যাব কোথায়, রানা?'

'যে-কোন জায়গায়। কিন্তু আস্তে আস্তে, স্পীড বাড়াবেন না।' সিটের ওপর খানিকটা ঘুরে বসে পিছনের জানালার দিকে তাকাল রানা।

মার্সিডিজ রওনা হলো, একই সাথে একশো ফিট সামনে চারজন আরোহী

নিয়ে গড়াতে শুরু করল বাদামি ফোর্ড আলট্রা কমপ্যাক্ট। মার্সিডিজের ত্রিশ ফিট পিছনেও গতি পেল লাল পন্টিয়াক আলট্রাকুপে, সামনের সিটে দু'জন আর পিছনের সিটে তিনজন আরোহী।

'পিছনে কোরিগান। সি.আই.এ. ডিরেক্টর সঙ্গ দিয়ে ধন্য করছেন আমাদের। ভালই।'

'এর মধ্যে ভাল কি দেখলে তুমি?'

'আপনিও দেখতে পাবেন।'

সামনের ফোর্ড ধীরে ধীরে গতি কমাল, মার্সিডিজ আর ওটার মাঝখানের ফাঁক নেই বললেই চলে। পিছন থেকে পন্টিয়াকও এগিয়ে এসে মার্সিডিজের সাথে মাঝখানের দূরত্ব কমিয়ে আনল।

'জেসাস, ওরা আমাদের স্যান্ডউইচ বানিয়ে ফেলেছে। আরে, ওটাই তো!' আঁতকে উঠে ফোর্ডের দিকে হাত তুলল জর্জ বুকান। 'ওটাই তো আমাকে চাপা দেয়ার চেষ্টা করেছিল!'

'এগোতে থাকুন,' বিড়বিড় করে বলল রানা। 'দুশ্চিন্তার কারণ ঘটবে থামার পর।'

জোড়া সি.আই.এ. কার সামনে পিছনে সচল বাধা হয়ে আছে, সাদা মার্সিডিজ শম্বুকগতিতে একের পর এক পেরিয়ে যাচ্ছে ক্ষতবিক্ষত এভিনিউগুলোকে। কিছুক্ষণ আগে আর্মি আর ন্যাশনাল গার্ড মধ্য শহরের আইন শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছে, রাজধানীর প্রধান সড়কগুলো আবার খুলে গেছে যানবাহন চলাচলের জন্যে।

'চারদিকে তাকাচ্ছ কেন?' বেসুরো গলায় জানতে চাইল জর্জ বুকান। 'কি খুঁজছ তুমি?'

'ইতিমধ্যে আরও দু'একজন লোকের উদয় হওয়ার কথা।'

'তাই? কোথায় তারা?'

'জানলে তো কথাই ছিল না।'

'কারা তারা? কি করবে তারা? উদ্ধার করে নিয়ে যাবে আমাদের?'

'অনেকটা তাই।'

'অথচ কোথাও তাদের দেখা যাচ্ছে না?'

'তাই তো মনে হচ্ছে।'

নিজের কপালে করাঘাত করল জর্জ বুকান। 'ঈশ্বর, বলে দাও এখন আমরা কি করি!'

'ঘাবড়াবেন না,' অভয় দিল রানা। 'এক-আধটা বুদ্ধি কি আর মাথা থেকে বেরুবে না?'

'কিন্তু লক্ষ করেছ–ওরা আমাদেরকে ওয়াশিংটন থেকে বের করে নিয়ে যাচ্ছে!'

মাথা ঝাঁকাল রানা, ব্যাপারটা আগেই লক্ষ করেছে ও। গাড়ি দুটো ওদেরকে মাঝখানে নিয়ে ধীরগতিতে রাজধানীর বাইরে চলে যাচ্ছে।

'রানা, একবার যদি ওরা আমাদেরকে খোলা জায়গায় নিয়ে ফেলতে পারে, আর কোন আশা থাকবে না! ঈশ্বরের দোহাই, কিছু একটা করো!'

'কি জ্বালা, একটু চুপ করতে পারেন না!' খেঁকিয়ে উঠল রানা। 'কিছু করার সুযোগ থাকতে হবে তো!'

সামনের বাঁক ঘোরার জন্যে তৈরি হলো জর্জ বুকান, হুইল ধরা হাত দুটো কাঁপছে তার। বাঁকের সামনে হাইওয়ে সরু হয়ে দুটো গলিতে পরিণত হয়েছে, রাস্তার দুপাশেই সাদা কাঠের বেড়া। 'খোলা এলাকায় বেরিয়ে এসেছি আমরা!' চোখ তুলে তাকাল রিয়ার ভিউ মিররে, পন্টিয়াকের সামনের সিটে পরিষ্কার দেখতে পেল জন কোরিগানকে, হাত নেড়ে নির্দেশ দিচ্ছে ড্রাইভারকে। 'রানা,' রুদ্ধশ্বাসে বলল সে, 'সি.আই.এ. ডিরেক্টর…'

ভাবসাব দেখে মনে হলো রানার কোন উদ্বেগ নেই, সিটের ওপর সামান্য একটু ঘুরে বসে ঘাড় ফেরাল সি.আই.এ. ডিরেক্টরকে দেখার জন্যে। পন্টিয়াকের ড্রাইভার কি যেন বলল, জন কোরিগান ঝট্ করে সামনে তাকাল।

'রানা, ফর গডস সেক! ওরা আমাদেরকে খুন করার জন্যে তৈরি হচ্ছে!'

'আমারও তাই ধারণা, মি. বুকান।'

নিজেকে সামলে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করে মাত্র তিন সেকেন্ড চুপ করে থাকতে পারল জর্জ বুকান, তারপর বড় একটা শ্বাস নিয়ে বলল, 'জানি তুমি চিন্তা করছ, বিরক্ত করা উচিত নয়–কিন্তু কিভাবে উদ্ধার পাব বলতে পারো?'

'আপনি তাহলে বলছেন কিছু একটা করি আমি?' শান্তভাবে জিজ্ঞেস করল রানা, হাতটা আড়াল করে ধীরে ধীরে জ্যাকেটের পকেটে ঢোকাল। 'বেশ। সংকেত দিলেই আপনি ওই বেড়া ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়বেন। পারবেন তো?'

মাথা ঝাঁকাবার সময় ঢোক গিলল জর্জ বুকান, হুইল ধরা হাত দুটো কাজ পেয়ে লোহার মত শক্ত হয়ে গেল।

'তারপর,' বলে চলেছে রানা, 'কোথায় যাচ্ছেন দেখার দরকার নেই, ইচ্ছে করলে চোখ বুজেও চালাতে পারেন, শুধু লক্ষ রাখবেন মার্সিডিজের কাছ থেকে টপ স্পীড আদায় হচ্ছে কিনা। কি চাইছি বুঝতে পারছেন তো?'

'তুমি এত শান্ত থাকো কিভাবে?' কর্কশ কণ্ঠস্বর, কিন্তু অস্পষ্ট, রীতিমত হাঁপাচ্ছে জর্জ বুকান। 'বেড়া টপকে কি লাভ হবে?'

'কিছু তো একটা হবেই,' বলল রানা। 'তবে আমি লাভবান হতে চাই বেড়া টপকাবার আগেই।'

'সে কি রকম?'

অকস্মাৎ ক্ষিপ্রবেগে ঘুরল রানা, কনুইয়ের ওপরটা সামনের সিটের ওপর ঠেকিয়ে মার্সিডিজের পিছনের জানালার কাঁচ লক্ষ্য করে তিনটে গুলি করল।

পয়েন্ট থারটি-এইটের গর্জনে সিটের ওপর ঝাঁকি খেলো জর্জ বুকান। গুলির আওয়াজ আর দুই প্রস্থ কাঁচ ভাঙার শব্দ প্রায় একসাথেই হলো। চোখ তুলে রিয়ার ভিউ মিররে তাকাল সে, অস্পষ্টভাবে দেখতে পেল জন কোরিগানের মুখ–একটা পাশ উড়ে গেছে। গতি কমে যাবার সাথে সাথে রাস্তার এক ধারে সরে যাচ্ছে

পন্টিয়াক, ড্রাইভারও তার নিজের মুখে হাতচাপা দিয়ে আছে। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাঁ দিকে ঘুরে গেল লাল পন্টিয়াক, রাস্তার উল্টোদিকের খাড়া পাহাড় প্রাচীরের দিকে ছুটছে।

'এখনও সংকেত পাননি, মি. বুকান?' হুংকার ছাড়ল রানা, আঁতকে উঠে গাড়ি সিধে করে নিল জর্জ বুকান। 'পালান! পালান! পালান!'

রানার কণ্ঠস্বর যেন বিদ্যুৎ সরবরাহ করল জর্জ বুকানকে। অ্যাকসিলারেটরের উপর দাঁড়িয়ে পড়ল সে। সিংহের মত গর্জন তুলে, রাবার পুড়িয়ে, সাদা কাঠের বেড়ার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল মার্সিডিজ।

'অসুরদের আরও একজনকে বধ করা গেল!' রানা উল্লসিত।

ওদের পিছনে এক পশলা গুলি হলো, স্লেজহ্যামারের শক্তি নিয়ে মার্সিডিজের ট্রাংকে আঘাত করল দুটো বুলেট।

মাঠটা পাথরে ভর্তি, স্টিয়ারিং হুইল থেকে জর্জ বুকানের হাত প্রায় ছিঁড়ে আনার উপক্রম করল একটা ঝাঁকি। শুনতে পেল মার্সিডিজের ছাদের সাথে মাথা ঠুকে যাওয়ায় ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল রানা। অ্যাকসিলারেটরে চাপ কমিয়ে চট করে একবার রিয়ার ভিউ মিররে তাকাল সে। বাদামি ফোর্ড একেবারে গায়ের ওপর এসে পড়েছে, আবার ধাওয়া শুরু করেছে লাল পয়েন্টিয়াকও–নতুন ড্রাইভার এইমাত্র মাঠে নামল।

'করেন কি! দাঁড়াচ্ছেন আবার!' ঝট্ করে সিটের ওপর ঘুরে গিয়ে পিছনের ভাঙা জানালার দিকে অস্ত্র তুলল রানা, খালি করে ফেলল পয়েন্ট থারটি-এইট।

হাঁটু সিধে করে পায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে মেঝের সাথে অ্যাকসিলারেটর চেপে ধরল জর্জ বুকান। সিটের ওপর শুয়ে নির্দেশ দিল রানা, 'মাথা নামান, ফর গডস সেক!' এক সেকেন্ড পেরোল না, বিরতিহীন গুলিবর্ষণের প্রলম্বিত আওয়াজ শোনা গেল, প্রায় ছিঁড়ে ফেলার উপক্রম করল মার্সিডিজের ছাদ। সামনের জানালা খসে পড়ে ঝনঝন শব্দে চুরমার হলো। জর্জ বুকানের চোখের পাতা শিউরে উঠল, কয়েকটা কাঁচের টুকরো কপালের চামড়া চিরে দিয়ে ছুটে গেল দিক্‌বিদিক্।

পরপর আরও দু'পশলা গুলি হলো, তবে মার্সিডিজের ভেতর একটা বুলেটও ঢুকল না।

আবার মাথা তুলে অস্ত্র ধরা হাতটা পিছন দিকে লম্বা করল রানা, ফটাফট গুলি করল কয়েকটা। মাথা সামান্য একটু তুলে রিয়ার ভিউ মিররে তাকাল জর্জ বুকান। হঠাৎ দিক বদল করল বাদামি ফোর্ড, পরমুহূর্তে গাঢ় কমলা রঙ গ্রাস করল ওটাকে। আরও এক পশলা গুলির আওয়াজ শোনা গেল, এবার লাল পন্টিয়াকও দিকভ্রান্ত হলো।

ওভাল অফিস থেকে বেরুবার পর এই প্রথম ক্ষীণ একটু আশার আলো দেখতে পেল জর্জ বুকান। পন্টিয়াকের পিছনে দুটো গাড়ি রয়েছে, জানালা দিয়ে ঘাড় গর্দান বের করে গুলি করছে কয়েকজন লোক। কারা যেন ধাওয়া করছে সি.আই.এ-কে।

রক্ত হিম করা চিৎকার বেরিয়ে এলো রানার গলা থেকে। ছ্যাঁৎ করে উঠল

জর্জ বুকানের বুক। 'রানা! কি হলো, রানা?'

রানাকে হাসতে দেখে ধড়ে প্রাণ ফিরে এল জর্জ বুকানের।

'ইকবাল এসে পড়েছে!'

'ইকবাল? কে ইকবাল!' হতভম্ব হয়ে রানার দিকে তাকাল জর্জ বুকান।

'গাড়ি ঘোরান, মি. বুকান, গাড়ি ঘোরান!' জর্জ বুকানের কাঁধ ধরে এমন ঝাঁকি দিল রানা, জ্যাকেটটা ছিঁড়ে যেতে পারত।

ইচ্ছা নয়, কিন্তু রানা বলছে তাই গাড়ি ঘোরাতে শুরু করল জর্জ বুকান। 'এখন কি?' জিজ্ঞেস করল সে, মাঠ ধরে ফিরতি পথে এগোল মার্সিডিজ।

'পাল্টা ধাওয়া করুন!' নির্দেশ দিল রানা, রণে ভঙ্গ দিয়ে মাঠের আরেক দিকে ছুটছে পন্টিয়াক। 'ওটার ওপর চড়াও হোন!'

'কি আশ্চর্য, খুন হয়ে যেতে বলো নাকি!' প্রতিবাদ জানাল প্রাক্তন উপদেষ্টা।

কথা না বাড়িয়ে জর্জ বুকানের পায়ের ওপর আক্ষরিক অর্থেই দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, দু'জনের পায়ের নিচে মেঝের সাথে সেঁটে গেল অ্যাকসিলারেটর। শুধু পায়ের ওপর নয়, জর্জ বুকানের হাতের ওপরও রানার হাত পড়ল, চারটে হাত নিয়ন্ত্রণ করছে হুইলটাকে।

হাত আর পায়ের ব্যথায় কাতরাতে শুরু করল জর্জ বুকান।

সরাসরি লাল পন্টিয়াকের দিকে তীর বেগে ছুটে চলেছে মার্সিডিজ, তাকে আশ্বস্ত করল রানা, 'ঘাবড়াবেন না, মি. বুকান। শুধু একটা গুঁতো মারব ওটাকে, তা না হলে থামবে না।'

সংঘর্ষের আগের মুহূর্তে চোখ বুজল জর্জ বুকান। রিয়ারভিউ মিররে চোখ রেখে আগেই দেখে নিয়েছে ওদের পিছু পিছু সেই গাড়ি দুটোও আসছে, সি.আই.এ-কে যেগুলো ধাওয়া করছিল।

কর্কশ ধাতব শব্দ, প্রচণ্ড ঝাঁকি, ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস পতন, সব মিলিয়ে জর্জ বুকানের মনে হলো ধরা পৃষ্ঠ থেকে অন্য কোথাও নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাকে। চোখ খুলে নিশ্চিত হতে চাইল সে, দেখল ধাক্কা খেয়ে সামনে ছিটকে পড়েছে পন্টিয়াক, চরকির মত ঘুরতে শুরু করল। বার দুয়েক চক্কর খেয়ে মন্থর হলো গতি।

মার্সিডিজের দু'পাশ দিয়ে স্যাঁৎ স্যাঁৎ করে বেরিয়ে গেল দুটো গাড়ি, পন্টিয়াককে লক্ষ্য করে ঠাস ঠাস গুলি করে চলেছে আরোহীরা। চারদিক থেকে ফুটো হয়ে যাচ্ছে পন্টিয়াক, ভেতরে কারও বেঁচে থাকার উপায় নেই।

'এখনও বেঁচে আছেন, সেজন্যে অবাক লাগছে, মি. বুকান?' অচল পন্টিয়াকের সামনে মার্সিডিজ থামাচ্ছে জর্জ বুকান, তাকে প্রশ্ন করল রানা। অপর দুই গাড়ির আরোহীরা ইতিমধ্যে নেমে পড়েছে, পন্টিয়াকটাকে পরীক্ষা করছে তারা। দল থেকে বেরিয়ে এল তাদের একজন, মার্সিডিজের দিকে হেঁটে আসছে—মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, চোখে বিজয়ের উল্লাস।

গাড়ি থেকে নেমে করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল রানা।

লোকটা মাথা নাড়ল, 'পোষাবে না, মাসুদ ভাই।' বলে রানাকে আলিঙ্গন করল সে। 'ওস্তাদকে সাহায্য করতে পেরেছি, এই সুযোগ কি প্রত্যেক দিন আসে?' চোখ ভিজে উঠল ইকবাল হাসানের।

রানাকে আলিঙ্গন মুক্ত করে অচল সি.আই.এ. গাড়ি দুটোর উদ্দেশে হাত তুলল ইকবাল। 'চমৎকার দুটো গাড়ি হারাল বেচারারা।'

'শুধু গাড়ি নয়, সি.আই.এ-এর লোক সংখ্যাও কমে গেছে। ওদের একজন নতুন ডিরেক্টর দরকার।' তৃপ্তির হাসি হাসল রানা। 'হারামজাদার দু'চোখের মাঝখানে ঢুকিয়ে দিয়েছি একটা।'

'কার কি ভূমিকা আমাকেও সব জানতে হবে!' দাবি করল জর্জ বুকান।

পরিচয় করিয়ে দিল রানা, 'ইনি ইকবাল হাসান, মি. বুকান। দি ওয়াশিংটন পোস্টের অনুসন্ধানী প্রতিবেদক।'

'একেই তুমি খুঁজছিলে তাহলে?'

'জ্বী। ইকবাল হাসান রানা এজেন্সির একজন কর্মকর্তাও বটে।'

'আমার একজন সহকারীও আছে, মি. জর্জ বুকান,' প্রাক্তন উপদেষ্টার সাথে করমর্দন করতে করতে বলল ইকবাল হাসান। 'ওয়াশিংটন পোস্টের সুইচ বোর্ড অপারেটর। সেই তো আমাদের চীফ এডিটরের কলটা আড়ি পেতে শোনে।' রানার দিকে ফিরল সে। হ্যাঁ, মাসুদ ভাই, অলিভার ওনিয়নস-ও কুচক্রীদের একজন!'

'তার কোডনেম জানো?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আয়রনম্যান।'

রানা বলল. 'গোটা ব্যাপারটা যখন ফাঁস হবে, চেনাজানা আরও অনেক লোকের মুখোশ খসে পড়বে।'

'সুপারম্যানের খবর, মাসুদ ভাই?' ব্যগ্র কণ্ঠে জানতে চাইল ইকবাল। 'আছে, না মরেছে?'

'টারজানের মত সুপারম্যানকেও পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে হাবিয়ায়, ওদের সাথে রওনা হয়েছে চিতা,' বলল রানা, প্রেসিডেন্টের নাম শুনে বিস্ফারিত হয়ে উঠল ইকবাল হাসানের চোখ, ঠকাস করে রানাকে স্যালুট করল সে। 'আর, তুমি তো জানোই, সবার আগে রওনা হয়েছে ওয়াকি।'

দাঁত দিয়ে আঙুলের নখ খুঁটছে জর্জ বুকান। 'সুপারম্যান লোকটা আসলে কে, রানা?'

'ডানকান ডকের ডান হাত। আপনার পুরানো বন্ধু, মি. বুকান। আয়ান ক্যামেরন।'

'আয়ান ক্যামেরন!' চোখে অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে থাকল জর্জ বুকান।

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল রানা, মুখে ক্লান্ত হাসি।

দূরে গম্ভীর আওয়াজ হলো, মেঘ ডাকছে। তিনজন ওরা মুখ তুলে আকাশে তাকিয়ে দেখে ওয়াশিংটনের দিক থেকে ছুটে এসে আকাশ ঢেকে ফেলছে কালো মেঘ।

'কাজ তো এখনও অনেক বাকি রয়ে গেছে, মাসুদ ভাই,' বলল ইকবাল। 'এবার বোধহয় আমরা ফিরতে পারি?'

'হ্যাঁ, ঠিক, চলো ফেরা যাক,' জর্জ বুকানের কাঁধে হাত রেখে ইকবালের পিছু পিছু এগোল রানা।

'এই নিন, মাসুদ ভাই,' বলল হাসান, খবরের কাগজটা বাড়িয়ে দিল রানার দিকে, সবাই ওরা দি ওয়াশিংটন পোস্টের সিটি রূমে ঢুকছে। 'ছাপা যেতে পারে এমন কিছুই বাদ দেয়া হয়নি।'

কড়া প্রহরার মধ্যে ওদের এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। আগেই ঠিক করা ছিল একটা রঁদেভো, সেখানে ওদের সাথে যোগ দেয় দু'গাড়ি ভর্তি আই.আই.ইউ. আর তিন গাড়ি ভর্তি ডি.আই.এ. এবং বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স এজেন্ট। রানার জরুরী মেসেজ পেয়ে আই.আই.ইউ. এজেন্টরা আজ সকালে ওয়াশিংটন পৌঁচেছে, বিকেল পর্যন্ত এয়ারপোর্টেই অপেক্ষা করছিল ওরা। দুপুরের পর রানার আরও একটা মেসেজ পায় ওরা, সেই মেসেজে ওরা জানতে পারে বিকেলে কোথায় দেখা করতে হবে।

রানার মেসেজ ইকবাল হাসানও পেয়েছিল, তবে একটু দেরিতে। আড়িপাতা যন্ত্রের সাহায্যে ইকবাল জন কোরিগানের রেডিও বার্তা ধরতে পেরেছিল, কণ্ঠস্বর শুনে সহ ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে হেলমুট কোহলারকেও চিনতে পারে সে। রানার খোঁজে বেরুবার আগে আই.আই.ইউ এবং ডি.আই.এ. এজেন্টদের হোয়াইট হাউসে পাঠায় ইকবাল, তারা ইতিমধ্যে গ্রেফতার করেছে উপদেষ্টা হেলমুট কোহলারকে। খানিক আগে খবর পেয়েছে ওরা, হোয়াইট হাউসকে কর্ডন করে রাখা হয়েছে, ভেতরের কোন খবর যাতে বাইরে না বেরোয় সে-ব্যবস্থাও করা হয়েছে। সি.আই.এ-র পদস্থ অফিসারদের আটক করার কাজও ঘণ্টাখানেক আগে শুরু হয়েছে। কংগ্রেসের জরুরী অধিবেশন শুরু না হওয়া পর্যন্ত আমেরিকান সরকারের দায়িত্ব পালন করছে ডি.আই.এ. এবং সিক্রেট সার্ভিস। সিনেটর এবং কংগ্রেস সদস্যরা আলাদা আলাদা ভাবে ঘরোয়া বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যে রওনা হয়ে গেছে, এ-খবরও পেয়েছে রানা।

খবরের কাগজটা মেলে ধরল রানা, ওর কাঁধের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল জর্জ বুকান। ডেস্কের ওপর এক বোতল ওয়াইল্ড টার্কি দেখা গেল, পানীয় ভর্তি দুটো গ্লাস নিয়ে ওদের সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে ইকবাল হাসান।

'জোসেফ ফালকেনের খবর কি?' নতুন ডি.আই.এ. ডিরেক্টরের কথা জানতে চাইল রানা।

'হেডকোয়ার্টারে বন্দী করা হয়েছে তাকে,' পাশ থেকে একজন ডি. আই.এ.এজেন্ট জবাব দিল। 'কয়েক মিনিট আগে খবর পেয়েছি আমি।'

'মাসুদ ভাই,' ডাকল হাসান। 'গা-টা একটু গরম করে নিন।'

কাগজটা রেখে দিয়ে ইকবালের হাত থেকে গ্লাস নিল রানা, ওর দেখাদেখি জর্জ বুকানও।

'আপনার জন্যে একটা ভাল খবর আছে, মি.বুকান,' হাসল ইকবাল। 'সেক্রেটারী অভ স্টেটস লিয়ন ক্যারির সাথে কথা হয়েছে আমার, তিনি বললেন হোয়াইট হাউসে আপনাকে আবার দরকার–উপদেষ্টা হিসেবে।'

জর্জ বুকান কোন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার আগেই পিঠে রানার চাপড় খেল সে। 'কংগ্রাচুলেশন্স, মি. বুকান!'

ব্যথাটুকু মুখ বুজে সহ্য করল জর্জ বুকান, তারপর একটু লাজুক হাসল, তারপর গম্ভীর হয়ে গেল। 'হ্যাঁ,' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল সে, 'আবার নতুন করে শুরু করতে হবে।' ইকবাল কাগজটা মেলে ধরেছে, রানার দেখাদেখি সে-ও হেডলাইনের ওপর চোখ বুলাল আবার একবার।

হোয়াইট হাউস ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বিস্তারিত রিপোর্ট ছাপা হয়েছে কাগজে। পাশের একটা খবরে বলা হয়েছে, টি-নাইনে আক্রান্ত হয়ে এরইমধ্যে মারা গেছে প্রায় পঁয়ত্রিশ মিলিয়ন মানুষ। অবিশ্বাসে মাথা নাড়ল ওরা। সবাই ওরা জানে, কাল সকালের হেডলাইন গোটা দুনিয়াকে কাঁপিয়ে দেবে। তবে ডানকান ডকের নিহত হবার খবরে খুশি হবে মানুষ, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে সবাই।

'আচ্ছা,' হঠাৎ প্রশ্ন করল জর্জ বুকান, 'চীন আর রাশিয়ার কি হবে? সব জানার পর ওরা কি…?'

'ওরাও আমাদের সাথে সহযোগিতা করবে,' বলল রানা। 'কারণ ওদেরও আমাদের সাহায্য দরকার। এরইমধ্যে জাতিসংঘ মহাসচিব পিকিং আর মস্কোর সাথে হটলাইনে যোগাযোগ করেছেন। ডলফিন সেরাম তৈরি হলেই পৌঁছে দেয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি। শুধু চীন আর রাশিয়ায় নয়, ডলফিন সেরাম পৌঁছে দেয়ার প্রস্তাব টি-নাইনে আক্রান্ত সবগুলো দেশকে দেয়া হয়েছে।'

'না, মানে, আমি বলছিলাম,' আমতা আমতা করে বলল জর্জ বুকান, 'রাশিয়া বা চীন আবার রেগেমেগে আমেরিকার ওপর হামলা করে বসবে না তো?'

'আমার তা মনে হয় না। ওরাও বুঝবে যে গোটা দুনিয়া একটা ফাঁড়া কাটিয়ে উঠেছে। সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখার এই শেষ একটা সুযোগ যাচ্ছে, তাই না?'

'তাই,' বলে হাতের গ্লাসটা উঁচু করে ধরল জর্জ বুকান।

'সিলভিয়া পিকলের উদ্দেশে, তার আত্মা শান্তি লাভ করুক,' বলল রানা, ইকবালের হাতে ধরা কাগজটার দিকে একবার তাকাল, 'এবং পঁয়ত্রিশ মিলিয়ন দুর্ভাগার উদ্দেশে, তাদের সবার আত্মা শান্তি লাভ করুক–।' সবাই যখন পান করছে, খবরের কাগজের আড়ালে মুখ লুকাল ইকবাল হাসান, বোতলটা তখন টেবিলে নেই। দেখেও না দেখার ভান করল রানা।

'ডলফিন সেরাম?' হঠাৎ মনে পড়ে যেতে চিৎকার করে উঠল জর্জ বুকান। 'আমার ব্রিফকেস?'

হেসে ফেলল রানা। 'চিন্তার কিছু নেই, মি. বুকান–ডলফিন সেরামের নমুনা এফ.ডি.এ. ল্যাবে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে। ওটা নিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছে ওরা।'

নিজের এবং জর্জ বুকানের গ্লাস আবার ভরল রানা। নিজেরটা জর্জ বুকানের গ্লাসের সাথে ঠুকে জোর গলায় আবৃত্তি শুরু করল, 'লিভ জয়ফুলি উইথ দ্য ওয়াইফ দাউ লাভেস্ট অল দ্য ডেইজ অভ দ্য লাইফ অভ দাই ভ্যানিটি, হুইচ হি হ্যাথ গিভেন দী আন্ডার দ্য সান, অল দ্য ডেইজ অভ দাই ভ্যানিটি···।'

'স্ক্রিপচার কি পুরোটাই তোমার মুখস্থ, রানা?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল জর্জ বুকান।

'আমি শুধু একজন এসপিওনাজ এজেন্টই নই, মি. বুকান,' হাসতে হাসতে বলল রানা, 'একজন অভিনেতাও। আর, একজন অভিনেতাকে অনেক কিছুই শিখে রাখতে হয়, কখন কোনটা কাজে লাগে কে বলতে পারে!'

বাইরে মেঘ গর্জে উঠল, সেই সাথে শুরু হলো তুমুল বর্ষণ।

'এই শান্তিবৃষ্টি সব ধুয়ে দেবে,' বিড়বিড় করে আশা প্রকাশ করল জর্জ বুকান।

লে নিউফ পোইজোঁতে আজ ওদের শেষ দিন। ছুটিও শেষ, গল্পও শেষ।

'একি শুধুই গল্প, লিনা?' শুধাল রানা। 'সত্যি সত্যি পুরোটা তুমি স্বপ্নে দেখেছ?'

ভোর হয়ে আসছে রাত। ওদের সামনে অথৈ পানির দীর্ঘ বিস্তৃতি। বালুকাবেলার ওপর পুব দিকে মুখ করে বসে আছে ওরা, গায়ে গা ঠেকিয়ে। পিছনের বনভূমি থেকে পাখা ঝাপটানোর আওয়াজ আসছে মাঝে মধ্যে, দু'একটা পাখি ডাকাডাকিও করছে। পুব আকাশে আলোর আভাস।

'যদি বলি, হ্যাঁ, পুরোটাই স্বপ্নে দেখেছি?'

'ধ্যেৎ, গাঁজা মারার জায়গা পাওনি!' সরাসরি অবিশ্বাস করল রানা। 'তা হয় নাকি!'

'কেন হয় না?' রেগে গিয়ে ফোঁস করে উঠল ব্যারনেস। 'হতে অসুবিধেটা কোথায়?'

'এত বড় স্বপ্ন, এমন গোছানো আর রেডিমেড, কেউ কোন কালে দেখেনি।'

'সত্যি কি মিথ্যে সে প্রশ্ন বাদ দাও,' বলল লিনা। 'সম্ভাব্যতার বিচারে কি মনে হলো তাই বলো। এ-ধরনের ঘটনা ঘটেনি, মানলাম, কিন্তু কখনও কি ঘটতে পারে না? হয়তো আমেরিকায় নয়, রাশিয়ায় বা চীনে? কিংবা আমেরিকাতেই? পারে না?'

'তা পারে কিন্তু···'

'পারে বলেই যখন স্বীকার করছ তাহলে বলেই ফেলি গল্পটা কোত্থেকে পেলাম,' রানার গায়ে হেলান দিল ব্যারনেস। 'স্বপ্ন সত্যি একটা দেখেছি আমি। দেখার আয়োজনটা অবশ্য আমারই করা।'

'স্বপ্ন দেখার আয়োজন, মানে?'

'কল্পনা। আমার আদর্শ মানুষ রানাকে আমি রোজ রাতে কল্পনা করতাম। বিছানায় শুয়ে শুয়ে, চোখ খোলা রেখে কল্পনা করেছি আমার রানা অশুভ শক্তির

বিরুদ্ধে লড়ছে। কখনও মহাশূন্যে বিচরণ করছে সে, তাড়া করছে ভিন গ্রহের বাসিন্দা দৈত্যাকৃতি অসুরদের। কখনও তাকে আমি পরমাণু আকৃতিতে কল্পনা করেছি, মানুষের রক্তের ভেতর মিশে গিয়ে শরীরের ভেতর অচেনা শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করছে। আমার আদর্শ পুরুষ মঙ্গল আর শুভশক্তির প্রতীক, শান্তির পতাকা নিয়ে ছুটে চলেছে যুগ থেকে যুগান্তরে, দেশ থেকে মহাদেশে, গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে, সসীম থেকে অসীমে, সময়ের বেড়া টপকে। তার সামনে অনন্ত পথ, পরমায়ু তার হাতের মুঠোয়, তাকে দেখে ভয়ে থরথর কেঁপে উঠছে অশুভ শক্তি...'

'ব্যস, ব্যস—রক্ষে করো!' লিনার মুখে হাতচাপা দিল রানা। 'এরইমধ্যে সেই কুয়ার ব্যাঙের মত ফুলতে শুরু করেছি...'

এক ঝটকায় মুখ থেকে রানার হাত সরাল লিনা। 'কি আশ্চর্য, এর মধ্যে তোমার ফোলার কি কারণ ঘটল? ধরেই নিয়েছ, তুমি আমার আদর্শ পুরুষ?'

'আমি নই?' আকাশ থেকে পড়ল রানা।

'কেন, তোমাকে আমি বলিনি, তোমার নামে নাম তার?'

'আমি নই? আমার নামে অন্য কেউ?' রানা গম্ভীর।

'জ্বী-হুজুর, আপনি নন, অন্য কেউ।' ব্যঙ্গ করল ব্যারনেস।

'তাহলে এখন এখানে তোমার পাশে যে বসে আছে সে-ও আমি নই, অন্য কেউ,' বলে ধাক্কা দিয়ে লিনাকে বালির ওপর ফেলে দিল রানা। 'এবং এখন যা ঘটবে তার জন্যে আমি দায়ী নই—দায়ী অন্য কেউ।'

'দেখো, ভাল হবে না বলে দিচ্ছি—ছাড়ো, লাগে! এই, কি করছ! তুমি না একটা...'

'জানি,' লিনার পাশে কাত হয়ে বলল রানা, 'অশুভ শক্তি—মাসুদ রানার প্রতিদ্বন্দ্বী!'

এরপরও বাধা দেয়ার চেষ্টা করল ব্যারনেস লিনা, তবে শেষ পর্যন্ত হার মানতে হলো অশুভ শক্তির কাছে।

***